রসূলের স. যুগে

নারী স্বাধীনতা

(১ম খন্ড)

আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ

Since 1989

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা

প্রথম খন্ড

تحرير المرأة في عصر الرسالة

الجزء الأول

কুরআনুল করীম এবং সহীহ বুখারী ও মুসলিমের
সুস্পষ্ট হাদীসের ভিত্তিতে নারী সমস্যার
বিস্তারিত বাস্তবভিত্তিক পর্যালোচনা

আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ

অনুবাদ
মওলানা আবদুল মুনয়েম
অধ্যাপক আবুল কালাম পাটওয়ারী
মওলানা মুনাওয়ার হোসাইন

সম্পাদনা
আবদুল মান্নান তালিব

Since 1989

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

www.amarboi.org

রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা (১ম খন্ড)

تحرير المرأة في عصر الرسالة

الجزء الأول

আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ

অনুবাদ
মওলানা আবদুল মুনয়েম
অধ্যাপক আবুল কালাম পাটওয়ারী
মওলানা মুনাওয়ার হোসাইন

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
বাড়ি # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৮৯২৪২৫৬, ফ্যাক্স : ৮৯৫০২২৭
E-mail : biit_org@yahoo.com , Website : www.iiitbd.org

ISBN : 984-70103-0020-8

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

দ্বিতীয় সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রচ্ছদ
এম.এ. আকাশ

কম্পোজ ও মুদ্রণ
এম. এ. গ্রাফিক্স ক্যাম্পাস

মূল্য : ২৫০ U S $ 8

Rasuler (Sm) Juge Nari Shadhinata by Abdul Halim Abu Shuqqah, translated by Maulana Abdul Munem, Professor Abul Kalam Patwari and Maulana Munawar Hossain, published by Bangladesh Institute of Islamic Thought, House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka-1230, Bangladesh. Phone : 8950227, 8924256, Fax : 8950227. E-mail :biit_org@yahoo.com Website : www.iiitbd.org Price : Tk. 250 U S $ 8

www.amarboi.org

প্রসংগ কথা

বিগত তিনশো বছর থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতা সারা বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করে আছে। এখন বলতে গেলে সর্বত্র প্রায় তার একচ্ছত্র আধিপত্য। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি মুসলিম দেশগুলোতেও কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্যবাদ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাপনায় বিরাট পরিবর্তন সাধন করেছে। পাশ্চাত্য সমাজে নারী ছিল গৃহকোণে আবদ্ধ, পুরুষের সেবাদাসী, সব রকমের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত এবং দেশের ও রাষ্ট্রের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। সবচেয়ে শোষিত, বঞ্চিত ও নিগৃহীত শ্রেণী হিসাবেই তাকে দেখা হতো। কিন্তু শিল্পবিপ্লব ও ইউরোপের দেশগুলির বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের ফলে পাশ্চাত্য সমাজে নারী গৃহ অংগনের বাইরে চলে আসে। নারীরা পুরুষের সমান অধিকারের দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। পুরুষের আরোপিত বাধা-নিষেধের সমস্ত বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন করে তারা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করতে থাকে। নিজেদের অর্থনৈতিক দায়িত্বের বোঝা নিজেদের কাঁধে তুলে নেবার ফলে সামাজিক ও সাংসারিক দায়িত্ব বাধাগ্রস্ত হতে থাকে। অর্থনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করার সাথে সাথে সামাজিক ও সাংসারিক দায়িত্বও তারা পুরুষদেরকে সমান ভাগে ভাগ করে দিতে চায়। কিন্তু এই অস্বাভাবিক কর্মকান্ডে সমঅধিকার ও সমদায়িত্বের ধ্বজাধারী পুরুষরা পিছিয়ে পড়ে। ফলে সংসার জীবনে ভাঙন ধরে।

তাছাড়া মেয়েরা স্বাধীন অর্থোপার্জনের ক্ষমতা লাভ করার সাথে সাথে নিজেদেরকে সামাজিক ও সাংসারিক কর্তত্বশালী হিসাবে দেখতে শুরু করে। এক্ষেত্রে পুরুষের কোনো প্রকার প্রাধান্য স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত হয় না। কিন্তু পাশ্চাত্য পুরুষ তাদের হাজার হাজার বছরের প্রধান্য এক নিমেষে ধূলিস্মাত করে দিতে রাজী হয় না। ফলে সংসার জীবনের ভাঙনটা দ্রুত প্রসারিত হয়। ইতিপূর্বে পুরুষ ছিল অবিমৃশ্যকারী ও নিপীড়ক। এখন নারীও হয়ে ওঠেছে অবিমৃশ্যকারী ও নিপীড়ক। এভাবে সাংসারিক ভাঙনের ষোলকলা পূর্ণ হয় এবং সাংসারিক সুখ দুলর্ভ বস্তু হয়ে যায়।

পাশ্চাত্য সমাজের এই ধ্বংস আজ আমাদের সমাজেও প্রসারিত হয়েছে। প্রথমত, পাশ্চাত্যের দীর্ঘদিনের গোলামী, মুসলিম বিশ্বের সর্বব্যাপী দারিদ্র্য এবং পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্ব আমাদের সমাজ অংগনকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। আমাদের সমাজেও চলছে পাশ্চাত্য ধারার সয়লাব। চোখ বন্ধ করে অন্ধের মতো আমরা তাদের পেছনে চলছি। দ্বিতীয়ত, ইসলামের সামাজিক বিধান থেকে আমাদের সমাজ বহু দূরে সরে এসেছে। এ সরে আসার কাজটা একদিনে সাধিত হয়নি। এজন্য আমাদের হাজার বছরের ভূমিকা দায়ী। কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের যে সামাজিক বিধান নির্দেশ করেছে, রহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ইসলামী সমাজ গঠন করেছিলেন এবং সাহাবা, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ ও তৎপরবর্তীকালের দু'তিনশো বছরের মুসলিম মনীষী ও চিন্তাবিদগণ যে স্বাভাবিক গতিসম্পন্ন ইসলামী সমাজ গঠন করেছিলেন পরবর্তীকালে বিভিন্ন মুশরিক জাতির সংস্পর্শে এসে তা থেকে ধীরে ধীরে আমরা দূরে সরে আসতে থাকি। বিশেষ করে

www.amarboi.org

আমাদের শাহী আমীর-উমরাহ ও উচ্চ মহলে মুশরিকী রাজন্য ও উচ্চ বর্ণ প্রভাবিত একটি সমাজ কাঠামো গড়ে ওঠে। *"আননাসু আলা দীনি মুলূকিহিম"* জনতা হয় তাদের রাজার আচরণের অনুসারী- এই প্রবাদকে সত্য প্রমাণ করে সাধারণ মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজেও এ ধারা প্রসারিত হয়। পাশ্চাত্য সমাজের মতো আমাদের সমাজের মেয়েরাও এক অন্ধকূপে আটকে পড়ে। তেরশো চৌদ্দশো বছর পরে আমাদের সমাজের মেয়েরা পার্শ্ববর্তী মুশরিকী ও পাশ্চাত্যের জড়বাদী সমাজের মেয়েদের সাথে নিজেদের কোনো ফারাক দেখতে পায়না। তারা দেখে তারা তাদের মতো শোষিত, নিগৃহীত, পশ্চাতপদ, অধিকারহারা ও বঞ্চিত।

কাজেই তাদের মতো এরাও আজ বিদ্রোহের ঝান্ডা উঁচু করে ময়দানে নামতে শুরু করেছে। এই তো মাত্র চল্লিশ বছরের মধ্যে মুসলিম মেয়েদের একটি বিরাট অংশ প্রকাশ্য রাজপথে নেমে পড়েছে। আসলে এরা ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায় না। এরা চায় এদের অধিকার। কিন্তু ইসলামে এদের কি অধিকার দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে এরা সজাগ নয়। এ সজাগ হওয়াটাও এদের পক্ষে অতোটা সহজ নয়, যেখানে সজাগকারীরা নিজেরাই এ ব্যাপারে যথেষ্ট অসচেতন। এই অসচেতনতা গত হাজার বছরের ফসল। একদিনে নয়, ধীরে ধীরে আমাদের সমাজ অনৈসলামী সমাজের রীতি-রেওয়াজে প্রভাবিত হয়েছে। ইসলামী সমাজ যে ধারায় অগ্রসর হয়েছিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সরল স্বাভাবিক সামাজিক ধারার প্রবর্তন করেছিলেন তা কালক্রমে ব্যাহত হয়েছে।

মুসলিম পুরুষ ও নারীর পাস্পরিক সহযোগিতায় গড়ে ওঠে ইসলামী সমাজ। এখানে নারীকে পুরুষের বা পুরুষকে নারীর গোলামে পরিণত করা হয়নি। দুটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা। দুনিয়াতেও স্বাধীন স্বতন্ত্র এবং কিয়ামতেও আল্লাহর সামনে সম্পূর্ণ স্বাধীন-স্বতন্ত্র সত্তা ও ব্যক্তিত্ব হিসাবে জবাবদিহি করার দায়িত্ব লাভ করবে। তাই কুরআনে তাদেরকে *"মুমিনা ওয়াল মুমিনাত"*, *"কানিতীনা ওয়াল কানিতাত"*, *"সাবিরীনা ওয়াস সাবিরাত"* ইত্যাদি পৃথক সত্তা সম্বলিত শব্দে চিহ্নিত করা হয়েছে। একজনকে অন্যজনের লেজুড় হিসাবে উপস্থাপন করা হয়নি। ইসলামী সমাজও ঠিক সেভাবেই গঠিত হয়। পুরুষ ও নারীর স্বাধীন-স্বতন্ত্র সত্তাকে কোনো ক্ষেত্রেও আহত করা হয়নি।

পাশ্চাত্য সামাজিকতা ও ইসলামী সামাজিকতার ফারাকটা এখানেই সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। পাশ্চাত্য সমাজে শিল্পবিপ্লবের পূর্বে নারী ছিল পুরুষের গোলাম এবং পরবর্তীতে উভয়ে স্বাধীন সত্তা ও সমান কর্তৃত্বের অধিকারী হয়। কিন্তু ইসলামী সমাজে নারী পুরুষের গোলাম ছিল না। উভয়ই ছিল স্বাধীন সত্তার অধিকারী। তবে উভয়ে সমান কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল না। কর্তৃত্ব দেয়া হয় পুরুষের হাতেঃ *"আর রিজালু কাউওয়ামূনা আলান নিসা।"* নারী পুরুষের অধীনস্থ হলেও তার স্বাধীন সত্তাকে আহত করা হয়নি। একটি সংস্থায় কর্তৃত্ব দু'জনের হাতে থাকতে পারে না। শৃংখলার স্বার্থে অবশ্যই কর্তৃত্ব একজনের হাতে থাকতে হবে। পাশ্চাত্য সংস্থায় প্রথমে কর্তৃত্ব একজনের হাতে ছিল এবং অন্যজনকে তার গোলামে পরিণত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে কর্তৃত্ব উভয়কে দেয়া হয়। ফলে সামাজিক বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য দেখা দেয়। সমাজ ও গৃহ সংস্থাটি

www.amarboi.org

অচল হয়ে পড়ে। এর মোকাবিলায় ইসলামী সংস্থায় কর্তৃত্ব থাকে একজনের হাতে এবং উভয়ের স্বাধীন সত্তা অক্ষুণ্ন থাকায় সমাজ সংস্থায় ও গৃহে শান্তি ও শৃংখলা অটুট থাকে। এভাবে পাশ্চাত্য যেখানে এক চরম পন্থা থেকে এগিয়ে গেছে আর এক চরম পন্থার দিকে সেখানে ইসলাম প্রথম থেকেই মধ্যম, ভারসাম্যপূর্ণ ও প্রকৃতিসম্মত পন্থা অবলম্বন করেছে।

কিন্তু বিগত কয়েক শো বছরে মুসলিম সমাজে পুরুষের কর্তৃত্বের অধীনে মুসলিম নারীর স্বাধীন সত্তা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তারা নামাযের জামাতে পুরুষদের সাথে মসজিদে শামিল হতে পারছে না। ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিক্ষালাভ করতে পারছে না। নিজেদের একান্ত প্রয়োজনে অর্থোপার্জন করতে পারছে না। মেয়েদের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার ও জ্ঞানালোচনার জন্য বাইরে বের হতে পারছে না। অথচ শরীয়তের সীমার মধ্যে অবস্থান করে শরীয়ত নির্ধারিত পোশাকে আবৃত হয়ে ইসলামের প্রাথমিক যুগে তারা স্বচ্ছন্দে এসব কাজ করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে মুসলিম মেয়েরা এতে অক্ষম হবার কারণে তাদের একটি আত্মসচেতন গোষ্ঠী ইসলামী বিধানকেই অকার্যকর ভাবতে শুরু করেছে। তারা পাশ্চাত্যবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। সারা দুনিয়ার সমস্ত মুসলিম দেশে এ প্রবণতা লক্ষণীয়। এ প্রবণতা প্রতিদিন বেড়ে যাচ্ছে। এখন মুসলিম মেয়েরা ইসলামকে তাদের পথের বাধা মনে করতে শুরু করছে। তাদের ওপর আরোপিত ইসলামী বিধানের সমস্ত সীমারেখা ছিন্ন করে তারা বাইরে বের হতে শুরু করেছে। ইসলামের মোকাবিলায় পাশ্চাত্যবাদকে তারা প্রগতি, অগ্রগতি ও নিজেদের স্বাধীন সত্তা বিকাশের সহায়ক মনে করতে শুরু করেছে। অথচ আত্মসচেতন মুসলিম মেয়েরা যদি একথা জানতো যে, ইসলাম তার নিজস্ব সীমারেখার মধ্যে মেয়েদের স্বাধীন সত্তা বিকাশের এবং তাদের জীবনকে সুন্দর ও পূরিপূর্ণ করার সমস্ত সুযোগ ও সুবিধা দান করেছে তাহলে তারা আর পাশ্চাত্যবাদকে এভাবে বুকে জড়িয়ে ধরতে অগ্রসর হতো না। মানুষের সমাজে সব সময় একদল মেরুদন্ডহীন থাকে। তারা পরানুকরণেই পরিতৃপ্ত। তাদের কথা বাদ দিলেও বিশাল আত্মসচেতন মুসলিম মহিলা গোষ্ঠীটি ইসলামী বিধানের প্রতি একান্তভাবেই ঝুঁকে পড়তো।

তবে মুসলিম আলেম সমাজ এ ব্যাপারে একেবারে অসচেতন নন। তাঁদের একটি অংশ সমস্যাটিকে বাস্তবতার নিরীখে বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। বিগত কয়েকশো বছরে রাজতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র এবং বিজাতির গোলামী আমাদের সমাজ কাঠামো ও সমাজ মানসের যে বিকৃতি সাধন করেছে তার প্রেক্ষিতে তাঁরা ইসলামী সমাজ পুনর্গঠনের জন্য সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি দৃষ্টিপাত করা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন। বর্তমান আরব জাহানের শ্রেষ্ঠ আলেম এবং হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের অন্যতম গবেষক আল্লামা আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ বিষয়টিকে গভীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে *"তাহরীরুল মারআ ফী আসরির রিসালাহ"* (রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা) নামে ছয় খন্ডে প্রায় দু'হাজার পৃষ্ঠা ব্যাপী এই বিশাল গ্রন্থটি রচনা করেছেন। মুসলিম নারীর স্বাধীনতা ও ইসলামী সমাজে তার অধিকার সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিভংগী ইসলামী ফিক্‌হের আলোকে বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে আমরা গ্রন্থটি বাংলা ভাষাভাষী সচেতন পাঠকবর্গের সামনে উপস্থাপন করার প্রয়াস নিয়েছি। গ্রন্থটি ১৯৯০ সালে কুয়েত থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

নারী ও পুরুষ নিয়ে মানুষের সমাজ গঠিত। সভ্যতার বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মুল্যায়ন করা হয়েছে। নারীর ভূমিকাও ছিল বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রূপ। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে নারীকে দেখা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে। সাম্প্রতিককালে নারী অধিকার ও নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা হচ্ছে ব্যাপকভাবে। বিশ্বসংস্থা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকেই নারী আন্দোলনের বিষয়টিকে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যান্য দিকের মতোই এক্ষেত্রেও অগ্রগতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো হচ্ছে পরিস্ফুট। এমতাবস্থায় আমরা মনে করি 'রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা' বইটি থেকে সংশ্লিষ্ট পাঠক চলমান নারী আন্দোলনের বিষয়ে দিক-নির্দেশনা পাবে। এই বইটি প্রখ্যাত লেখক আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ'র 'তাহ্‌রীরুল মার্‌আ ফী আসরির রিসালাহ' গ্রন্থের অনুবাদ। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড অনুবাদ করেছেন ড. মওলানা আবদুল মুনয়েম, অধ্যাপক আবুল কালাম পাটওয়ারী ও মওলানা মুনাওয়ার হোসাইন এবং সম্পাদনা করেছেন জনাব আবদুল মান্নান তালিব। মূল গ্রন্থের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডও পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে।

'রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা ১ম খণ্ড' বইটি'র ব্যাপক পাঠক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় সংস্করণ বের করা হলো। আমরা চেষ্টা করেছি পূর্বের ভুলত্রুটি শুধরে নিতে। এরপরও কিছু বিচ্যুতি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে আপনাদের ইতিবাচক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন ॥

ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রফেসর ড. মোঃ লুৎফর রহমান
ভাইস-প্রেসিডেন্ট, বিআইআইটি

www.amarboi.org

সূচী

❖ মুখবন্ধ ১৩
❖ ড. ইউসুফ আল করদাভীর ভূমিকা ও লেখক পরিচিত ১৫
❖ লেখকের ভূমিকা ৩৫
❖ এ গ্রন্থ রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ৩৬
❖ গ্রন্থ রচনার উৎসাহ তীব্রতর হলো ৪০
❖ গ্রন্থের বিষয়বস্তু ৪৬
❖ যে পদ্ধতিতে বইটি লেখা হয়েছে ৪৮
❖ উক্ত গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ৫৫
❖ এ বইটি কি সঠিক পথের সন্ধান দেবে ? ৫৮
❖ আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স)-এর সাবধানবাণী এবং বন্ধু-বান্ধবদের সতর্কীকরণ ৬২
❖ উত্তম শোকর ও কৃতজ্ঞতা ৬৯
❖ দোয়া ও অক্ষমতা ৭০
❖ ভূমিকার প্রমাণপঞ্জী ৭১

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ

❖ আল কুরআনে উল্লিখিত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীর পরিচয় ৭৭
❖ প্রসঙ্গ কথা ৭৭
❖ নারী ও পুরুষ একই উৎস থেকে উৎসারিত ৭৮
❖ মানবতার কল্যাণ সাধনে নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আল কুরআনের ভাষ্য ৭৮
❖ জাহেলিয়াতের অজ্ঞতা ও নির্যাতন থেকে নারীর মুক্তিদান ৮০
❖ নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ৮২
❖ নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা ৮৮
❖ নারীর পারিবারিক মর্যাদা ৮৯
❖ বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তাদের অধিকার ৯২
❖ মীরাসী সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তিতে নারীদের অংশীদার করা ৯৪
❖ দারুল কুফর থেকে হিজরত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে নারীদের অংশগ্রহণ ৯৬
❖ মদীনায় হিজরতকালে মুসলিম পুরুষদের সাথে নারীদের অংশগ্রহণ ৯৭

www.amarboi.org

❖ রসূল (স)-এর আনুগত্যের শপথ বা বাই'আত গ্রহণকালে পুরুষদের সাথে মেয়েদেরও অংশগ্রহণ ৯৮
❖ ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিরোধে পুরুষের সাথে নারীর সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ ৯৮
❖ কঠিন যুগ–সন্ধিক্ষণে পুরুষ ও নারীর যৌথ ভূমিকা ৯৯
❖ সত্য যাচাইয়ের জন্য পরস্পরের প্রতি অভিশাপ অনুষ্ঠানে পুরুষদের সাথে নারীদের অংশগ্রহণ ১০০
❖ অপরাধ দমনে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও অংশগ্রহণ ১০১
❖ নারীর সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা ১০১
❖ নারীদের সুনাম ও সুখ্যাতি অক্ষুণ্ন রাখার সংগ্রাম ১০২
❖ চরম ফিতনার মুখোমুখি নারী–পুরুষ উভয়েরই পদস্খলনের আশংকা ১০২
❖ পুরুষদের সাথে মেয়েদের দেখা–সাক্ষাত ও কথা বলা এবং সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ঃ পুরুষদের সাথে মেলামেশার চিত্র ১০৪
❖ পুরুষদের সাথে মেয়েদের সাক্ষাতের নিয়মাবলী ১০৭
❖ প্রথম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ১০৮

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

❖ আল কুরআনে বর্ণিত নারীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ১০৯
❖ হযরত মূসার (আ) আম্মার আল্লাহর আনুগত্য ও নির্দেশ পালনের উদাহরণ ১০৯
❖ হযরত মূসার (আ) বোনের প্রশংসনীয় চাতুর্য ও কৌশলের বর্ণনা ১০৯
❖ মাদায়েনের একটি মেয়ের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার বর্ণনা ১১০
❖ ফেরাউনের স্ত্রীর দৃঢ় ঈমানী চেতনার আদর্শ ১১০
❖ ইমরানের স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তানকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করার দৃষ্টান্ত ১১০
❖ রসূল (স)–এর সাথে খাওলা বিনতে ছা'লাবার সার্থক বাদানুবাদের বর্ণনা ১১১
❖ দুইজন নারী ব্যক্তিত্বের বর্ণনা ১১২
❖ ১. সাবার রানী বিলকিস ১১২
❖ ২. ইমরান–এর কন্যা মারয়াম ১১২

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ

❖ নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের কিছু চিহ্ন–ফলক ১২৩
❖ ইসলাম প্রচারের প্রথম দিন থেকেই নারী পুরুষের পাশাপাশি আল্লাহর দীনের দাওয়াত পেয়েছে ১২৩

www.amarboi.org

❖ ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী তার স্বামী ও সম্প্রদায় থেকে অগ্রগামী হয়েছে ১২৪
❖ শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর অধিকার, যা পূর্ণ দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে ১২৬
❖ হাদীস বর্ণনা ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা ১২৭
❖ সামষ্টিক ইবাদাতে মহিলাদের অংশগ্রহণ ১৩৫
❖ সাধারণ সভা সমাবেশে মেয়েদের যোগদান ১৩৭
❖ সমাজ সেবায় মহিলাদের অংশগ্রহণ ঃ (বিভিন্নমুখী সামাজিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে) ১৩৯
❖ আগন্তুক মেহমানদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করা ১৩৯
❖ সমাজ সংস্কার ও তার গতিশীলতা বজায় রাখায় নারীর অংশগ্রহণ (বিভিন্নমুখী রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে) ১৪০
❖ সামরিক অভিযানে নারীর অংশগ্রহণ (নারীর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল কাজের মাধ্যমে) ১৪১
❖ পারিবারিক দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে এমন সব বৃত্তিমূলক কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ ১৪১
❖ পরিবারে নারীর মর্যাদা ১৪২
❖ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পারিবারিক দায়িত্ব বন্টন ১৪৩
❖ স্ত্রীর দায়িত্ব ১৪৩
❖ দায়িত্ব পালনে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সহযোগিতা ১৪৪
❖ আল্লাহর পক্ষ থেকে নারীর মর্যাদার ঘোষণা ১৪৬
❖ স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা ১৪৯
❖ কন্যা হিসেবে নারীর মর্যাদা ১৫০
❖ রসূল (স) কর্তৃক নারীর মর্যাদা দান ১৫০
❖ ইসলাম নারীকে উত্তমভাবে দেখাশুনা করার ব্যাপারে উৎসাহ দেয় ১৫৩
❖ ইসলামী আদব-কায়দার সীমারেখা রক্ষা করে নারীর নাম, গুণাবলী ও যাবতীয় বিষয়ের আলোচনার বৈধতা ১৫৫
❖ দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ১৭১

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

❖ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের প্রশংসনীয় ভূমিকা ১৮১
❖ আল্লাহর পথে আত্মবিসর্জন ১৮১
❖ পূর্ণতা অর্জনের আকাঙ্খা ১৮৩
❖ ইবাদতের প্রতি আগ্রহ ১৮৪
❖ সাদকাহ ও অর্থদান ১৮৪

www.amarboi.org

❖ পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার (তাদের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর) ১৮৫
❖ আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা ১৮৬
❖ বিপদে ধৈর্য ধারণ ১৮৭
❖ সতীত্বের সংরক্ষণ ১৮৭
❖ নির্দ্বিধায় অপরাধ স্বীকার ১৮৮
❖ পাথর নিক্ষেপের শাস্তি গ্রহণ করে পবিত্রতা অর্জনের আকাংখা ১৮৯
❖ দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ১৯০

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

❖ মুসলিম নারীর ব্যক্তিত্ব ক্ষমতা এবং তার অধিকার ও দায়িত্বনুভূতির কিছু দৃষ্টান্ত ১৯৩
❖ শিক্ষার অধিকতর সুযোগ লাভের জন্য রসূলুল্লাহ (স) কাছে মেয়েদের দাবী পেশ ১৯৩
❖ দীনি ইলম অর্জনে আসমা বিনতে শাকাল লজ্জাশীলতার উপর বিজয়ী হলেন ১৯৩
❖ সুবাই'আহ বিনতে হারেস বুঝতে পারলেন, সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হলে কিভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হয় ১৯৪
❖ খাসআম গোত্রীয় যুবতী তার পিতা হজ্জ আদায়ের মাসআলা জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ১৯৫
❖ মহিলাটি স্বামী নির্বাচনে তাঁর অধিকার সংরক্ষণ করলেন ১৯৫
❖ বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে নারী তার অধিকার অক্ষুণ্ন রেখেছে ১৯৭
❖ আতেকা বিনতে যায়েদ নামাযের জামায়াতে হাজির হওয়ার অধিকার অক্ষুণ্ন রাখলেন ১৯৭
❖ অর্থোপার্জনের জন্য নারী কোন্ কোন্ পেশার অনুশীলন করেছেন ১৯৭
❖ মসজিদে সাধারণ সমাবেশে যোগদানের আহ্বানে মহিলারা সাড়া দিতেন ১৯৮
❖ উম্মে হারাম নৌ-যুদ্ধে অংশগ্রহণের আবেদন করেছিলেন ১৯৯
❖ উম্মে হানী শত্রু সৈন্যকে আশ্রয় দিলেন এবং বাধাদানকারী নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন ১৯৯
❖ হিন্দ বিনতে উতবাহ ইসলাম গ্রহণের পরে রসূলুল্লাহ (স) কে অভিনন্দন জানালেন ১৯৯
❖ রসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের ফলে অহী বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উম্মে আয়মান দুঃখিত ও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন ২০০

www.amarboi.org

❖ যয়নাব বিনতে মুহাজির (রা) আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে মত বিনিময় করলেন ২০০
❖ হাফসা বিনতে উমর (রা) আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর ভুল সংশোধন করে দিলেন ২০১
❖ উম্মে ইয়াকুব (রা) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)–এর সাথে মত বিনিময় করলেন ২০১
❖ উম্মে দারদা (রা) আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের আচরণের নিন্দা করলেন ২০২
❖ দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ২০৩

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

❖ কতিপয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী ২০৫
❖ হযরত ইবরাহীম (আ)–এর স্ত্রী 'সারা' (আ) ২০৫
❖ হযরত ইসমাঈল (আ) এর মাতা হাজেরা (আ) ২০৭
❖ রসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা) ২০৯
❖ রসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা ফাতিমাতুয যোহরা (রা) ২১২
❖ উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) ২১৬
❖ জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান ২২০
❖ মুমিনদের জননী উম্মে সালামা (রা) ২৫২
❖ মুমিনদের জননী যয়নাব বিনতে জাহশ (রা) ২৫৭
❖ উম্মু সুলাইমা ঃ আল গুমাইসা বিনতে মিলহান ২৬০
❖ আসমা বিনতে আবু বকর (রা) ২৬৭
❖ আসমা বিনতে উমাইস (রা) ২৭৪
❖ উম্মু আতিয়্যাহ আনসারী (রা) ২৭৬
❖ ফাতিমা বিনতে কাইস (রা) ২৭৯
❖ দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ২৮২

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

❖ নারী ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কয়েকটি সহী হাদীস যার মর্মোপলব্ধি ও প্রয়োগে কেউ কেউ ভুল করেছেন ২৯৫
❖ প্রথম হাদীস ২৯৫
رأيت النار ... ورأيت اكثر أهلها النساء .
"আমি জাহান্নাম দেখলাম। ... আমি দেখলাম জাহান্নামবাসীদের অধিকাংশই মহিলা।"

www.amarboi.org

❖ দ্বিতীয় হাদীস ২৯৮

مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن.

"বুদ্ধিও দীনের দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিমান পুরুষের জ্ঞান বিলোপ করার ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে কাউকেই আমি সিদ্ধহস্ত দেখিনি।"

❖ তৃতীয় হাদীস ৩১৩

إن المرأة خلقت من ضلع وأعوج شيء في الضلع أعلاه.

"মেয়েদেরকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পাঁজরের উপরের হাড়টিই সবচেয়ে বাঁকা।"

❖ পঞ্চম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ৩১৬

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

❖ মুসলিম নারীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত দৃষ্টান্তের পরিশিষ্ট ৩১৯

❖ নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা ৩১৯

❖ নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা ৩২৬

❖ নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক উপকরণসমূহ ৩২৮

❖ মুসলিম নারীর সাথে মুসলিম পুরুষের আচরণগত কতিপয় দিক ৩৩২

❖ পূর্ণতা অর্জনে নারী ৩৪৩

❖ ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ৩৪৭

www.amarboi.org

মুখবন্ধ

নারী অধিকার সম্বলিত এ মূল্যবান গ্রন্থটি যদি আরো কয়েক শতাব্দী আগে লেখা হতো, তাহলে মুসলিম সমাজ অনেক বেশী উপকৃত হতো। কেননা মুসলমানরা নারীদের অধিকারের ব্যাপারে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে অনেক আগেই দূরে সরে গিয়েছিল। এর পরিবর্তে তাদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল নানাবিধ কুসংস্কার। বানোয়াট হাদীস ও মনগড়া ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতসমূহের উদ্ধৃতির মাধ্যমে নারী সমাজকে জাগতিক ও পারলৌকিক উভয় দিক দিয়ে গাফলতির গভীর তিমিরে নিমজ্জিত করা হয়েছিল। নারী শিক্ষা অপরাধে পরিণত হয়েছিল। তাদের মসজিদে জামাতের সাথে নামায পড়া হয়ে উঠেছিল গুনাহর কাজ। মুসলিম সমাজের ঘটনাবলী সম্পর্কে তাদের ওয়াকিফহাল হওয়া বা সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণ করার কথা তো কল্পনাই করা যায় না। সমাজে সর্বত্রই তারা ছিল চরম অবমাননার শিকার। তাদের আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক অধিকারও হরণ করা হয়েছিল।

মাত্র তিন বছর আগের কথা। জনৈক প্রখ্যাত ইমাম ও খতিব তাঁর বক্তৃতায় অত্যন্ত পরিতাপ ও আফসোসের সাথে বলেন, আল্লাহ্ সে যুগের উপর তাঁর করুণাধারা বর্ষণ করুন, যে যুগের নারীরা এতই গৃহে আবদ্ধ ছিল যে, মাতৃজঠর ভেদ করে পৃথিবীতে আগমন, পিতৃকুল থেকে স্বামী গৃহে গমন এবং স্বামীগৃহ থেকে কবরে দাফন-এ তিন সময় ছাড়া নারীরা আর কখনো ঘরের বাইরে বের হওয়ার সুযোগ পেত না। আমি বললাম, এটা নিসন্দেহে বলতে পারি যে, এমন যুগের উপর আল্লাহর কোন করুণা ও রহমত বর্ষিত হতে পারে না। এমন যুগের পুনরাবৃত্তি কেবল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধকই নয়, অন্ধত্ব, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার সম্প্রসারণেও একান্ত সহায়ক। কেননা তৃতীয় বিশ্বের মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে অধঃপতনের আরেকটি প্রধান কারণ হলো কুসংস্কার ও অন্ধ অনুসরণ।

এক ব্যক্তি একদা আমার সাথে আলোচনায় একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দেন। সে আলোচনাটি এখানে উল্লেখ করতে চাই। তা হলো এ যে, ভদ্রলোক আমাকে বলেন, বক্তারা যেমন শ্রোতাদের ভাবাবেগ ও অনুভূতি সৃষ্টির জন্যে আবেগ সঞ্চারমূলক হাদীস বর্ণনা করে থাকেন আপনি তাদের মত হাদীস বর্ণনা করা থেকে সর্বদাই বিরত থাকেন কেন? আপনি কি তাহলে হযরত রসূল (স) এর কন্যা ফাতেমা (রা) থেকে বর্ণিত এ হাদীস বিশ্বাস করেন না, যাতে বলা হয়েছে:

"কোনক্রমেই নারীরা পুরুষদের প্রতি তাকাতে পারবে না এবং কোন পুরুষও নারীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারবে না।" আর রসূল (স) এ হাদীসটিকে এভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, পিতা এবং সন্তানেরা যেহেতু পরস্পর পরস্পরের বংশোদ্ভূত, তাই তারা একে অপরকে দেখতে পারবে। এ হাদীসটি থেকে কি শরীয়তের এ বিধানই উদঘাটিত হয় না যে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মেয়েদের সমাজ জীবনের সব ক্ষেত্র থেকে আলাদা করে রাখা ফরয? জবাবে তাকে বলি, তুমি নারী সংক্রান্ত এমন একটি প্রত্যাখ্যাত মনগড়া হাদীসের উদ্ধৃতি দিলে যা

www.amarboi.org

স্বীকৃত ও নির্ভরযোগ্য কোন হাদীস গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ হয়নি। বরং তোমার উদ্ধৃত এ হাদীস কুরআন ও হাদীসের বহুল প্রচারিত বুনিয়াদী শিক্ষা এবং রসূল (স) ও খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শের পরিপন্থী। নারী শিক্ষাকে হারাম করার জন্য হাদীস জালকারীগণ সুপরিকল্পিত ভাবে এ হাদীসটি রচনা করেছেন। আর কুচক্রী মহল মুসলিম নারীদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা না করার অজুহাত হিসেবে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে একে ব্যবহার করেছে। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে মুসলিম নারীদের মসজিদে জামাতের সাথে নামায পড়াও হারাম বলে আখ্যায়িত করেছে এবং ধর্মীয় ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্র থেকে তাদেরকে আলাদা রেখে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

কোন রকম কাটছাঁট বা অতিরঞ্জন ছাড়াই রসূলের (স) আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ভারসাম্যপূর্ণভাবে বইটি লেখা হয়েছে। নিঃসন্দেহে মুসলিম সমাজে একটা রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে বইটি সমাদৃত হবে। বইটির রচয়িতা জ্ঞানপিপাসু পন্ডিত ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ। বাকবিতন্ডা ও তর্কের উর্ধ্বে উঠে নারী অধিকার সংক্রান্ত ইসলামের শাশ্বত সত্য আদর্শকে সমুন্নত করার মহান গৌরবের অধিকারী তিনি। এক্ষেত্রে তিনি যেমন নিরপেক্ষ ভূমিকা অবলম্বন করেছেন, তেমনটি অনেক লেখকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। তিনি এ গ্রন্থে উদ্ধৃতি চয়নে সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফ থেকেই মূলতঃ সহায়তা লাভ করেছেন। আলোচিত বিষয়বস্তুকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বলিত দলীল প্রমাণাদি পেশ করার ক্ষেত্রে খুব কমই এর ব্যতিক্রম ঘটেছে।

লেখক বাস্তব জীবনে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও অবস্থান সম্পর্কীয় বিষয়াদির ক্ষেত্রে ইসলামের সুমহান শিক্ষাকে অতি নৈপুণ্যের সাথে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। সামাজিক জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি ও আদর্শ সমাজ গঠনে নারীর দায়-দায়িত্ব এবং ভূমিকাকেও অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। তার সপক্ষে নির্ভরযোগ্য হাওয়ালা এবং বিশদ ব্যাখ্যার বিরাট সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

লেখক এ গ্রন্থের মাধ্যমে নারী অধিকার সংক্রান্ত ইসলামের নিগূঢ় সত্য থেকে যথার্থ মাইলফলক চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে। এ গ্রন্থটির মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুসরণ থেকে মুসলমানদেরকে সতর্ক করার সাথে সাথে আধুনিকতা ও প্রগতির নামে নৈতিকতা ও চরিত্রবিধ্বংসী তথাকথিত সভ্যতাকে হুশিয়ারও করে দিয়েছেন। এ সভ্যতা আমাদের অভ্যন্তরে সুদূর প্রসারী শিকড় গেড়েছে। আমরা তার হাত থেকে মুক্তি চাই একথা ঠিক। কিন্তু তাই বলে তার বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় অজ্ঞতা, অন্ধত্ব ও ভিত্তিহীন কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ হতে পারি না। বরং আমাদের আল্লাহর রসূলের (স.) জীবনাদর্শ এবং খোলাফায়ে রাশেদীন ও সালাফে সালেহীনের প্রদর্শিত পথের অনুসরণের মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহর বাস্তব নমুনা পেশ করতে হবে। তবে একথা নিশ্চিত যে, মানুষের মনগড়া মতবাদ সৃষ্ট অজ্ঞতা ও মূর্খতার নীতিমালার অনুসরণ কোন দিন মানব জাতির জন্য কল্যাণকর হতে পারে না।

www.amarboi.org

ড. ইউসুফ আল করদাভীর ভূমিকা ও লেখক পরিচিত

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং দরূদ ও সালাম আল্লাহর রসূল (স)-এর প্রতি, তাঁর সাহাবাদের এবং তাঁর সত্য পথ-নির্দেশ যারা মেনে নিয়েছেন তাদের প্রতি। এরপর আমি বলতে চাই, পরিসংখ্যানগতভাবে সমাজের অর্ধেক নারী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বামী, সন্তানাদি এবং পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাবের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় তারা অর্ধেকেরও বেশী। তাই কবি বলেছেন:

"মা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
যখন তিনি পালন করেন তাঁর দায়িত্ব
তৈরী করেন জাতীয় নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন
সুমহান ব্যক্তিত্ব।"

তাই আমরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ও গৌরবোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী মহাপুরুষদের জীবনে দেখি নারীর বলিষ্ঠ ভূমিকা। বলা হয়: নারীর সাধনাই মহান ব্যক্তিত্বের ভিত্তিপ্রস্তর। অন্যদিকে দার্শনিকদের অনেকেই আবার পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ ও অপরাধমূলক কর্মকান্ডের ব্যাপক বিস্তৃতির জন্য নারীর অপকর্মকে দায়ী করেছেন। এমনকি তাদের কেউ কেউ বলেন: সকল প্রকার বিপদ-আপদ ও সামাজিক অপরাধের মূল অনুসন্ধান করলে সেখানে নারীর উপস্থিতি অনুভূত হবে। প্রাচীন ও আধুনিক উভয় যুগের মানুষই নারীর ব্যাপারে দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেছেন। তাদের একদল নারী সম্পর্কে উচ্চ ও ভাল ধারণা পোষণ করেন। আবার অন্য দলটি তাদের সাথে শত্রুতায় নেমে এসেছেন। কবির ভাষায় বলা যায় :

إن النساء رياحين خلقن لنا
وكلنا يشتهى شم الرياحين!

"নারীর সৃষ্টি আমাদের সুবাস বিলাবার জন্যই
আগ্রহে অধীর হয়েছি আমরা তার সুবাস গ্রহণ করব।"

অন্য এক কবি নারী জাতির ভাবমূর্তিকে এভাবে তুলে ধরেছেন:

إن النساء شياطين خلقن لنا
نعوذ بالله من شر الشياطين!

"নারী সে শয়তানের অনুচর
আমাদের পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি তার প্ররোচনা থেকে আল্লাহর পানাহ চাই।"

তাই আমরা দেখি এক শ্রেণীর দার্শনিক নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন ও তাদের প্রশংসা করেছেন এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। আবার আরেক শ্রেণীর দার্শনিক নারীকে নানাবিধ অপকীর্তির জন্যে দোষারোপ

www.amarboi.org

করেছেন এবং পৃথিবীতে অপরাধ ও নষ্টামির মূল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এমনকি যে শিক্ষা পথহারাকে পথ দেখায় এবং বেঁকে থাকাকে সোজা করে দেয়, দুঃখবাদীরা নারীর ক্ষেত্রে তাকেও ঘৃণ্য মনে করেছেন। মেয়েদের লেখা-পড়া করতে দেখে তাদের কেউ কেউ বলেছেন, শিক্ষার নামে তাদেরকে স্লো পয়জন করা হচ্ছে।

এর চেয়েও দুঃখজনক ও ঘৃণিতভাবে ইহুদী ও খৃষ্টানদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থে নারী চরিত্রকে কলংকিত করা হয়েছে। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী আদি পিতা হযরত আদম (আ)-কে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ায় প্ররোচিত করে নারী। আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার অপরাধে অপরাধী নারী। এভাবে তার সন্তানদেরকে বেহেশত থেকে বের করে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার দুঃখকষ্ট ভোগ করার সমস্ত দায়-দায়িত্ব একতরফাভাবে নারীর উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি ইসলামের সুমহান শিক্ষার প্রতি নজর দেই, তাহলে দেখি একমাত্র ইসলামই মানব সমাজে নারীকে কন্যা, স্ত্রী ও একজন আদর্শ মা হিসেবে কেবল পূর্ণ সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের নিশ্চয়তাই দান করেনি বরং তারও উর্ধ্বে তাকে সত্যিকার মানবিক মর্যাদায় ভূষিত করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী একজন পুরুষের মতই দায়িত্বশীল। আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলার ক্ষেত্রে উভয়ের গুরুত্ব সমান। পুরস্কার ও প্রতিফল প্রদানের ক্ষেত্রেও একজন নারীকে পুরুষ থেকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয়নি। জান্নাতে বসবাস করা অবস্থায় উভয়কে সূরা বাকারায় উল্লিখিত ফরমানে ইলাহীতে একই সাথে সম্বোধন করে বলা হয়েছে-

وَكُلاَمِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَتَقْرَبَا هذهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ. (سورة بقرة : ٣٥)

"তোমরা দুজনে জান্নাতের যেখানে খুশী সেখান থেকেই খেতে পার কিন্তু তোমরা কেউই এগাছটির নিকটে আসবে না, তাহলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (আল বাকারাঃ ৩৫)

তাওরাতে হযরত আদম (আ) এর অপরাধের জন্য নারীকে দোষারোপ করা হয়েছে। আল কুরআনে কিন্তু তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলা হয়েছে। আল কুরআনে হযরত আদম (আ)-এর অপরাধের জন্য তাঁর স্ত্রীকে দোষারোপ না করে হযরত আদম (আ)-কেই সর্বপ্রথম অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন সূরা "তা-হা" -তে হযরত আদম (আ) এর কাছ থেকে নেয়া অঙ্গীকারের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে,

وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلٰى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا.

"আমি ইতিপূর্বে আদম থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, কিন্তু আদম (আ) সে অঙ্গীকার ভুলে যায়। আমি সে ব্যাপারে তার মধ্যে দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ করিনি।" (১১৫ আয়াত)

وَعَصٰى آدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى، ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى.

www.amarboi.org

"আদম নিজেই আল্লাহর নির্দেশের নাফরমানী করে বিভ্রান্ত হয়। তারপর আল্লাহ তার প্রতি সদয় হন ও তাকে সত্য সঠিক পথে পরিচালিত করেন।" (তা-হাঃ ১২১-১২২)

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীরা পুরুষদের বিপক্ষ নয়, বরং জীবনের সব ক্ষেত্রে তারা পরস্পরের পরিপূরক এবং একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ বিশেষ। কুরআনের ভাষায় একে বলা হয়েছে : (১৯৫ : بعضكم من بعض (سورة آل عمران

"হে নারী-পুরুষ! তোমরা পরস্পর পরস্পরের অংশ।" রসূল (স) বলেছেন : إنما النساء شقائق الرجال "নিশ্চয়ই নারীরা পুরুষদের মতই পরস্পর ভ্রাতৃসুলভ মর্যাদার অধিকারী।" ইসলামে নারীর অধিকার ও হক ক্ষুণ্ন করার এবং পুরুষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে তার প্রতি অন্যায় ও জুলুম করার কোন অবকাশ নেই। কেননা ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান। আল্লাহ নারী-পুরুষ উভয়েরই স্রষ্টা, প্রতিপালক ও প্রভু। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নারী সংক্রান্ত বিদ্বিষ্ট চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলমানদেরই কোন কোন দল নারীর ব্যক্তিত্ব ও সমাজ গঠনে তার ভূমিকাকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখছে এবং এভাবে তার প্রতি বিরূপ আচরণ করছে। তাদের এহেন আচরণের মাধ্যমে তারা আল্লাহর বিধান লংঘন করছে এবং তার প্রতি জুলুম করছে। আর এই সংগে জুলুম করছে নিজেদের প্রতিও। বিশেষ করে রসূল (স)-এর নবুওয়াত নিষিক্ত সমাজ ব্যবস্থা, ইসলামের মধ্যপন্থি নীতিমালা ও সালাফে সালেহীনের আদর্শ পদ্ধতির বৈশিষ্টই ছিল ভারসাম্য ও সহজতা।

আমাদের চিন্তাজগতে এক প্রকার রোগের প্রাধান্য দেখতে পাই। পন্ডিত ও গুণীজনরা প্রায়ই এ মর্মে অভিযোগ করে থাকেন যে, জীবনের নানাবিধ বরং অধিকাংশ সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে তো পারিই না, যাকে আল কুরআনে صراط المستقيم তথা সরল ও সঠিক পথ বলা হয়েছে, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় অতি বাড়াবাড়ি করে ফেলি অথবা প্রান্তিকতা দোষে দুষ্ট হই। অর্থাৎ সামান্যতম বিষয়কে অধিক গুরুত্ব দেই এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি হয়তো ভ্রুক্ষেপই করি না। অথচ নিয়মিত পবিত্র কুরআনের এ আয়াত পড়ে থাকি, যেখানে আল্লাহ বলেছেন : وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا "এমনি ভাবে তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতি হিসেবে তৈরি করেছি।" এবং خير الامور اوسَطها অর্থাৎ "মধ্যম পন্থা অবলম্বনই উত্তম"- এ প্রসিদ্ধ ও মূল্যবান নীতিবাক্যের কতই না পুনরাবৃত্তি করে থাকি। এছাড়া হযরত আলী (রা)-এর এ নসীহতটিও আমরা বর্ণনা করে থাকি যে :

عليكم بالنمط الأوسط يرجع إليه الغالى ويلحق به التالى.

"তোমরা সব সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে, যেন চরমপন্থীও তার উগ্রতা পরিহার করে তোমাদের সাথে একাত্ম হতে পারে এবং নিষ্ক্রিয়ও তোমাদের সাথে চলতে পারে।"

আমাদের দেশে "নারী অধিকার" বিষয়টি একটি জাজ্বল্যমান সত্য, এ ব্যাপারে অবহেলা ও বাড়াবাড়ি উভয়বিধ আচরণই করা হচ্ছে। অর্থাৎ একদিকে বৃহত্তম বিষয়ের

www.amarboi.org

প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং অন্যদিকে ক্ষুদ্রতম বিষয়কে পর্বতসম গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। নারীর অধিকার অস্বীকারকারীরা নিঃসন্দেহে তাকে হীন দৃষ্টিতেই দেখে থাকে। তাদের দৃষ্টিতে নারী শয়তানী চক্রেরই অংশ বিশেষ। পুরুষকে প্ররোচিত ও বিপথগামী করার ক্ষেত্রে সাক্ষাত ইবলিসের অনুচর। তার দীনদারী ও জ্ঞান ত্রুটিপূর্ণ। তারা নারীকে অযোগ্য জীব বিশেষ ছাড়া আর কিছুই ভাবে না। পুরুষের কাছে সে দাসী বা দাসীসম। সামান্য মোহরানার ভিত্তিতে তার প্রভু সেজে ইচ্ছে করলেই তাকে অত্যন্ত হীন ও অমানুষিকভাবে সহায়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে থাকে, যাকে ইচ্ছে করলেই ব্যবহার করা বা পরিত্যাগ করা চলে। তাদের দৃষ্টিতে স্বামীর প্রতি অসন্তুষ্টি বা অতৃপ্তির ক্ষেত্রেও তার প্রতি স্ত্রী কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া বা অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারবে না। যতদিন না স্বামী তাকে পরিত্যাগ করবে, ততদিন পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে স্ত্রীকে নিভৃতে মানসিক যাতনা সহ্য করে যেতে হবে। কেননা স্বামীর দাসত্বের বন্ধন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন উপায় সে খুঁজে পায় না।

অনেকেই আবার পরিত্যক্ত সহায়-সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগের পুনরাবৃত্তি করতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না। এমনকি মৃত্যুর পূর্বলগ্নে সমস্ত সহায়-সম্পত্তি কেবলমাত্র ছেলেদের নামে রেজিষ্ট্রী করে দেয়, যাতে মেয়েরা মীরাস আকারে তা অন্যের ঘরে না নিয়ে যায়। শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এমনকি কল্যাণকর কোন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ থেকেও তারা বঞ্চিত। তাদেরকে গৃহের চৌহদ্দিতে আবদ্ধ করে রাখাকেই শ্রেয় মনে করা হয়ে থাকে। এমনকি অনেকেই আবার ভেবে থাকেন যে, সৎ নারীদের বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর ঘরে এবং সেখান থেকে কবরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন সময় বাড়ির বাইরে বের হওয়া শোভা পায় না। অথচ কুরআনে কেবলমাত্র ব্যভিচারী নারীর ব্যাপারে শরীয়তের স্পষ্ট নির্দেশ আসার পূর্বে পাপ কাজে রত অবস্থায় দেখেছে এমন চারজন সাক্ষ্যদাতার সাক্ষের ভিত্তিতে একজন অসৎ চরিত্র মহিলাকেই গৃহের চৌহদ্দিতে আটকে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল :

وَالّٰتِیْ یَاْتِیْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَیْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِی الْبُیُوْتِ حَتّٰی یَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْیَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِیْلًا.

(سورة النساء : ١٠)

"তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারাই ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, তাদের সম্পর্কে তোমাদের নিজেদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী গহণ কর। এই চারজন লোক যদি সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে সেই ব্যভিচারিণীদেরকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখ যতদিন না তাদের মৃত্যু হয়, অথবা আল্লাহ নিজেই তাদের জন্য কোন পথ বের করে দেন।" (সূরা নিসা-১৫)

শিক্ষা লাভ করার এবং ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশুনা করার উদ্দেশ্যে তাদের বাইরে আসার বিরুদ্ধেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়ে থাকে। বলা হয় : পিতা বা স্বামীই

www.amarboi.org

তাদের শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট। এ বাহানায় তাদেরকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে ঠেলে দেয়। না তাদেরকে তাদের পিতা শিক্ষা দান করেন, না স্বামী। যারা নিজেরাই অজ্ঞ তারা আবার কি করে এ গুরুদায়িত্ব পালনে সক্ষম হতে পারে? মূর্খ পন্ডিতের ফতোয়ায় তারা আজ পথহারা।

যেহেতু বিদ্যাশিক্ষা করা নারী-পুরুষ সবার জন্য ফরয, তাই আমরা দেখি ইসলামের প্রাথমিক যুগে উম্মাহাতুল মুমিনীন, মহিলা সাহাবী এবং তাবেঈও তাবে তাবেঈ মহিলাগণ হাদীস ও ফিকহের মাসয়ালা-মাসায়েল বর্ণনার ক্ষেত্রে অতীব উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এমনকি আরবী সাহিত্য, কবিতা চর্চা ও ভাষা শাস্ত্রেও তারা পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। হাদীস বর্ণনাকারী ইমামদের অনেকেই নির্বিঘ্নে মহিলা সাহাবী ও তাবেঈদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কারীমা বিনতে আহমদ আল মারুযিয়া নাম্নী মহিলা থেকে ইমাম বুখারী (র) হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমাম ইবনে হাজার আসকালানী ফাতহুল বারী নামক প্রখ্যাত গ্রন্থে এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

এমনকি ইসলামী প্রোগ্রাম ও নামায পড়ার জন্যে তাদের মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। একথা জেনে রাখা দরকার যে, মহিলারা হযরত রসূল (স)-এর যুগে ফজর ও এশার নামায মসজিদে জামাতের সাথে পড়তেন। রসূল (স) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন :

لاتمنعوا اماء الله مساجد الله (مسلم)

"আল্লাহর দাসীদের মসজিদে আসা থেকে নিষেধ করো না।" (মুসলিম)

অবাক হতে হয় আজকের এই সভ্য যুগেও মুসলিম মহিলারা মসজিদে যাওয়ার এ অধিকার থেকে বঞ্চিত। ইহুদী নারীরা তাদের উপাসনালয়ে, খৃস্টান নারীরা তাদের গীর্জায়, বৌদ্ধ ও হিন্দু মহিলারা তাদের মন্দিরে নিয়মিত পূজা ও আরাধনা করে চলেছে। অথচ মুসলিম মহিলারাই শুধুমাত্র এ অধিকার থেকে বঞ্চিত। পিতা বা স্বামীর সাথে মিলে দৈনন্দিন যেসব কর্মকান্ডে তারা অংশ নিতে পারে তা থেকেও তাদেরকে দূরে রাখা হয়েছে। অথচ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা)-এর মত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মহিলা সাহাবীও তাঁর স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ইবনে আওয়ামের (রা) সাথে মিলেমিশে কাজ করতেন। এর চেয়েও স্পষ্টভাবে কুরআনে এক বৃদ্ধের দুই মেয়ে সম্পর্কে বলা হয়েছে : তারা মেষ পালন ও তাদেরকে পানি পান করাতেন। তারা হযরত মূসা (আ)-এর সাথে কথাও বলেছেন এবং হযরত মূসা (আ)-ও তাদের সাথে কথা বলেছেন। তাদের একজন তো তাদের পিতাকে স্পষ্টভাবে ও দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন :

يَابَتِ اسْتَاجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاجَرْتَ الْقَوِىُّ الاَمِيْنُ .

www.amarboi.org

"হে পিতা! তাকে কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করুন। কেননা কর্মঠ ও সৎ লোককেই কাজে নিয়োগ করা ভালো।" কী আশ্চর্য! সে মেয়ের এ কথা ও পরামর্শকেই পুরুষদেরকে কাজে নিয়োগ করার ইখতিয়ার হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

নারীদের কর্মক্ষেত্র গৃহাভ্যন্তরে সংকুচিত করে রাখার উদ্দেশ্যে স্পষ্ট ও অকাট্য আয়াত ও হাদীসগুলো বাদ দিয়ে প্রায়শই "মুতাশাবাহাত" বা অস্পষ্ট আয়াত ও হাদীসসমূহকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বিশেষভাবে নবী (স)-এর স্ত্রীদের উপর সূরা আল আহযাবে অবতীর্ণ আয়াতসমূহকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়। আল্লাহ বলেন :

يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَتَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِى فِىْ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا . وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ ....

"হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা সাধারণ স্ত্রীলোকদের মত নও। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর, তবে বাক্যালাপে কোমলতা অবলম্বন করো না, যাতে দুষ্ট মনের কোন ব্যক্তি প্রলুব্ধ হতে পারে বরং সোজাসুজি ও স্পষ্ট ভাবে কথা বলো। আর নিজের ঘরে অবস্থান কর।" (আল আহযাব : ৩২-৩৩)

وَاِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ.

"আর যদি তাদের কাছে কোন জিনিস চাও, তবে পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নাও।" (আল আহযাব : ৫৩)

মেয়েদেরকে তো অনেক সময় তাদের জীবন-সংগী নির্বাচনও করতে দেয়া হয় না। এমকি তাদের ওলী বা অভিভাবকের পক্ষ থেকে অনুমতি নেয়ার প্রাক্কালে তাদের অপছন্দের বেলায় প্রত্যাখ্যান করার ন্যূনতম অধিকারটুকুও তারা পায় না। বহু ক্ষেত্রে পিতা মেয়ের অনুমতি ও ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নামেমাত্র লোক দেখানো অনুমতির অন্ত সারশূন্য আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করে থাকে। দুঃখের সাথে বলতে হয়, শাফেঈ ও মালেকী মাযহাবের এবং হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ ইমামের মতে মেয়ের প্রতি পিতার এ ধরনের আচরণও শরীয়ত সম্মত। এ ধরনের মতের পক্ষে না আছে কোন মজবুত দলীল আর না আছে কোন যুক্তির দৃঢ়তা। ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও ইমাম ইবনুল কাইয়েম এটা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইসলাম সম্মত অধিকার হরণের উদ্দেশ্যে মেয়েদের প্রতি কত সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হয়েছে, সহীহ হাদীসের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে অথবা অজ্ঞতার কারণে তাকে উল্টা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন :

. ناقصات عقل ودين হাদিসটির অর্থ করা হয়েছে। মূলত এ হাদীসে মেয়েদের বিশেষ ক্ষেত্রে 'দ্বীন ও জ্ঞানের দিক দিয়ে অপরিপক্কতার' কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

এ সংগে এ হাদীসও দেখুন :

لو امرت أحدًا أن يسجد لإحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.

www.amarboi.org

"আমি যদি কাউকে অপর কাউকে সিজদা করার আদেশ করতাম, তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম যেন তার স্বামীকে সিজদা করে।"

কেবল এ হাদীস দু'টির উপরই নির্ভর করা হয়নি বরং এ সংগে এমন সব হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, যেগুলির না আছে কোন সত্যতা ও পূর্বাপর ধারাবাহিকতা। সেগুলির মূল সনদও ঠিক নেই এবং কোথা থেকে কি উদ্দেশ্যে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে এ সবেরও কোন উল্লেখ নেই। তাছাড়া কোথাও কোথাও মিথ্যা, জাল ও একান্তই দুর্বল হাদীসের আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

যেমন, একটি হাদীসের কথাই উল্লেখ করি, যার মূল্য এর কালির মূল্যের সমতুল্যও নয়। এ হাদীসে রসূল (স)-কে তাঁর কন্যা হযরত ফাতেমা (রা)-এর কাছে প্রশ্নকারী হিসেবে দেখাতে চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি একদিন তাঁর কন্যা ফাতেমা (রা)-কে প্রশ্ন করেন : মেয়েদের জন্য কোনটি সবচেয়ে শোভনীয়? ফাতেমা (রা) উত্তরে বলেন : মেয়েদের জন্য এটাই শোভনীয় যে, তারা পুরুষদের প্রতি নজর দেবেনা আর পুরুষরা তাদের প্রতি নজর দেবেনা। একথা শুনে রসূল (স) খুশিতে হযরত ফাতেমা (রা)-কে চুমু দেন এবং তারপর বলেন : ذرية بعضها من بعض "আদম সন্তানেরা পরস্পরের বংশোদ্ভূত।"

এমনিভাবে আর একটি জাল হাদীস যেমন : شاوروهن وخالفوهن অর্থাৎ : "তোমরা বিভিন্ন ব্যাপারে মেয়েদের সাথে পরামর্শ করবে কিন্তু সে অনুযায়ী কাজ করবে না।" এ হাদীসটি কুরআনের সুস্পষ্ট পরিপন্থী। কারণ কুরআনে সন্তানকে দুধ পান করানো ও দুধ ছাড়ানোর ব্যাপারে পিতামাতা উভয়কেই পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে :

فإن أراد فصالا عن تراض منها وتشاور فلاجناح عليهما .

"পিতামাতা পরস্পরের পরামর্শের ভিত্তিতে সম্মতি সহকারে যদি সন্তানের দুধ ছাড়ায় তাতে আপত্তির বা দোষের কিছু নেই।" (সূরা বাকারা) পূর্বোক্ত হাদীসটি শুধু কুরআন কেন পরামর্শ সংক্রান্ত সহীহ্ হাদীস ও রসূল (স)-এর জীবনাদর্শেরও পরিপন্থী। যেমন, হুনায়েনের যুদ্ধের পূর্বে রসূল (স) তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে সালামার পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উমরাহ সম্পাদন করেছিলেন। পরে প্রমাণিত হয়েছে যে, উম্মে সালামার (রা) পরামর্শই ছিল সঠিক এবং কল্যাণকর। এমনিভাবে তারা মহিলাদেরকে হেয় করার জন্য হযরত আলী (রা)-এর নামেও মিথ্যা ও জাল হাদীস বর্ণনা করে থাকে। যেমন, হযরত আলী হবনে আবু তালেব বলেন :

المراة شر كلها وشرما فيها إنه لابد منها .

"নারী জাতিই সমস্ত অমঙ্গলের জন্মদাতা। যত অমঙ্গল সবই এ নারী জাতিরই সৃষ্ট।" ইতিপূর্বে আমার সমকালীন ফতওয়া- *"ফাতওয়া ম'আসিয়াহ"* গ্রন্থে এর মিথ্যা হওয়ার

www.amarboi.org

ব্যাপারে সুস্পষ্ট আলোচনা করেছি। এমনিভাবে হাকেম তাঁর সূত্র সহকারে তাঁর *'মুসতাদরাক'* নামক হাদীস গ্রন্থে এমন একটি জাল হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন যাকে ইমাম যাহাবীসহ অন্যান্য হাদীস সমালোচকগণ এ কেবারে মিথ্যা ও জাল হাদীস হিসেবে গণ্য করেছেন। যেমন :

ولا تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة .

অর্থাৎ "মেয়েদেরকে না ভালবাসার মধ্যে রাখ আর না তাদেরকে লেখাপড়া শেখাও।" (জ্ঞান অর্জন করার আহবানের মধ্য দিয়ে যে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, সেই কুরআনের নবী কি জ্ঞান অর্জনের বিরোধী হতে পারেন? এর চেয়ে বড় মিথ্যা হাদীস আর কি হতে পারে? (অনুবাদক)

বেশ কিছু দিন আগে খ্যাতিমান লেখক আল্লামা রাগেব আল ইস্পাহানীর "মুহাদিরাতুল উদাবা" (সাহিত্যিকদের ভাষণ) নামে একটি বই পড়েছিলাম। তিনি সে বইতে মেয়েদের জন্য "মৃত্যুর উপকারিতা ও মৃত্যু কামনা করা" নামক একটি অধ্যায় সংযোজন করেছেন। এর সূচনা করেছেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই উদ্ধৃতির মাধ্যমে যে,

دفن البنات من المكرمات — نعم الختن القبر .

"অর্থাৎ উত্তম সংসারই হলো কবর বা মৃত্যু" এবং "জীবন্ত কন্যা সন্তান দাফন একটা সম্মানের ব্যাপার।" অথচ এ হাদীস দুটোই জাল। এর মাধ্যমে রসূল (স)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। হ্যাঁ, এ কথা গ্রহণযোগ্য যে, সাহিত্যের বই-পুস্ত কে উদ্ধৃত হাদীসকে রেফারেন্স হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু এমন ক'জন আছেন যারা এর মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম? তারা তো এটাই মনে করেন যে, বই-পুস্তকে যাই লেখা আছে সবই অকাট্য। তাও যদি আবার রাগেব ইস্পাহানীর মত লেখক হন, ডিনি مفردات القران এবং الذريعه إلى مكارم الشريعة এর মত গ্রন্থের প্রণেতা। মূলতঃ তারা একথা একবারেই ভুলে যান যে, অনেক সময় কোন বিশেষ একটি বিষয়ে অনেকেই পান্ডিত্যের অধিকারী হতে পারেন। অন্য বিষয়ে তাঁর অজ্ঞতা বা স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এটা তাঁর পূর্ব ব্যক্তিত্বকে ম্লান করে দেয় না। আর না এজন্য তাকে দোষারোপ করা যেতে পারে। এ কথাটাই ইমাম গাযযালী (র) তাঁর প্রসিদ্ধ المنقذ في الضلال নামক গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত এ চরমপন্থীরা নারী জীবনকে এমন একটা বন্দীশালায় পরিণত করতে চায়, যেখানে আলো ও সভ্যতার বিন্দুমাত্র ছোঁয়া লাগে না। তারা চায় নারী যেন তার এ বন্দীশালার চৌহদ্দির বাইরে পা রাখতে না পারে। মসজিদে ইবাদতের জন্য যাওয়া এবং প্রয়োজনে নম্রতা ও বিনয়ের সাথে কথা বলাও নিষেধ। এমনকি তাদের মতে, নারীর চেহারা, দুহাতের পাতা এবং কথা বা আওয়াজ সবই পর্দার অন্তর্ভুক্ত। এমনকি প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার অনুকরণে মহিলাদের অযু এবং হজ্জ ও উমরার সময় সাদা পোশাক বা

www.amarboi.org

খোলামেলা বস্ত্র পরিধান করাকেও পুরুষদের কাপড়ের মতো দেখায় বলে নিষেধ করা হয়ে থাকে।

অথচ ইসলাম পোশাক ও সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় নারীদেরকে অধিক সযোগ-সুবিধা দান করেছে। তাদের স্বর্ণালংকার ও রেশমী পোশাক পরিধান করার অনুমতি দিয়েছে, যা পুরুষদের জন্য সম্পূর্ণ হারাম করা হয়েছে।

এর মোকাবিলায় আমরা দেখি, একটি দল অতিপ্রান্তিকতার শিকার হয়ে নারী অধিকার হরণ ও তাদের প্রতি জুলুম করেছে এবং অন্য দলটি অতি বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমারেখা, প্রকৃতি-সৃষ্ট সীমারেখা এবং নৈতিকতার সীমারেখার বাইরে ঠেলে দিয়েছে। প্রথম দলটি যেখানে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রাচ্য মূল্যবোধের অন্ধ অনুসরণ করেছে, সেখানে দ্বিতীয় দলটি পাশ্চাত্যের উগ্র আধুনিকতার পেছনে অন্ধের মতো ছুটে চলেছে। এ দ্বিতীয় দলটি নারী ও পুরুষের ভেদাভেদ উচ্ছেদ করতে চায়। পুরুষ ও নারী উভয়ই মানুষ। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে পুরুষ ও নারী হিসেবে প্রথক করে সৃষ্টি করলেন কেন? তারা একথা ভুলে গেছেন যে, আল্লাহ সৃষ্টিলগ্নেই নারী ও পুরুষের দৈহিক কাঠামোতে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে নিগূঢ় রহস্য। তাদের উভয়ের জীবনের এমন ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে যা একমাত্র দৈহিক কাঠামোতেই বাস্তবায়ন সম্ভব। তাদের নিজস্ব মন-মানসিকতা, যোগ্যতা ও প্রবণতা, চাহিদা ও পরিতৃপ্তি পরস্পর বিরোধী। যেমন মাতৃত্ব। নারী স্বভাবগতভাবে সর্বাধিক ধৈর্যশীলা এবং হৃদয়ের কোমলতা ও মাধুর্যসহ মাতৃত্বের সঠিক গুণের পরিপূর্ণ অধিকারিণী হওয়ার কারণেই পুরুষের তুলনায় অধিক গৃহমুখী হয়ে থাকে। আর প্রকৃতি যদি তাদের মধ্যে এ পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়ে থাকে, তাহলে নারীদের শিক্ষা-দীক্ষা ও কর্মকান্ডের ক্ষেত্র নির্ণয়ের ব্যাপারে অবহেলার কোনই যুক্তিসংগত কারণ নেই। শুধু তাই নয়, বর্তমান বিশ্বের সর্বাধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানও তার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হচ্ছে।

আমরা অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ্য করছি যে, কুরআন-হাদীসের অকাট্য বিধান খন্ডন করতে ব্যর্থ হয়ে কেউ কেউ অন্তসারশূন্য বক্তব্যের আশ্রয় নিচ্ছেন। যেমন, কাতারে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে এক মহিলা সাহিত্যিক বুখারী শরীফে উল্লিখিত একটি হাদীস অস্বীকার করে বসেন। অথচ এ হাদীসটির বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে সকল যুগের মুসলিম উম্মাহ্ একমত ছিলেন ও আছেন। কোন সমালোচকই এর বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ নয়। সে হাদীসটি হচ্ছে : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة . "সে জাতি কখনই কৃতকার্য হতে পারবে না যার নেতৃত্বে নারী সমাসীন হবে।" এর চেয়েও বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে এ যে, তথাকথিত এক পন্ডিত একটা জাল, ভিত্তিহীন ও সর্বৈব মিথ্যা হাদীসের আশ্রয় নিয়ে উপরোক্ত হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করার মত ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন। তার জাল হাদীসটি হলো : خذوا نصف دينكم عن هذه الحميرة ইসলামের অর্ধেক শিক্ষাই তোমরা হযরত আয়েশা (রা) থেকে গ্রহণ করো।" যেহেতু এ মিথ্যা ও জাল হাদীসকেই তিনি সহীহ মনে করেছেন আর এ

www.amarboi.org

হাদীসের সাথে لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة হাদীসটির বৈপরীত্য দেখা দিচ্ছে, তাই তিনি একটা জাল হাদীসের আশ্রয় নিয়ে সহীহ হাদীসকেই প্রত্যাখ্যান করার মত ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন। জ্ঞান চর্চার মানদন্ডে তাদের এ সমালোচনা মূল্যহীন।

তাদের কেউ কেউ আবার নারীদের অধিকারের ক্ষেত্রে অধিক বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে আল্লাহর বিধানেরই বিরুদ্ধাচরণ করে বসেছেন। যেমন : যদি কোন পুরুষের একাধিক বিয়ের প্রয়োজন হয় এবং তার সে ক্ষমতাও থাকে, সে যদি স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান থাকতে বদ্ধপরিকর হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে সে আল্লাহর দেয়া অনুমতি, রসূলের (স), তাঁর পরে তাঁর সাহাবাগণের ও খলীফাগণের এবং খাইরুল কুরুন তথা প্রাথমিক কল্যাণময় যুগের ও তার পরবর্তীকালের মুমিনদের এবং বিভিন্ন যুগের উম্মতের বিভিন্ন মযহাবের মুসলমানদের সর্বসম্মত আমল হিসাবে একাধিক বিয়ে করতে পারে। কিন্তু তারা একে হারাম ও অবৈধ গণ্য করেছে। তারা আবার মেয়েদের মীরাসের ক্ষেত্রেও বাড়াবাড়ি করেছে। তারা কুরআনের নির্দেশ, রসূলের (স) সুন্নাত, উম্মতের ইজমা এবং উম্মতে ইসলামিয়ার দীর্ঘ চৌদ্দশত বছরের নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করে মেয়েকে ছেলের সমান মীরাস প্রদানের কথা বলেছে।

আর অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে এ যে, ইসলাম বিরোধী প্রচার ও পত্র-পত্রিকার ছত্রছায়ায় পরিকল্পিতভাবে ইসলামের নামেই ইসলামকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এসব প্রচার-প্রপাগান্ডা করা হচ্ছে। মূলত এসব কিছুই ইসলামের অপব্যাখ্যার ফসল।

আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করছি যে, এক শ্রেণীর ফতোয়াবাজ আলেম এ ব্যাপারে সত্য গোপন ও ইসলামে নিষিদ্ধ বিষয়কে জায়েয ও সহীহ হাদীসকে বিকৃত করার মত ঘৃণিত কাজে লিপ্ত হয়েছেন। তারাই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হারাম বিষয়কে হালাল ও হালালকে হারাম করার মত ফতোয়াও সরবরাহ করে আসছেন। এসব সরকারী মুফতী বেশ্যালয় ও ব্যভিচারমূলক কার্যকলাপের ব্যাপারে রহস্যজনকভাবেই নীরব এবং ইসলামসম্মত একাধিক বিবাহ প্রথাকে উচ্ছেদ করার জন্য একান্ত তৎপর। তারাই আবার পরচুলা সংযোজন করাকে বৈধ বা স্বাভাবিক কাজ বলে ফতোয়া দিচ্ছেন। অথচ রসূল (স)-এর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, আয়েশা, আসমা, আনাস ও মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমের যেসব রেওয়ায়ত আছে, তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, انه صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمتوصلة "রসূল (স) পরচুলা ও পরচুলা তৈরীর উদ্দেশ্যে চুলদানকারী ও চুলদানকারিণীর উপর লানত বর্ষণ করেছেন" এবং বলেছেন যে, পরচুলা একটা প্রতারণা মাত্র এবং আরও উল্লেখ করেছেন যে, وأشار إلى أنه من فعل اليهود "এটা ইহুদীদের কাজ।"

অনুরূপভাবে মিনিস্কার্ট, হাতাকাটা ফ্রক, যা পরিধান করলে বাহু, পায়ের গোড়া সহ শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ স্পষ্টতই দেখা যায়, এ ধরনের পোশাকের মাধ্যমে আজকাল ইসলামী সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য পাশ্চাত্যবাদী বন্ধুরা উঠে পড়ে লেগেছেন। এ ব্যাপারেও তারা ফতোয়া দিয়ে বেড়াচ্ছেন যে, "এ ধরনের পোশাক পরা অপ্রাপ্তবয়স্কা

www.amarboi.org

মেয়েদের জন্য তেমন দোষণীয় নয়। এমনকি তাদের দৃষ্টিতে এ ধরনের পোশাক পরিধান করে নামায পড়া মাকরূহ মাত্র। অথচ এর বৈধতার ফতোয়া দেয়ার পূর্বে তারা রসূল (স)-এর এ হাদীস একবারেই ভুলে গেছেন :

إن النبى صلى الله عليه وسلم جعل من أهل النار النساء الكاسيات العاريات .

"রসূল (স) বেহায়াপনা ও উলংগপনায় অভ্যস্ত মহিলাদেরকে দোযখী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন।" তিনি বলেছেন, তারা কোন অবস্থাতেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং তার গন্ধও পাবে না। শুধু তাই নয়, তার গন্ধ থেকে বহু দূরে হবে তাদের অবস্থান। . الكاسيات العاريات "বেহায়াপনা ও উলংগপনায় অভ্যস্ত" বলতে এমন সব মেয়েদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা এমন পোশাক পরিধান করে যা দিয়ে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শরীয়তসম্মতভাবে আবৃত করা হয় না। এক কথায় এধরনের পাতলা ফিনফিনে কাপড় পরিধান করার ফলে মহিলাদের শরীর আবৃত হওয়ার পরিবর্তে দর্শকের নিকট আরো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তারা অপ্রাপ্তবয়স্কাদের বেলায় এ জাতীয় পরিধেয় নিষিদ্ধ না করে শুধুমাত্র জান্নাতের গন্ধ পাবে না বলে ধরে নিয়েছে। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া হয় যে, অপ্রাপ্তবয়স্কাদের বেলায় এটা এমন ক্ষতিকর নয় কিন্তু এটা তারা একেবারেই ভুলে যান যে, অপরিণত বয়সের অভ্যাসেই পরবর্তীকালে বয়োবৃদ্ধির পরে তারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই ফিকহবিদগণের নীতিমালা হলো,

لاصغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع إستغفار .

"ছোট ছোট অপরাধে অভ্যস্ত হওয়া যেন অভ্যাসে পরিণত না হয় এবং তওবা করার বাহানায় কবীরা গুনাহসমূহকে যেন তুচ্ছ মনে করা না হয়।"

সত্যি বলতে কি প্রগতির নামে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসারীদের বাড়াবাড়ির কারণেই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিরিক্ত রক্ষণশীলতার সৃষ্টি হয়েছে। এক চরম পন্থা আর এক চরম পন্থার দিকেই নিয়ে যায়। আল্লাহ আমাদের পাশ্চাত্যের বা প্রাচ্যের অনুসরণ করতে বলেননি। আমাদের প্রচীন কাল বা আধুনিক কালের শৃংখলেও আবদ্ধ করেননি। বরং মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স) যে সত্য জীবন দর্শন এনেছেন, সঠিকভাবে তাই অনুসরণে আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত। এ জন্য সব ক্ষেত্রে অবশ্যই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এখানে কোন ব্যাপারে বাড়াবাড়ি, চরম পন্থা অবলম্বন, সীমালংঘন বা একেবারেই নিস্পৃহ হওয়ার কোনই সুযোগ নেই। মহান আল্লাহ এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন,

اَلاَّ تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَتُخْسِرُوْا الْمِيْزَانَ .

"যাতে তোমরা ওজনে ভারসাম্য লংঘন না করো এবং সঠিক ভাবে ওজন করো আর ওজনে কম দিয়ো না।" (আর রহমান : ৮-৯)

আমি মনে করি, পাঠকদের সামনে যে মূল্যবান গ্রন্থখানা পেশ করা হচ্ছে, তাতে এ মধ্যম পন্থা অবলম্বনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করা হয়নি। শুধু তাই নয়, নারী অধিকার সংক্রান্ত

www.amarboi.org

অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়ে ইসলামের ভূমিকা এবং গৃহে, সমাজ ক্ষেত্রে ও সমগ্র জীবন অঙ্গনে নারীর অবস্থান এখানে যথাযথভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এ বিষয়ে কলম ধরতে গিয়ে অনেকেই সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের একটা জগাখিচুড়ি তৈরি করে প্রকৃত বিষয়টিকেই বিকৃত করে ফেলেছেন।

মুসলিম নারীর সমস্যা সংক্রান্ত এ বইটি মূলত লেখকের দীর্ঘদিনের সাধনার ফল। এ বইটি লিখতে গিয়ে লেখক নারী অধিকার সংক্রান্ত কুরআন ও হাদীসে এমন অনেক দলীল-প্রমাণ দেখতে পেয়েছেন আমাদের সমাজে মুসলমানরা যার ঠিক বিপরীত আমল করে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এ বিকৃত চিন্তাধারার উপর তারা কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এ অবস্থায় লেখক সমাজে প্রচলিত এসব ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের সাথে কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত দলীল-প্রমাণাদির যতই তুলনামূলক অধ্যয়ন করেছেন, ততই প্রচলিত ধ্যান-ধারণার অসারতা তাঁর সামনে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থেকেছে। ততই ইসলামে নারীর মর্যাদা এবং পারিবারিক ও সমাজ জীবনে মুসলিম নারীর গৌরবময় ভূমিকা তাঁর চোখে ভেসে উঠেছে।

গভীর পর্যালোচনায় এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মুসলমানদের কোনো কোনো দল ও ইসলামের দাবীদারদের একটি অংশ নারী অধিকারের ব্যাপারে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছেন এর ফলে অনেকেই ইসলামকে অনুসরণ করার পরিবর্তে ঘৃণাভরে দূরে সরে যাচ্ছে। এ অবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ ও নাস্তিকতাবাদীদের হাতকেই শক্তিশালী করেছে। তারা জীবন সমস্যার ক্ষেত্রে ইসলামের সমাধানকে বিকৃত করে তুলে ধরতে সক্ষম হচ্ছে।

এ প্রেক্ষিতে লেখক তাঁর গ্রন্থে প্রতিটি বিষয়ের উপরেই কোন বিশেষ ব্যক্তি বা চিন্তাধারার অনুসরণ না করে পরিকল্পিতভাবে কুরআন ও সহীহ হাদীসের অসংখ্য দলীল-প্রমাণাদির সমাবেশ ঘটিয়েছেন, যাতে এসব দলীল-প্রমাণই বিষয়বস্তুর সঠিক দিক-নির্দেশনা পাঠকের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। তাই তিনি পারতপক্ষে কোন লেখক বা আলেমের মতামত থেকে দলীল-প্রমাণ গ্রহণ না করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। যদি কোথাও তা গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে তাও নিতান্তই কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অথবা কোন বিষয়কে স্পষ্টভাবে বুঝাবার জন্য বা কোন বিষয়ের মতভেদের ক্ষেত্রেই তার উল্লেখ করেছেন মাত্র। অকাট্য প্রমাণাদির গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে তথ্যাবলী গ্রহণ এবং নিরলস ত্যাগ, তিতিক্ষা, পরিশ্রম ও অসাধারণ কোরবানীর বিনিময়েই এ গ্রন্থখানাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছেন।

শুধু তাই নয়, সত্যিকার অর্থে মুসলিম নারীদের জন্য সঠিক ও তথ্যবহ একটা বিরল, মূল্যবান ও দীনী গ্রন্থ আমরা তাঁর মাধ্যমে উপহার পেয়েছি। এ গ্রন্থে মুসলিম নারীর ব্যক্তিত্ব, স্বাধিকার, মর্যাদা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জা এবং পারিবারিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাদের ভূমিকা, পুরুষদের সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্র ও অবস্থা এবং

www.amarboi.org

সহী হাদীসের দলীল-প্রমাণাদি সহ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্যভাবে *সালাফে সালেহীন* তথা সাহাবা কেরাম ও তাবে তাবেঈনদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।

প্রকাশনা জগতে কিছু ইসলামী মাসিক ও সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু লেখা ছাড়া এমন কোন উল্লেখযোগ্য বই না থাকায় এ মূল্যবান গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক আবদুল হালীম আবু শুক্কাহকে অনেকেই হয়তঃ আন্তর্জাতিকভাবে জানার সুযোগ পাননি। অবশ্য তিনি ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল সমস্যার উপর নিয়মিত জ্ঞানগর্ভ লেখা লিখে আসছেন। তাঁর এ সব রচনার সংকলনগুলিও ভবিষ্যত প্রজন্মকে বহু মূল্যবান দিক নির্দেশনা দেবে।

দ্বিতীয়ত, লেখক সত্যিকার অর্থেই একজন ধৈর্যশীল, বিদ্যানুরাগী, আল্লাহপ্রেমিক ও রসূল (স)-এর একনিষ্ট অনুসারী ব্যক্তিত্ব। প্রতিটি বিষয়ে তিনি বারবার চিন্তা-ভাবনা করেন এবং শ্রেষ্ঠ পন্ডিতবর্গের সাথে সে বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত ক্রমাগত গবেষণা ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন।

অধ্যাপক আব্দুল হালিম সাধারণভাবে আবদুর রহমান নামে প্রসিদ্ধ। সীমিত পরিসরে যারাই তাঁর বন্ধুত্ব ও সাহচর্যলাভে সমর্থ হয়েছেন, তারাই নিসন্দেহে তাঁর যোগ্যতা, গভীর পান্ডিত্য, গঠনমূলক সমালোচনা, সত্যের পথে ধৈর্য ও সাহসিকতা, সত্যবাদিতা ও হকের উপর অবিচলতার স্বীকৃতি দানে বাধ্য হয়েছেন।

আমিও প্রায় ২৫ বছরের অধিককাল থেকেই তাঁর এ গ্রন্থ সম্পর্কে অবগত আছি। যখন আমরা কাতারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একত্রে কর্মরত ছিলাম যে সময় তিনি একজন সত্যবাদী, উদারমনা, বন্ধুসুলভ, বিজ্ঞ সমালোচক ও মহৎচরিত্রের অধিকারী হিসাবে সকলের নিকট সুপরিচিত ছিলেন। দীর্ঘদিনের সাহচর্য ও একত্রে বসবাস করার কারণে তাঁকে অত্যন্ত নিকট থেকে জানার সুযোগ হয়েছে। ইসলামের একজন কঠোর অনুসারী হিসাবে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে ইসলামী বিধানের সঠিক বাস্তবায়নে তিনি একান্তই নিষ্ঠাবান ছিলেন। গর্ব, আত্মম্ভরিতা, পান্ডিত্য প্রকাশ ও নিজ ব্যক্তিসত্তাকে বড় করে দেখানোর মত হীন মানসিকতা নিয়ে তিনি যেমন কখনো গবেষণা বা লেখাপড়া করতেন না, ঠিক তেমনি ইসলামের কোন বিষয়ে সঠিক ও বলিষ্ঠ দলীল প্রমাণাদি গ্রহণের বেলায়ও ততই স্বাধীন ও নিরপেক্ষতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেহেতু ইসলাম বিশেষ কোন মাযহাব, যুগ, স্থান, কাল, ব্যক্তি ও মতবাদের গন্ডিতে আবদ্ধ নয়, বরং সব সময় কুরআন ও সুন্নাহর বিধানের সাথে জড়িত, তাই দলীল-প্রমাণাদি গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি যেই হোন না কেন বা যত বড় পন্ডিতই হোন না কেন কুরআন ও সুন্নাহর মূল শিক্ষার সাথে না মিলিয়ে অন্ধভাবে কারোর মতামত গ্রহণ করেননি।

তিনি শিক্ষকতা জীবনেও একজন যোগ্য শিক্ষক, যোগ্যতা ও পারদর্শিতার দিক দিয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্ব, দোহা ইন্টারমিডিয়েট স্কুলের পরিচালক হিসেবে যোগ্য অধ্যক্ষের

www.amarboi.org

ভূমিকায় সদা তৎপর এবং সার্বিক উপায়-উপাদানকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে উত্তম পন্থায় শিক্ষাদানের পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য সুখ্যাতি অর্জন করেছেন।

তাঁকে এমন একজন একনিষ্ঠ ও নিবেদিত স্কলার হিসেবে পেয়েছি, যিনি বিষয়বস্তু ভিত্তিক অধ্যয়নে ও বিস্তারিত তথ্য আহরণে না কোন ত্রুটি আর না অযথা সময় নষ্ট করেন। নিগূঢ় তত্ত্ব উদঘাটনে ধৈর্য ও একাগ্রচিত্ততা এবং গভীর চিন্তাভাবনার মত গুণ দু'টি তাঁর জীবনের সার্বক্ষণিক সাথী। এ দু'টি তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠিও। এ কারণে তিনি কোন বিষয়ের ফায়সালা বা ত্বরিত ফল পেতে অধীর নন। এমন কি গতানুগতিকভাবেও ত্বরিত সিদ্ধান্তে না পৌঁছে অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে চিন্তা-গবেষণার পরই জটিল ও বিক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তগুলি সাজিয়ে-গুছিয়ে পাঠকদের খেদমতে পেশ করতে অভ্যস্ত। তাঁকে একজন বিনয়ী, নম্র ও উপদেশ গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি হিসেবে পেয়েছি। উপদেশ গ্রহণটাই যেন তাঁর সুন্দর চরিত্রের মূল্যবান অলংকার। তাঁর গবেষণা এতই বাস্তব ভিত্তিক যে, নির্ভুল দলীল-প্রমাণাদি দ্বারা কোন বিষয়ে পূর্ণ তৃপ্তি লাভ ছাড়া কোন ক্রমেই তিনি নিবৃত্ত হন না। তিনি এমনই উদার মানসিকতার অধিকারী যে, কোন আলোচনায় অন্যের দলীল-প্রমাণাদি নিজের চেয়ে উত্তম হলে তা সানন্দে গ্রহণ করতে কখনই কুণ্ঠাবোধ করেন না। এমনকি কোন বিষয় তাঁর সামনে স্পষ্ট হওয়ার পর নিজস্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার ব্যাপারেও তিনি একান্তই উদার। তিনি সংস্কারবাদী মনোভাবাপন্ন। কেবল রোগ নির্ণয় করেই ক্ষান্ত হন না বরং এ সংগে রোগের প্রতিষেধক ও নিরাময়ের উত্তম পন্থা উদ্‌ভাবনের লক্ষ্যে উত্তম পদক্ষেপও গ্রহণ করেন।

ইসলামের দিকে আহবানের ব্যাপারে তিনি সব সময় সহজ ও নমনীয় নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী। বিশেষ করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বিষয়াদি সম্পর্কে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, শরীয়তের নির্দেশ পালনের ব্যাপারেও তিনি নমনীয় নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী। বরং এর অর্থ এ যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে যার যে স্থান তার যথার্থ মূল্যায়নের তিনি পক্ষপাতী। একথা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, নমনীয় ও সহজ পন্থাই হলো শরীয়তের মূল প্রাণসত্তা।

তিনি শৈশবেই ইখওয়ানুল মুসলিমীনের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। তৎকালীন সবচেয়ে উত্তম ও যোগ্যতাসম্পন্ন যুবকদের নিয়ে ইখওয়ানের ক্যাডার গঠন করা হতো। ইখওয়ানের উপর বিপর্যয় নেমে এলে ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অভিযোগে তাঁকেও জেলে যেতে হয়। কারাসংগীদের সাহচর্যেও তিনি ব্যাপকভাবে উপকৃত হন। তাঁর দাওয়াতের পদ্ধতি, বাচনভংগি, চিন্তা-চেতনা ও আচার-আচরণ একান্তই মনোমুগ্ধকর ও আকর্ষণীয়। পরবর্তীকালে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের আন্দোলনের কর্মপদ্ধতিতে তিনি বেশ কিছু সংশোধনী পেশ করেন এবং তার বিশেষ ক্যাডার পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরে এ আন্দোলনকে ত্রুটিমুক্ত করার প্রচেষ্টা চালাতে তিনি কোন কার্পণ্য করেননি।

লেখকের বিশেষ উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় প্রকাশিত المسلم المعاصر *"আল মুসলিম আল মু'আসির"* পত্রিকায়. أزمة العقل المسلم المعاصر *"সমকালীন মুসলমানের চিন্তার সমস্যা"*

www.amarboi.org

নামে তাঁর ধারাবাহিক লেখা প্রকাশিত হবার সময় তার প্রথম সংখ্যা থেকেই আমি তাঁর সাথে পরিচিত হই। বিজ্ঞ লেখকের পান্ডিত্যপূর্ণ রচনা, বৈজ্ঞানিক আলোচনা, ধর্ম ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিকের তথ্যবহুল বিশ্লেষণ, তীক্ষ্ণ সমালোচনা এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদের কাছে নিজের বক্তব্য অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তুলে ধরার ক্ষমতা অসংখ্য পাঠককে চমৎকৃত করে। এমনিভাবে পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে . أزمة الخلق المسلم المعاصر *"আধুনিক মুসলিমের চারিত্রবোধ"* এর উপর তাঁর লেখাটিও প্রশংসনীয়।

উক্ত লেখা দুটোই লেখকের প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, চিন্তার পরিচ্ছন্নতা, সূক্ষ্ম অনুভূতি ও দক্ষ বিশ্লেষণ ক্ষমতার পূর্ণ সাক্ষ্য বহন করেছে। এ থেকে প্রমাণ হয়, তিনি জীবনের বাস্ত বতা ও তার পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। সত্যিকার ঈমান নিষিক্ত হৃদয় নিয়ে সুগভীর গবেষণা ও সংস্কারবাদী চিন্তা সহকারে সকল প্রকার কোলাহল ও অন্ধ অনুসরণের প্রভাবমুক্ত হয়ে ইসলামের আলোকে সিদ্ধান্ত নিতে তিনি অভ্যস্ত।

কেউ তাঁর কোন লেখার সাথে দ্বিমত পোষণ (যা করাটা একেবারেই স্বাভাবিক) করা সত্ত্বেও একজন প্রাজ্ঞ চিন্তাবিদ হিসাবে তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে বাধ্য।

উক্ত লেখা দুটোই লেখকের প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, চিন্তার পরিচ্ছন্নতা, সূক্ষ্ম অনুভূতি ও দক্ষ বিশ্লেষণ ক্ষমতার পূর্ণ সাক্ষ্য বহন করেছে। এ থেকে প্রমাণ হয়, তিনি জীবনের বাস্ত বতা ও তার পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। সত্যিকার ঈমান নিষিক্ত হৃদয় নিয়ে সুদক্ষ গবেষণা ও সংস্কারবাদী চিন্তা সহকারে সকল প্রকার কোলাহল ও অন্ধ অনুসরণের প্রভাবমুক্ত হয়ে ইসলামের আলোকে সিদ্ধান্ত নিতে তিনি অভ্যস্ত।

কেউ তাঁর কোন লেখার সাথে দ্বিমত পোষণ (যা করাটা একেবারেই স্বাভাবিক) করা সত্ত্বেও একজন প্রাজ্ঞ চিন্তাবিদ হিসাবে তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে বাধ্য।

এ গ্রন্থটি মুসলিম নারীর জন্য শরীয়তের বিধি-বিধানকে কষ্টদায়ক ও অতিরিক্ত ব্যাখ্যা হিসাবে পেশ না করে সহজ হিসাবে উপস্থাপন করেছে। এর কারণ মূলত এটাই যে, যুগ যুগ ধরে ইসলামী দুনিয়ায় নারীদের ব্যাপারে কুধারণার বশবর্তী হয়ে কঠোরতার পথ অবলম্বন করা হয়েছে। আর এ কঠোরতার পথ অবলম্বনের কারণ দু'টি:

প্রথম কারণ

শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন ব্যাপারে নমনীয় হওয়ার অসংখ্য দলিল- প্রমাণাদির ব্যাপারে অধিকাংশ লোকের অজ্ঞতার কারণেই কঠোরতার ব্যাপারে পরস্পর বাড়াবাড়িতে অংশ নেয়া হয়েছে, বিশেষ করে সহীহ হাদীসসমূহের ক্ষেত্রে। কেননা কুরআনের দলীলগুলি কমবেশী প্রায় সবাই জানেন। কিন্তু সুন্নাতে রসূলের দলিলগুলি জামে, মুসনাদ, মা'আজিম ইত্যাদি প্রকারের বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু 'সিহাহ সিত্তাহ' ছাড়া অন্যান্য হাদীসের কিতাবগুলিতে এগুলির অনুসন্ধান করার কথা লোকেরা একবারেই ভুলে গেছে। এর পরিবর্তে তারা বিভিন্ন মযহাবের ফিকহের কিতাবগুলির মধ্যে সুন্নাতে রসূলের (স) দলীল সন্ধান করে বেড়ায়। যে কারণে যথাস্থানে তার সন্ধান না পেয়ে অজ্ঞতার শিকার হতে বাধ্য হয়।

www.amarboi.org

এ কারণেই দেখা যায় অসংখ্য আলেম সহীহ্ হাদীসসমূহ উপেক্ষা করে একান্তই দুর্বল ও জাল হাদীসের বরাত দিয়ে ফতোয়া দিয়ে চলেছেন।

দ্বিতীয় কারণ

সংগৃহীত দলীল-প্রমাণাদি নির্ভুলভাবে বুঝতে সক্ষম না হওয়ায় বা যেস্থানে তা প্রয়োগ করা উচিত তার বিপরীত স্থানে প্রয়োগ করায় অথবা মূল দলীলের মাধ্যমে কোন মাসয়ালা উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে অপারগতার শিকার হওয়ায় কিংবা এ ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যহীন দলীলের আশ্রয় নেয়ায় অথবা পূর্বাপর সম্পর্ক ছিন্ন করে মাঝখান থেকে কোন বাক্যাংশকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করায় কিংবা ইসলামের নির্দেশাবলী থেকে মূল বিষয়কে উপেক্ষা করায় ইত্যাদি কারণে দলীল-প্রমাণাদি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এ সবের অসংখ্য উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। কিন্তু স্থানাভাবে তা উল্লেখ করা গেল না।

সম্মানিত লেখক স্পষ্টভাবে এ দুটি বিয়য়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা দু'টি বিষয়ের মধ্যে বিশেষভাবে সীমিত রেখেছেন।

ক. কুরআন এবং বিশেষ করে হাদীসমূহের অকাট্য দলীল-প্রমাণাদি খুঁজে বের করে ইসলামের মূল প্রাণসত্তার সাথে সামঞ্জস্য দেখে যথাযথভাবে সেগুলি উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এর ফলে মেয়েদের ব্যাপারে ঐ সব দলীল-প্রমাণের সঠিক প্রয়োগ পদ্ধতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক ও নির্ভুলভাবে তার ব্যাখ্যা করা যাবে। এক্ষেত্রে শুধু কিতাবে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর শিরোনাম পড়লেই বুঝা যাবে যে, হাদীসে সেসব বিষয় কত বিশদ ও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং সেগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি ও গভীরতা সহজেই অনুমান করা সম্ভব হবে। উদাহরণ স্বরূপ মুসলিম নারীর মহান ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহনকারী কিছু শিরোনামের উল্লেখ এখানে করতে চাই। অবশ্য তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অন্য একটি অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন :

* মেয়েরা রসূল (স)-এর কাছে উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা লাভের দাবী জানান।
* মেয়েরা মসজিদে নববীতে সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত হতেন।
* উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নাব বিনতে জাহশ নিজ হাতে উপার্জন করতেন এবং তা দান করে দিতেন।
* হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর স্ত্রী নিজ হাতে উপার্জন করতেন এবং তাঁর স্বামী ও ইয়াতিম চেলেমেয়েদের ভরণ-পোষণ করতেন।
* হযরত উম্মে আতিয়া (রা) তাঁর স্বামীর সাথে ছয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।
* হযরত উম্মে হারাম (রা) সমুদ্রপথে জিহাদে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করতেন।
* হযরত উম্মে হানী (রা)-কে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে তাঁর ভাই বাধা দিলে রসূল (স)-এর নিকট তিনি অভিযোগ পেশ করেন।
* হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর ফতোয়ায় কোনরূপ সংশোধন বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে তাঁর বোন হযরত হাফসা (রা) তা সম্পন্ন করতেন।

www.amarboi.org

* হযরত আসমা বিনতে শিক্‌ল (রা) ইসলামের শিক্ষা লাভের ব্যাপারে কোনরূপ সংকোচ বোধ করতেন না।
* হযরত উমর (রা)-এর স্ত্রী আতেকা বিনতে যায়েদ তাঁর অধিকার প্রকাশ্য জনসমক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বা উপস্থিত হয়ে আদায় করেন।
* যুবতী মেয়ে হযরত উম্মু কুলছুম (রা) ইসলাম গ্রহণ করে পরিবার-পরিজন ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেন।
* জনৈক মহিলা সাহাবী তাঁর স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারে তাঁর অধিকার প্রয়োগে অবিচল থাকেন।
* হযরত সাবী'আতা বিনতে হারেছ (রা) কোন জটিল বিষয়ে কিভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা উত্তমভাবে জানতেন।
* হযরত উম্মে দারদা (রা) আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের শাসনকে প্রকাশ্যে ঘৃণা করতেন।
* খাস'আমিয়ার এক যুবতী মেয়ে তার পিতার পক্ষ হতে বদলি হজ্জ্ব আদায় করেন।
* হিন্দ বিনতে উতবাহ ইসলাম গ্রহণ করার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম জানান।
* যয়নাব বিনতে আল মুহাজির হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর সাথে কথা বলতেন।
* উম্মে ইয়াকুব হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর সাথে কথা বলতেন।

এসব ব্যাপারে দলীল-প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে সব সময় চেষ্টা করা হয়েছে যেন তা হাদীসের কিতাবসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আর হাদীস শাস্ত্রের এ বিপুল সম্পদ অস্বীকার করার সাধ্য কারো নেই। সেজন্য তিনি যেমন প্রচুর লেখাপড়া করেছেন, তেমনি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে অসংখ্য যুক্তি-প্রমাণ একত্র করেছেন। বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে যেসব হাদীস সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলিই উল্লেখ করার মাধ্যমে রসূল (স)-এর কথা, কাজ ও সম্মতি সংক্রান্ত মহা মূল্যবান বিষয়গুলি আমাদের সামনে পেশ করেছেন। সাধারণত দেখা যায়, তিনি ক্রমাগতভাবে কোন প্রকার সম্পর্ক বর্ণনা ছাড়াই হাদীসগুলি এমনভাবে উল্লেখ করে চলেছেন যে, একটি হাদীস অপর হাদীসের পরিপূরক হয়ে গেছে। আর যেখানে বাস্তবতার আলোকে কোন বিষয়কে অন্য বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেয়ার এবং প্রচলিত কোন বিষয়ের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করার প্রয়োজনবোধ করেছেন, সেখানে তার উপস্থাপিত দলীল-প্রমাণাদি থেকে তাঁর গভীর জ্ঞান সহজেই অনুভব করা যায়।

আমার ধারণা, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ তাঁর উপস্থাপিত যে কোন বিষয়কে অত্যন্ত গভীর চিন্তা, সুবিবেচনা ও গুরুত্বের সাথে পাঠ করবেন। যেমন, বিজ্ঞ লেখক যখন সমাজ জীবনের কর্মকান্ডে পুরুষদের সাথে মেয়েদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন, তখন তিনি নিজের দাবীর সপক্ষে অসংখ্য দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, নারী-পুরুষ পরস্পর সমাজ জীবনের ক্রিয়াকান্ডে অংশ নিতে পারে।

www.amarboi.org

খ. সম্মানিত লেখক একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিষয়টি হচ্ছে, শরীয়তের সৃষ্ট কোন মাসয়ালার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে বর্ণিত কুরআনের কোন আয়াত বা হাদীসের উদ্ধৃতিকে উচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অন্য অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে সৃষ্ট ভুল ধারণা খন্ডন করে এবং এসব ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই আবার সঠিক সমাধান বের করার সময় সৃষ্ট সমস্যা ও তার ক্রটিসমূহ তিনি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ আল কুরআনের আয়াতের এ অংশটুকুই ধরা যায় : وَقَرْنَ فِى بُيُوْتِكُنَّ. "তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করো।" অন্যদিকে হাদীস শরীফে নারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : بأهن ناقصات عقل ودين"অর্থাৎ তারা দীনদারী ও বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে অসম্পূর্ণ।"

লেখক এ আয়াতের ব্যাখায় বলেছেন : "তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করো।" কথাটি পূর্বাপর আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত, যা বিশেষ করে হযরত নবী (স)-এর স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। যেহেতু আয়াতটিতে বিশেষ করে নবী করীম (স)-এর স্ত্রীগণকে স্বগৃহে অবস্থান করার জন্য তাগিদ করা হয়েছে, সে জন্যই হযরত উমর (রা) হযরত রসূল (স)-এর স্ত্রীদেরকে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যেও স্বগৃহ থেকে বের হতে নিষেধ করতেন। হযরত উমর (রা) তাঁর খেলাফতের শেষ বছর মাত্র নবী করীম (স)-এর স্ত্রীগণকে হজ্জের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেন।

হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম ইমাম হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী وقرن فى بيوتكن "তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর" এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, মূলত এ অংশটুকু নিঃসন্দেহে নবী (স)-এর স্ত্রীদের উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে।

হাফেয ইবনে হাজার অন্যত্র বলেছেন : হযরত আয়েশা (রা) এবং যারা তাঁর ব্যাখ্যার সাথে একমত, তারা এ আয়াতকে হজ্জের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে বলে ধারণা করেছেন। অর্থাৎ রসূল (স)-এর এ হাদীস فان أحسن الجهاد وأجمله الحج "কিন্তু সর্বোৎকৃষ্ট জিহাদ হলো হজ্জ" এর মাধ্যমে সর্বসাধারণের জন্য বারবার হজ্জ্ব করার সুযোগ দান করা হয়েছে। এ আয়াত অবতীর্ণের পর তার নির্দেশ সীমিত করা হয়েছে।

وقرن فى بيوتكن আয়াতের ভিত্তিতেই হযরত উমর প্রথম দিকে নবী (স)-এর স্ত্রীদেরকে হজ্জ পালনে বিরত রেখেছিলেন। পরবর্তীতে অকাট্য ও বলিষ্ঠ দলীল-প্রমাণাদির ভিত্তিতে তাঁর খেলাফতের শেষ বছর তাঁদেরকে হজ্জ করার অনুমতি দান করেন।

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া হয় যে, এ আয়াত সাধারণ মুসলিম নারীদের উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে, তাহলে আমরা হাদীসের প্রতি নজর না দিয়ে পারি না। কেননা হাদীস হলো কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই "তোমরা নিজেদের গৃহে অবস্থান করো" এ নির্দেশের আলোকে আমরা দেখবো, রসূল (স)-এর যুগে মুসলিম নারীরা কিভাবে

www.amarboi.org

চলাফেরা করেছে আর কেনই বা তাদেরকে এ নির্দেশের আলোকে সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াকান্ডে অংশ নেয়া থেকে নিষেধ করা হয়নি? সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফের শত শত হাদীস মুসলিম নারীদের সমাজ জীবনের নানাবিধ কাজে অংশ গ্রহণের সাক্ষ্য বহন করছে।

সম্মানিত লেখক ناقصات العقل والدين "নারীরা দীনদারী ও বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ" হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলছেন : "হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেনঃ রসূল (স) ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার নামায পড়ার জন্য নামাযের জায়গার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। মুসলিম নারীদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের দীনদারী ও বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে অপূর্ণতার কথা বললেন। তিনি বললেন : **"খুব মজবুত ও বলিষ্ঠ মননের অধিকারী পুরুষের বুদ্ধিভ্রষ্টের জন্য তোমাদের একজনই যথেষ্ট।" (বুখারী ও মুসলিম)**

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ হাদীসটির উপর আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছি। আমরা এ ব্যাপারে পূর্ণাংগ আলোচনা করব। সম্মানিত পাঠকবৃন্দের কাছে আবেদন, তাঁরা যেন এ আলোচনা পুরোপুরিই পাঠ করেন।

এটি সাধারণত যা হয়ে থাকে তারই একটি উদাহরণ। "নারীদের দীনদারী ও বুদ্ধিমত্তার অপূর্ণতার এমন অবস্থা দেখেছি যে, তাদের একজনই দৃঢ়ও মজবুত মননের অধিকারী পুরুষের পদস্খলনের জন্য যথেষ্ট।" এ হাদীসটি নিঃসন্দেহে বিশেষ চিন্তা-ভাবনা ও পর্যালোচনার দাবী রাখে। অবস্থার প্রেক্ষিতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সাথে এর সামঞ্জস্যের কারণেই হোক বা যে কোন কারণেই হোক রসূল (স) তা বলার প্রয়োজন মনে করেছেন অথবা আলোচনার মাঝখানে একথা প্রাসংগিকভাবে এসেছে। নারীর পরিচয় ও ব্যক্তিত্বের দিকটা যেন স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এটি যদি তাদের সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বর্ণিত হয়ে থাকে, তাহলে ঈদের দিনে ওয়াযের মধ্যে তাদের প্রতি বিশেষ নসীহত স্বরূপ বলা হয়েছে। দুনিয়ার সবচেয়ে উন্নত চরিত্রের এক আদর্শ মহাপুরুষের কাছ থেকে কি এটা আশা করা যায় যে, তিনি ঈদের উৎসব ও আনন্দমুখর মুহূর্তে নারীদের মর্যাদায় আঘাত হানতে পারেন বা তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার মতো কোন কথা বলতে পারেন?

যে পরিবেশে তিনি এ নসীহত করেছেন, সেখানে উপস্থিত মদীনার মহিলা সাহাবীদের অধিকাংশই ছিলেন আনসার। তাঁদের সম্পর্কে হযরত উমর (রা) বলতেন : "আমরা মদীনায় হিজরত করে দেখতে পাই, এখানকার নারীরা পুরুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। এমনকি আমাদের মহিলারাও আনসারদের মহিলাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছে।" এ থেকেই বুঝা যায়, রসূলে করীম (স) কেন বলেছিলেন- ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن "তোমাদের একজনই খুব মজবুত ও বলিষ্ঠ মননের অধিকারী পুরুষের বুদ্ধিভ্রষ্টের জন্য যথেষ্ট।"

www.amarboi.org

এটা বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে দৃষ্টি আকর্ষণ মাত্র। শরীয়তের বিশেষ হুকুম বা সাধারণ বিধি হিসেবে তিনি একথা বলেন নি। বস্তুত রসূল (স) নারীদের বাহ্যিক দুর্বলতার পরও তাদের মধ্যে লুকানো আকর্ষণীয় শক্তি দ্বারা দৃঢ় ও মজবুত মননের অধিকারী পুরুষদেরকে মুহূর্তেই ধরাশায়ী করে দেবার ক্ষমতা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি আল্লাহর এ হিকমত অনুধাবন করে বিস্ময় বোধ করেছিলেন যে, কিভাবে তিনি দুর্বলতার মধ্যে মুক্তি লুকিয়ে রেখেছেন এবং শক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে লুকিয়ে রেখেছেন দুর্বলতা।

প্রশ্ন জাগে, এ থেকে কি রসূল (স)-এর নসীহতের প্রাককালে নারীদের সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থী কোন অর্থ বুঝাচ্ছে? এ থেকে কি নসীহতের অত্যন্ত মূল্যবান দিক পরিস্ফুট হচ্ছে না? রসূল (স) মদীনার মহিলা সাহাবীদের এ ভাষায় নসীহত করছিলেন যে, হে মদীনার মেয়েরা! তোমরা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তোমাদের মধ্যে শক্তিশালী ও দৃঢ়মনা পুরুষের বিবেক বিলুপ্ত করার যে ক্ষমতা রেখে দিয়েছেন তাকে তোমরা কল্যাণের পথে ছাড়া বিপথে প্রয়োগ কর না।

অনুরূপভাবে ناقصة العقل والدين দীনদারী ও চিন্তাশক্তির দুর্বলতার কথাটাও বিবেচনা করা যেতে পারে। বরং এটাও নারীদের বিশেষ অবস্থার ক্ষেত্রে তাদের জন্য সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে মাত্র একবারই বর্ণিত হয়েছে।

সম্মানিত লেখক বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ের আলোচনা করা একান্তই প্রয়োজন মনে করেছেন। কেননা এসবের ভিত্তিতে সাধারণ লোকেরা তো বটেই অনেক জ্ঞানী আলেম- উলামাও সহীহ হাদীসের পরিপন্থী নারীদের প্রতি সংকীর্ণ মনোভাব পোষণ করে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ ফিতনা প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কিত আলোচনার কথা বলা যেতে পারে।

পরিশেষে বলতে চাই, এ বইটিতে যে অকাট্য ও নির্ভুল যুক্তি ও তথ্য-প্রমাণাদি এবং সঠিক ব্যাখ্যার সন্নিবেশ করা হয়েছে, তা নিসন্দেহে ইসলামী লাইব্রেরীসমূহের জন্য এক মূল্যবান সম্পদ। বইটির কোন কোন বিষয়ে কারোর দ্বিমত পোষণ করাটা একেবারেই সাধারণ ও স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এরপরও বলবো, রসূল (স)-এর যুগে নারী প্রসংগে ইসলাম কি ভূমিকা অবলম্বন করেছিল এবং তাদের ব্যাপারে তার দিক-নির্দেশনা কি ছিল, তা সঠিক ও নির্ভুল প্রমাণাদির ভিত্তিতে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে। এ ব্যাপারে কারোর পক্ষে সন্দেহ পোষণ করা সম্ভব হবে না ইনশাআল্লাহ।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ এ বই দ্বারা বিশেষ উপকৃত হবেন বলে আশা করি। আল্লাহ লেখককে তাঁর কঠোর পরিশ্রম ও দীর্ঘ দিনের সাধনার উত্তম পুরস্কার দান করুন আমাদের সবাইকে সঠিক পথে চলার তাওফীক দিন। 'আমীন'॥

www.amarboi.org

লেখকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই এবং নিজেদের ভুল-ত্রুটির জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর আমাদের নিজেদের ভেতরের অনিষ্ট প্রবণতা এবং অসৎ কর্মকান্ড থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ দেখান তাকে বিপথগামী করার ক্ষমতা কারোর নেই এবং আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন কারোর ক্ষমতা নেই তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করার। এ সংগে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। আমরা এ ও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসূল।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلاَتَمُوْتُنَّ الاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ.

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো এবং তোমরা প্রকৃত মুসলিম তথা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে মরোনা।"

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً. وَاتَّقُوْا اللهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِه وَالاَرْحَامَ، انَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

"হে মানব সন্তান! তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং যিনি তা থেকে তার সংগিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহকে ভয় করো যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাঞ্চা করো, এবং সতর্ক থাকো আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ، وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَه فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا .

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের কাজকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই সাফল্য অর্জন করবে।"

তারপর এটি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ে ক্ষুদ্র ও দুর্বল ব্যক্তির একটি প্রচেষ্টা। এ জন্য পূর্বাপর আল্লাহর সাহায্য কামনা করি। তাঁর উপর নির্ভর ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করার আশা করি।

www.amarboi.org

এ গ্রন্থ রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য

দীর্ঘ কয়েক বছর থেকে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম হাদীস গ্রন্থের ভিত্তিতে রসূল (স)-এর সীরাতের উপর গভীর অধ্যয়ন শুরু করব। এর ফলে রসূল (স)-এর সীরাতের উপর অধিক নির্ভরশীলতা অর্জন করা যাবে। কেননা সীরাতের বর্ণনাগুলি হাদীসের বর্ণনাসমূহের মতো কার্যকর হয়নি। সীরাতের সনদগুলি হাদীসের আলোকে সঠিকভাবে মূল্যায়িত হয়নি। ফলে দুর্বল থেকে নির্ভুল হাদীস পৃথক করা সম্ভব হয়নি। তাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, রসূ. (স)-এর কথা ও কাজ এবং সুন্নাতের অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট তাঁর অনুমোদনগুলি, যেগুলি মুসলমানরা তাদের জীবনে বাস্তবায়ন করছিল, এসবের আলোকে মুসলমানদের জন্য এমন ধরনের পূর্ণাংগ নির্ভরযোগ্য সীরাতের কিতাব রচনা করা যার মাধ্যমে তারা রসূল (স)-এর পদাংক ও তাঁর সীরাত নিসন্দেহে অনুসরণ করতে পারবে। সেগুলির যথার্থতা ও নির্ভুলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে সক্ষম হবে। আমি অবশ্যই এখানে আমার বন্ধু সম্মানিত আলেম ও মুহাদ্দিস শায়খ নাসের উদ্দিন আলবানীর কথা উল্লেখ করব। তিনি হাদীসের কিতাবের মাধ্যমে সীরাত অধ্যয়নের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। দীর্ঘদিন যাবত আমি তাঁর ছাত্র ছিলাম। আমি ইমাম নববীর শারহে সহীহ মুসলিম অধ্যয়ন শুরু করেছিলাম। কিন্তু হাদীস উপস্থাপন ও শ্রেণী বিন্যাসের সময় বাস্তব জীবনের কাজের সাথে নারীদের সম্পর্ক এবং পুরুষ ও নারীর জীবনের বিভিন্ন কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণ সম্পর্কে কতগুলো হাদীস দেখে বিস্মিত হলাম। বিস্মিত হওয়ার কারণ, এসব হাদীস আমার জ্ঞান ও অনুশীলনের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। অর্থাৎ হাদীসগুলির মূল প্রতিপাদ্য সম্পর্কে ধারণা ভুল ছিল। ইসলামী দলগুলি এগুলিকে যেভাবে বুঝেছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য তাদের সাথে যোগাযোগ করলাম। তারা বিভিন্ন চিন্তাধারায় বিভক্ত ছিল। যেমন, *আল জামঈয়্যাতুশ শার'ঈয়া, ইখওয়ানুল মুসলিমীন*, সূফী সংগঠন, সালাফী সংগঠন, হিযবে তাহরীরে ইসলামী। কেবল আশ্চর্য হয়েই আমি ক্ষান্ত হইনি বরং এ সমস্ত হাদীস রসূল (স)-এর যুগে জীবনের বিভিন্ন বিভাগে বাস্তব কার্যক্রমে মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণের সঠিক চিত্র জানার গুরুত্ব সম্পর্কে আমাকে অধিক আগ্রহশীল করে তুলেছিল। ঐ হাদীসগুলি যে বিষয়ের প্রতি ইংগিত করেছে সে সম্পর্কে আমি পাঠকবর্গের সামনে কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করব। আশা করি তাঁরাও আমার মতো বিস্ময়াবিষ্ট হবেন। এ হাদীসগুলি আমার মতো তাঁদের মনেও বর্তমান অবস্থায় বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করবে। যেমন,

- মুসলিম মেয়েরা মদীনার মসজিদে এশার ও ফজরের সালাতে উপস্থিত হতেন।
- মুসলিম মেয়েরা জুমার সালাতে উপস্থিত হতেন এবং রসূল (স)-এর নিকট থেকে সূরা কাফ মুখস্থ করতেন।
- মুসলিম মেয়েরা দীর্ঘ সময় রসূল (স)-এর সাথে সালাতুল কাসুফে উপস্থিত থাকতেন।
- রসূল (স)-এর মসজিদে ই'তিকাফের সময় তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর যিয়ারতে আসতেন।

www.amarboi.org

- রসূল (স)-এর মুয়াযযিন মসজিদে সাধারণ সভার আহবান করলে মুসলিম মেয়েরা সে আহবানে সাড়া দিতেন।
- মুসলিম মেয়েরা রসূল (স)-এর কাছে মেয়েদের জন্য বিশেষ পাঠদানের আহবান করেন। কারণ পুরুষরা অধিকাংশ সময় মসজিদে অবস্থান করতো।
- মুসলিম মেয়েরা সাধারণ ও বিশেষ ফতোয়া জিজ্ঞেস করার জন্য নিজেরাই রসূল (স)-এর কাছে যেতেন।
- মুসলিম মেয়েরা পুরুষদেরকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করেছেন।
- মুসলিম মেয়েরা মেহমানদের অভ্যর্থনা জানাতেন। সে অভ্যর্থনা লাভকারীদের মধ্যে রসূল (স) নিজেও ছিলেন এবং তারা তাদের জন্য খাদ্য পরিবেশন করেছেন।
- মুসলিম মেয়েরা প্রথম হিজরতকারী মেহমানদের জন্য তাদের দ্বার উন্মুক্ত রাখেন।
- মুসলিম নারী তার স্বামীর সাথে বসতেন এবং উভয়েই রাতের খাওয়ায় মেহমানের সাথে অংশগ্রহণ করতেন।
- মুসলিম নারী বিয়ের ওলীমাতে পুরুষ মেহমানদের খেদমত করতেন এবং রসূল (স)-কে উত্তম পানীয় পরিবেশন করতেন।
- মুসলিম নারী যুদ্ধে রসূল (স)-এর সাথে অংশগ্রহণ করতেন। তারপর তৃষ্ণার্তকে পানি পান করাতেন, আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন এবং আহত ও নিহতদের মদীনায় নিয়ে আসতেন।
- মুসলিম নারী রসূল (স)-এর নিকট প্রথম নৌযুদ্ধে শহীদ হওয়ার জন্য দোয়া করার প্রার্থনা করেছিলেন। রসূল (স) তার দোয়া কবুলের জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন করেন।
- মুসলিম নারী রসূল (স)—এর সাথে ঈদের নামাযে অংশগ্রহণ করেন। রসূল (স) খুতবার পর নারীদের জন্য বিশেষ ওয়াযের সময় নির্ধারণ করেন।
- মুসলিম কিশোরী উঠতি যুবতীদেরকে রসূল (স) ঈদের নামাযে বের হওয়ার এবং কল্যাণ ও মুমিনদের সমাবেশে অংশগ্রহণ করার আদেশ দিতেন।
- হায়েয অবস্থায় মুসলিম নারীকে ঈদের দিন ঈদগাহে বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। সে লোকদের পিছনে দাঁড়াবে। তাদের তাকবীরের সাথে তাকবীর দেবে। দোয়ার সাথে দোয়া করবে। তবে নামায পড়বে না।

এভাবে এ বিষয়টি আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমি সীরাত লেখার পরিকল্পনা বাদ দিয়ে নতুন পরিকল্পনা তৈরি করলাম। আর তা ছিল রসূল (স)-এর যুগে মুসলিম নারীদের সম্পর্কে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া। রসূল (স)-এর যুগে নারীরা সুস্পষ্টভাবে স্বাধীনতা ভোগ করেছিল। এখানে যে বিষয়টি আমাকে নতুন পথে চলার প্রেরণা যুগিয়েছিল তা হলো, আমার পূর্ণ সতর্কতাবোধ। এটা আমার আগেও ছিল। তবে এখন আমি দেখছিলাম আল্লাহ প্রদত্ত সত্য-সহজ-সরল ইসলামী

www.amarboi.org

জীবন পদ্ধতি মুসলিম নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে তা বর্তমান প্রচলিত ধারণার পরিপন্থী। বিশেষ করে মুসলমানদের যে ইসলামী দল ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে ইসলামী শরীয়তের নিযাম প্রতিষ্ঠায় জীবন উৎসর্গ করেছে তারাও এর বিরোধী। এক্ষেত্রে আমাকে আরো বেশী সতর্কতা অবলম্বনে উদ্যোগী হতে হয়েছে।

নিশ্চয়ই নারীর সঠিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা শরীয়তের অন্যান্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সমতুল্য। আর এটা আল্লাহর শরীয়তেরই বিজয়। অবশ্য নারীদের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়টি নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি কারণে অধিকতর গুরুত্বের দাবী রাখে।

এক : মুসলিম নারী মানে মুসলমানদের মা,বোন,স্ত্রী ও মেয়ে। যখন নারীদেরকে পাশাপাশি স্থান দেওয়া হবে, তখন কে তাদের চেয়ে বেশী সম্মানের অধিকারী হবে?

দুই : হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর জাহেলিয়াত ও খৃষ্টীয় বিংশ শতকের জাহেলিয়াতে মুসলিম নারীকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমোদ-প্রমোদ ও উপভোগের বস্তু হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। চতুর্দশ শতাব্দীর জাহেলিয়াতে রয়েছে নারীদের ব্যাপারে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি, কঠোরতা ও পূর্ব-পুরুষের অন্ধ অনুকরণ। অন্যদিকে বিংশ শতকের জাহেলিয়াতে রয়েছে উলংগপনা, বেহায়াপনা এবং পশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ। উভয় জাহেলিয়াতই আল্লাহর শরীয়ত থেকে দূরে সরে গিয়েছে।

তিন : রসূল (স) বলেন : إنما النساء شقائق الرجال নারী হলো পুরুষের সহোদরা।" (আবু দাউদ)[১] মুসলিম নারীর বিজয় মুসলিম মানুষের বিজয়। মজলুমের অধিকার আদায় আর জালেমের জুলুম প্রতিরোধ করা রসূল (স)-এর নির্দেশেরই বাস্তবায়ন : انصر أخاك ظالما أو مظلوما " তোমার ভাইকে সাহায্য কর সে যদি জালেম অথবা মজলুম হয়।" সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন , হে আল্লাহর রসূল মজলুমদের সাহায্য করা বুঝলাম কিন্তু জালেমদের কিভাবে সাহায্য করব? রসূল(স) বললেন, জুলুম করা থেকে তার হাতকে রুখে দাও।[২] অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে অত্যাচার করা থেকে তাকে বিরত রাখ, আর এটাই হচ্ছে তাকে সাহায্য করা।[৩] চার : বলা হয়ে থাকে, নারী সমাজের অর্ধেক, তাকে পিছিয়ে রাখার অর্থ সমাজকে কর্মহীন করে দেয়া। কাজেই নারীদেরকে পিছিয়ে রাখার অর্থ আগামী দিনের মুমিন মুজাহিদ প্রজন্ম বের করা থেকে তাদেরকে অকর্মণ্য করে দেয়া এবং ইসলামী উম্মতের রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্থানে অংশগ্রহণ করা থেকে পিছিয়ে রাখা। সমাজের অর্ধেক অংশকে অকর্মণ্য করে রাখা অত্যন্ত দুঃখজনক। কারণ মুসলিম নারীর স্বাধীনতা মুসলিম সমাজের অর্ধেক স্বাধীনতার সমতুল্য। আর পুরুষের স্বাধীনতা ছাড়া নারীর স্বাধীনতা কখনও সম্ভব নয়। আল্লাহর সুস্পষ্ট পথের অনুসরণ ছাড়া এ উভয় দল কখনও স্বাধীনতা লাভ করতে পারে না।

পাঁচ : এ ছাড়াও আল্লাহ নারীদেরকে সূক্ষ্ম অনুভূতি দান করেছেন, যা তাদেরকে ধর্মের প্রতি আগ্রহী করে, যদি তাদেরকে সঠিকভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয়। এখানে আমি এ সম্পর্কে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ দুজন আলেমের অভিমত উপস্থাপন

www.amarboi.org

করব। তাদের একজন [৪] বলেন : নারীরা দীন, চরিত্র ও উত্তম শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে অগ্রগামী। যদি তারা এমন শিক্ষক-শিক্ষিকা পায় যারা সৎ পথের নির্দেশনা দিতে পারেন, তাহলে শ্রবণ ও অনুসরণে তারা পুরোপুরি প্রস্তুত থাকে।"

দ্বিতীয় জন[৫] বলেন : "দীর্ঘদিন থেকে রেডিও, টেলিভিশনে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দলের যুবক-যুবতী, পুরুষ-মহিলা, বিশেষ ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষ তাদের পত্রের মাধ্যমে আমার দেওয়া ফতোয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। আমার প্রথম পর্যবেক্ষণ হলো, আমাদের সমাজে ধর্মীয় অনুশাসনের প্রভাব সর্বদা সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে আছে। দ্বিতীয়ত, নারীরা ধর্মীয় ব্যাপারগুলোয় পুরুষদের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আল্লাহ্ তাদেরকে স্নেহ,ভালবাসা ও দয়ার যে অনুভূতি দান করেছেন, তা পুরুষের= ধর্মীয় স্বভাবের অতি কাছাকাছি। আর দীনের প্রতি তাদের অধিক আগ্রহে এবং পরকালীন জীবনের খারাপ পরিণতির প্রতি তাদের অধিক ভীতি থাকাটা কোন আশ্চর্য ব্যাপার নয়। আমরা দেখি ভিতরে ও বাইরে ইসলাম বিরোধী সমস্ত শক্তির চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক উগ্র আধুনিকতাবাদী মেয়ে ইসলামের নিয়ম বাস্তবায়নে এগিয়ে আসে। এটা একেবারে ছোট কথা নয়। অনেক মেয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য পোশাক পরিধান করা সত্ত্বেও ইসলামী নিয়ম পদ্ধতি মেনে চলতে চায় এবং নামায, রোযা, হজ্জ, উমরাহ ও ইসলামের সমস্ত রুকন পালনের আকাংখা পোষণ করে। এর অর্থ তাদের অন্তর থেকে ধর্মীয় অনুভূতি মুছে যায়নি। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার ও পর্যবেক্ষণ তাদের মজ্জাগত। তা তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত ও বড় করে। ফুলে-ফলে সুশোভিত করে। তারপর আল্লাহর ইচ্ছায় তারা উপযুক্ত হয় এবং জীবনের পঙ্কিল পরিবেশ থেকে মুক্তি পায়।"

সম্মানিত আলেমদ্বয় যা বলেছেন তা মোটেই নতুন কিছু নয়, বরং তাঁরা যা বলেছেন রসূল (স)- এর বাণী তার সাক্ষ্য বহন করে। যেমন আয়েশা (রা) জিহাদে অংশগ্রহণের আকাংখা করে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা দেখি জিহাদ একটি উত্তম কাজ, আমরা কি জিহাদে অংশগ্রহণ করবো না? (বুখারী)[৬ক]

উম্মে হারাম, যিনি নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহীদ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার জন্য দোয়া করুন আমি যেন সেই নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের দলভুক্ত হতে পারি। তারপর রসূল (স) তাঁর জন্য দোয়া করেন। (বুখারী) [৬]

এমনকি মেয়েরা নিজের হাতে কাজ করতো এবং সাদকা করতো। "যয়নাব বিনতে জাহশ (রা) আল্লাহকে ভয় করতেন। আত্মীয়দের প্রতি দয়া করতেন। বেশী বেশী সাদকা করতেন। সাদকার কাজে একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করতেন এবং এভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশা করতেন।" (মুসলিম)[৭] এসব মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসলামের সহযোগিতায় অধিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাওয়ার বাসনা করেছিলেন। তারা রসূল (স)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন : "পুরুষরা আপনার সময়ের অধিকাংশ দখল করে নিয়েছে। আপনি আমাদের শিক্ষার জন্য একটা সময়

www.amarboi.org

নির্ধারণ করে দিন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৮] এ সৎ নারীরা পুরুষদের চেয়ে অধিক দান ও সাদকা করতেন। তাই রসূল (স) বলেন :

تصدقوا تصدقوا وكان أكثر من يتصدق من النساء .

"সাদকা কর, সাদকা কর এবং নারীরাই অধিক সাদকা করে থাকে।" (মুসলিম)[৯]

মুমিন নারীদের এ উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের পূর্বে প্রাক ইসলামী যগে কুরাইশ মহিলারা আল্লাহর বাণী শোনার ক্ষেত্রে অধিক কোমল হৃদয় ও আগ্রহী ছিল।

"আয়েশা(রা) থেকে বর্ণিত। আবু বকর (রা) তাঁর ঘরের পাশে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি নামায পড়তেন এবং কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তা শুনে কুরাইশ মহিলারা ও তাদের সন্তানরা তাঁর নিকটবর্তী হলো। তারা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতো। এ অবস্থা দেখে কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ভয় পেয়ে গেল। তারা বলল, আমাদের আশংকা হচ্ছে, এতে আমাদের নারী ও সন্তানরা বিভ্রান্ত হবে।"(বুখারী)[১০]

হাফেয ইবনে হাজার বলেন : "এতে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ভয় পেয়ে গেল। মূর্খ কাফেররা যখন জানতে পারলো, নারী ও যুবকদের কোমল হৃদয় ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে, তখন তারা ভীত হয়ে পড়ল।"[১১]

গ্রন্থ রচনার উৎসাহ তীব্রতর হলো

যখন আমি কোন বই বা প্রবন্ধ পড়ি অথবা নারী প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কোন হাদীস শুনি, তখন আমার নতুন কিছু লেখার আগ্রহ বেড়ে যায়। অধিকন্তু যে জিনিস আমাকে পীড়া দিয়ে থাকে তা হলো, পূর্বতন সম্মানিত আলেম ও আধুনিক আলেমদের মতামত। হাদীসের কিতাবে উল্লিখিত অকাট্য ও সহীহ বর্ণনার সাথে তাদের মতামতের কোন মিল নেই। এখানে আমি পূর্ববর্তীদের দুটি উদাহরণ উপস্থাপন করা যথেষ্ট মনে করি।

তাফসীরে তাবারীতে শা'বী ও আলকামার একটি বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছে। তাবারী বলেন : চাচা ও মামার জন্য ভাতিজি ও ভাগিনীর সৌন্দর্য দেখা নিষিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে তারা উভয়েই অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায়। পরবর্তীতে সাধারণভাবে লেখক ও বিশেষ করে তাফসীরকারগণ হাদীসের 'মতন ও সুন্নাহের সাথে তার সামঞ্জস্য কোথায় তা বিশ্লেষণ এবং বর্ণনার কারণের প্রতি গভীর চিন্তা-ভাবনা না করে দীর্ঘ সূরা থেকে আজ পর্যন্ত তা উদ্ধৃত করে আসছেন। আর মতনের বক্তব্যের ব্যাপারে হাদীসে স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে এবং হাদীসগুলো কুরআনের ব্যাখ্যা।

হাদীসে বলা হয়েছে, চাচা ও মামার ব্যাপারটি অন্যান্য মাহরাম ব্যক্তিদের ন্যায়। পবিত্র কুরআনে তার উল্লেখ রয়েছে–

www.amarboi.org

وَلاَيُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ الاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ أَبَائِهِنَّ اَوْ اَبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْبَنِىْ اَخَوَاتِهِنَّ اَوْنِسَائِهِنَّ اَوْ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُوْلِى الاَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوَ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ. (سورة النور آية : ٣١)

"তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, নিজের স্ত্রীগণ, অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ ও বালক যারা নারীদের গোপন অংগ সর্ম্পকে অজ্ঞ, তাদের ছাড়া কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।" (সূরা নূর : ৩১)

عن عائشة رضى الله عنها قالت : استأذن على أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب فقلت : لاأذن له حتى استاذن فيه النبى صلى الله عليه وسلم فأن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي النبيّ صلى الله عليه وسلم فقلت له : يارسول الله : إن أفلح أخا أبي القعيس استاذن فأبيت أن أذن حتى أستاذنك فقال النبى صلى الله عليه وسلم : وما منعك أن تأذني عمك ؟ قلت : يارسول الله : إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتي امرأة أبي القعيس فقال : أئذني له فأنه عمك، تربت يمينك .

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হিজাবের বিধান নাযিল হওয়ার পর আবুল ক'আইস-এর ভাই আফলাহ আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে জানালাম, এ ব্যাপারে নবী করীম (স)-এর অনুমতি না নিয়ে আমি তাকে অনুমতি দেব না। কারণ তার ভাই আবুল কু'আইস তো নিজে আমাকে দুধ পান করাননি। অবশ্য আবুল কু'আইসের স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। রসূল (স) আমার কাছে এলে আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আবুল কু'আইসের ভাই আফলাহ আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে জানিয়ে দিয়েছি যে, আপনার অনুমতি না নিয়ে আমি তাকে আসতে দেবার অনুমতি দেব না। রসূল (স) বললেন : তোমার চাচাকে অনুমতি দিতে কিসে তোমাকে বারণ করেছে? আমি বললাম, তিনি তো আমাকে দুধ পান করাননি, অবশ্য আমাকে দুধ পান করিয়েছেন আবুল ক'আইসের স্ত্রী। তিনি বললেন, তোমার ডান হাত ধূলি ধূসরিত হোক, তাকে অনুমতি দাও, সে তোমার চাচা।" (বুখারী ও মুসলিম)[১২]

হাফেয ইবনে হাজার বলেন : "এ হাদীস দ্বারা বুখারী সম্ভবত ঐ ব্যক্তির কথা খন্ডন করেছেন, যে চাচা অথবা মামার সামনে নারীর উড়না পরা অপছন্দ করে। অনুরূপভাবে

www.amarboi.org

তাবারী দাউদ ইবনে আবী হিন্দের মাধ্যমে আকরামা ও শা'বী থেকে বর্ণনা করেন। দাউদ তাদের উভয়কে জিজ্ঞেস করেন, এ আয়াতে কেন চাচা ও মামার কথা বলা হয়নি? তারা জবাব দেন, কেননা তারা উভয়েই তাকে তাদের সন্তানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারেন। এ কারণে মামা ও চাচার সামনে তার উড়না পরা পছন্দ করা হয়নি। আয়েশার হাদীসে আফলাহর কাহিনীতে তাদের কথার জবাব দেওয়া হয়েছে। আর এটা হলো বুখারীর শিরোনাম রচনার সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি।"[১৩]

হাফেয ইবনে হাজার পুনরায় বলেন, "যদি বলা হয় আয়াতে কেন মামা ও চাচার কথা উল্লেখ করা হয়নি? উত্তরে বলা যায়, তাদের প্রতি ইংগিতই যথেষ্ট ছিল। কেননা চাচা পিতার সমতুল্য এবং মামা মাতার সমতুল্য। বলা যায়, তারা উভয়েই তাকে তাদের সন্তানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। এটা আকরামা ও শা'বীর মত। তবে অধিকাংশ ফকীহ এর বিরোধিতা করেন।"[১৪]

শওকানী বলেন : "মামা ও চাচার কথা উল্লেখ করা হয়নি। কারণ তারা উভয়েই পিতামাতার স্থলাভিষিক্ত।"[১৫] কিন্তু নিষিদ্ধতার কারণ হলো তাদের সন্তানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ভীতি। আমরা গভীরভাবে চিন্তা করলে এ ভীতিটা অযৌক্তিক দেখতে পাই। এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, চাচা ও মামারা নিজের মেয়ে মনে করার পরও তাদের ছেলেদের জন্য বিবাহে উৎসাহিত করতে পারে? তার পরও মামা ও চাচাদের ক্ষেত্রে এ ভয়ের কারণ কি? অথচ চাচী, ফুফু, খালার ক্ষেত্রে এ ভয় থাকে না। কাজেই মামা ও চাচার ক্ষেত্রে এ ভয় কেন করা হবে? অন্য মেয়েদের ক্ষেত্রে এ ভয় কেন হয় না, যাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক নেই? আমাদের ধারণা এই যে, এখানে আত্মীয়তার সম্পর্কই নিষিদ্ধতার অন্যতম কারণ।

এটা কতই না খারাপ ধারণা ও আত্মীয়দের বিরুদ্ধে অভিযোগ। বরং এটা কতই না শরীয়ত ও কিয়াস বিরোধী! এটা কি ধরনের সম্মান, যে জন্য মেয়েরা নিজেদেরকে তাদের চাচা ও মামাদের থেকে লুকিয়ে রাখবে এবং চাচা ও মামাদের থেকে সম্ভ্রমহানির ভয় করবে?

আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে : মেয়েরা চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে রসূলের (স) সাথে মসজিদ থেকে বের হতো, গভীর অন্ধকারে তাদেরকে চেনা যেতোনা। এর ভিত্তিতে যদি আমরা পঞ্চম শতকের শেষাংশ পর্যন্ত অবস্থা পর্যালোচনা করি তাহলে ফজরের নামায আলোকের মধ্যে পড়ার প্রচলন দেখতে পাই। যদি ফজরের নামায রাতের শেষ ভাগের অন্ধকারে পড়া প্রমাণিত হয়, তাহলে তা সফরে বের হওয়ার কারণে পড়া হয়েছে বলে ধরা হবে। অথবা সে সময় মেয়েরা জামাতে অংশগ্রহণ করতেন। পরে তা রহিত করে তাদেরকে ঘরে অবস্থানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১৬] আর এ সংগে وقرن فى بيوتكن (তোমরা গৃহ মধ্যে অবস্থান করো) আয়াতটির সাহায্যে রসূল (স)-এর বাণী.لاتمنعوا اماء الله مساجد الله "আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদসমূহে উপস্থিত হতে নিষেধ করো না," মানসুখ (রহিত) করা হয়েছে।

www.amarboi.org

অথচ এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও রসূল (স)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত মুসলিম মেয়েরা মসজিদে জামাতে উপস্থিত হতেন। এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছায় তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম অনুচ্ছেদে তা বর্ণনা করব।

এবার আমি বর্তমান যুগে এর কিছু উদাহরণ তুলে ধরবো। তবে লেখকের নাম ও বই উল্লেখ করবো না। সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও উলামায়ে কেরামের সমালোচনা ও সন্দেহ থেকে দূরে থাকাই এর উদ্দেশ্য। কারণ তাদের অনেকের আমি ছাত্র ছিলাম এবং তাদের প্রতি আমি গভীর সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণ করি। আমার বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো, প্রত্যেক ব্যক্তি তিনি যে পর্যায়েরই হোন না কেন, তাঁর কথা গ্রহণ ও বর্জন করা যায়। এমন নয় যে, তিনি ভুল করতে পারেন না। এ অবস্থায় আমাদের নবী করীম (স)-এর নির্ভুল হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে এবং সেখান থেকে সঠিক পথ-নির্দেশনা নিতে হবে। আর হাদীসের মাধ্যমে ব্যক্তির ভুল সংশোধন করতে হবে।

যারা মেয়েদের চেহারা খোলা রাখা বৈধ মনে করে, তাদের উদ্দেশ্যে জনৈক সম্মানিত লেখক বলেন : তোমাদের প্রথম দায়িত্ব হলো, হিজাবের ব্যাপারটি সমাধান করার (অর্থাৎ নারীর চেহারা খুলে রাখার অনুমতি দেবার) আগে তোমরা এমন শক্তি ও ক্ষমতা অর্জন করো, যার সাহায্যে তোমরা যে কোনো অসৎ ব্যক্তির ক্ষমতা নিশ্চিহ্ন করে দেবে। ফলে কোন মেয়ে চেহারা খুলে ঘর থেকে বের হলে কোন চক্ষু তার চেহারার প্রতি তাকাতে উদ্যত হওয়ার সাথে সাথেই তাকে কোটর থেকে উপড়ে ফেলার জন্যে সত্তরটি হাত এগিয়ে যাবে।

রসূলুল্লাহ (স) যখন একজন যুবককে একজন যুবতীর দিকে বার বার তাকাতে দেখলেন, তখন তার ব্যাপারে এ ধরনের লোকদের অত্যধিক প্রতিরোধ স্পৃহা কোথায় ছিল?

فعن جابر بن عبد الله قال :... فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه ...

"জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন : মেয়েরা যখন উটে চড়ে পথ অতিক্রম করছিল তখন ফযল তাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। রসূল (স) ফযলের চেহারায় হাত দিলেন। তখন ফযল চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে পুনরায় দেখছিলেন। অতপর রসূল (স) তার চেহারায় হাত দিয়ে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন।" (মুসলিম)[১৭]

"আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন : খাস'আম গোত্রের একজন সুন্দরী মহিলা একটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করার জন্য রসূল (স) এর কাছে এসেছিলেন। ফযল তার দিকে দেখতে লাগলেন এবং মহিলার সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করলো। রসূল (স) ফযলের দিকে তাকালেন। এ সময় ফযল ঐ মহিলাকে দেখছিলেন। রসূল (স) নিজের

www.amarboi.org

হাতখানা পেছনের দিকে নিয়ে গিয়ে ফযল (রা)-এর থুতনী ধরে ঐ মহিলার দিক থেকে তার মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন।"(বুখারী ও মুসলিম)[১৮]

ফযল ইবনে আব্বাস যখন বার বার দেখছিলেন, তখন রসূল (স) কি করেছেন? তিনি ফযলের চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেয়ে বেশী কিছু করেননি। আর ফযল ছিলেন একজন তরুণ যুবক, রসূল (স)-এর চাচাত ভাই ও তাঁর সফরসঙ্গী। বরং তিনি রসূল (স)-এর উটের পিছনে বসেছিলেন। রসূল (স) তাঁর চোখ উপড়ে ফেলেননি, এমনকি তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বেত্রাঘাতও করেননি।

সম্মানিত আলেম বলেন : এ কথা স্বীকৃত যে, চেহারা সতরের অংশ নয়। তাকে ঢেকে রাখা ওয়াজিব নয়। তবে শর্ত হলো, চেহারা ও হাতের কবজীতে যেন কোনো আভরণ না থাকে। অথচ লেখক এর পূর্বে সহীহ হাদীস দ্বারা কোনো কোনো সাজসজ্জা প্রকাশ করা বৈধ হওয়ার স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমন চোখে সুরমা ও হাতে রং লাগানো।

অন্য একজন সম্মানিত শিক্ষক বলেন : ইসলামের দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারীর মেলামেশা সত্যই বিপজ্জনক। বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে ছাড়া অন্য যে কোনো ভাবে ইসলাম উভয়কে বিচ্ছিন্ন রাখতে চায়। কেননা ইসলামী সমাজের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এটি কোনো যৌথ ও মিশ্রিত সমাজ নয়, যে কারণে আমরা উচ্চস্বরে বলতে পারি, ইসলামী সমাজ পূর্ণ স্বতন্ত্রের অধিকারী একটি সমাজ। এখানে পুরুষ ও নারীরা ভিন্ন ভিন্ন সমাজে বাস করে। ইসলাম তার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে একান্ত প্রয়োজনে নারীদেরকে যুদ্ধে, নামাযের জামাতে, ঈদের মাঠে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দিয়েছে।

সম্মানিত শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য এ যে, অসতর্ক ও দায়িত্বহীন মেলামেশার ইসলামী সমাজে স্বীকৃতি নেই। কিন্তু ইসলাম সামাজিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও পুরুষদের সাথে সাক্ষাতের জন্য নির্দিষ্ট সীমা ও নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ অংশগ্রহণ নারীকে দায়িত্বশীল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং তার নিজের ও সমাজের জন্য তা কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। অসংখ্য হাদীস একথাই প্রমাণ করে। এর কিছু অংশ ভূমিকায় আমরা উল্লেখ করেছি। সহী বুখারী ও মুসলিমের তিনশতের অধিক হাদীস জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে নারীর অংশগ্রহণ প্রমাণ করে।

জনৈক সম্মানিত হাদীস বিশারদ লেখক লিখেছেন : রসূল (স) তাঁর মেয়ে ফাতেমার উদ্দেশ্যে বলেন, নারীদের জন্য কি জিনিস উত্তম? ফাতেমা বলেন, তারা যেন পুরুষদের না দেখে এবং পুরুষরাও যেন তাদেরকে না দেখে। তারপর রসূল (স) তাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, তারা পরস্পর পরস্পরের সন্তান। লেখক বলেন : হাদীসটি চারটি সহীহ হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি সহীহ ও হাসান।" এ হাদীস নারীদের গৃহে অবস্থান ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করে।[১৯]

অধিকাংশ বক্তার মুখে এবং বিভিন্ন বই ও পত্র-পত্রিকায় উল্লিখিত হওয়া সত্ত্বেও হাদীসটি দুর্বল। লেখকের দাবীকৃত চারটি গ্রন্থের কোথায়ও হাদীসটির উল্লেখ

www.amarboi.org

নেই। বরং বাযযার কিছু পরিবর্তনসহ এটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট থেকে হাফেয হাইসামী।

তাঁর মাজমু'আ যাওয়ায়েদ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। (বাযযার বর্ণনা করেছেন : এখানে এমন বর্ণনাকারী আছে যাকে আমি চিনি না।)[২০] হাফেয ইরাকী এহইয়াইল উলুমুদ্দীন গ্রন্থের হাদীসসমূহ যাচাই- বাছাই করার ক্ষেত্রে বলেন, "এ হাদীসটি বাযযার ও দারা কুতনী এককভাবে আলীর হাদীস থেকে দুর্বল সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।"[২১] এটা হচ্ছে হাদীসের সনদের ক্ষেত্রে। কিন্তু মতনের ক্ষেত্রেও বলা যায়, রসূল (স)-এর যুগে মহিলা সাহাবীগণ যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন এখানে তার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলা হয়েছে। তাঁরা সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছেন এবং বিভিন্ন কাজে-কর্মে ও উপলক্ষে পুরুষদের সাথে সাক্ষাত করেছেন। ইতিপূর্বে আমি এর সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছি।

একজন সম্মানিত লেখিকা বলেন : "হাইসামী তাঁর *মাজমু'আ যাওয়ায়েদ* গ্রন্থে অনেকগুলো হাদীস উল্লেখ করেছেন, যার সবগুলো দুর্বল। কিন্তু অন্য হাদীসগুলোর দুর্বলতা এটাকে হাসানের পর্যায়ে ফেলে। এতে প্রমাণিত হয় যে, বৃদ্ধা মহিলারা রসূল (স)-এর সাথে নামায পড়তেন, যুবতীরা নয়।"

এভাবে সমস্ত দুর্বল হাদীসের উপর ভিত্তি করে যুবতী মেয়েদেরকে মসজিদ থেকে দূরে রাখার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা হতো। অথচ বুখারী ও মুসলিমের সহী হাদীসগুলি যুবতীদেরকে মসজিদে উপস্থিত হওয়ার নিশ্চয়তা প্রমাণ করে। এসব যুবতীর মধ্যে আসমা বিনতে আবু বকর, আতেকা বিনতে যায়েদ, (উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী), ফাতেমা বিনতে কায়েস, উম্মে ফযল,ইবনে মাসউদের স্ত্রী যয়নাব, মু'আওয়াযের মেয়ে রবি' এবং আরো অনেকে রয়েছেন।[২২]

একটি ইসলামী পত্রিকার পাঠকদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে : "ইউরোপের কোন একটি শহরে আমরা মুসলিম ছাত্রদের একটি দল আমাদের সামর্থ অনুযায়ী শরীয়তের বিধান বাস্তবায়নের চেষ্টা করে আসছি। আমাদের মধ্যে একজন বিবাহিত আছেন। তার স্ত্রী শরীয়ত সম্মত হিজাব পরিধান করেন। অন্য মেয়েরা হিজাব পরিধান না করার এবং আরবী ভাষায় কথা না বলার কারণে তিনি একাকীত্ব অনুভব করছেন। এখানে প্রশ্ন হলো, একাকী নয়, স্বামীর সংগী হিসেবে আমার বন্ধুর স্ত্রী এখানকার মুসলিম ছাত্রদের সাথে মেলামেশার কতটুকু সুযোগ ও বৈধতা লাভ করতে পারেন?"

সম্মানিত শিক্ষক প্রশ্নের জবাব এভাবে দিয়েছেন : "ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত পক্ষে নারী-পুরুষের মেলামেশা নিষিদ্ধ। রসূল (স) বলেন : إياكم ودخول الرجال على النساء "পুরুষরা মেয়েদের কাছে যাওয়া থেকে সাবধান থাক।" শরীয়তের প্রয়োজনেই তা বৈধ রাখা হয়েছে। কিন্তু সে প্রয়োজন শরীয়তের গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে হবে।

এভাবে এক অকাট্য ফতোয়ার মাধ্যমে স্বীকৃতি পাওয়া যায় যে, মেলামেশা মূলত নিষিদ্ধ, তবে শরীয়তের প্রয়োজনে বৈধ। অথচ কুরআনের আয়াত ও হাদীস প্রমাণ

www.amarboi.org

করে যে, পুরুষ ও নারীর সাক্ষাতকে মূলত বিধিনসম্মত মেলামেশা হিসেবে মনে করা হয়ে থাকে। হাদীসে স্বামীর সাথে স্ত্রী মেহমানের সম্বর্ধনা ও খেদমতে অংশগ্রহণ করার এবং বিশেষ ও সাধারণ ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে বহুতর সাক্ষাতের স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

বিজ্ঞ শরীয়ত প্রণেতা এ অংশগ্রহণের নিয়মাবলী তৈরি করে দিয়েছেন। যাতে কল্যাণকর ও ন্যায়সংগত ভাবে তা পূর্ণতা লাভ করতে পারে। তেমনিভাবে তিনি বিবাহ, খাওয়া-দাওয়া, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও নিয়ম নীতি তৈরী করে দিয়েছেন। যাতে কল্যাণকর ও ন্যায়সংগতভাবে তা পূর্ণতা লাভ করতে পারে। কিন্তু আমাদের সম্মানিত শিক্ষক মুফতী সাহেব যে হাদীস উল্লেখ করেছেন, তার উদ্দেশ্য হলো নিভৃতে ও একান্তে মেয়েদের কাছে যাওয়া নিষিদ্ধ করা।[২৩]

শরীয়তের বিধানাবলী বর্ণনা করার আকাংখা নিয়ে এগিয়ে আসা আলেম সমাজ ও লেখকবৃন্দের মধ্যে এ উদাহরণগুলি বেশী প্রচলিত। এখানে পাশ্চাত্যবাদী লেখকদের জন্য অন্য একটি উদাহরণ রয়েছে। যারা শরীয়তের বিধানের বিরোধিতা করার পদক্ষেপ নিয়েছেন, তারা এর বিলুপ্তি কামনা করেন। অথবা তাদের ধারণা শরীয়তের বিধান তাদেরকে পিছিয়ে দিয়েছে। আমার এক বন্ধু আমাকে বলেন, যখন রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয় সম্পৃক্ত শরীয়তের হুকুমসমূহ ব্যাখ্যার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তখন তার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষক তাকে বলেন : "এটা হলো তোমার নিজস্ব দৃষ্টিভংগি, তোমার সংস্কৃতি চর্চা ও পাশ্চাত্য চিন্তার ফল। কিন্তু এটাকে তুমি প্রকৃত শরীয়তের হুকুমের ব্যাখ্যা মনে করো না, যা কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের কিতাবে এসেছে। এর প্রমাণ হলো তুমি যে কথা বলছ তা ইসলামের অধিকাংশ আলেমের কথার বিপরীত।"

আমার দায়িত্ব হলো বিপথগামীদের সামনে সুস্পষ্ট বক্তব্য তুলে ধরা। তারা ভুলের সহযোগিতায় তাদের বিপথগামিতাকে আরো বাড়িয়ে চলছে। অথচ এখানে অনেক আলেম ও সম্মানিত লেখকবৃন্দ রয়েছেন। আশা করি আমি এ বইতে একটি পদ্ধতির অনুসরণ করবো। এর ফলে ঐ শিক্ষকের জন্য মূল গ্রন্থ থেকে শরীয়তের আহকামের উদাহরণ পেশ করা সহজতর হবে। আমি কেবল সাধারণ মুসলমানদের দৃষ্টিভংগির প্রতি দৃষ্টি দেবনা বরং যারা ইজতিহাদ করেন এবং সঠিক বা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন, শরীয়তের কাছাকাছি হন অথবা শরীয়ত থেকে দূরে সরে আসেন তাদের সবার প্রতি নজর দেব।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু

এ গ্রন্থে মূলত রিসালাতের যুগে নারীর জন্য ফিকহের সামাজিক বিধানের মৌল শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এখানে আমি নিকট অথবা দূরে থেকে তার বিশেষ ও সাধারণ জীবনের বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত বিভিন্ন বিষয় একত্র করার চেষ্টা করেছি। কেননা ইসলামী শরীয়ত পুরুষ ও নারীর ব্যক্তিগত জীবনকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সমাজ জীবনকেও। শরীয়ত সামাজিক শিক্ষার

www.amarboi.org

সাথে ফিকহের শিক্ষার সংমিশ্রণ ঘটায় এবং সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে ফিকহের নিয়মাবলীর সংযোগ সাধন করে। অন্যদিকে মুসলিম ব্যক্তি-চরিত্রের প্রতিও থাকে তার পূর্ণ দৃষ্টি। আর সামাজিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হলো তা কেবল বাস্তব ঘটনাবলী ও শরীয়তের চূড়ান্ত প্রমাণাদির উপর নির্ভর করে না। বরং তা সন্দেহযুক্ত শরিয়ী প্রমাণাদি ও ঘটনাবলীর উপরও নির্ভর করে। এজন্য যখনই কোনো ফিকহী বিধান তার প্রমাণের জন্য অকাট্য বা অগ্রগণ্য দলীল-প্রমাণের ওপর নির্ভর করাই যথেষ্ট মনে করে। অর্থাৎ সম্ভাব্য দলিলগুলো তখন অকাট্য ও অধিক গ্রহণযোগ্য দলিলগুলোর পক্ষে কাজ করে এবং পাঠক সহজেই অনুভব করতে পারে যে, কতিপয় দলিল দ্বারা প্রমাণিত মূল উদ্দেশ্য সন্দেহযুক্তই রয়ে গেছে। সাধারণ নিয়ম হলো, দলিল-প্রমাণ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকলে তার সাহায্যে প্রমাণ গ্রহণ করা যাবে না। এজন্য শরীয়তের কোন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য অকাট্য ও অগ্রগণ্য দলিলের উপর নির্ভর করতে হবে। পক্ষান্তরে অন্যান্য দলিলগুলো সামাজিক শিক্ষার পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশাবলী পালনে সমর্থ ব্যক্তির প্রত্যেকটি কাজেরই একটি আকৃতি ও উপাদান আছে। ঐ উপাদানটি সমাজ-ব্যবস্থার স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকে। এ ধরনের কোন বিষয়ের পরিচিতি লাভের জন্য আমাদের মূল বিয়ের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। যদি ঐ বিষয়টি 'মুবাহ' (যা পালন করা না করা সমান) হয়ে থাকে,তাহলে তা সেই হিসেবেই থাকবে। আর যদি সেটি অবৈধ অর্থাৎ হারাম হয়ে থাকে, তাহলে হারাম অবস্থায়ই থাকবে। কিন্তু ঐ উপাদান প্রয়োগ পদ্ধতিটি যেমন আমরা পূর্বেই বলেছি উন্নয়নমুখী ও পরিবর্তনশীল হবে। আবার যখনই ঐ উপাদানটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ দেখা যাবে, তখনই তার উপযোগী রূপ গ্রহণ করবে। এ পার্থক্য করা একান্ত অপরিহার্য। এর ফলে আমরা নতুন পয়োগ আকৃতির জ্ঞান লাভ করতে পারি । যেমন নারীর শিক্ষা বা কর্ম অথবা নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড, এসব বিষয়ের মৌলিক উপাদান রয়েছে। রসূল (স) তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু রসূল (স) এর যুগে যে সব বিষয় প্রয়োগ করা হয়েছিল আমরা কি সেগুলি সেভাবেই প্রয়োগ করে যেতে থাকবো এবং তার সীমা অতিক্রম করবো না অথবা আমাদের করণীয় কি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার নিত্যনতুন প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখা? সমাজ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে আমরা কি ঐ সব বিষয়কে বাস্তব রূপ দান করতে পারি? আমরা সমাজ ব্যবস্থার নিত্যনতুন প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে নারীর পারিবারিক ও কর্মজীবন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলাম। অনুরূপভাবে নারীর পোশাক ও তার বাহ্যিক সাজসজ্জার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলাম। এর ফলে মুসলিম নারী আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার সাথে প্রয়োজনীয় সমতা বজায় রেখে চলতে সমর্থ হয়। একই সময় তারা শরীয়তের মূল সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করতে পারে এবং একই সংগে আল্লাহর নির্দেশ প্রতিষ্ঠিত করতেও সক্ষম হয়।

ফিক্‌হ শাস্ত্রের দৃষ্টিতে এ আলোচনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আমি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ রিসালতের যগে নারী সমাজ কোন্ ধরনের স্বাধীনতা ভোগ

www.amarboi.org

করেছিলেন। এটি আধুনিক মুসলিম নারীর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের অংশ বিশেষ। এর ফলে আধুনিক যুগের মুসলিম নারীরা রিসালতের যুগের নারীদের পদাংক অনুসরণ করতে এবং রসূল (স)-এর নির্দেশিত পথে চলতে পারবে।

এ লক্ষ্য একটি বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এজন্য আলেম সমাজ ও চিন্তাবিদদের অবিরাম প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এটি হচ্ছে আধুনিক মুসলিমের মুক্তচিন্তা। অর্থাৎ মুসলমানদের চিন্তাধারাকে বিভিন্ন প্রকার প্রতিবন্ধকতা, বাতিল মাপকাঠি ও অসৎচিন্তা থেকে মুক্ত করতে হবে, যা তাদের মস্তিকের উপর যুগ যুগ ধরে চেপে বসে আছে এবং তাদের মুক্ত চিন্তাধারাকে অক্ষম ও বিকৃত করে দিয়েছে। যখন এসব থেকে মুসলিম ব্যক্তির চিন্তাধারা মুক্ত হবে, তখন সে জাগ্রত হবে এবং আল্লাহ প্রদর্শিত পথে চলতে পারবে। অবশ্যই মুসলিম ব্যক্তির চিন্তার স্বাধীনতাই একমাত্র পথ, যা ছাড়া নারী জাতির পূর্ণাঙ্গ ও প্রকৃত স্বধীনতা এবং পুরুষদেরও স্বধীনতা সম্ভব নয়। বরং সঠিক ও সুদৃঢ় ভিত্তিতে গোটা সমাজ পুনর্গঠনের এটাই একমাত্র পথ। আর বিবেকই মানুষকে কর্মক্ষম করে তোলে। যখন তার চিন্তাশক্তি মুক্ত থাকে এবং সে সঠিক পথে অবস্থান করে, তখন তার কার্যধারাও হয় মুক্ত এবং তার লক্ষ্যও সঠিক হয়। তখন সে জ্ঞান ও আলোর পথে চলতে থাকে। আমাদের ধারণা এটি মূল বিষয়। কেননা বারংবার অসৎচিন্তার পরিণতিতে মুসলিম ব্যক্তির চিন্তা-পদ্ধতিতে ব্যাপক ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে হয়েছে সাধারণভাবে ভাঙনের শিকার।

যে পদ্ধতিতে বইটি লেখা হয়েছে

পবিত্র কুরআন ও সহী হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর গভীর অধ্যয়নের ভিত্তিতে বইটি লেখা হয়। ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, হাদীসের কিতাবের মাধ্যমে সীরাত অধ্যয়ন করতে গিয়ে সহী মুসলিমের হাদীসগুলি যখন নাড়াচাড়া করছিলাম, তখন কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণার কথা আমার মনে জাগে। তারপর আমি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সম্পৃক্ত সহী বুখারীতে উল্লিখিত 'নস'সমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করি। সহী মুসলিমও অনুরূপভাবে অধ্যয়ন করতে থাকি। শেষ পর্যন্ত এভাবে সুপরিচিত ১২টি কিতাব পড়া শেষ করি। এগুলির নাম নিচে উল্লেখ করছি:

সহী আল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দউদ, সুনানে তিরমিযী, সুনানে আন নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজাহ, মুয়াত্তা ইবনে মালিক, যাওয়ায়েদে সহী ইবনে হিববান, মুসনাদে আহমদ, মা'আজিমুত তাবারানী, আল কবীর ওয়াল আওসাত আস সগীর, সুমনাদে আল বাযযার এবং মুসনাদে আবি ইয়ালী। শেষ ছয়টি কিতাবের হাদীসগুলো মাজমা আয যাওয়ায়েদ ও মানবা আল কাওয়ায়েদ-এ-হাইছামী একত্র করেছেন। এ ছয়খানা ছাড়াও সহী বুখারী ও সহী মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহর হাদীসও আমি অনুসরণ করেছি।

www.amarboi.org

উল্লিখিত কিতাবগুলিতে বর্ণিত মূল হাদীসের মর্ম অনুসন্ধান ও গভীরভাবে তা অধ্যয়নের অর্থ এ নয় যে, আমি মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের আয়াতগুলি গভীর অধ্যয়নের মুখাপেক্ষী নই। কারণ কুরআনই সকল গ্রন্থের মূল। এর রয়েছে নিজস্ব ভাব-গাম্ভীর্য ও সুসজ্জিত বিষয়বস্তু, যা মানুষকে প্রতিটি আয়াতের ক্ষেত্রে চিন্তা ও গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করে। এভাবে কুরআন ও হাদীস পুরোপুরি অধ্যয়ন করার পর আমি অনুধাবন করলাম, এগুলি একবার অধ্যয়ন করাই যথেষ্ট নয়। কাজেই আমি বার বার অধ্যয়ন করলাম। আল্লাহর রহমত ও নিয়ামত এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং এর মধ্যেই ছিল অধিক কল্যাণ।

আমার প্রথম সিদ্ধান্ত ছিল, আমার বইটিতে মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও হাদীস শাস্ত্রের উল্লিখিত গ্রন্থগুলোকে শামিল করবো। এ কারণে এর উপর ভিত্তি করে কতগুলো অনুচ্ছেদ প্রণয়ন করেছি। তারপর প্রথম পর্যায়ে শুধু কুরআনের আয়াত ও বুখারী-মুসলিমের হাদীস উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করেছি। এর কয়েকটি কারণ নিম্নে বর্ণিত হলো। প্রথমত, সময়ের দিকে দৃষ্টি রেখে সম্ভবত প্রাথমিক পর্যায়ে উত্তম কাজ হবে মানুষের জন্য এ ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ের উপর এ জাতীয় কিছু লেখা। সাথে সাথে এ দিকেও আমার বিশেষ লক্ষ্য ছিল যে, এ রকম ব্যাপক কাজকে পূর্ণতায় পৌছাতে হলে এ হাদীসগুলোর সনদের নিশ্চয়তা দানের জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা ও প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হবে।

দ্বিতীয়ত, পাঠকদের জন্য বইটিকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা। কেননা প্রতিটি অনুচ্ছেদের জন্য একটি খন্ড হওয়াই অসংখ্য খন্ড বহন করার চেয়ে সহজতর।

তৃতীয়ত, বুখারী ও মুসলিমই হলো সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব। প্রত্যেক মুসলমানই এ কিতাব দুটির ওপর আস্থা রাখে। কারণ এ কিতাব দুটিতে দুর্বল হাদীস বাদ দিয়ে সহী হাদীস ব্যক্ত করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, কুরআনের পরই এ দুটি গ্রন্থের মর্যাদা। ফলে পাঠকবৃন্দ আমার কিতাবে হাদীসের উদ্ধৃতি সমূহের ক্ষেত্রে অধিক প্রশান্তি লাভ করতে সক্ষম হবেন।

মূল কথা হলো, আমার সিদ্ধান্ত ছিল কিতাবখানা দুটি পর্যায়ে প্রকাশ করা। প্রথম পর্যায়, যার ফলাফল এখন পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করছি। এটি কুরআন, সহী বুখারী ও সহী মুসলিমের মূল প্রতিপাদ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অবশ্য বুখারী-মুসলিম ছাড়াও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু হাদীস নেওয়া হয়েছে। এগুলির প্রমাণাদি বুখারী ও মুসলিমে পাওয়া যায়নি। অবশ্য তাও সীমিত সংখ্যক। বুখারী ও মুসলিম ছাড়া অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ থেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজনে সমর্থক দলিল হিসাবে এগুলি গ্রহণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলির সনদের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য আলেমগণের মতামতের উপর নির্ভর করা হয়েছে। যখন কোন হাদীসের উপর বুখারী ও মুসলিমের ঐকমত্য পেয়েছি, তখন বুখারীর বর্ণনাকে প্রাদান্য দেওয়ার একান্ত ইচ্ছা করেছি। এবং খুব কম ক্ষেত্রেই মুসলিমের বর্ণনা গ্রহণ করেছি। মুসলিমের বর্ণনা অধিকতর স্পষ্ট। আর ঐ সময় আমি হাদীসটির প্রাপ্তিস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে বলে দিয়েছি এটি

www.amarboi.org

মুসলিমের রেওয়ায়াত। দ্বিতীয় পর্যায়ে ইনশাআল্লাহ মূল হাদীস গ্রন্থসমূহে হাদীসের তুলনায় কুরআনের আয়াতই অধিক বর্ণনা করা হবে, যদি আল্লাহ আমাকে জীবিত রাখেন। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত আমাকে একাজ সম্পন্ন করার তাওফীক দেন, আমার এ কাজ সুন্দরভাবে কবুল করেন এবং সকলকে এর দ্বারা উপকৃত করেন। তিনিই সর্বোত্তম প্রার্থনার উপযোগী এবং সর্বোত্তম আশা পূর্ণকারী।

এ গ্রন্থের জন্য সাধারণভাবে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তা হচ্ছে এ যে, আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত সমস্ত আয়াত ও হাদীস পেশ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এর বর্ণনা আমি দিয়েছি। আর সে বর্ণনাগুলিও সুস্পষ্ট। কেননা ঐ আয়াত ও হাদীসগুলো বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেগুলি সম্পর্কে গবেষণা ভিত্তিক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে অধিকতর পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। শরীয়তের বিধান সম্পর্কে যার মোটামুটি অভিজ্ঞতা আছে সে সহজে তা বুঝতে পারে। এতদসত্ত্বেও আমি কখনও কখনও ফকীহগণের মতামত প্রকাশ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছি। আর এটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইবনে হাজারের সহীহ বুখারীর শারহে ফাতহুল বারীর সারাংশ। প্রকৃতপক্ষে ফাতহুল বারী হলো হাদীস এবং ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিরাট আধার। এটি ফকীহগণের অভিমত। কুরআন-হাদীসের মাধ্যমে এটাই আমার সামনে প্রমাণিত হয়েছে। এটা শুধু আমিই প্রথম বলিনি, বরং আমার আগেও বড় বড় আলেমগণ একথা বলে গেছেন।

আমার আলোচ্য বিষয়ের সপক্ষে কোন কোন আলেমের অভিমত বর্ণনা সম্পর্কে আমি এতটুকু বলতে চাই যে, আমি কুরআন-হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য যা বোধগম্য হয়েছে, তার সপক্ষে মাত্র একজন আলেমের অভিমত বর্ণনা করেছি। আমি সকল আলেমের কথা বর্ণনা করিনি। চাই তা আমার সপক্ষে হোক অথবা বিপক্ষে। কারণ এতে করে বইয়ের কলেবর বেড়ে যাবে। এবং এ কিতাবের জন্য আমার গ্রহীত পদ্ধতির ব্যতিক্রম ঘটবে। এবং একাজ আমাকে অন্য পদ্ধতির দিকে ধাবিত করবে। এক্ষেত্রে ফকীহগণের তুলনামূলক মতামত এবং তাঁদের সঠিক অভিমতের অগ্রাধিকার জাতীয় আলোচনার উপর নির্ভর করতে হবে। এতে ফিক্‌হ শাস্ত্রের ব্যাপক অধ্যয়নের প্রয়োজন হবে। তা কুরআন ও বুখারী-মুসলিমের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের ভিত্তিতে সামাজিক বিষয় সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হবে না। যিনি ফকীহগণের বিভিন্ন মতামত জানতে আগ্রহী তাঁর কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা সম্বলিত কিতাবগুলি অথবা ফিক্‌হ শাস্ত্রের উপর বিস্তারিত লিখিত কিতাব অধ্যয়ন করা উচিত। এ ছাড়া ফিকহের এমন কোন বিষয় পাওয়া যাবে না যাতে আলেমগণের মধ্যে মতবিরোধ নেই। ইসলামী শরীয়তের শাখা-প্রশাখা ও ছোটখাট খুঁটিনাটি ব্যাপারে মতপার্থক্য থাকা দোষণীয় নয়। এ গ্রন্থের বিশেষ আলোচনা কৌশল হচ্ছে মুসলমানদের বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তিকে নিশ্চিন্ত করা। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন তারা শরীয়তের দলীল-প্রমাণগুলি তার মূলগ্রন্থ থেকে অবগত হবে। আর এটা আমার ধারণা, শরীয়তের মূল প্রতিপাদ্য (কুরআন ও হাদীস) যেমতের পক্ষে সহায়ক হবে, সেই মতই মতবিরোধের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে।

www.amarboi.org

এ গ্রন্থে আমি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছি তার মাধ্যমে মেয়েদের সাথে সম্পৃক্ত কুরআনে এবং সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে যে সমস্ত আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে যেসব গ্রন্থে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এ গ্রন্থ এ জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। কেননা এর ফলে ইসলামী উম্মাহর নিত্যনতুন প্রয়োজন পূরণে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক নতুন নতুন গ্রন্থ প্রকাশনার পথ প্রশস্ত হবে। মানবিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা এ প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন, মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ইসলামী সংস্কৃতি, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী রাজনীতি এবং বর্তমান যুগের আরো বহুমুখী সমস্যাসমূহ। এর মধ্যে আধুনিক সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়সমূহও রয়েছে। যেমন নারী সংক্রান্ত সমস্যা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সংশোধন ও পরিবর্তন পদ্ধতি। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মুসলমানদের চিন্তা-পদ্ধতি। এটা এমন একটি আহ্বান যার প্রতি পরিপূর্ণভাবে গুরুত্ব প্রদানে লেখককে বাধ্য করে। এ আহ্বান নতুন পদ্ধতি বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ফিক্হ শাস্ত্রের কাংখিত ইজতিহাদ বাস্তবায়নে এবং দীনী কর্মকান্ড সংস্কার সাধনে সহযোগিতা করে। এর সুসংবাদ রসূল (স) দিয়েছেন। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ যে, কুরআন-সুন্নার প্রমাণ সম্বলিত বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ প্রণয়ন করার প্রতি আলেমগণ শেষের দিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ যে, তিনি মুসলিম জাতির জন্য তাদের কিতাবের হেফাযত করেছেন যেমনিভাবে হেফাযত করেছেন সুন্নাতের এবং সুন্নত হলো কুরআনের ব্যাখ্যা। কুরআন সংরক্ষিত হয়ে এসেছে। ভবিষ্যতেও সর্বোত্তম পদ্ধতিতে সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ বলেছেন : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون "কুরআন আমিই নাযিল করেছি এবং আমিই তার হেফাযতকারী।" অনুরূপভাবে সূলের সুন্নাতকেও আল্লাহর সাহায্যে মুসলমানরা সর্বোত্তম পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করছে। সর্বশক্তি নিয়োগ করে তারা তার সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে এমন পদ্ধতিগত জ্ঞান দান করেন, যার ফলে তারা সুন্নাতকে চিরদিনের জন্য সারাক্ষণ করার পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন। এটা সর্বজ্ঞ বিজ্ঞানময় প্রভুর পক্ষ থেকে মুসলিম জাতির জন্য এক অপার অনুগ্রহ। কারণ পূর্ববর্তী জাতিরা তাদের কিতাবগুলি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত অবস্থায় পেয়েছে। এ অবস্থায় আল্লাহর নিয়ম ছিল নতুন নবী পাঠাবেন অথবা নতুন কিতাব অবতীর্ণ করার মাধমে তাদের হেদায়াত দান ও সশোধন করবেন। যেহেতু মুসলিম জাতি সর্বশেষ জীবন বিধানের ধারক ও বাহক এবং মুহাম্মদ (স)-এর পর আর কোন নবী নেই, তাই আল্লাহ্ এ দীনের মৌল বিধান সংরক্ষণ করেছেন। এর ফলে কিয়ামত পর্যন্ত সব সময় মানুষ এর দিকে ফিরে আসতে সক্ষম হবে। আর এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন তারা আল্লাহর সুস্পষ্ট হেদায়াতের মাধ্যমে নিজেদের জীবন পরিচালনা করার ইচ্ছা পোষণ করবে এবং এ দীনকে তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ মনে করবে না, যা বাপের কাছ থেকে ছেলে এবং পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে পরবর্তী বংশধররা পেয়ে থাকে।

www.amarboi.org

মুসলিম উম্মাহ যখন আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াত গ্রহণে ব্রতী হবে, দীনকে বিচার বিশ্লেষণ না করে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের মতো মনে না করবে এবং পূর্ববর্তীদের ন্যায় বলবে না :

اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ .

"আমরা তো আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।" (সূরা যুখরুক : ২৩)

আমি মনে করি ঃ তিটি মুসলিমের দায়িত্ব হচ্ছে, সে সর্বদা দীনের মূলনীতির দিকেই ফিরে আসবে এবং তারই হেদায়াত ও ফয়সালা গ্রহণে ব্রতী হবে। কারণ দীনের মূল উৎসের হেফাযতের ব্যাপারটি তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ : আল্লাহ বলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا .

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর আল্লাহর রসূলের আর তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী তাদের। যদি কোনও ব্যাপারে তোমাদের মাঝে ঝগড়া বা বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে আল্লাহ ও রসূলের কাছে তা উপস্থাপিত কর যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান এনে থাকো। এটাই কল্যাণকর ও উৎকৃষ্ট পরিণামের দিক দিয়ে।"(সূরা নিসা : ৫৯)

আমি আশা করছি বিতর্কিত নারী সমস্যাটির ব্যাপারে যথার্থ সত্য উদঘাটনে আল্লাহর রহমতে আমি যে প্রচেষ্টাটুকু চালিয়েছি তাতে মুসলমানদের আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের দিকে ফিরে আসার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা হবে।

আমাদের জীবনকে সুন্দর ও পরিশুদ্ধ করার জন্য হাদীসে নববী থেকে হেদায়াত গ্রহণ যখন অপরিহার্য, তখন সামাজিক জীবনে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এটি আরও অধিক প্রয়োজন। কারণ এ ক্ষেত্রে হাদীসে নববীর ব্যাখ্যায় কিছু মৌলিক পরিবর্তন যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে, যার অপনোদন একান্ত প্রয়োজন। বাস্তব জীবনে নারীর অংশ গ্রহণের ব্যাপারটি নবী-যুগে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত ও অসংখ্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্তের পূর্ণ সাক্ষ্য বহন করছে। সমাজ উন্নয়নে এসব দৃষ্টান্তের অনুসরণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের পরিবর্তে বাস্তবে এমন সব পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে যার ফলে এ সব আদর্শের কোন মূল্য থাকছেনা বরং তা পরিপূর্ণভাবে বিভিন্ন খোঁড়া অজুহাতে মুছে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এতদসংক্রান্ত হাদীস ও দৃষ্টান্ত শুধুমাত্র গল্প কাহিনীর মত কিতাব-বন্দী হয়ে আছে। বিজ্ঞানময় আল্লাহ ও তাঁর বিজ্ঞ রসূল যে আলো বিচ্ছুরিত করেছিলেন তা নিভে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। কিছু ব্যক্তির বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যার ধোঁয়ায় সকল

অন্তর ও জ্ঞান এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে যে,তার নিদর্শনটুকুও মুছে গেছে। এর পশ্চাতে কতকগুলি কারণ কার্যকর রয়েছে, তা হলো :

ক. আরব ও বিভিন্ন জাতির কু-সংস্কার ও আচার-আচারণ যার কিছুটা মুসলমানদের চিন্তা চেতনায় যুগ যুগ ধরে অনুপ্রবেশ করে মজবুত হয়ে গিয়েছিল।

খ. কোন কোন মুসলমানের মধ্যে নারী-ফিতনা থেকে উম্মতকে বাঁচানোর জন্য গোঁড়ামী ও বাড়াবাড়ির প্রবণতা পরিলক্ষিত হওয়ায় এ বিষয়ে আমরা একটি আলাদা অধ্যায়ের অবতারণা করেছি।

"বিপর্যয় প্রতিরোধের বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি" শিরোনামের এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।[২৪]

পূর্ববর্তী কিছু সংখ্যক আলেম ভুল অথবা অগ্রহণযোগ্য ইজতিহাদ করেছেন। তাঁরা নিজেরা কোন ভুল করেননি। এসব ইজতিহাদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ছিল। যুগ যুগ ধরে অন্ধ অনুকরণ ও অনুসরণের ফলে এগুলির কার্যকারিতা বিরাজমান ছিল। আল্লাহ শায়খুল ইসলাম ঈমাম ইবনে তাইমিয়ার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তিনি বলেন,"পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইমামগণের মধ্যে এমন কেউ নেই যাদের কথা ও কাজের উপর সুন্নাহর অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়নি। যদিও তাদের সংখ্যা অধিক, তবুও এ জিনিস তাদের সম্মান কমিয়ে দেয়নি এবং অনুসরণকারীদের জন্য তাঁদের অনুসরণও অবৈধ নয়।" আল্লাহ বলেন :

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَئْيٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ .

"কোন বিষয়ে তোমাদের মতবিরোধ দেখা দিলে তোমরা আল্লাহ ও রসূলের কাছে তা উপস্থাপন করো।" (সূরা নিসা : ৫৯)

মুজাহিদ, হাকাম ইবনে আতিয়া, মালেক ও অন্যরা বলেন : "আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র রসূল (স) ছাড়া এমন কোন ব্যক্তি নেই যার কথা গ্রহণ ও বর্জন করা হয়নি।"[২৫] আল্লাহ শওকানীর উপর করুণা বর্ষণ করুন, তিনি বলেন : "ইমামের অন্ধ আনুগত্য এবং তাঁর পক্ষ থেকে প্রকাশিত মত ও তাঁর ইজতিহাদকে তোমার এবং সকল লোকের জন্য দলিল মনে করার ফলে তাঁকে শরীয়তের অনুসারী না করে প্রবর্তকে পরিণত করা হয় এবং শরীয়তের বিধান পালনকারী না বানিয়ে শরীয়তের নির্দেশক বানানো হয়।"[২৬]

ভুলভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা যাই থাকুক না কেন, আল্লাহর রহমতে মুসলমানদের মধ্যে সব সময় এমন একদল সত্যপন্থী লোক থাকেন যারা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করেন। এ সম্পর্কেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لايضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك .

www.amarboi.org

"আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক সব সময় থাকবে যারা আল্লাহর আদেশ মেনে চলবে। অপমানকারী ও বিরোধিতাকারীরা তদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশ আসবে এবং তারা এর ওপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" (বুখারী)[২৭]

يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.

"পরবর্তী ন্যায়পন্থীগণ এ জ্ঞান বহন করবে। তারা সীমালংঘনকারীদের পরিবর্তন, বাতিলপন্থীদের অতিরঞ্জন এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে দূরে থাকবে।" (বায়হাকী)[২৮ক]

إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة يجدد لها دينها. (روه أبو داؤد)

"আল্লাহ এ জাতির মধ্য থেকে প্রতি শতাব্দীর মাথায় দীনের সংস্কারের জন্য একজন করে মুজাদ্দিদ পাঠাবেন।" (আবু দাউদ)[২৮খ]

(ঘ) সুন্নাতের সনদের বিশুদ্ধতা যাচাই করার দায়িত্ব ইমাম বুখারী পালন করেছেন। তাঁর পরে এ দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা যারা তাঁর পরে এসেছেন। আর এটা হয়েছে চার ইমামের আগমনের অনেক পরে। এজন্য তাঁরা বলেন, তাঁদের কথাগুলো সুন্নাতের তুলাদন্ডে পরিমাপ করেই কার্যকর হবে। কিন্তু অনুসরণকারীরা অনেক ক্ষেত্রে ইমামগণের কথাকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করে না। ফলে এখানে তারা ইমামগণের অসিয়তের বিরোধিতা করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রচলিত সুন্নাতেরও বিরোধিতা করে।

ইমাম শাফেঈ কত চমৎকার বলেছেন : "মেয়েদের ঈদের নামায পড়া প্রমাণিত এবং বুখারী ও মুসলিম তা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ হাদীসটি উম্মে আতিয়ার। কাজেই শাফেঈ মযহাবের অনুসরণকারীদের জন্য একথা গ্রহণ করা আবশ্যক।"[২৯] উম্মে আতিয়ার হাদীসটি এই : "আমাদেরকে ঈদে বের হওয়ার আদেশ দেওয়া হলো। কাজেই আমরা ঋতুবতী, পর্দানশীন ও বৃদ্ধা সকলকে ঘরের বের করলাম। আর ঋতুবতী মেয়েরা মুসলমানদের জামাতে এবং দাওয়াতে উপস্থিত হতো। তবে নামায থেকে বিরত থাকতো।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩০]

রসূল (স)-এর নিম্নোক্ত বাণী আমার এ কাজটি সম্পূর্ণ করার আকাংখা বৃদ্ধি করেছে :

نضر الله امرءا سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه .

"আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সজীব করেন যে আমার কথা শোনে এবং তা পৌঁছিয়ে দেয়। অনেক জ্ঞান বহনকারী জ্ঞানী হয় না এবং জ্ঞান বহনকারীর চেয়ে যার নিকট জ্ঞান বহন করা হয় অনেক সময় সে অধিক জ্ঞানী হয়ে থাকে।" (ইবনে মাজা)[৩১]

আমি আশা করি রসূল (স)-এর এ কথা ফকীহগণ ও আমার চেয়ে যারা অধিক জ্ঞানী তাদের কাছে পৌছাতে পারবো। তেমনিভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন আমি এ

www.amarboi.org

হাদীসে বর্ণিত সুসংবাদপ্রাপ্ত দলে প্রবেশ করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। পূর্ববর্তী নেক ব্যক্তিগণ একটি হাদীস সংগ্রহের জন্য দিনের পর দিন ও রাতের পর রাত সফর করেছেন। সাহাবী জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উনায়েস থেকে একটি মাত্র হাদীস সংগ্রহের জন্য এক মাসের পথ অতিক্রম করেন।[৩২] তেমনিভাবে তাবেঈ আমের শা'বী থেকে বর্ণিত। তিনি খোরাসানের এক ব্যক্তিকে রসূলের (স) একটি হাদীস শিক্ষা দিয়ে বলেন : "তোমাকে কোন কষ্ট ছাড়াই এ হাদীস শিখালাম অথচ একটি হাদীসের জন্য শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত সফর করা হতো।[৩৩] বসর ইবনে উবাইদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : "একটি হাদীসের জন্য আমি দেশ থেকে দেশান্তরে গিয়েছি।[৩৪ক]

আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দান করুন। মুসলমানদের জন্য এতগুলো হাদীস পড়া সহজ করে দিন। তাদের জীবনে এগুলো বিরাট প্রভাব বিস্তার করুক।

উক্ত গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল

এক. নারীর ব্যক্তিত্ব চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে

রসূল (স)-এর যুগে মুসলিম নারীরা তাদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিল। ইসলামের বিধান এর স্বীকৃতি দিয়েছে। তারপর এ সচেতনতা থেকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুশীলনের মাধ্যমে এর বিস্তৃতি ঘটে।

রসূল (স)-এর মূল্যবান বাণী নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ সহজ করে দেয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট বজায় রেখে নারী-পুরুষের মাঝে প্রকৃত সাম্য সৃষ্টি করে দেয়। হাদীসে বলা হয়েছে : إنما النساء شقائق الرجال অর্থৎ- "নারী পুরুষের সহোদরা।" (আবু দাউদ)[৩৪খ]

ناقصات العقل والدين "মেয়েরা দীন ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ।" উল্লিখিত হাদীস সহীহ হলেও লোকেরা অনেকে তা বুঝতে ও বাস্তবায়ন করতে ভুল করেছেন। ফলে আল্লাহ তাঁর কিতাবে এবং রসূল (স) তাঁর সুন্নাতে নারীর ব্যক্তিত্ব পরিচিতির যে সীমা নির্ধারণ করেছেন তা তারা মুছে ফেলেছেন।

দুই. পোশাক ও সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে

রসূল (স)-এর যুগে সাধারণভাবে চেহারা খোলা রাখা হতো। এটাই আসল। কিন্তু ইসলামের পূর্বে ও পরে কোন কোন মেয়ে সৌন্দর্য চর্চার রীতি হিসাবে নেকাব ব্যবহার করতো, যার ফলে চোখ ও চোখের ভ্রূ প্রকাশ করা হতো।

চেহারা ও হাতের কবজীতে ভারসাম্যপূর্ণ সাজসজ্জা ও বিধিসম্মত পোশাক মুমিন মেয়েদের নিকট পরিচিত ছিল।

পোশাকের ক্ষেত্রে ইসলাম কোন ধরন বা ডিজাইন নির্ধারণ করেনি। বরং সতর ঢাকা ফরয করেছে। তাছাড়া সামাজিক পরিবেশের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের পোশাক ব্যবহারে কোন গুনাহ নেই। মেয়েদের চলাফেরার ক্ষেত্রে এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য

www.amarboi.org

তাদেরকে যথাযথ স্বাধীনতা দিয়েছে এবং সামাজিক জীবনে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ সহজতর করেছে।

তিন. সমাজ জীবনে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে

একথা স্বীকৃত যে, গৃহে অবস্থান ও হিজাব পরিধান করা রসূল (স)-এর স্ত্রীদের বিশেষত্ব ছিল। তেমনি এটাও স্বিকৃত যে, সম্মানিতা মহিলা সাহাবীগণ রসূল (স)-এর স্ত্রীদের বিশেষত্ব ছিল। তেমনি এটাও স্বীকৃত যে, সম্মানিতা মহিলা সাহাবীগণ রসূল (স)-এর স্ত্রীদের এ ব্যাপারে অনুকরণ করতেন না।

মেয়েরা সমাজ জীবনে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতো। নিয়মিত পুরুষদের সাথে তাদের দেখা হতো। বিশেষ ও সাধারণ কাজের সকল ক্ষেত্রে তারা অংশ নিতো। জীবনের স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীর জীবন যাপনকে সহজতর করার জন্য এ অবস্থার প্রচলন ছিল।

তবে এ অংশগ্রহণ সমস্ত নিয়মনীতি বহির্ভূত ছিল না। মেয়েরা সব সময় নির্ধারিত নিয়মনীতি মেনে চলতো এবং কখনও তা ভংগ করতো না।

রসূল (স)-এর যুগে মেয়েরা তাদের প্রয়োজন ও জীবন ধারণের তাগিদে কারিগরি, রাজনৈতিক সমস্যায় অংশ নিতো। কায়িক পরিশ্রম ও কারিগরি ক্ষেত্রে মেয়েরা পশুপালন, কৃষিকাজ, হস্তশিল্প, ব্যবস্থাপনা, চিকিৎসা, নার্সিং, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও গৃহকর্মে ব্যাপৃত হতো। তবে দুটো জিনিস তাদেরকে একাজ করতে বাধ্য করেছিল। এর মধ্যে একটি ছিল, নিজেকে ও পরিবার-পরিজনকে দারিদ্র্য ও অক্ষমতা থেকে বাঁচিয়ে মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন করার দায়িত্ববোধ। দ্বিতীয়ত, উপার্জিত অর্থ সাদকা করে আল্লাহর পথে ব্যয় করার মাধ্যমে অতিরিক্ত সম্মান ও উচ্চস্থান লাভ করার প্রেরণা।

যদিও আমাদের যুগে নতুন করে সামাজিক দাবীর প্রেক্ষিতে নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও কারিগরি কাজে অধিক অংশগ্রহণ গুরুত্ব লাভ করেছে, তবে এব্যাপারে শরীয়ত প্রণীত নিয়মনীতিই সে দাবীকে সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং এটা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

সমাজ জীবনে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে এ অংশগ্রহণের ফলে নারীর সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং সে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌছতে পারে। আর এভাবে কল্যাণমূলক কাজে অধিক দায়িত্বও পালন করতে পারে।

চার. পারিবারিক ক্ষেত্রে

নারী তার স্বামী নির্বাচনের অধিকারের নিশ্চয়তা এবং স্বামী অপছন্দ হলে তার থেকে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে স্বামীর সম্মতি নিয়ে তার দেয়া সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তার সাহচর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারের নিশ্চয়তা লাভ করে। অথবা অপছন্দ হওয়ার সত্যতা যাচাই করার পর কাযীর মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার লাভ করে।

www.amarboi.org

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে। এ দায়িত্বগুলি পুরোপুরি আদায় করার ব্যাপারে তারা পরস্পর পরস্পরের সহযোগী হবে।

স্বামী-স্ত্রীর সমান অধিকার :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ .

"মেয়েদের ঠিক তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের, তবে নারীদের ওপর পুরুষদের মর্যাদা আছে।" (আল বাকারা :২২৮)

মর্যাদা হলো কর্তৃত্ব অথবা পুরুষের অতিরিক্ত কিছু অবশ্য করণীয় দায়িত্ব। আর অধিকারের মধ্যে অন্যতম অধিকার হলো : স্নেহ,ভালবাসা, দয়া সাজসজ্জা দৈহিক মিলন, কাজকর্মে অংশগ্রহণ ও সুখ-দু:খ ভাগাভাগির অধিকার।

শরীয়ত তালাক ও একাধিক বিবাহের জন্য শর্ত ও নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। মুসলিম পরিবার এ শর্ত ও নীতি ভংগ করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এ কারণে বর্তমান যুগে এ শর্ত ও নিয়ম সংরক্ষণ করে এ ব্যবস্থার স্বীকৃতি দেওয়া দোষণীয় নয়।

পরিবারের মধ্যে নিজের ভূমিকা পালন করাই হচ্ছে নারীর প্রধান ও মূল দায়িত্ব। এর অর্থ এ নয় যে, সে সমাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক কাজে সক্রিয় সহযোগিতা এ দুটো নারীর প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর সাথে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজও রয়েছে। মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য সেগুলি ফরয করা হয়েছে। এর ফলে সে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে চলতে পারবে

পাঁচ. নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে

নারী ও পুরুষের যৌন মিলন দুনিয়া ও আখেরাতের একটি হালাল ও পবিত্র সম্পদ। শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে মানুষ সরাসরি তা অর্জন করতে পারে। প্রাচ্যের বিভিন্ন মতবাদ খৃষ্টীয় বৈরাগ্যবাদ ও বিকৃত সুফীবাদ এ ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তা-চেতনাকে যেভাবে বিকৃত করেছে, তা থেকে আমাদের দৃষ্টিভংগি পরিচ্ছন্ন করতে হবে।

রসূল (স) ও তাঁর সাহাবীগণ পুরুষ ও নারীর যৌন মিলন ও সাংস্কৃতিক বোধের ক্ষেত্রে সুস্থ ও শুচিস্নিগ্ধ নিয়ম-পদ্ধতির প্রশিক্ষণ দিয়ে গেছেন। এ শিক্ষা সকল পুরুষ ও নারীকে মানসিক সুস্থতা দান করে। অবশ্য দূরে অথবা কাছে থেকে যৌন মিলনের সাথে জড়িত সকল কাজ গোপনে ও অন্ধকারে সম্পন্ন করা উচিত।

এ ব্যাপারে রসূল (স) এক বা একাধিক স্ত্রী থাকা অবস্থায়, কঠোর সংযম সাধনার ক্ষেত্রে অথবা স্ত্রী সহবাস ও সম্ভোগের সময় একজন পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন। যৌন ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ দৃষ্টিভংগির পরে রসূল (স)-এর সঠিক অবস্থান বুঝতে হবে।

যুবক বয়সে বিবাহ করা মুসলিম সমাজের একটি সহজ নিয়ম। এর চেয়ে বেশী সহজ পথ আর কি হতে পারে যা হাদীস নির্ধারণ করে দিয়েছে। বর্তমান যুগে আল্লাহর নির্ধারিত পথে আমাদের যাবতীয় সংকল্প ও সিদ্ধান্ত সহজ করা উচিত। আল্লাহ তাঁর

www.amarboi.org

সৃষ্টি সম্পর্কে বেশী জানেন। কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী করে বরং এ কাজে আক্রান্তও করে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

এ পাঠের ফলাফলসমূহের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনের পর আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, এ ব্যাপারে আমরা যদি মুসলিম নারীর স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে এবং আমাদের সমাজকে শক্তিশালী বুনিয়াদের ভিত্তিতে সংগঠিত করতে চাই, তাহলে আমাদের বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন হবে। আমাদের পাঁচটি ক্ষেত্রে এ জ্ঞান অর্জন করতে হবে বলে আমি মনে করি।

এক. কুরআন ও সুন্নাহর এ সম্পর্কিত সঠিক 'নস'সমূহ জানতে হবে। সমস্ত হাদীসের কিতাবের শিক্ষা এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

দুই. ইসলামী বই-পুস্তক পাঠ করতে হবে। বিভিন্ন যুগে আমাদের আলেমদের ইজতিহাদ ও বক্তব্যসমূহ বাস্তব আমলসহ এ সব বইতে একত্র করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আমাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যাবে এবং আমাদের চিন্তা ও বাস্তব ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে দীর্ঘ ইতিহাসের নিদর্শনগুলি আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

তিন. মুসলিম মুহাদ্দিসগণের লিখিত গ্রন্থসমূহ পাঠ করতে হবে। এসব গ্রন্থে তাদের দৃষ্টিভংগি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর ফলে সমকালীন ইজতিহাদকারীদের দৃষ্টিভংগি থেকে উপকৃত হওয়া যাবে।

চার. সমসাময়িক কালে আমাদের সমাজে যেসব বিষয় প্রযুক্ত হয়েছে, সেগুলি জানতে হবে। এভাবে আমরা সামর্থ অনুযায়ী এ সম্পর্কিত পরিসংখ্যান ও বাস্তব জ্ঞান লাভ করতে পারবো এবং বিভ্রান্তির বেড়াজাল টপকে সেগুলিকে সঠিক ও সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবো।

পাঁচ. নারী সংক্রান্ত আধুনিক পাশ্চাত্যের লেখকদের গবেষণাসমূহ জানতে হবে। এ সব গবেষণার মধ্যে রয়েছে জীববিদ্যা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, যৌন বিজ্ঞান এবং কারিগরি, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড। বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে বাস্তব শিক্ষা ও পরিসংখ্যানের প্রতি, যাতে শরীয়তের মাপকাঠিতে বিচার করার পর অতি প্রগতিবাদী ও রক্ষণশীলদের বিভ্রান্তির ওপর নির্ভর না করে জাতির পরীক্ষা- নিরীক্ষা থেকে আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ও বর্জনীয় বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এ বইটি কি সঠিক পথের সন্ধান দেবে?

রাসূল (স) বলেন:

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لاينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لاينقص ذلك من آثامهم شيئا.

www.amarboi.org

"যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথে আহ্বান করে তার জন্য হেদায়াত গ্রহণকারীর সম পরিমাণ প্রতিদান রয়েছে। এর ফলে হেদায়াত গ্রহণকারীর প্রতিদান একটুও কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে তার জন্য পথভ্রষ্টকারীর সমপরিমাণ গুনাহ রয়েছে। এর ফলে তার গুনাহ্ একটুও কম করা হবে না।" (মুসলিম)[৩৫]

আমি মনে করি হেদায়াতের পথে আহ্বান করাই আমার এ গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য। আমার এ মনে করার পিছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি হচ্ছে :

এক. কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে সঠিক পথ-নির্দেশনা লাভ করার উদ্দেশ্যে কুরআনের আয়াত ও পবিত্র হাদীসসমূহের বিষয় ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস করা। বর্তমান যুগের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আমি এসব বিষয়ের ব্যাখ্যা করেছি। ইতিপূর্বে আমি এদিকে উংগিত করেছি। এর ফলে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বর্ণনাসমূহ অধ্যয়ন বিশেষজ্ঞদের জন্য সহজ হবে। যেমন জীববিদ্যা, সমাজ বিদ্যা, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি ও গবেষণা পদ্ধতি। অথবা আধুনিক বিষয় যেমন নারী ও তার সামাজিক দায়িত্ব এবং সংশোধন ও পরিবর্তন পদ্ধতি। এ অধ্যয়নের মাধ্যমে আল্লাহ চাহে তো তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে।

দুই. এর মাধ্যমে আমাদের অবস্থান, দৃষ্টিভংগি ও চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কুরআন ও হাদীসের মূলে ফিরে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে। আমাদের পূর্ব পুরুষদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে নারীর ক্ষেত্রে হোক অথবা অন্য যে কোন কল্যাণের আহ্বানের ক্ষেত্রে হোক আমরা এ জিনিস পেয়েছি। এ ব্যাপারে রসূল (স) যথার্থই বলেছেন :

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه.

"তোমাদের নিকট দুটো জিনিস রেখে গেলাম। যতক্ষণ তোমরা তা আঁকড়ে থাকবে ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাত।" (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)[৩৬]

তিন, মানুষের কাছে সুন্নাতের প্রচার ও প্রসারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। কোন ফতোয়া প্রদানকালে ফতোয়াদাতা কুরআন ও সুন্নাহের দলিলের সাথে সম্পৃক্ত প্রমাণাদির মাধ্যমে আহ্বান জানিয়েছেন। এতে করে লোকেরা তাদের দীনের আহকাম জানতে পারবে এবং একই সময় কুরআনের আয়াত ও হাদীস মুখস্থ করতে পারবে, যা তাদের অন্তর ও জ্ঞানকে আলোকিত করবে। এরপর সহজ ও সরলভাবে আল্লাহর হেদায়াতের পথে জীবন যাপন করতে পারবে যেভাবে বাতাস, পানি, সূর্য ও চন্দ্রের আলোতে জীবন যাপন করছে। আমরা একটু চিন্তা করি কি ভাবে রসূল (স)-এর হাদীসের মাধ্যমে আতা ইবনে রিবাহ্ ফতোয়া জিজ্ঞেসকারীর জবাব দিয়েছেন। আবু শিহাব (মূসা ইবনে নাফে) বলেন : আমি তামাত্তু হজ্জ আদায় করার জন্য উমরার নিয়তে মক্কায় উপস্থিত হলাম। অতপর যিলহজ্জের আট তারিখের তিন দিন পূর্বে মক্কায়

www.amarboi.org

প্রবেশ করলাম। তখন মক্কার লোকেরা আমাকে বলল, এখন তোমার হজ্জ মক্কা বাসীদের হজ্জের ন্যায় হবে। আমি আতার কাছে গেলাম এবং তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : "জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) আমাকে বলেছেন যে, যেদিন তিনি কুরবানীর পশুগুলো সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেদিন তিনি নবী (স)-এর সাথে হজ্জ করেছিলেন। অথচ সবাই শুধুমাত্র হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিল। তিনি তাদের বললেন : তোমরা বায়তুল্লাহর তওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করে ইহরাম খুলে ফেল আর মাথার চুল কেটে ফেল এবং ইহরামমুক্ত হয়ে যাও। পরে আট তারিখ আসলে হজ্জের ইহরাম বেঁধে নাও এবং পূর্বেরটাকে হজ্জে তামাত্তু গণ্য কর।" (বুখারী)[৩৭]

এভাবে শরীয়তের বর্ণনাসমূহ মানুষের সামনে ঘোষণা ও প্রচার করেন এবং মানুষের কথাকে প্রাধান্য দেননি।

চার, নারীর চেহারা খুলে রাখার ব্যাপারে শরীয়তের স্বীকৃতির প্রতি এবং শরীয়তের নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে পুরুষদের উপস্থিতিতে সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণের বৈধতার আহবান জানানো হয়েছে। সুস্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হওয়ার পর তা সঠিক পথে আহবানেরই নামান্তর হয়। আল্লাহ সঠিক পথ দেখিয়েছেন এবং মানুষের অসুবিধা দূর করেছেন। আল্লাহ বলেন :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ .

"দীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের ওপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি। (আল হজ্জ : ৭৮)

এখানে দুটি দলের দৃষ্টিভংগির ওপর আহ্বান নির্ভরশীল। একটি দল সকল অবস্থায় চেহারা খুলে রাখা হারাম মনে করেন, সেটা প্রয়োজনের তাগিদে হোক অথবা শরিয়তের নির্ধারিত নিয়মের ভিত্তিতে হোক। আমি তাদেরকে শরীয়তের আহকামের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার ব্যাপারে ও হাদীস শরীফে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে সে বিষয়ে সতর্ক করবো। إن محرم الحلال كمحل الحرام "হালালকে হারাম মনে করা হারামকে হালাল মনে করার সমতুল্য।"[৩৮] দুটোই শরীয়তের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য। রসূল (স) যখন নারীর চেহারা খুলে রাখা ও সামাজিক কর্মকান্ডে তার অংশগ্রহণের কথা বললেন, তখন মুসলমানদের কল্যাণই তার উদ্দেশ্য ছিল। জীবনের কল্যাণের পথে সহজে ফিরে যাওয়া এবং নারীদের সামনে সৎকর্ম করার সুযোগ সৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত করাই তার লক্ষ্য ছিল। তা শুধু হবে জ্ঞান অর্জন,শিক্ষা, অর্থ উপার্জনে দুর্বল স্বামীর সহযোগিতা, উত্তম সামাজিক কাজে ও গঠনমূলক রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ এবং খারাপ কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা।

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি বক্তব্যে আমরা এখানে এ দলটির সপক্ষে আল্লাহর শরীয়তের লক্ষ্য বর্ণনার দৃষ্টান্ত পাই।"তিনি একদিন যোহরের নামায পড়েন। তারপর জনতার প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য কুফার মসজিদের বারান্দায়

www.amarboi.org

বসে যান। ইতিমধ্যে আসরের নামাযের সময় হয়ে যায়। তখন তাঁর কাছে পানি আনা হয়। তিনি পানি পান করেন। পানি দিয়ে চেহারা, হাত, মাথা ও দুই পা ধুয়ে ফেলেন। তারপর উঠে দাঁড়ান এবং অবশিষ্ট পানি পান করেন এবং এ সময় তিনি দাঁড়িয়েই ছিলেন। এরপর তিনি বলেন : কিছু লোক দাঁড়িয়ে পানি পান করা মাকরূহ মনে করে অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি যেমনটি করলাম ঠিক তেমনটিই করেছিলেন।"[৩৯]

হাফেয ইবনে হাজার বলেন : "এখানে হাদীসের ব্যাখ্যা হলো, একজন আলেম যখন দেখবে মানুষ শরীয়তের কোন বিধান পরিহার করে চলছে অথচ তিনি জানেন এটা জায়েয, এ অবস্থায় তিনি তা সঠিক হওয়ার দিকগুলো তাদের নিকট ব্যাখ্যা করবেন। এখানে ভয় হলো, নির্দেশটি দীর্ঘদিন পরিহার করা হলে ধারণা করা হবে তা হারাম। যখন তিনি এ বিষয়ে ভয় করবেন, তখন তাকে নির্দেশটি ঘোষণা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসতে হবে, যদি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা না হয় তবুও। আর যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে তো তা অবশ্যই ঘোষণা করতে হবে।"[৪০]

অপর দলটি আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করে। তারা অশ্লীলতার চর্চা করে এবং চরিত্র হননকারী উলংগপনার (অবাধ মেলামেশা) প্রসার ঘটায়। তাদেরকে আমি আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান ও আল্লাহর আনুগত্য করার দিকে আহবান করবো। তারা যেন আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় সতর ঢেকে রাখে এবং পুরুষ ও নারীর সাক্ষাতের সময় শরীয়তের সীমা সংরক্ষণ করে। যদি তা করা না হয়, তাহলে তাদেরকে আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। ফলে তারা পাশ্চাত্য সমাজের মত অনেক সামাজিক রোগে আক্রান্ত হবে।

আমার বিশ্বাস, কুরআন ও হাদীসের এ বিধানগুলি একত্রিত করে উপস্থাপনের মাধ্যমে মুসলিম নারীর সার্বক্ষণিক কাজের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় রসূল (স)-এর তত্ত্বাবধানে এগুলি পূর্ণতা লাভ করেছিল। আমার বিশ্বাস, এ সব বর্ণনা আমাদের চলার পথকে আলোকিত করবে। আমাদের প্রবৃত্তি এগুলিকে ধ্বংস করে দেবে না। এ ক্ষেত্রে ফাসেক ও কঠোরপন্থী উভয়ের প্রবৃত্তিই সমান। আমাদের যথাযথভাবে এ বর্ণনাগুলি অনুসরণ এবং সেগুলিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তাহলে আমরা অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের হয়ে আসতে পারবো, যেভাবে সাহাবাগণ বের হয়েছেন। আমাদের অজ্ঞতার অপনোদন করতে পারবো, যেভাবে সাহাবাগণ করেছেন। ঠিক একই সময় রসূল (স) আমাদের জন্য যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন সে ব্যাপারে আমাদের সজাগ থাকতে এবং আমাদের অন্তরকে পূত পবিত্র করতে হবে।

রসূল (স) বলেন :

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا شبرًا وذراعًا ذراعًا حتى لو دخلوا حجر ضب تبعتموهم، قلنا يارسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال : فمن؟

www.amarboi.org

"তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থাগুলো (এমন ভাবে) অনুসরণ-অনুকরণ করবে যে, এক বিঘত ও এক গজ (হাত) পরিমাণও (ব্যবধান হবেনা), এমনকি তারা যদি গোসাপের গর্তেও ঢুকে থাকে তাহলে তোমরাও তাতে ঢুকবে। আমরা আরজ করলাম, হে আল্লাহর রসূল! ইয়াহুদ ও নাসারাদের? তিনি বললেন : তবে আর কার ?" (বুখারী ও মুসলিম)[৪১]

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, উভয় দলই (ফাসেক ও কঠোরতা অবলম্বনকারী দল) পূর্ববর্তীদের নীতি অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেছে। ফাসেক দল তাদের পূর্ববর্তীদের কর্মকান্ড পূর্ণ অনুসরণ করেছে। অর্থাৎ তারা আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার উলংগতা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও চারিত্রিক নৈরাজ্যের অনুসরণ করে চলেছে, আর কঠোরতা অবলম্বনকারীরা পূর্ব ও মধ্যযুগীয় বিধান অনুসরণ করেছে। অর্থাৎ প্রাচীন বনী ইসরাঈলদের মধ্যে এবং মধ্যযুগে খৃষ্টীয় সমাজে এবং তাদের গীর্জার পাদরী ও যাজক সমাজে যে কঠোরতা ও বাড়াবাড়ির প্রচলন ছিল তারা তারই অনুসরণ করে আসছে। ভাবতে অবাক লাগে যে, কঠোরতা অবলম্বনকারীরা অধিকাংশ সময় ফাসেকদের বিরুদ্ধে তাদের পূর্ববর্তীদের নীতি অনুসরণ ও গোসাপের গর্তে প্রবেশের অভিযোগ করে থাকে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের অজান্তে সে কাজে লিপ্ত রয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদেরকে ও নারীদেরকে শৃংখলে আবদ্ধ করেছে। অথচ ইসলাম এসেছিল মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে শৃংখল মুক্ত করতে। আল্লাহ সত্যই বলেছেন :

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَه مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالاَغْلاَلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِه وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْ اُنْزِلَ مَعَهُ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"যে সমস্ত লোক আনুগত্য করে এ রসূলের, যিনি নিরক্ষর নবী, যার সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইনজীলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের এবং অসৎ কর্ম থেকে বারণ করেন এবং তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করেন এবং তাদের উপর থেকে গুরুভার নামিয়ে দেন এবং শৃংখল অপসারণ করেন, যা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যে সব লোক তার উপর ঈমান এনেছে, তার সাহাচর্য অবলম্বন করেছে, তাকে সাহায্য করেছে এবং সেই নূরের অনুসরণ করেছে, যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধু তারাই সফলতা অর্জন করতে পারবে।" (আল আরাফ : ১৫৭)

আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স)-এর সাবধানবাণী এবং বন্ধু-বান্ধবদের সতর্কীকরণ

আল্লাহ ও তাঁর সূলের সতর্কীকরণের অর্থ ইলম গোপন করার বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কীকরণ। আল্লাহ বলেন :

www.amarboi.org

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتَابِ اُوْلٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُوْنَ .

"আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ নাযিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবে তা স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ তাদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করেন এবং অভিশাপ বর্ষণকারীরা তাদেরকে অভিশাপ দেয়।"(আল বাকারাহ :১৫৯)

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لايمنعن رجلا هيبة أن يقول بحق إذا علمه أو شهده أوسمعه فإنه لايقرب من أجل ولايباعد من رزق. (رواه أحمد)

"রসূল (স) বলেন : মানুষের ভীতি যেন কোনো ব্যক্তিকে সত্য কথা বলা থেকে বিরত না রাখতে পারে, যদি সে তা জানে অথবা দেখে ও শোনে। কেননা তা তাকে মৃত্যুর নিকটবর্তী করবে না এবং রিযিক থেকে দূরেও রাখবে না।" (আহমদ)[৪২]

বন্ধুদের সতর্কবাণী সম্পর্কে বলা যায়, যারা এ বিজ্ঞান ভিত্তিক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে কোন উসূলে কিতাব সম্পর্কে অবগত আছেন এবং তা প্রকাশ করার জন্য এগিয়ে এসেছেন, আমি তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলবো। এ বন্ধুরা দু'দলে বিভক্ত। একদল যুগের ফাসাদ ও কোন কোন স্বার্থবাদী সাথীর কুরআন ও হাদীসের বাণীকে তার অনুপযোগী স্থানে রাখার ব্যাপারে সতর্ক করেন। তারা দেখা যায় পুরুষ ও নারীর মেলামেশার বর্ণনাসমূহ যেন কোন নিয়মনীতি ও শর্ত ছাড়াই গ্রহণ ও বর্জন করেন। আমি সে দলের উদ্দেশ্যে বলবো, আমার মতে এটা মানুষকে আল্লাহ্ প্রদত্ত শরীয়তের ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করার আহ্বান করে। এ কারণে সত্যপন্থীদের কর্তব্য হলো বাতিলপন্থীদের কারসাজি প্রতিরোধ করার ব্যাপারে তারা পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং যখনই তাদের পক্ষ থেকে এ ধরনের ধোকা ও অযথা কাজের প্রকাশ ঘটবে, তখনই তার গলদ তুলে ধরবে।

এ ধরনের সতর্কতার কথা শেখ নাসির উদ্দিন আলবানীর "মুসলিম নারীর পর্দা" গ্রন্থ আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি বলেন : কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি ও তাঁর ছাত্ররা বিশেষ করে যারা তাদের অনুসরণ করে থাকে, তারা আমার কিতাব পড়ে বিস্মিত হওয়া সত্ত্বেও নারীর চেহারা সতরের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার ব্যাপারে যা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে নমনীয়তা দেখাননি। তারা দু'দলে বিভক্ত। এক : যারা সব সময় চেহারার সতরের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা বলেন। দুই : যারা আমার সাথে চেহারার সতরের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। কিন্তু এর সাথে তারা যুগের ফাসাদ ও অন্যান্য কারণ দেখিয়ে মুসলমানদের থেকে তা গোপন রাখা ও পরিহার করা বৈধ নয়। কারণ এ সম্পর্কিত ব্যাপক প্রমাণাদি রয়েছে, যা থেকে ইলম গোপন করার বিষয়টি নিষিদ্ধ প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন :

www.amarboi.org

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَاأَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتَابِ أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُوْنَ .

নিশ্চয়ই যারা গোপন করে আমি যে সব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়াতের কথা নাযিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে সেগুলি বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও, সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণেরও।" (সূরা বাকারা :১৫৯)

রসূল (স) বলেন: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار.

"যে ব্যক্তি ইলম গোপন করে রাখবে আল্লাহ্ পরকালে তাকে আগুনের লাগাম পরাবেন।" (ইবনে হিব্বান তাঁর সহীতে হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং হাফেয ইবনে হাজারও হাদীসটি বর্ণনা করেন। তিনি এবং যাহাবী হাদীসটি সঠিক হওয়ার কথা বলেন।) ইলম গোপন রাখার ব্যাপারে ভীতিপ্রদ আরো অনেক বর্ণনা রয়েছে। নারীর চেহারা 'সতর' নয়, এ কথা যখন শরীয়তের হুকুম দ্বারা স্বীকৃত, যা আমরা বিশ্বাস করি, তখন ইলম গোপন রাখার কথা কি ভাবে জায়েয হবে? এবং মানুষকে তা অবগত করানোর ব্যাপারটি কিভাবে পরিত্যক্ত হতে পারে? আল্লাহ্ ক্ষমা করুন। হ্যাঁ যে ব্যক্তি মনে করে প্রয়োজনের স্বার্থে আমল করা জায়েয নয় তার উচিত সে যেন জনগণের স্বার্থে যা মনে করে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেয়, তা গোপন না করে এবং তার মতের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে। হায় আফসোস, আমরা কোথায় গিয়ে পৌছেছি!"[৪৩]

অন্য একটি দল আছে, যারা ব্যক্তিগতভাবে আমার উপর কঠোরভাবে আক্রমণ করেন এবং মানুষের ধারণার বিপরীত কুরআনে যে সমস্ত আয়াত এসছে তার বিরোধিতা করেন । আমি তাদের সম্পর্কে বলবো, এ বিরোধী পক্ষ যদিও কঠোরতাপন্থী এবং ভুল ধারণা সংশোধনের জন্য জ্ঞান ভিত্তিক সমালোচনা করার প্রয়াস পান, তবুও জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত এবং আমি এমনটি কামনাও করি যে, এ সমালোচনা থেকে তারা উপকৃত হবেন। নিজেদের ভুল সংশোধন করে নিতে পারবেন। অথবা যুক্তি দ্বারা যুক্তি খন্ডন করবেন। বিশেষ করে তাদের জানা আছে, প্রত্যেক মানুষের জ্ঞানই ক্রটিপূর্ণ। মানুষের বিভিন্ন ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে। এর ফলে সঠিক কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভুল করে বসে। আবার কখনও বুদ্ধি-বিবেক স্বাভাবিক পন্থায় সঠিক পথে পৌছতে সক্ষমও হয়। জ্ঞানযুদ্ধের মাধ্যমে তা অর্জিত হয়। এ জ্ঞানের মধ্যে যদি কখনও কাঠিন্য পরিলক্ষিত হয়, তাহলে তার উচিত ধৈর্য ধারণ করা। যেমন ওষুধের তিক্ততাকে মানুষ স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করে থাকে এ বিশ্বাসে যে, এ ওষুধেই নিরাময় রয়েছে। রোগ নিরাময়ের প্রতি বিশ্বাসের উৎস হচ্ছে তার জ্ঞানের কমতি অথবা কোনো কার্যকারণ। যে জাতি বিরোধিতাকে খোলা মনে গ্রহন করতে পারে না সে কেনো দিন সফলকাম হতে পারে না। মুসলমানদের সকল কাজে উদারতা ও সহানুভূতি উত্তম, এটা কোনো নিষিদ্ধ কথা নয়। রসূল (স) বলেন : إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله

www.amarboi.org

"আল্লাহ দয়বান, তিনি সকল কাজে দয়া ভালবাসেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৪] তিনি আরও বলেন : إن الرفق لايكون فى شئى الإزانه দয়া ও মমতা কোনো জিনিসকে আরো জেল্লাদার করে।" (মুসলিম)[৪৫]

বই লেখা শুরু করার সময় আমি এতদসংক্রান্ত সকল বিরুদ্ধবাদীর সাথে কথাবার্তা ও তাদের যুক্তি-প্রমাণের সমালোচনা দিয়ে শুরু করবো বলে ঠিক করেছিলাম। যে কারণে বিশেষভাবে সংলাপের দৃষ্টিতে আমি কয়েকটি অনুচ্ছেদ নির্ধারণ করেছি। সেগুলি হলো চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদ। মুসলিম নারীর সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে সংলাপের জন্য এ অনুচ্ছেদগুলি নির্ধারণ করেছি। মুসলিম নারীর চেহারা খোলা রাখার ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে সংলাপের জন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ নির্ধারণ করেছি।

বন্ধু-বান্ধবদের সতর্কবাণীর জবাবে আমার অবস্থান ব্যাখ্যা করার পর ইলম গোপন রাখার ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স)-এর সতর্কবাণীর জবাবে আমার অবস্থান বর্ণনা করবো বলে আমি ঠিক করেছি। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন সত্যকে সত্য হিসেবে প্রতিপন্ন এবং তাকে অনুসরণ করার ক্ষমতা আমাকে দান করেন। আর বাতিলকে বাতিল হিসেবে গণ্য করার তাওফীক দেন এবং তা পরিহার করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেন। অনুরূপ ভাবে আমি দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ কামনা করি। অন্যদিকে আমার ধারণা, বই লেখার সময় আমি তাত্ত্বিক বিধানসমূহের সঠিক প্রয়োগের পদ্ধতি অবলম্বন করেছি এবং বন্ধুদের দ্বিতীয় দলের ভয়ভীতি থেকে বার বার বাঁচার চেষ্টা করেছি। বিশেষ ভাবে এ পদ্ধতি অনুসরণে আমি রসূল (স) ও সাহাবাদের উত্তম আদর্শ গ্রহণ করেছি। ইমাম বুখারী তাঁর হাদীস গ্রন্থে কতই না জ্ঞানগর্ভ পদ্ধতিতে- الاعتصام بالكتاب والسنة অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা" নামে হাদীসের একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছি। তারপর বলেছেন, একটি অনুচ্ছেদ : "আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান দান করেছেন তা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল ইম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, তা মনগড়া নয় এবং বানোয়াটও নয়।"[৪৬]

এ শিরোনাম সম্পর্কে মুহাল্লেব যথার্থই বলেছেন, "বুখারীর উদ্দেশ্য হলো : কোন আলেম যখন তার পক্ষে কুরআন-হাদীসের দলিল-প্রমাণ দ্বারা কথা বলা সম্ভব বলে মনে করে তখন নিজের চিন্তা ও অনুমানের সাহায্যে কথা বলবে না।"[৪৭] নিচে যে উদাহরণগুলো আমি উপস্থাপন করেছি এগুলি সম্পর্কে যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে দেখতে পাব, সাহাবীগণ হাদীসের প্রমাণের সাহায্যে কি ভাবে কথা বলেছেন এবং তাদের মধ্য থেকে যারা নিজেদের বুদ্ধির সাহায্যে অভিমত ব্যক্ত করতেন কিভাবে তাদের কথা রদ করেছেন।

আয়েশা (রা) উমর ও ইবনে উমরের দৃষ্টিভংগি প্রত্যাখ্যান করেছেন

"মুহাম্মদ ইবনে মুনতাশির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশাকে (রা) ইবনে উমরের (রা) কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম। ইবনে উমর (রা) বলতেন :

www.amarboi.org

ইহরাম বাঁধা অবস্থায় আমার গা থেকে খোশবু বের হবে এটা আমি পছন্দ করি না।(মুসলিমের বর্ণনায় বলা হয়েছে : এরকম করার চাইতে আমার গায়ে আলকাতরা লেগে থাকবে তা আমি বেশী পছন্দ করবো।) একথায় আয়েশা (রা) বলেন : আমি নিজেই নবী (স)- কে খোশবু লাগিয়ে দিয়েছি তারপর তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে গিয়েছেন এবং এরপর তিনি ইহরাম বেঁধেছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৮]

ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলা হয়েছে : সাঈদ ইবনে মনসুর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন : ইহরাম বাঁধার সময় খোশবু লাগালে কোন দোষ নেই। আব্দুল্লাহ বলেন, আমি ইবনে উমরের পাশে বসা অবস্থায় এক ব্যক্তিকে ডাকলাম তারপর তাকে আয়েশার নিকট পাঠালাম। আমি তাঁর কথা জানতাম। কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিল আমার পিতাকে তা শুনাবো। তারপর আমার প্রেরিত ব্যক্তি ফিরে এলো এবং বললো, আয়েশা বলেছেন, ইহরাম বাঁধার সময় খোশবু লাগালে কোন দোষ নেই। তিনি তোমার জন্য যা প্রকাশ করেছেন তা জানিয়ে দিলাম। আব্দুল্লাহ বলেন, ইবনে উমর চুপ থাকলেন। এভাবে সালেম উবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমরও আয়েশার হাদীসের ক্ষেত্রে তার পিতার ও দাদার বিরোধিতা করেন। ইবনে উয়াইনা বলেন : উমর ইবনে দীনার সালেম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি খোশবু সম্পর্কে উমরের কথা উল্লেখ করেন তারপর বলেন : আয়েশা বলেন–এরপর হাদীস উল্লেখ করেন। সালেম বলেন, রসূলের হাদীসের অনুসরণ করাই আমাদের কর্তব্য।"[৪৯]

হাফেয ইবনে হাজার বলেন : "এ হাদীস থেকে একথাই গ্রহণ করা যায় যে, বিভিন্ন ঘটনায় দ্বিধান্বিত ব্যক্তি হাদীসের দিকে ফিরে যাবে, বিভিন্ন ব্যক্তির অভিমতের তুলনায় এটাকে যথেষ্ট মনে করবে, এতেই সন্তুষ্ট থাকবে।"[৫০] পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে আমি বলবো, এখানে বিভিন্ন ব্যক্তি বলতে উমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে বুঝানো হয়েছে। তাঁরা উভয়েই ইলমসম্পন্ন ও মর্যাদাবান ছিলেন। আল্লাহর রসূল ছাড়া আর কেউ ভুলের উর্ধে ছিলেন না।

আয়েশা ও উম্মে সালামা আবু হুরাইরা ও ফযল ইবনে আব্বাসের দৃষ্টিভংগি প্রত্যাখ্যান করেছেন

"আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হারেস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবু হুরাইরা (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি যে ব্যক্তির ফরয গোসলের প্রয়োজন থাকা অবস্থায় ফজরের নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হয় সে যেন রোযা না রাখে। তারপর আমি এ কথাটি আব্দুর রহমান ইবনে হারেসের নিকট উল্লেখ করি। তিনি কথাটি অস্বীকার করেন। তারপর আব্দুর রহমান ও আমি উম্মে সালামা ও আয়েশার নিকট যাই। তখন আব্দুর রহমান উভয়কে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তাঁরা উভয়ে বলেন, নবী করীম (স) এহতেলামের (স্বপ্নদোষ) কারণে নয়, সহবাসের কারণে ফরয গোসলের প্রয়োজন নিয়ে ফজর পর্যন্ত থেকেছেন। তারপর রোযা রেখেছেন। তারপর আমরা আবু হুরায়রার

www.amarboi.org

কাছে আসি। তিনি বলেন, তারা উভয়ে কি তোমাদের এ কথা বলেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। আবু হুরাইরা বলেন, তাঁরা আমার চেয়েও এ বিষয়ে বেশী অবগত। তারপর আবু হুরাইরা এ বিষয়ে ফযল ইবনে আব্বাস যা বলেছেন তা উল্লেখ করেন। এরপর তিনি বলেন, আমি ফযল থেকে শুনেছি কিন্তু রসূল থেকে শুনিনি। আব্দুর রহমান বলেন : অতপর আবু হুরাইরা এ ব্যাপারে তাঁর কথা ফিরিয়ে নেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫১]

আয়েশা আব্দুল্লাহ ইবনে আমরের দৃষ্টিভগির প্রতিবাদ করেন

"উবাইদ ইবনে উমাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়েশার নিকট সংবাদ পৌছলো যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর গোসলের সময় মেয়েদের মাথার চুলের খোঁপার মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে পানি ঢোকাবার নির্দেশ দিয়েছেন। আয়েশা বলেন, ইবনে আমর এটা কি আশ্চর্য কথা বলেন! তিনি গোসলের সময় মেয়েদের চুলের খোঁপা কচলাবার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি কি মেয়েদের মাথা মুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিচ্ছেন না? তারপর তিনি বলেন, আমি ও নবী (স) একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম এবং আমার মাথায় তিনবারের বেশী পানি ঢালতাম না।" (মুসলিম)[৫২]

আয়েশা ইবনে আব্বাসের দৃষ্টিভংগি প্রত্যাখ্যান করেন

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ান আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহার কাছে এ মর্মে পত্র লিখলেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে ব্যক্তি হাদী বা কুরবানীর জন্তু (মক্কায়) প্রেরণ করলো তা কুরবানী না করা পর্যন্ত তার জন্য ঐ সব কাজ করা হারাম যা হাজীদের জন্য হারাম। এ পত্র পেয়ে আয়েশা বললেন : ইবনে আব্বাস যা বলেছেন প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর হাদী বা কোরবানীর পশুর কালাদা (গলার রশি) পাকিয়েছিলাম এবং রসূল (স)-এর নিজ হাতে তা পশুর গলায় বেঁধে দিয়ে আমার পিতার হাতে (মক্কায়) প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু এর পরও তা কোরাবানী না করা পর্যন্ত আল্লাহর হালাল করা কোন জিনিস রাসূলুল্লাহ (স) এর প্রতি হারাম হয়নি। অর্থাৎ কোরবানীর পশু প্রেরণের পর তিনি এহরামকারীদের মত জীবন যাপন না করে স্বাভাবিক ভাবেই জীবন যাপন করেছেন।" (বুখারী)[৫৩]

ইবনে উমর ইবনে আব্বাসের দৃষ্টিভংগি প্রত্যাখ্যান করেছেন

"ওয়াবরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইবনে উমরের কাছে বসেছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, আমার কি আরাফাতে পৌছার পূর্বে বায়তুল্লাহ তওয়াফ করা উচিত হবে? ইবনে উমর বললেন, হ্যাঁ! তখন তিনি বললেন : ইবনে আব্বাস বলেছেন : রসূল (স) আরাফাতে পৌছার পূর্বে বায়তুল্লাহ তওয়াফ করবে না। একথা শুনে ইবনে উমর বললেন : রসূল (স) আরাফাতে পৌছার পূর্বে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। কজেই তোমার জন্য রসূল (স)- এর কথা গ্রহণ করা অধিক উত্তম, না ইবনে আব্বাসের কথা, যদি তুমি সত্যনিষ্ঠ হও? অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ যদি তুমি সত্যনিষ্ঠ হও, তাহলে আল্লাহ ও রসূলের পদ্ধতি অনুসরণ করা তোমার কর্তব্য হবে, না অন্য কোনো ব্যক্তির পদ্ধতি?" (মুসলিম)[৫৪]

www.amarboi.org

ইবনে আব্বাস যায়েদ ইবনে সাবেতের দৃষ্টিভংগি প্রত্যাখ্যান করেছেন

"আকরামা থেকে বর্ণিত। মদীনাবাসীরা ইবনে আব্বাসের নিকট জনৈক মহিলার ব্যাপারে জানতে চাইলো। মহিলাটির তওয়াফ করার পর হায়েয শুরু হয়। তিনি তাদেরকে বললেন : তার (থেমে যাবার দরকার নেই বরং) সামনের দিকে চলা উচিত। কিন্তু তারা বললো, আমরা যায়েদের কথা বাদ দিয়ে আপনার কথা গ্রহণ করবো না। তিনি বললেন, তোমরা মদীনায় পৌঁছে এ প্রশ্ন করো। যাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিলেন উম্মে সুলাইমও। তিনি তার জবাবে উম্মুল মুমিনীন হযরত সফিয়্যার (রা) হাদীস উল্লেখ করেন। হযরত সফিয়্যা (রা) মিনা থেকে ফিরে এসে বায়তুল্লাহ তওয়াফ করেন, তারপর তাঁর হায়েয শুরু হয়ে যায়। তখন রসূল (স) বলেন : তার থেমে না গিয়ে চলা উচিত।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫]

ইমরান ইবনে হোসাইন উমর ইবনুল খাত্তাবের দৃষ্টিভংগি প্রত্যাখ্যান করেন

ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহর কিতাবে হজ্জে তামাত্তু সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং রসূল (স) এ সম্পর্কে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর হজ্জে তামাত্তুকে পরিবর্তন করার জন্য কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি এবং রসূল ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত এটা নিষেধ করেননি, অথচ কোন এক ব্যক্তি যেভাবে উচ্ছা সেভাবে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (এখানে হযরত উমর সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা উমরই প্রথম ব্যক্তি যিনি তামাত্তু হজ্জ করতে নিষেধ করেছিলেন।)" (বুখারী ও মুসলীম)[৫৬]

আলী ইবনে আবু তালেব উসমান ইবনে আফফানের অভিমত প্রত্যাখ্যান করেন

"সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়েব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হজ্জে তামাত্তু-এর ব্যাপারে আসফান নামক স্থানে রালী ও উসমানের মধ্যে মতানৈক্য হয়। আলী বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কাজ করেছেন তা করতে নিষেধ ছাড়া আপনার আর বক্তব্য কি? (একথায় হযরত উসমান (রা) বলেন : আমাকে আমার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও।) বর্ণনায় বলেন : এ অবস্থা দেখে আলী একই সাথে দুটোর (হজ্জ ও উমরা) ইহরাম বাঁধেন। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে : তিনি বললেন, মাত্র এক ব্যক্তির কথায় নবী (স)-এর সুন্নাতকে পরিত্যাগ করতে পারি না।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫৭]

ইবনে আব্বাস ইবনে যুবাইয়েরের অভিমত গ্রহণ করেননি

"মুসলিম আল কুরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইবনে আব্বাসকে হজ্জে তামাত্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি তার অনুমতি দিলেন। অথচ ইবনে যুবাইর তা থেকে নিষেধ করেছেন। ইবনে আব্বাস বলেন, এ হলো যুবাইরের মা, তিনি রসূলের সাথে কথা বলেছেন, রসূল তাতে অনুমতি দিয়েছেন। তোমরা তার কাছে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর। তখন আমরা তাঁর কাছে গেলাম। তিনি ছেলেন একজন অন্ধ মোটা মহিলা। তিনি বললেন, রসূল (স) এর অনুমতি দিয়েছেন।" (মুসলিম)[৫৮]

www.amarboi.org

ইবনে আবদুল বার তাঁর জামে বায়ানুল ইলম গ্রন্থে আবু সামাহ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। "আবু সামাহ বলেন : মানুষ শীঘ্রই এমন এক যুগের সম্মুখীন হবে, যখন সফর করা মানুষের জন্য কঠিন হবে। তারপর সে চলতে থাকবে, শেষ পর্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়বে এবং সুন্নাতের ভিত্তিতে ফতোয়া দানকারী ব্যক্তির সন্ধান করবে। অবশেষে সন্দেহজনক ফতোয়া ছাড়া কিছুই পাবে না।"[৫৯]

আল্লাহর বিধান ও তার মর্যাদাকে সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করার কথা আমাদের ভাবতে হবে। এখানে যে সমস্ত হাদীস উল্লিখিত হয়েছে এবং তার মাধ্যমে বিভিন্ন লোকের অভিমত বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তার ফলে মুমিনদের পথ চলা সহজ হবে এং তারা কঠোরতা পরিহার করতে পারবে।

উত্তম শোকর ও কৃতজ্ঞতা

এ গ্রন্থটি লেখার কাজ শুরু করার পর প্রথম থেকে আমার আকাংখা ছিল আমি গ্রন্থ প্রণয়নে যেসব জ্ঞানী বন্ধুদের ইলম থেকে উপকৃত হয়েছি প্রথমেই তাদের কথা উপস্থাপন করবো। আমি যা লিখেছি তা সংশোধনে তাঁদের মূল্যবান দিক-নির্দেশনা দিয়ে তাঁরা আমাকে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, সেজন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। এসব সম্মানিত বন্ধুদের মধ্যে আমি প্রথমে ডঃ ইউসূফ আল কারদাভীর কথা উল্লেখ করবো। তিনি আমার লেখা গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় পুংখানুপুংখরূপে পড়েছেন এবং বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যে সব দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, তাতে আমি আনন্দিত হয়েছি এবং তার চেয়ে বেশী উপকৃত হয়েছি। তারপর তিনি আধুনিক মুসলিম নারীদের অনেক সংকটের প্রতি ইংগিত করায় গ্রন্থটি নতুনভাবে তৈরি করে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। আশা করি যাদের কাছে আমি এ গ্রন্থটি পেশ করছি তাঁরা আমার সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করবেন।

আর অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব যারা এ গ্রন্থের কোন কোন অধ্যায় পাঠ করেছেন, তাদের সংখ্যা অনেক। তাদের মধ্যে যারা আরব দেশের অধিবাসী বিশেষভাবে আমি তাদের কিছু সংখ্যকের নাম উল্লেখ করছি। তাদের মধ্যে রয়েছেন আমার সম্মানিত শিক্ষক শায়খ মুহাম্মদ আল গাযযালী। তিনি অনুচ্ছেদের বিরাট অংশ অধ্যয়ন করেছেন এবং তাঁর অভিমত পাঠিয়েছেন। তারপর রয়েছেন ডঃ ইয্যুদ্দিন ইবরাহীম, উসতাদ মুহিউদ্দিন আতিয়া, ডঃ ইউসুফ আবদুল মু'আত্তী, ডঃ মুহাম্মদ কামাল আবুল মাজ্দ, ডঃ মুহাম্মদ আল মেহেদী আল বদরী, উসতাদ তারেক বুশরা, (মিসর), ডঃ আশকর, ডঃ কামেল যাগমুত (ফিলিস্তিন), উসতাদ রাশেদ আল গানুসী (তিউনিস), উসতাদ আহমদ আর রিসূনী (মরক্কো)। এ শিক্ষকগণ কোন কোন বক্তব্য ও অভিমত সংশোধন করার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। এ সকল বন্ধু-বান্ধবের জন্য আল্লাহর কাছে উত্তম পুরস্কারের প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই দেওয়ার সামর্থ আমার নেই।

এ গ্রন্থ রচনায় যিনি আমার সার্বক্ষণিক সহযোগী ছিলেন তিনি হলেন আমার জীবন সংগিনী সাইয়েদা মালেকা যয়নুদ্দিন। সে গবেষণা ও গ্রন্থ রচনার কাজে পর্যাপ্ত সময়

www.amarboi.org

ব্যয় করে শুধু আমাকে সাহায্য করেনি বরং এ ব্যাপারে তার গভীর মানসিক সংযোগও ছিল। সন্তান ও গৃহ থেকে বহুদূরে দীর্ঘ সফরে সে আমার সংগ দিয়েছে, যাতে আমি সুস্থ মস্তিষ্কে কাজ করতে পারি এবং অন্য যে কোন কাজ বাদ দিয়ে বই লেখার কাজে মনোনিবেশ করতে পারি। শুধু তাই নয়, গবেষণা কাজেও সে আমাকে সাহায্য করেছে। একটি হাদীসের জন্য বুখারীর বর্ণনাসমূহ একত্রিত করেছে। অপরিচিত শব্দের অর্থ বের করেছে। এ ছাড়াও প্রামাণ্য কপিকে পূর্ণাংগরূপ দেওয়ার জন্য তার সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা থাকতো, যাতে টিকাসমূহ ও তার বইয়ের কোন জিনিস প্রামাণ্য কপি থেকে বাদ না পড়ে। এ ছাড়াও সে গবেষণার কোন কোন বিষয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনার সময় মূল্যবান মত প্রকাশ করে, যা আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। আল্লাহ তাকে হেফাযত করুন এবং তাকে সার্বক্ষণিক সুস্থতা ও কল্যাণ দান করুন। আমার নিজের এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে তার জন্য রইলো পূর্ণাংগ প্রতিদান।

দোয়া ও অক্ষমতা

প্রথমত আল্লাহর নবী মূসা (আ) যে দোয়া করেছেন আমি সে দোয়া দিয়েই শুরু করছি।

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْلِيْ أَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِي .

"হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও এবং আমার কাজ সহজ করে দাও। আমার জিভের জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।" (তা-হা : ২৫-২৮)

তারপর করছি নবী মুহাম্মদ (স)-এর দোয়া :

اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم.

"হে আল্লাহ! তুমি আকাশ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, গোপন ও প্রকাশ্য তুমি জান। যে জিনিস নিয়ে মানুষ মতপার্থক্য করে তুমি তার ফয়সালা কর। যখন সত্য জিনিসের মধ্যে মতপার্থক্য হয়, তখন তুমি তোমার ইচ্ছায় আমাকে সঠিক পথ দেখাও। তুমি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথের সন্ধান দাও।" (মুসলিম)[৬০]

আর অক্ষমতা, সে অক্ষমতা হলো এ বিরাট দায়িত্ব ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের ব্যাপারে দুর্বল ব্যক্তির দুর্বলতা।

এ গ্রন্থে সর্বাবস্থায় দুটো দিকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। একটি হচ্ছে, কুরআন সুন্নাহর 'নস'সমূহের উপর নির্ভর করার চেষ্টা করা এবং দ্বিতীয়টি হচ্চে, নস'সমূহের প্রমাণাদির প্রতি গভীর দৃষ্টি দেওয়া, যাতে করে এগুলোর ভিত্তিতে প্রামাণ্য রচনা তৈরি করা সম্ভব হয়। গবেষকদের পথ অনুসরণ করতে গেলে এ উভয় প্রচেষ্টারই প্রয়োজন। তবে এটা একটি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং একটি বিরাট ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ের দিকের সাথে

www.amarboi.org

সংশ্লিষ্ট। এর অনেকগুলো দিকের মধ্য থেকে মাত্র একটি দিকের ব্যাখ্যা এখানে করা হয়েছে। কিন্তু এর অনেকগুলো দিক বাকী থেকে গেছে। তার ব্যাখ্যা ও তা গ্রহণের জন্য এ চেষ্টা যথেষ্ট নয়। যে কারণে সম্ভবত এখানে- ওখানে ভুল থাকা স্বাভাবিক।

আল্লাহর হেদায়াত সম্বলিত 'নস'সমূহ সম্পর্কে দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনা করার পর আমি দেখেছি এতে রয়েছে সূক্ষ্ম হস্তের মহামূল্য কারিগরি দক্ষতা, যা অত্যন্ত সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে এর সৌন্দর্য প্রকাশ করেছে। আমি আল্লাহর কাছে আমার দুর্বল শক্তি, নগণ্য প্রচেষ্টা ও লেখার ত্রুটির জন্য অক্ষমতা প্রকাশ করছি। এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমার অক্ষমতার বিচার না করেন, তা ক্ষমা করে দেন এবং পুরুষ ও নারীদের মধ্য থেকে হৃদয়বান মুমিন, সূক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী ও যোগ্য লেখক সৃষ্টি করেন, যারা নিয়মিত প্রচেষ্টা চালাবে এবং আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বকে সকল মানুষের কাছে পৌছিয়ে দেবে।

পরিশেষে পাঠকদের নিকট আমার আহ্বান, আল্লাহ সকল কাজের পরিচালক এবং তাঁর রসূল (স) হলেন দ্ব্যর্থহীন প্রচারক ও সংবাদদাতা। আর আমি একজন বহনকারী, বর্ণনাকারী ও উদ্ধৃতকারী মাত্র। আমি শুধু আল্লাহর নির্দেশ ও রসূলের (স) ব্যাখ্যা ও বর্ণনা বহনকারী। নস বর্ণনা অথবা তা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আমার কোনো মতামত পাওয়া গেলে পাঠক আল্লাহর নির্দেশ ও রসূলের বর্ণনার প্রতি দৃষ্টি রেখে ইচ্ছা করলে আমার মত গ্রহণ ও বর্জন করতে পারেন। এটা তাঁর দৃষ্টিভংগি ও দূরদর্শিতা। আমি যা বলেছি তার কোন অংশ পাঠক পরিত্যাগ করতে পারেন এবং নসের আলোকে তা গ্রহণ করতে পারেন। কেননা এ নস হলো আল্লাহ প্রদত্ত এমন একটি আলোকবর্তিকা, যা সত্যের সন্ধানীদের আলোর পথ দেখাবে।

আমার এ রচনা সম্মানিত পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে আমি আনন্দিত হবো।

ভূমিকার প্রমাণপঞ্জী

["সহী আল বুখারীর খন্ড ও পৃষ্ঠার উল্লিখিত টিকা অনুসন্ধানের জন্য কায়রো থেকে মোস্তাফা আল হালাবী কর্তৃক প্রকাশিত বুখারী শরীফের শরাহ ফতহুল বারী দেখতে হবে। অন্যদিকে মুসলিম শরীফের টিকা অনুসন্ধানের জন্য ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত মুসলিম এর সহী মুসলিম দেখতে হবে।"]

১. সহী জামে আসসগীরঃ হাদীস নং ২৩২।

২. সহী বুখারী : অত্যাচার অধ্যায়; তোমার ভাই অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত সর্বক্ষেত্রে তাকে সাহায্য কর অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ২৩ পৃষ্ঠা।

৩. সহী বুখারী : ঘৃণাকরা অধ্যায়, যদি হত্যা করা বা এ জাতীয় দুর্ঘটনার আশংকা থাকে সেক্ষেত্রে বন্ধ বা আপন জনের বিরুদ্ধে শপথ করে কিছু বলা অনুচ্ছেদ, ১৫ খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদাচার ও শিষ্টাচার অধ্যায়, তোমার ভাই অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত সর্বক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করো অনুচ্ছেদ,৮ খন্ড, ১৯ পৃষ্ঠা।

৪. তিনি শায়খ আবদুল্লাহ বিন যায়েদ আলে মাহমুদ, কাতারের ইসলামিক এফেয়ার্স ও শরিয়ত কোর্টের প্রধান বিচারপতি। এ কথাগুলি তার লিখিত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এর শিরোনাম হলো: "গুনবতী মুসলিম রমনীর প্রশংসনীয় চারিত্রিক গুণাবলী"।

www.amarboi.org

৫. তিনি হলেন, ডঃ ইউসুফ আল কারদাভী তাঁর বইয়ের ভূমিকায় তিনি এ কথাগুলি বলেছেন তাঁর এ কিতাবটির নাম "ফাতওয়া-ই-মু'আসিরা" বা সমকালীন সমস্যাবলীর সমাধান ।

৬ -ক,খ. সহী বুখারীঃ জিহাদ অধ্যায়, জিহাদের ফযিলত অনুচ্ছে, ৬ খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা ।

৭. সহী মুসলিমঃ সাহাবীদের ফযিলত বা গুণাবলী অধ্যায়, হযরত আয়েশার (রা) ফযিলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা ।

৮. সহী বুখারী : ইল্ম অধ্যায়ঃ মহিলাদের শিক্ষার জন্য কি একদিন নির্দিষ্ট করা হবে অনুচ্ছেদ, ১ খন্ড, ২০৬ পৃষ্ঠা । সহী মুসলিম : আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক ও শিষ্ঠাচার অধ্যায়, এমন পিতা যার মৃত্যুর পর ছেলে তার হিসাব নিকাশের দায়িত্ব নেয় অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা ।

৯. সহী মুসলিম : দুই ঈদ অধ্যায়, ৩ খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা ।

১০. সহী বুখারী : চারিত্রিক গুণাবলী অধ্যায়, হযরত রসূল (স) ও তাঁর সাহাবীদের মদীনায় হিযরত অনুচ্ছেদ, ৮ম খন্ড, ২৩৩ পৃষ্ঠা ।

১১. ফতহুল বারী : ৮ম খন্ড, ২৩৩ পৃষ্ঠা ।

১২. সহী বুখারী : সূরা আল আহযাবের তাফসীর অধ্যায়, আল্লাহ বলেন :

إن تبدوا شيئا أو تخفوه فان الله كان .....

আয়াতের শেষ অব্দি অনুচ্ছেদ, ১০ খন্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা । সহী মুসলীম : দুধপান অধ্যায়, বংশগত সন্তান থেকে যা হারাম হয় দুধ পান জনিত সন্তান থেকেও তা হারাম অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা ।

১৩. ফতহুল বারী : ১ খন্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা ।

১৪. ফতহুল বারী : ১১ খন্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা ।

১৫. ফতহুল বারী : ৪ খন্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা

১৬. ইমাম সারখসীর আল মাবসূত, ১ খন্ড, ১৪৫-১৪৬ পৃষ্ঠা ।

১৭. সহী মুসলিম : হজ্জ অধ্যায়, রসূল (স) এর হজ্জ অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৪২ পৃষ্ঠা ।

১৮. সহী ফতহুল : অনুমতি গ্রহণ অধ্যায়, আল্লাহ বলেনঃ يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم অনুচ্ছেদ, ১৩ পৃ । সহী মুসলিম : হজ্জ অধ্যায়, সময় ও বার্ধক্য প্রভৃতি কারণে অপারগ ব্যক্তিদের হজ্জ অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১০১ পৃষ্ঠা ।

১৯. দেখুন এ বইয়ের ৩ অধ্যায়ের ৫ অনুচ্ছেদ, বিষয় : সামাজিক ও কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও পুরুষদের সাথে দেখা দেয়া প্রসংগ ।

২০. মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ : বিবাহ অধ্যায়, মহিলাদের জন্য কোন জিনিসটা সব চাইতে কল্যাণকর অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা ।

২১. এহইয়াউ উলূমুদ্দীন, বিবাহ অধ্যায়, ৩ অনুচ্ছেদ, সামাজিক শিষ্টাচার-একজন পুরুষ কিভাবে তার আত্মমর্যাদা সংরক্ষণ করতে পারে ।

২২. এ বইয়ের ৩ অধ্যায়ের ৫ অনুচ্ছেদ দেখুন : সামাজিক কর্মকান্ডে মেয়েদের অংশগ্রহণ ও পুরুষদের সাথে দেখা সাক্ষাত, মেয়েদের মসজিদে একত্রে ইবাদতে অংশগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা পর্ব ।

২৩. ৪ অধ্যায়ের ১ অনুচ্ছেদে এ হাদীসটির আলোচনা দেখুন ।

২৪. ৪ অধ্যায়ের ৩য় অনুচ্ছেদ দেখুন ।

২৫. ই'লামুল মুওয়াকইক'য়ীন, ৩ খন্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা ।

২৬. ইমাম শওকানীর আদাবুত তলব কিতাব দেখুন ।

২৭. সহী বুখারী : বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী অধ্যায়, নবুয়তের নিদর্শন-সমূহ অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ৪৪৫ পৃষ্ঠা ।

www.amarboi.org

২৮-ক. এ হাদীসটি মিশকাত শরীফে বর্ণীত হয়েছে, হাদীস (১ খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা ২৪৮ নং হাদীস) বিশারদ ও গবেষক নাসেরউদ্দিন আলবানী উল্লেখ করেছেন যে, হাফেজ আলাবী এ হাদীসের কতিপয় বর্ণনা পরস্পরকে সহী বলেছেন।

২৮-খ. সহী জামে আস্‌সগীর, ১৮৭০ নং হাদীস

২৯. ফতহুল বারী : ৩ খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা।

৩০. সহী বুখারী : দুই ঈদ অধ্যায়, ঋতুবতী মহিলার নামাযের স্থান ত্যাগ অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ১২২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : দুই ঈদের নামায অধ্যায়, মেয়েদের ঈদের নামাযে যোগদান দোষণীয় নয় অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা।

৩১. সহী সুনানে ইবনে মাজাহ : ভূমিকা, শিক্ষা সম্প্রসারণ অনুচ্ছেদ, ১৮৭ নং হাদীস।

৩২. ইমাম বুখারী তাঁর কিতাবে ইলম অধ্যায়ে প্রাসংগিকভাবে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, বিদ্যা অর্জনের জন্য বিদেশে গমন অনুচ্ছেদ, ১ খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা। (হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, ইমাম বুখারী এ হাদীসটি তাঁর আল আদাব আল মুফরাদ নামক গ্রন্থে এবং ইমাম আহমদ ও আবু ইয়ালী তাদের মুসনাদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।)

৩৩. সহী বুখারী : ইলম অধ্যায়, গৃহস্বামীর তার পরিবার ও ক্রীতদাসীকে শিক্ষাদান অনুচ্ছেদ, ১ খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠা।

৩৪-ক. এ হাদীসটি ফতহুল বারী নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার বলেন, দারামীও সহী সনদ সহকারে তা বর্ণনা করেছেন, ১ খন্ড, ২০২ পৃষ্ঠা।

৩৪-খ. সহী জামে আসসগীর, হাদীস নং ২৩২৯ দ্রষ্টব্য।

৩৫. সহী মুসলিমঃ ইলম অধ্যায়, যে ব্যক্তি কোন ভাল বিষয়ের প্রচলন করে বা খারাপ বিষয়ের এবং যে ব্যক্তি সত্যের দিকে আহবান করে বা বিভ্রান্তি ও মিথ্যার দিকে আহবান করে অনুচেছদ, ৮ খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা।

৩৬. মুয়াত্তা ইমাম মালেক : তাকদীর অধ্যায়, তাকদীর সম্পর্কে আলোচনা নিষিদ্ধ অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ৮৯৯ পৃষ্ঠা এবং সহী জামে আসসগীর, ২৯৩৪ নং হাদীস।

৩৭. সহী বুখারী : হজ্জ্ব অধ্যায়, যার সাথে কুরবানীর পশু নেই তার জন্য হজ্জ্বে তামাত্তু, কিরান ও ইফরাদ করার বর্ণনা অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা।

৩৮. মাজমাউয যওয়ায়েদ : ইলম অধ্যায়, যে ব্যক্তি হারামকে হালাল করে ফেললো অথবা হালালকে হারাম করে নিল অথবা কোন সুন্নাতকে প্রত্যাখ্যান করলো অনুচ্ছেদ, হাফেজ হাইছামী বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম তাবারানী "আল আওসাত" নামক গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনাকারীগণ সবাই সহী-এর পর্যায়ভুক্ত, ১ খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা।

৩৯. সহী বুখারী : পানীয় অধ্যায়, দাঁড়িয়ে পান করা অনুচ্ছেদ, ১২ খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা।

৪০. ফতহুল বারী : ১২ খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা।

৪১. সহী বুখারী : কুরআন সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করা অধ্যায়, রসূল (স)-এর উক্তি তোমাদের পূর্বসুরীরা সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেছে অনুচ্ছেদ, ১৭ খন্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : ইলম অধ্যায়, ইহুদী ও নাসারাদের পদ্ধতির অনুসরণ অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা।

৪২. সিলসিলাতুল আহাদীস আস সহীহ বা সহীহ হাদীস সিরিজ দ্রষ্টব্য ১৬৮ নং হাদীস।

৪৩. নাসের উদ্দিন আলবানী লিখিত "মুসলিম নারীদের পর্দা" বই দ্রষ্টব্য।

৪৪. সহী বুখারী : মুরতাদদেরকে তওবা করার জন্য আহবান করা অধ্যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেয়ার জন্য কোন যিম্মিকে বা অন্য কাউকেও আদালতে পেশ

www.amarboi.org

করা অনুচ্ছেদ, ১৫ খন্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সন্ধি বা শান্তি অধ্যায়, ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে সন্ধির ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিষিদ্ধ এবং কিভাবে তাদের প্রত্যুত্তর দিতে হবে অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ৪ পৃষ্ঠা।

৪৫. সহী মুসলিম : সদাচরণ, আত্মীয়দের সাথে সদাচার ও সুসম্পর্ক এবং শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুগ্রহ ও দয়া অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা।

৪৬. সহী বুখারী : কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা অধ্যায়, ১৭ খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা।

৪৭. ফতহুল বারী : ১৭ খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা।

৪৮. সহী বুখারী : গোসল অধ্যায়, সুগন্ধি ব্যবহারের পর গোসলকারীর শরীরে সুগন্ধির প্রভাব থাকা সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ, ১ খন্ড, ৩৯৬ পৃষ্ঠা। সহীহ মুসলিম : হজ্জ্ব অধ্যায়, ইহরাম বাঁধা অবস্থায় সুগন্ধি নিষিদ্ধ হওয়ার অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা।

৪৯. ফতহুল বারী : ৪ খন্ড, '১৪০, ১৪২ পৃষ্ঠা।

৫০. ফতহুল বারী : ৪ খন্ড, '১৪১, ১৪২ পৃষ্ঠা।

৫১. সহী বুখারী : রোযা অধ্যায়ঃ এমন রোযাদার ফজরের সময় যার গোসল ফরয হয়েছে অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : রোযা অধ্যায়, এমন রোযাদার যে ফজরের সময় নিজেকে নাপাক অবস্থায় পেল অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা।

৫২. সহী মুসলিম : মাসিক ঋতু অধ্যায়, ঘনচুল বিশিষ্ট মহিলার গোসল পদ্ধতি অনুচ্ছেদ, ১ খন্ড ১৭৯ পৃষ্ঠা।

৫৩. সহী বুখারী : হজ্জ্ব অধ্যায়, যে নিজ হাতে কুরবানীর পশুর গলায়-দেহে কুরবানীর প্রতীক বেঁধে দেয় অনুচ্ছেদ, ৪খন্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা।

৫৪. সহী মুসলিম : হজ্জ্ব অধ্যায়, হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধলে যা করণীয় এবং তারপর সাঈ বা তওয়াফের উদ্দেশ্যে মক্কায় যাওয়া অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৫৩ পৃষ্ঠা।

৫৫. সহী বুখারী : হজ্জ্ব অধ্যায়, তওয়াফে ইফাদা করার পর যদি কোন মহিলার ঋতু এসে যায় অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : হজ্জ্ব অধ্যায়, বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব কিন্তু হায়েয অবস্থায় মহিলাদের জন্য ওয়াজিব নয় অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা। হাদীসে সাফীয়্যায় এ নসটি উল্লিখিত হয়েছে এবং ইমাম মুসলিম তা উদ্ধৃত করেছেন।

৫৬. সহী বুখারী : হজ্জ্ব অধ্যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে হজ্জ্বে তামাত্তু অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা সহী মুসলিম : হজ্জ্ব অধ্যায়ঃ তামাত্তু হজ্জ জায়েয হওয়া অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা।

৫৭. সহী বুখারী : হজ্জ অধ্যায়, তামাত্তুঃ, কিরান ও ইফরাদ হজ্জ অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : হজ্জ অধ্যায়, তামাত্তু হজ্জ জায়েজ হওয়া সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা।

৫৮. সহী মুসলিম : হজ্জ অধ্যায়, হজ্জে যে সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করার সুযোগ রয়েছে অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা।

৫৯. ইবনে আবদুল বার এর প্রসিদ্ধ কিতাব জামে বায়ানুল ইলম ওয়াল ফদল, বিদ্যা ও তার গুরুত্বের বর্ণনা অনুচ্ছেদ, ৩২৪ পৃষ্ঠা।

৬০. সহী মুসলিম : মুসাফিরদের নামায অধ্যায়, শেষ রাতের নামাযে যে সব দোয়া পড়তে হয় অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

প্রথম অধ্যায়

আল-কুরআনে নারী ব্যক্তিত্ব

প্রথম অনুচ্ছেদ : আল কুরআনে উল্লিখিত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীর পরিচয়
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : আল কুরআনে উল্লিখিত নারীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রথম অনুচ্ছেদ

আল কুরআনে উল্লিখিত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীর পরিচয়

প্রসঙ্গ কথা

ইসলাম-পূর্ব আরবে নারীর মর্যাদা কোথায় নেমে গিয়েছিল শুরুতে সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কেননা আরব-অনারব তথা বিশ্বের সমস্ত জাতির দৃষ্টিতেই তারা ছিল লাঞ্ছিত, অবহেলিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত ও শোষিত। অসংখ্য বই-পুস্তকে তাদের এ করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নির্ভরযোগ্যভাবে সে ইতিহাস জানতে আগ্রহী পাঠকবৃন্দের তৃষ্ণা মিটাবার জন্য ডিওরেন্ট-এর লেখা *"সভ্যতার ইতিকথা"* বইটিই যথেষ্ট। তবুও আমাদের আলোচনায় ইসলাম-পূর্ব যুগের কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। তবে এ বইটি যে কারণে বেশী গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে, ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর ঐতিহ্যপূর্ণ ও গৌরবময় মর্যাদা, ঘরের বাইরে ও ভিতরে তার ওপর অর্পিত গুরু দায়িত্ব এবং সমাজকল্যাণ ও সামাজিক অগ্রগতিতে তার ভূমিকা ও কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়গুলির জ্ঞানগর্ভ আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে। কিন্তু শত শত বছরের আবর্তনে মুসলিম নারীর এই ঐতিহ্যময় কর্মকান্ড, তার উন্নত নীতিমালা ও বিধি-বিধানগুলি আস্তে আস্তে নানাবিধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে জরাজীর্ণ ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। কালক্রমে ১৪০০ হিজরীর প্রথম দিকে এসে তা কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধারণ করে। এ সময় পাশ্চাত্যের উপনিবেশবাদী সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে ঐতিহ্যবাহী ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এর স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে দু'টি বিপরীতমুখী ধারার সৃষ্টি হয়। একটি ধারা হঠাৎ করে চোখ ঝলসানো আলোকচ্ছটায় দিশেহারা হয়ে নারী প্রগতির নামে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি বিমুখ হয়ে দোষগুণসহ প্রগতির সোপান হিসেবে গ্রহণ করে। দ্বিতীয় ধারার অনুসারীরা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে। তার ভাল ও কল্যাণকর বিষয়গুলোর প্রতি নজর না দিয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যাবতীয় ভালো-মন্দ, রীতিনীতি, আচার-আচরণ ইত্যাদি অত্যন্ত রক্ষণশীলতার সাথে আঁকড়ে ধরে। শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে উভয় ধারার অনুসারীদের সামনেই পরস্পরের ভালো-মন্দ দিকগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। তখন তারা সহনশীলতার সাথে নারীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পরস্পরের অবস্থান মূল্যায়ন করতে শুরু করে। যদিও তাদের মূল্যায়নের মধ্যে অনেক ফারাক রয়ে গেছে। এ অবস্থায় ইসলামী সংস্কৃতি ও আদর্শের উজ্জীবনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ইসলামী পরিবেশের যেমন বিকাশ ঘটতে থাকে তেমনি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে উন্নত আদর্শের প্রশংসনীয় মডেল উপস্থাপনেরও প্রচেষ্টা শুরু হয়। অন্যদিকে অনেকের মধ্যে আবার তার বিপরীত ধ্যান-ধারণাও লক্ষ্য করা যায়। আমরা আশা করছি নিবেদিত প্রাণ আলেমদের মাধ্যমে এ প্রচেষ্টা আরও শক্তিশালী হবে এবং মেয়েরা ইসলামের দেয়া যথার্থ মর্যাদায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে ইসলামী সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে যথার্থ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

www.amarboi.org

শরীয়ত প্রণেতা মূলত কুরআন ও সুন্নাহে নারী ও পুরুষ উভয়কে সমানভাবে সম্বোধন করেছেন। মানবিক মর্যাদা থেকে শুরু করে অপরাধ দন্ডবিধি পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রে উভয়কেই সমান দৃষ্টিতে দেখেছেন। হ্যাঁ, শরীয়ত প্রণেতা নারী ও পুরুষের মধ্যে সীমিত পর্যায়ে কিছু পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। তবে সেখানে সমতাই হচ্ছে মূল এবং পার্থক্যটা মূলের ব্যতিক্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। নারী ও পুরুষের মধ্যে এ সাম্যের অবমাননা নিঃসন্দেহে আল্লাহর দেয়া শরীয়তের প্রকাশ্য বিরোধিতার শামিল।

ইমাম ইবনে রুশদ শরীয়তের সাম্যের বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : "মূলত নারী ও পুরুষ উভয়কে একত্রেই শরীয়তের বিধি-বিধানের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। শুধুমাত্র সেখানেই এর ব্যতিক্রম ঘটেছে, যেখানে আল্লাহ বা রসূল (স) বিশেষ কোন কারণে উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের নির্দেশ দিয়েছেন।"

কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়েদেরকে পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত করে শরীয়তের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটা উভয়ের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব স্বরূপ আল্লাহর বিশেষ করুণার বহিপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

নারী ও পুরুষ একই উৎস থেকে উৎসারিত

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً. وَاتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا. (سورة النساء : الآية ١)

"হে মানব জাতি! তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক আদম থেকে এবং সেই আদম থেকেই তার জীবন-সংগিনীকেও তৈরি করেছেন আর তাদের উভয়ের মাধ্যমে অগণিত নর-নারীকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা সেই আল্লাহকেই ভয় কর যার নাম স্মরণ করিয়ে দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছে নিজের অধিকার দাবী করে থাক। আর আপনজন ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্কের ফাটল ধরানো থেকেও সদা সতর্ক থাক। আল্লাহ কিন্তু তোমাদের কার্যকলাপের উপর অত্যন্ত কড়া দৃষ্টি রাখেন।" (সূরা নিসা-১)

মানবতার কল্যাণ সাধনে নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আল কুরআনের ভাষ্য

اِنَّ فِى خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ وَاخْتِلَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لاَيٰتٍ لاُوْلِى الاَلْبَابِ. الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ

www.amarboi.org

تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهُ. وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارِ. رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِى
لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ
الْاَبْرَارِ. رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَاتُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ
الْمِيْعَادَ . فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّى لَا اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقَاتَلُوْا
وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ثَوَابًا
مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ .

"আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে জ্ঞানী ও চিন্তাশীল লোকদের জন্য অসংখ্য নির্দশন রয়েছে। যারা দন্ডায়মান, বসা ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে, আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং এক পর্যায়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে: হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি অযথা ও বেহুদা কার্যকলাপ থেকে পূত পবিত্র। কাজেই হে আল্লাহ! আমাদের দোযখের আগুন থেকে রক্ষা কর। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি কাউকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে নিঃসন্দেহে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে ছাড়বে আর এসব জালেমদের সাহায্য করারও কেউ থাকবে না।

হে আমাদের রব! আমরা এক আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি, যিনি এ বলে আহ্বান করছিলেন যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন। কাজেই আমরা ঈমান এনেছি।

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের গুনাহ মাফ করে দাও। আমাদের যে দোষ-ত্রুটি রয়েছে তা দূর করে দাও এবং সৎ কর্মপরায়ণদের দলভুক্ত করে আমাদের মৃত্যু দিয়ো।

হে আমাদের প্রতিপালক! যুগ যুগ ধরে তোমার রসূলদের মাধ্যমে আমাদেরকে যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা আমাদের দান কর এবং বিচার দিবসে আমাদেরকে লাঞ্ছিত ও হেয় প্রতিপন্ন কর না। নিঃসন্দেহে তুমি কখনই ভঙ্গ কর না অঙ্গীকার।

তারপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের পুণ্য কাজে ব্রতী পুরুষ অথবা নারী কারও নেক আমল নষ্ট করে দেব না। তোমরা পরস্পর পরস্পরের অংশ বিশেষ। নারী-পুরুষ যারাই আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ত্যাগ স্বীকার করে হিজরত করেছে, নিজের আবাসভূমি হতে বহিস্কৃত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে, যুদ্ধে অংশ নিয়েছে এবং নিহত বা আহত হয়েছে, আমি তাদের সকল গুনাহ মাফ করে দেব এবং আল্লাহর পক্ষ হতে সর্বোত্তম পুরস্কার স্বরূপ অবশ্যই

www.amarboi.org

তাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাব যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত।" (সূরা আল ইমরান : ১৯০-১৯৫)

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَايُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا.

"পুরুষ বা নারী যে-ই নেক কাজ করবে (শর্ত হলো) যদি সে মুমিন হয়, তাহলে তারা অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও অবিচার করা হবে না।" (সূরা নিসা : ১২৪)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ، حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

"পুরুষ বা নারী যে-ই নেক কাজ করবে (শর্ত হলো) সে যদি ঈমানদার হয়, তাহলে তাকে এ দুনিয়াতে সম্মানের সাথে জীবন যাপন করাবো এবং পরকালে তাদের কৃতকার্যের উত্তম পুরস্কার দান করবো।" (সূরা আন নাহল : ৯৭)

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ .

"কেউ পাপাচারে লিপ্ত হলে সে তার কর্মের অনুরূপই সাজা পাবে। আর নারী ও পুরুষদের মধ্য থেকে যে-ই সৎ কর্ম করবে, সে যদি মুমিন হয়, তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সেখানে তাদেরকে অফুরন্ত রিযিক দানে ভূষিত করা হবে।" (সূরা মুমিন : ৪০)

জাহেলিয়াতের অজ্ঞতা ও নির্যাতন থেকে নারীর মুক্তিদান

ক. ক্রোধ, মানসিক নির্যাতন ও মেয়ে সন্তান প্রসবের ধিক্কার থেকে মুক্তিদান।

খ. অবরুদ্ধ ও মানবেতর জীবন যাপনের অভিশাপ থেকে মুক্তিদান।

গ. অভাব-অনটন ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার অজুহাতে মেয়েদেরকে জীবন্ত কবর দেয়ার অভিশাপ থেকে মুক্তিদান।

وَإِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْأُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ، مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيْمٌ. يَتَوٰرٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ اَيُمْسِكُهٗ، عَلٰى هُوْنٍ أَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ الأَسَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ .

"তাদের কাউকেও কন্যা সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেয়া হলে তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণা বোধ করতে থাকে। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয় তার প্রেক্ষিতে লজ্জায় ও গ্লানিতে সে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে, হীনতা সত্ত্বেও

www.amarboi.org

সে তাকে জীবিত রাখবে, না জীবিত মাটিতে পুঁতে দেবে। সাবধান! তারা কতই না নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত নেয়। (আন নাহল : ৫৮-৫৯)

وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِملَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ انَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيْرًا.

"তোমরা দারিদ্রের ভয়ে সন্তানদেরকে হত্যা কর না। তোমাদেরকে ও তাদেরকে তো আমিই রিযিক দিয়ে থাকি। সন্তানদের হত্যা করা অমার্জনীয় অপরাধ।" (বনী ইসরাঈল : ৩১)

وَاِذَا الْمَوْءُوْدَةُ سُئِلَتْ، بِأَىِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ .

"জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে যখন জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? (তাকবীর : ৮-৯)

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নারীকে উত্তম বস্তু থেকে বঞ্চিত করার কুপ্রথা থেকে মুক্তিদান

وَقَالُوْا مَا فِى بُطُوْنِ هَذِهِ الاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْوَاجِنَا وَاِنْ يَّكُمْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ.

"তারা বলে এসব গৃহপালিত পশুর গর্ভের জীবিত বাচ্চাগুলি শুধুমাত্র আমাদের পুরুষদের জন্য, আমাদের স্ত্রীদের জন্য তা হারাম। আর যদি সেসব মৃত অবস্থায় থাকে, তবে নারী ও পুরুষ সবাই তাতে অংশীদার। তাদের এরূপ বলার প্রতিফল আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে দেবেন। নিঃসন্দেহে তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।" (আল আনআম : ১৩৯)

নারীকে ভোগের সামগ্রী মনে করে তার উপর চেপে বসার মানসিকতা ও বিবাহের ব্যাপারে তার মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত করা থেকে মুক্তিদান

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا لاَ يُحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَتَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَاءَ أَتَيْتُمُوْهُنَّ إِلاَّ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا.

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য স্ত্রীদের ঘাড়ে জোরজবরদস্তি উত্তরাধিকারীর মত চেপে বসা হারাম, তাদের নিজস্ব সম্পদকে স্বাধীনভাবে খরচের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়ো না। তোমরা তাদেরকে যে মোহরানা দান করেছ জ্বালা-যন্ত্রণা বা চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে তা থেকে কিছু আত্মসাত করার চেষ্টাও করো না। হ্যাঁ, প্রকাশ্য ব্যভিচারের ক্ষেত্রেই শুধু তাদের উপর কষ্ট ও চাপ সৃষ্টি করা যেতে পারে। তাদের সাথে সৎ, সৌহার্দপূর্ণ ও হার্দ্য জীবন যাবন কর। বিশেষ কোন দুর্বল দিকের কারণে যদি

www.amarboi.org

তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে সম্ভাবনা আছে যে, তোমরা তাকেই অপছন্দ করছো যার মধ্যে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য অফুরন্ত কল্যাণ ও মঙ্গল রেখেছেন।" (আন নিসা-১৯)

বিবাহের মাধ্যমে গড়ে ওঠা নিকটতম পারিবারিক সম্পর্কের অপব্যবহার থেকে নারীকে মুক্তিদান

وَلاَ تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا وَّسَاءَ سَبِيْلاً. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِى أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوٰتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهٰتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الّٰتِى فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِنْ نِّسَائِكُمُ الّٰتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

"যেসব মহিলাকে তোমাদের পিতা-পিতামহরা বিবাহ করেছে তাদেরকে তোমরা কখনই বিবাহ করবে না। ইতিপূর্বে যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। নিসন্দেহে তা ঘৃণিত ও অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট আচরণ।

তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে তোমাদের মা, বোন, ফুফু, খালা, ভাইঝি, ভাগ্নী, দুধমা, দুধবোন, শাশুড়ী ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্য থেকে যার সাথে সংগত হয়েছে তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে; তবে যদি তাদের সাথে সংগত না হয়ে থাকে, তাহলে তাদের গর্ভে তাদের পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যাকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য অপরাধ নয়।

এমনিভাবে তোমাদের ঔরসজাত ছেলেদের স্ত্রীদের সাথেও বিবাহ হারাম করে দেয়া হয়েছে, যেমন হারাম করে দেয়া হয়েছে একত্রে দুই সহোদর বোনকে বিবাহ করা। ইতিপূর্বে যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" (আন নিসা-২২ ও ২৩)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها .

"স্ত্রীর খালা ও ফুফুদেরকে স্ত্রীর বিদ্যমানে বিবাহ করা যাবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)[১]

নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ

নারীর ব্যক্তিত্বের প্রতি আস্থা পোষণ করা হয়েছে এবং পুরুষের পাশাপাশি আল্লাহ নারীকেও সম্বোধন করেছেন

وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلّٰى. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنْثٰى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى .

www.amarboi.org

"রাত্রির শপথ যখন তা আচ্ছন্ন করে এবং দিনের শপথ যখন তা উদ্ভাসিত হয় আর শপথ সেই মহান সত্তার যিনি নারী ও পুরুষ উভয়কেই সৃষ্টি করেছেন। রাত্রি ও দিনের মতই তোমাদের কর্ম-প্রচেষ্টাও নিশ্চয়ই বিভিন্ন প্রকৃতির।" (আল লাইল-১-৪)

فَقُلْنَا يَاآدَمُ إِنَّ هذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقى. إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوْعَ فِيْهَا وَلاَ تَعْرى وَأَنَّكَ لاَتَظْمَؤُا فِيْهَا وَلاَ تَضْحى . فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطنُ قَالَ يَاآدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَّيَبْلى. فَأَكَلاَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى. ثُمَّ اجْتَبهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدى. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّى هُدًاى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقى .

"যখন আমি আদমকে বললাম, দেখ এ শয়তান কিন্তু তোমার ও তোমার স্ত্রীর দুশমন। কাজেই সে যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, তাহলে তোমরা দুর্ভোগের সম্মুখীন হবে। এখানে তুমি ক্ষুধার্ত হবে না, নগ্নও হবে না। আর এখানে পিপাসার্তও হবে না এবং রোদের উত্তাপে কষ্টও পাবে না। কিন্তু শয়তান আদমকে কুমন্ত্রণা দিল। সে আদমকে বলল হে আদম! আমি কি তোমাকে অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষ ও অক্ষয় রাজ্যের কথা বলব? শেষ পর্যন্ত তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ই সেই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করল; সাথে সাথেই জান্নাতী লেবাস ঝরে পড়ায় তারা পরস্পরের সামনে বিবস্ত্র হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি বিকল্প হিসেবে জান্নাতের গাছের পাতা দ্বারা নিজেদের লজ্জাস্থান আবৃত করল। আদম তার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল। ফলে সে বিভ্রান্ত হলো। এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন। তার তওবা কবুল করলেন ও হেদায়েত দান করলেন।

বললেন : তোমরা ও শয়তান একই সংগে জান্নাত থেকে নেমে যাও। শয়তান ও তোমরা পরস্পরের চির দুশমন। পরে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়াতের বাণী এলে যে আমার সে হেদায়েতের অনুসরণ করবে, সে বিভ্রান্ত হবে না এবং দুর্ভোগেও পতিত হবে না।" (তা-হা-১১৭-১২৩)

হযরত হাওয়ার (আ) প্রতি যেসব দোষারোপ করা হয়ে থাকে, আল্লাহর ফযলে পবিত্র কুরআন মজীদের এ সব আয়াত ও অন্যান্য স্থানে বর্ণিত বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে সেগুলি খন্ডন করা হয়েছে। কেননা অনেকেরই ধারণা, হযরত হাওয়া (আ) প্রথমে নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করেন ও হযরত আদম (আ) কেও তা খেতে উদ্বুদ্ধ করেন। অথচ আল কুরআন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, হযরত হাওয়া (আ) কে নয়, বরং আদমকেই শয়তান প্রথমে প্রভাবিত করেছিল।

www.amarboi.org

وَلاَ تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ج لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ج وَسْئَلُوْا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا.

"আল্লাহ্ ধন-সম্পদন দ্বারা কাউকে কারও উপর প্রাধান্য দান করেছেন, তোমরা তার লালসা কর না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহর অনুগ্রহ পার্থনা কর। আল্লাহ নিশ্চয় প্রত্যেক বিষয়েই জানেন।" (আন নিসা–৩২)

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَيَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى اَن يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَى أَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

"হে ঈমানদার লোকেরা! কোন পুরুষ যেন অন্য পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারীর চেয়ে উত্তমও হতে পারে। আর কোন নারী যে অন্য নারীকে বিদ্রুপ না করে, কারণ যাকে বিদ্রুপ করা হয় সে বিদ্রুপকারিণীর চেয়ে উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না। একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমানদারদের পক্ষে অন্যকে মন্দ নামে সম্বোধন করা ফাসেকী কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ পরিত্যাগ করবে না তারাই জালেম।" (আল হুজুরাত–১১)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً مُّبِيْنًا.

"আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (স) কোন বিষয়ের ফায়সালা দিলে কোন মুমিন নর-নারীর পক্ষেই তার বিরুদ্ধাচারণ করার অধিকার থাকে না। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (স)-এর ফায়সালার বিরুদ্ধাচারণ করে ভিন্নমত পোষণ করলে সে নির্ঘাত পথভ্রষ্ট হবে।" (আল আহযাব–৩৬)

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ أَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِى رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا.

www.amarboi.org

"তারাই তো কুফরী করেছে ও তোমাদেরকে বাইতুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত পৌঁছতে বাধা দিয়েছে, এমনকি কুরবানীর পশুগুলোকেও কুরবানগাহে নিতে দেয়নি। মক্কা নগরীতে যদি মুমিন পুরুষ ও মুমিন স্ত্রীলোকদের বিরাট সংখ্যক না থাকত, যাদের ঈমান আনার ব্যাপারে তোমরা কল্পনাও করতে পার না এবং অজ্ঞতাবশত তাদেরকেও নিশেষ করার কারণে সমূহ ক্ষতি ও বদনামের আশংকা না থাকত, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ যুদ্ধের অনুমতি দিতেন। যুদ্ধের অনুমতি না দিয়ে আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। আর মক্কার সে পরিবেশে মুমিনরা যদি আলাদা থাকত, তাহলে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে তোমাদের দ্বারা কাফেরদেরকে সমুচিত শিক্ষা দিতেন।" (আল ফাত্‌হ : ২৫)

إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْ بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لاَتَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌلَّكُمْ لِكُلِّ امْرِىٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَالَّذِىْ تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوْا هذَا إِفْكٌ مُّبِيْنٌ.

"যারা হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে এ অপবাদ রচনা করেছে তারা তোমাদেরই একটি ক্ষুদ্র দল। এ ঘটনাকে তোমাদের জন্য খারাপ মনে করো না বরং এও তোমাদের জন্য কল্যাণকরই হবে। যারা এ ব্যাপারে যত বেশী তৎপরতা প্রদর্শন করেছে, তারা ততই গুনাহে লিপ্ত হয়েছে। আর তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ ঘটনায় নেতৃত্ব দিয়েছে, তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়ানক আযাব।

তোমরা যখন এ অপবাদের কথা শুনলে তখন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা নিজেদের ব্যাপারে কেন সৎ ধারণা করতে পারলে না? তোমরা কেন তাকে একটি নিছক অপবাদ বললে না?" (আন নূর : ১১, ১২)

رَبِّ اغْفِرْلِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنتُ وَلاَ تَزِدِ الظّلِمِيْنَ إِلاَّ تَبَارًا.

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং ঈমান এনে যারা আমার ঘরে প্রবেশ করেছে তাদের সবাইকে এবং সমস্ত মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে ক্ষমা করে দাও। আর জালেমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর।" (নূহ : ২৮)

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنتِ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوكُمْ.

"সুতরাং হে নবী, ভাল করে জেনে রাখা, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। কাজেই নিজের ত্রুটি ও মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর গুনাহ-খাতার জন্য আল্লাহর

www.amarboi.org

দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আল্লাহ তোমাদের তৎপরতা ও গতিবিধি এবং অবস্থান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছেন।" (মুহাম্মদ-১৯)

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَتِ وَالْقَنِتِيْنَ وَالْقَنِتَتِ وَالْصَدِقِيْنَ وَالْصَدِقَتِ وَالصَّبِرِيْنَ وَالصَّبِرَتِ وَالْخَشِعِيْنَ وَالْخَشِعَتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَتِ وَالصَّئِمِيْنَ وَالصَّئِمَتِ وَالْحَفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَفِظَتِ وَالذَّكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّكِرَتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا.

"নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, আল্লাহর অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, লজ্জাস্থান হেফাজতকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থান হেফাজতকারী নারী এবং সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণকারী পুরুষদের ও সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণকারী নারীদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও উত্তম পুরষ্কারের ব্যবস্থা রয়েছে।" (আল আহযাব : ৩৫)

إِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَدِّقَتِ وَأَقْرَضُوْا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيْمٌ .

"নিশ্চয়ই দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম দান করে তাদের সওয়াবকে কয়েকগুণ বেশী করে দেয়া হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম পুরস্কার।" (আল হাদীদ : ১৮)

وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنتِ جَنت تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خلدِيْنَ فِيْهَا وَمَسكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنّتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে ওয়াদা করেছেন জান্নাতের-যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবহমান, যেখানে তারা স্থায়ী হবে-এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বাসস্থানের। আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এটিই মহা সাফল্য।" (সূরা তওবা-৭২)

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنت جَنّت تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهرُ خَلدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاتِهِمْ وَكَانَ ذلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْزًا عَظِيْمًا.

"এটা এজন্য যে, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে চিরকাল বসবাসের উদ্দেশ্যে এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করান হবে যারা তলদেশে চির প্রবহমান নহরসমূহ থাকবে এবং তিনি তাদের সমস্ত দোষ তাদের থেকে দূর করে দেবেন। এটাই আল্লাহর দৃষ্টিতে মুমিন পুরুষ ও নারীর মহা সাফল্য।" (আল ফাত্হ : ৫)

www.amarboi.org

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَتِ يَسْعَى نُوْرُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرٰكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

"সেদিন যখন তোমরা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের দেখবে যে, তাদের নূর তাদের সামনে ও ডান পাশে ধাবিত হবে। তাদেরকে বলা হবে আজ তোমাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে এবং যেখানে তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে। এটাই মহা সাফল্য।" (আল হাদীদ : ১২)

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ج يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوْا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ .

"মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী একে অপরের অনুরূপ। তারা অন্যায় কাজের নির্দেশ দেয় ও ভাল কাজে নিষেধ করে। কল্যাণকর কাজ থেকে বা আল্লাহর পথে দান করা থেকে হাত গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। এ মুনাফিকরাই সত্যিকার অর্থে পাপাচারী।

মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফেরদের জন্য আল্লাহ জাহান্নামের অগ্নির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেখানে অনন্তকাল তাদেরকে দগ্ধ করা হবে। এটাই তাদের যথার্থ প্রাপ্য। তাদেরকে আল্লাহ ধিক্কার দিয়েছেন এবং তাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি অবধারিত।" (আত তওবা : ৬৭-৬৮)

وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ج عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا.

"এবং মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারী যারাই আল্লাহর প্রভুত্বের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করে তাদেরকে আল্লাহ শাস্তি দেবেন। সত্যিকার অর্থে তারাই অমংগল চক্রে ঘুরপাক খাচ্ছে। আল্লাহ তাদের উপরে রাগান্বিত হয়েছেন ও তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন, যা তাদের জন্য সবচেয়ে নিকৃষ্ট আবাস।" (আল ফাতহ -৬)

لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

www.amarboi.org

"আল্লাহর নির্দেশিত জীবন বিধান প্রত্যাখ্যানের পরিণাম হলো এ যে, আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দেবেন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর তওবা কবুল করবেন। আর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ বড়ই দয়াবান ও ক্ষমাশীল।" (আল আহযাব-৭৩)

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنفِقُوْنَ وَالْمُنفِقتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أنظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةَ وَظَهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ .

"সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা ঈমানদারদের কাকুতি-মিনতি করে বলবে, আমাদের জন্য একটু থাম যাতে তোমাদের আলোক থেকে কিছুটা গ্রহণ করতে পারি। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পিছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান কর। তারপর তাদের মাঝখানে একমাত্র দরজা বিশিষ্ট একটা প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে, তার ভিতরে থাকবে আল্লাহর রহমত এবং বাইরে কঠিন আযাব।" (আল হাদীদ-১৩)

تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ. مَا اَغنٰى عَنْهُ مَالُه وَمَا كَسَبَ. سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَّامْرَأَتُهُ، حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ .

"ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু'হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোনই কাজে আসেনি। অচিরেই তাকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে এবং তার সাথে ইন্ধন বহনকারিণী তার স্ত্রীকেও। তার গলায় বাঁধা হবে পাকানো শক্ত রশি।" (আল লাহাব-১-৫)

নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা

তার ইসলাম গ্রহণ করার বা না করার স্বাধীনতা দানের ব্যাপারে আল কুরআনের ভাষ্য

ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا أمْرَأَتَ نُوْحٍ وَأمْرَاتَ لُوْط كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صلِحَيْنِ فَخَانَتَا هُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيْلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدّخِلِيْنَ. وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ أمَنُوْا امْرَأتَ فِرَاعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِى عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّة وَنَجِّنِى مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِه وَنَجِّنِى مِنَ الْقَوْمِ الظّلِمِيْنَ. وَمَرْيَمَ بْنَتَ عِمْرَنَ الَّتِى أحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخنَا فيه مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِه وَكَانَتْ مِنَ الْقنِتِيْنَ.

www.amarboi.org

"আল্লাহ কাফেরদের জন্য নূহ ও লূতের স্ত্রীদের উদাহরণ পেশ করেছেন, তারা ছিল আমার দুই নেক বান্দার স্ত্রী। কিন্তু তারা তাদের স্বামীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তাই আল্লাহর শাস্তি থেকে নূহ ও লূত তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি। তাদেরকে বলা হয়েছে দোযখবাসীদের সাথে তোমরা জাহান্নামেই প্রবেশ কর। এমনিভাবে আল্লাহ মুমিনদের জন্যই ফেরাউনের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করেছেন। সে প্রার্থনা করেছিল : হে আল্লাহ! তোমার জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর তৈরি করে দাও এবং ফেরাউন ও তার পাপাচার ও দুস্কৃতি থেকে আমাকে রক্ষা কর। সাথে সাথে ফেরাউনের জালেম সম্প্রদায়ের হাত থেকেও আমাকে রক্ষা কর।

আল্লাহ এমনিভাবে ইমরান–তনয়া মারয়ামেরও একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। সে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। ফলে আমি তার মধ্যে নিজের পক্ষ হতে রূহ ফুৎকার করে দিলাম এবং সে তার আল্লাহর কথা ও তাঁর কিতাবসমূহকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে সে অনুগত ও বিনয়ীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।" (আত তাহ্‌রীম–১-১২)

নারীর পারিবারিক মর্যাদা

নারী পুরুষদের জন্য শান্তির আবাস

وَمِنْ اٰيٰتِه أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

"আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটি একটি যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জীবন সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের সাহচর্যে পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করতে পার, সেজন্যই তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও মমতা দান করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে বহু নিদর্শন রয়েছে।" (আর-রূম-২১)

পারিবারিক শৃঙ্খলা ও শাসনের ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকা দায়িত্বশীল কর্তা

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا أَنْفَقُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ وَالّٰتِي تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا.

"পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ একজনকে অপর জনের ওপর প্রাধান্য দান করেছেন এবং পুরুষ তার ধনসম্পদ ব্যয় করে। কাজেই নেককার স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের অনুগত এবং তাদের অগোচরে আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের ভীতিতে তাদের অধিকার রক্ষা করে।

www.amarboi.org

আর স্ত্রীদের মধ্য থেকে যাদের অবাধ্যতার আশংকা কর, তাদেরকে সদুপদেশ দাও। কিন্তু সদুপদেশ ও নসীহত কাজে না আসলে শয্যা বিচ্ছেদের মানসিক সাজা প্রয়োগ কর। তাও যদি ফলপ্রসূ না হয়, তবে তাদেরকে প্রহার কর। এতে যদি অনুগত হয়, তাহলে অতীতের ভুল–ভ্রান্তি বা দোষ–ক্রটির ছিদ্র অন্বেষণ করে তাদেরকে অযথা নির্যাতন কর না। অবশ্যই আল্লাহ মহান ও সর্বশক্তিমান।" (আন নিসা–৩৪)

স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের অধিকার ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে ভারসাম্য

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ج وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"নারীদের জন্যও ঠিক তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের অধিকার। কিন্তু উভয়ের মধ্যে নারীদের উপর পুরুষদের একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। স্বামী–স্ত্রী সবার উপরই আল্লাহ হচ্ছেন মহা পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ ও সুবিবেচক।" (আল বাকারা - ২২৮)

রূপচর্চা নারীর স্বভাবজাত এবং বিবাদের ক্ষেত্রে দুর্বল ভূমিকা

أَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِى الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ .

"আল্লাহর প্রতি তারা কি আরোপ করে এমন সন্তান যারা অলংকারমন্ডিত হয়ে লালিত পালিত হয় এবং তর্ক–বিতর্ককালে বক্তব্য স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে পারে না?" (আয যুখরুফ–১৮)

পারিবারিক বিশৃঙ্খলা রোধে স্ত্রীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّتُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ
وَرُبٰعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمٰنُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنٰى أَلاَّ تَعُوْلُوْا.

"তোমরা যদি এতিম মেয়েদের ক্ষেত্রে সুবিচার করতে না পারার ব্যাপারে ভয় কর, তাহলে অন্যান্য মেয়েদের মধ্য থেকে তোমাদের পছন্দমত দুই, তিন বা চারজন পর্যন্ত বিবাহ করতে পার, কিন্তু একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে তাদের পরস্পরের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করার ব্যাপারে যদি আশংকাবোধ কর, তবে এক স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট থাক। আর যদি একজন স্ত্রীকেও তার ঐতিহ্যানুযায়ী ভরণ–পোষণ দানে অসমর্থ হও, সেক্ষেত্রে তোমাদের অধিকারভুক্ত কোন দাসীকে বরণ করে নাও। নারীদের প্রতি অবিচারের পথ রুদ্ধ করার এটাই উত্তম পন্থা।" (আন নিসা–৩)

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا أَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. فَلاَتَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

www.amarboi.org

"তোমরা যতই চেষ্টা কর না কেন একাধিক স্ত্রীর মধ্যে কখনই সমান ব্যবহার করতে সমর্থ হবে না। তবে একজনের প্রতি এমনভাবে ঝুঁকে পড় না যাতে অপরজন ঝুলন্ত অবস্থায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে। তোমরা যদি নিজেদের দোষত্রুটি সংশোধন করে খোদাভীতির জীবন যাপন করতে চেষ্টা কর, তাহলে আল্লাহ এ ব্যাপারে বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (আন নিসা-১২৯)

الطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسٰنٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ. تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

"পুনঃ গ্রহণের অবকাশ রেখে স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে রেজাই তালাক দুই দুই বারে প্রয়োগ করতে হবে। রেজাই তালাক প্রয়োগ করলে নিয়মমত হয় স্ত্রীকে নিয়ে ঘর সংসার করতে হবে নচেৎ তাকে সম্মানের সাথে বিদায় করতে হবে। স্বামীর ইচ্ছায় স্ত্রীকে বিদায় করলে স্ত্রীকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা থেকে কিছু রেখে দেয়া তোমাদের জন্য মোটেও জায়েয হবে না। অবশ্য যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আশংকা করে যে, তারা উভয়েই আল্লাহর দেয়া নীতিমালা অনুসরণ করে চলতে পারবে না, তাহলে সে ব্যাপারটা স্বতন্ত্র। কোন দম্পতি যদি উভয়েই আল্লাহর দেয়া নীতিমালা অনুসরণের ব্যাপারে আশংকা বোধ করে এবং তোমরাও তাদের আশংকার সাথে একমত হও, আর যদি স্ত্রী নিজের ইচ্ছায় বিচ্ছেদে আগ্রহী হয়, তাহলে তাকে যা কিছু মোহরানা হিসেবে দেয়া হয়েছে তা ফেরত দিয়ে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়ায় কোন ক্ষতি নেই। এসব আল্লাহর নিয়ম-নীতি, তোমরা কখনই এগুলি ভঙ্গ করো না। জালেমরা ছাড়া আর কেউই আল্লাহর এ বিধান ভঙ্গ করতে পারে না।" (আল বাকারা-২২৯)

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوْا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوْا اللهَ رَبَّكُمْ لاَتُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلاَيَخْرُجْنَ إِلاَّ اَن يَّأْتِيْنَ بِفٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ ج وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، لاَتَدْرِى لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْفَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَأَشْهِدُوْا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيْمُوْا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَيَحْتَسِبُ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ج إِنَّ اللهَ بٰلِغُ أَمْرِهِ ج قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

www.amarboi.org

"হে নবী! তোমার উম্মতকে বলে দাও, তোমরা একান্তই যদি তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে চাও, তবে তাদের ইজ্জতের প্রতি দৃষ্টি রেখে তালাক দিয়ো এবং বিশেষভাবে ইদ্দতের হিসাব রেখ। তালাকের অপব্যবহার থেকে তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। তালাক দেবার পর ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে ঘর থেকে বের কর না এবং তারাও ঘর ত্যাগ করবে না, যদিনা তারা প্রকাশ্য চরিত্রহীনতামূলক কাজে লিপ্ত হয়। এটিই আল্লাহর বিধান ও নীতিমালা। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান বা নীতিমালা লংঘন করবে, সে নিজেই নিজের উপর অত্যাচার করবে। তুমি জান না হয়তো আল্লাহ এরপর পুনরায় কোন উপায় করে দেবেন।

যখন তারা ইদ্দতের শেষভাগে পৌঁছে, তখন হয় তোমরা তাদেরকে বিধি মোতাবেক রেখে দেবে অথবা বিধি মোতাবেক দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর উপস্থিতিতে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। আল্লাহ হাজির নাজির জেনে সঠিকভাবে সাক্ষ্য দেবে। যে কেউ আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে এ আয়াতগুলির মাধ্যমে উপদেশ দেয়া হচ্ছে, যে আল্লাহকে ভয় করে চলবে আল্লাহ তাকে সংকটমুক্ত করবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত পন্থায় রিযিক দান করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াককুল করবে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা করার তা করবেনই। আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্যই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করে রেখেছেন।" (আত তালাক : ১-৩)

বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তাদের অধিকার

(ক) তালাক প্রদানের পর স্ত্রীর পুনরায় ফিরে আসার অধিকার

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَّنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ. ذَالِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ. ذَالِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَتَعْلَمُوْنَ.

"তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারাও তাদের ইদ্দত পূর্ণ করে, তখন নিয়ম-নীতি মোতাবেক যদি তারা আবার তাদের স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, তাহলে তোমরা এতে বাধা দিয়ো না। এ আয়াতগুলির মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, এটিই তোমাদের পরিশুদ্ধির জন্য সর্বোত্তম পন্থা। আল্লাহই এ পন্থায় অন্তর্নিহিত রহস্য ভাল জানেন। তোমরা তো তা জানতে অক্ষম।" (আল বাকারা : ২৩২)

وَالوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَولدَ هُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ، رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ج لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا ج لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُوْد لَّهُ بِوَ لَدِهِ ج وَعَلى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ.

www.amarboi.org

"যে দুধপানের সময়কাল পূর্ণ করতে চায়, তার জন্য জননীরা পূর্ণ দু'বছর তাদের সন্তানকে দুধপান করাবে এ শর্তে যে, সন্তানের পিতাকে অবশ্যই উত্তম পন্থায় দুধপানকারী মাতার ভরণ-পোষণ করতে হবে। তবে সামর্থের বাইরে চাপ সৃষ্টি করা যাবে না। না মাকে তার সন্তানের জন্য কষ্ট দেয়া যাবে আর না পিতাকে তার সন্তানের জন্য। আর এ ব্যাপারে সন্তানের অভিভাবকদেরও রয়েছে সমপরিমাণ দায়িত্ব।" (আল বাকারা : ২৩৩)

(গ) দুধপান শেষ করা ও শিশুকে খাদ্য দানের ব্যাপারে তালাক প্রাপ্তাদের সাথে পরামর্শভিত্তিক সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِن أَرَدتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّاءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا.

"তবে যদি তারা কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দুধপান বন্ধ করাতে চায়, তবে শিশুর পিতামাতা কারোরই কোনো গুনাহ হবে না। তালাকপ্রাপ্তার নির্দিষ্ট প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয়ার পর যদি তোমরা কোন ধাত্রী দ্বারা তোমাদের সন্তানদের দুধপান করাতে চাও, তাতেও কোন আপত্তি নেই। উভয় পক্ষের অধিকার ও সম্পর্কের অবনতি ঘটানো থেকে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা জেনে রাখ, তোমরা যা কিছুই কর না কেন আল্লাহ তার প্রতি সম্যক দৃষ্টি রাখছেন।" (আল বাকারা : ২৩৩)

(ঘ) ইদ্দত শেষে প্রস্তাবাদি আসার উদ্দেশ্যে প্রদর্শনমূলক সাজসজ্জা করার অনুমতি প্রদান

وَالَّذِيْنَ يُتَوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِى أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا.

"স্ত্রীদের বিবাহ উপযোগী রেখে তোমাদের কেউ মৃত্যু বরণ করলে তারা চার মাস দশ দিন পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে অর্থাৎ এ সময় অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। ইদ্দতকাল শেষে তারা যদি যথাবিধি নিজেদের জন্য কিছু করে, তবে তা তোমাদের জন্য এতটুকু কোন দোষের ব্যাপার নয়। তারা কতটুকু করলো আর তোমরা তাদের প্রতি কতটুকু কড়াকড়ি করছো আল্লাহ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত।" (আল বাকারা : ২৩৪)

فِيْمَا فَعَلْنَ فِى اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ .

www.amarboi.org

এ অংশটুকু ব্যাখ্যায় তাফসীরে জালালাইনে বলা হয়েছে : এর অর্থ হচ্ছে, প্রস্তাবাদি আসার লক্ষ্যে প্রদর্শনীমূলক সাজসজ্জা ও নিজের মনোভাব প্রকাশ করা। (আল বাকারা : ২৩৪)

অপবাদ থেকে নিস্কৃতির মানসে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যই সমপরিমাণ ও একই সংখ্যক শপথ বাক্য নির্ধারণ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ. وَالْخَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ. وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَبَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ.

"যারা নিজ স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ তারা নিজেরা ছাড়া সে ব্যাপারে আর কেউ প্রত্যক্ষদর্শী নেই, সে ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ও অভিযোগকারী প্রত্যেককেই চারবার করে আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে হবে যে, এ ব্যাপারে সেই সত্যবাদী এবং পঞ্চম বারে বলতে হবে, সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। এ অবস্থায় অভিযুক্ত স্ত্রী শাস্তি থেকে তখনই অব্যাহতি পাবে যখন সেও চার চার বার আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে যে, অভিযুক্তকারীই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চম বারের মত বলবে যে, এ ব্যাপারে যদি তার স্বামীই সত্যবাদী হয়, তাহলে তার নিজের উপর আল্লাহর গযব বর্ষিত হোক।" (আন নূর : ৬-৯ আয়াত)

মীরাসী সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তিতে নারীদের অংশীদার করা

অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে সম্পদের ন্যূনতম পরিমাণ নির্ধারণ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا.

"পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের জন্য যেমন নির্ধারিত অংশ রয়েছে, তেমনি পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি, তা অল্প বা প্রচুর হোক তাতে নারীদেরও অংশ নির্ধারিত রয়েছে। আর এ নির্ধারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে।" (আন নিসা : ৭)

পিতামাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ছেলে ও মেয়ের অংশ নির্ধারণ

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِى أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ج فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.

www.amarboi.org

"পিতামাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ছেলেমেয়েদের মধ্যে বন্টন সংক্রান্ত আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে : এক ছেলের অংশ দুই মেয়ের সমপরিমাণ। কিন্তু মৃত ব্যক্তির দুই-এর অধিক মেয়ের ক্ষেত্রে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ এবং একমাত্র মেয়ের ক্ষেত্রে সেই হবে অর্ধেক সম্পদের মালিক।" (নিসা : ১১ আয়াতের প্রথমাংশে)

وَلاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّه وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ج فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْ بِهَا أَوْدَيْنٍ. ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَتَدْرُوْنَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

"মৃত ব্যক্তির সন্তানাদির বর্তমানে তার পিতামাতার প্রত্যেকেই পাবে ষষ্ঠাংশ। কিন্তু তার নিসন্তান হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যদি তার পিতামাতাই সে সম্পদের পূর্ণ অধিকারী হয়, সে ক্ষেত্রে যদি তার কোন অসীয়ত থাকে, তাহলে তা পূর্ণ এবং যদি ঋণগ্রস্ত থাকে তাহলে তা পরিশোধ করার পর তার মাতাকে দেয়া হবে অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ। কিন্তু তার ভাইবোনের বর্তমানে মাতাকে দেয়া হবে ষষ্ঠাংশ মাত্র। পিতামাতা বা সন্তান-সন্ততির মধ্যে কে তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী, তাতো তোমরা জান না। মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন আল্লাহর পক্ষ থেকেই অনস্বীকার্য এ বন্টন কাঠামো নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে"(আন নিসা: ১১ আয়াতের শেষ অংশ)

স্বামী-স্ত্রীর অংশের বর্ণনা

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْدَيْنٍ ج وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ج مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

"তোমাদের নিসন্তান স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে তাদের দান করার কোন অসীয়ত করা থাকলে তা পূর্ণ ও ঋণগ্রস্ত থাকলে তা পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদে তোমাদের জন্য অর্ধাংশ রয়েছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততির বর্তমানে তোমরা পাবে এক-চতুর্থাংশ। এমনিভাবে তোমাদের নিসন্তান হবার ক্ষেত্রে তোমাদের কোন অসীয়ত থাকলে তা পূর্ণ বা ঋণ থাকলে তা পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদ থেকে তারা পাবে এক-চতুর্থাংশ। আর তোমাদের সন্তান-সন্ততির বর্তমানে তারা পাবে অষ্টমাংশ।" (আল্ আনআম : ১২)

www.amarboi.org

ভাই-বোনদের অংশ

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ اَخٌ اَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ج فَإِن كَانُوْا أَكْثَرَ مِنَ ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيْ الثُّلُثِ ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ ج وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ.

"পিতামাতা বা সন্তান-সন্ততি কেউই নেই এমন স্বামী-স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে যদি তাদের কোন অসীয়ত করা থাকে, তাহলে তা পূর্ণ এবং ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করার পর বৈপিতৃক এক ভাই ও এক বোন থাকলে তাদের প্রত্যেককেই অবশিষ্ট সম্পদের ষষ্ঠাংশ দেয়া হবে। আর যদি তারা দুইয়ের অধিক হয়, সেক্ষেত্রে তারা সবাই মিলে এ সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের হকদার হবে। খবরদার : অন্যের হক নষ্ট করার উদ্দেশ্যে যেন কোন অসীয়ত করা না হয়। প্রকৃত পক্ষে পরম সহনশীল ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে এ মীরাস বা পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টনের নির্দেশনামা।" (আন নিসা : ১২)

দারুল কুফর থেকে হিজরত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে নারীদের অংশগ্রহণ (যদি না তারা একান্তই অসহায় হয়)

انَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِى أَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الاَرْضِ ج قَالُوْا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ج فَأُولٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا. إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ لاَيَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَلاَيَهْتَدُوْنَ سَبِيْلاً. فَأُلٰئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَّعْفُوْا عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا. وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يَجِدْ فِى الاَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ج وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِه مُهَاجِرًا الى اللهِ وَرَسُوْلِه ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

"নিজেদের উপর জুলুম করা অবস্থায় ফেরেশতারা যাদের জান কবয করেছে (তখন) তাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তোমরা কোন আশায় নিমজ্জিত ছিলে? উত্তরে তারা বলেছিল, আমরা অত্যন্ত দুর্বল ও অক্ষম ছিলাম। ফেরেশতারা বলেছিল আল্লাহর জমিন কি তোমাদের জন্য প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করে চলে যেতে পারতে? এ লোকদের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম। তা বড়ই নিকৃষ্টতম গন্তব্য স্থান। তবে নারী, পুরুষ ও শিশুদের মধ্যে যারা সত্যিকার অর্থেই অসহায় ও দুর্বল, যাদের বাড়ীঘর ত্যাগ

www.amarboi.org

করে হিজরত করার কোন পথ ও উপায় ছিল না–আশা করা যায় আল্লাহ তাদের মাফ করে দেবেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ বড়ই ক্ষমা প্রদর্শনকারী ও অব্যাহতি দানকারী। আল্লাহর পথে যারা হিজরত করবে, তারা এ দুনিয়ায় আশ্রয় নেয়ার মত অনেক স্থান ও জীবন যাপনের অনেক সুযোগ লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের পথে হিজরতের উদ্দেশ্যে নিজ বাসগৃহ থেকে বের হবে এবং পথের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করবে, তাকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করা আল্লাহর কর্তব্য হয়ে পড়বে। আল্লাহ যথার্থই ক্ষমাশীল ও একান্তই দয়াবান।" (আন নিসা : ৯৭-১০০)

وقد ورد عن ابن عباس قوله كنت وأمى من المستضعفين، أنا من الولدان وأمى من النساء (رواه البخارى)

"মক্কায় শিশুদের মধ্যে আমি ও মহিলাদের মধ্যে আমার মা অসহায় ও অপরাগ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।[২]

যায়েন ইবনে মুনির বলেন : আয়াতে দুর্বলতাকে কেবলমাত্র নারীদের সাথে বিশেষিত করা হয়নি বরং নারী ও পুরুষের মধ্যে এ ব্যাপারে সমতা দেখানো হয়েছে।[৩]

মদীনায় হিজরতকালে মুসলিম পুরুষদের সাথে নারীদের অংশগ্রহণ

يَاأَيُّهَا النَّبِىُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِى أَتَيْتَ أُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِى هَاجَرْنَ مَعَكَ .

"হে নবী আমি তোমার সেই স্ত্রীদেরকে তোমার জন্য হালাল করে দিয়েছি, যাদের মোহরানা তুমি পরিশোধ করে দিয়েছ এবং ঐসব মহিলাদের মধ্য হতে যাদেরকে দাসী হিসেবে আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার মালিকানাভুক্ত করে দেয়া হয়েছে তাদেরকেও এবং তোমার সেই সব চাচাত, মামাত, ফুফাত ও খালাত বোনদেরকেও তোমার বিবাহের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে, যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে।" (আল-আহযাব : ৫০ আয়াতের প্রথমাংশ)

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ فَامْتَحِنُوْهُنَّ مُهٰجِرٰتٍ .

"হে ঈমানদার লোকেরা! যখন তোমাদের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ঈমানাদার মহিলারা হিজরত করে মদীনায় আসে তখন তোমরা তাদের ঈমানের ব্যাপারটা যাচাই করে নাও।" (আল মুমতাহিনা : ১০)

হিজরত করে আসা মহিলাদের এ বলে শপথ করানো হতো– 'আমি শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স)-এর মহব্বতে এবং ইসলামে আকৃষ্ট হয়েই হিজরত করেছি।' তারপর তাদেরকে রসূলের (স) হাতে বাই'আত গ্রহণের জন্য পেশ করা হতো।[৪]

www.amarboi.org

রসূল (স)-এর আনুগত্যের শপথ বা বাই'আত গ্রহণকালে পুরুষদের সাথে মেয়েদেরও অংশগ্রহণ

يٰأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى أَنْ لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَّلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِيْنَ وَلاَ يَقْتُلْنَ اَوْلٰدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَيَعْصِيْنَكَ فِى مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"হে নবী! মহিলারা যদি তোমার আনুগত্যের শপথ গ্রহণের জন্য আসে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করার, চুরি না করার, যিনা না করার, সন্তানদের হত্যা না করার এবং অন্য পুরুষের সন্তান জন্ম দিয়ে নিজ স্বামীর নামে চালিয়ে না দেয়ার ও তোমার পক্ষ থেকে আরোপিত সমস্ত ভাল কাজের আনুগত্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহলে তুমি তাদের বাই'আত বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করো। তাদের জন্য আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ–এর দোয়া কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই দয়াবান ও ক্ষমাশীল।"(আল মুমতাহিনা : ১২)

হাদিসের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, পুরুষদের বাই'আত বা আনুগত্যের শপথ কখনো কখনো মেয়েদের শপথের ভাবানুযায়ীই নেয়া হতো। হযরত 'উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রসূল (স)-এর চার পাশে বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবী বসে ছিলেন। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন :

"তোমরা আমার কাছে এসে আমার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ কর এ বলে যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, তোমাদের সন্তানকে অন্যের সন্তান বলে চালিয়ে দেবে না, আমার দেয়া যাবতীয় সৎ কাজের নির্দেশ অমান্য করবে না...।" (বুখারী শরীফ)[৫]

ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিরোধে পুরুষের সাথে নারীর সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ج يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ ج أُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী পরস্পরের বন্ধু ও সাথী। তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় ও খারাপ কাজে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। অবশ্যই আল্লাহ এসব লোকদের প্রতিই দয়াবান হবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও পরম জ্ঞানী।" (আত তওবা : ৭১)

www.amarboi.org

কঠিন যুগ-সন্ধিক্ষণে পুরুষ ও নারীর যৌথ ভূমিকা

ঈমানী পরীক্ষা ও নির্যাতন-নিপীড়নে পুরুষদের সাথে নারীদের জড়িত হওয়া

قُتِلَ اَصْحَٰبُ الأُخْدُوْدِ. النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ . إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ. وَهُمْ عَلَى مَايَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ. وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدُ. اَلَّذِىْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوتِ وَالأَرْضِ ج وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَئٍ شَهِيْد. انَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوْا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ.

"ধ্বংস হয়েছে গর্তকারীর-যেসব গর্তে ইন্ধনপূর্ণ প্রজ্বলিত অগ্নি ছিল। আর তারা এ প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্ডের চারপাশে বসে ছিল। মুমিনদের প্রতি যে নির্মম নির্যাতন করছিল তারা তা উপভোগ করছিল। মুমিনদের উপর জুলুম-নির্যাতনের কারণ এ ছাড়া আর কিছু ছিল না যে, তারা এক মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল, আসমান ও জমিনের একমাত্র বাদশাহী যাঁর এবং সেই আল্লাহ সব কিছুই দেখছেন। যে সব লোক ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের উপর নিপীড়ন ও জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে ও পরবর্তীতে এসব অপকর্মের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চেয়ে তওবা করেনি, তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি ও প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্ডে দগ্ধের সাজা নির্ধারিত।" (আল বুরুজ : ৪-১০)

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَنًا وَّإِثْمًا مُّبِيْنًا.

"যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে বিনা অপরাধে নির্যাতন করে ও কষ্ট দেয়, তারা নিঃসন্দেহে বিরাট মিথ্যার দোষ ও গুনাহর বোঝা নিজের উপর চাপিয়ে নিয়েছে।" (আল আহযাব : ৫৮)

وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنَ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا.

"তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা সে সব দুর্বল ও অসহায় নারী-পুরুষ ও শিশুদের জন্য আল্লাহর পথে লড়াই করছো না, যারা নিপীড়নের তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে ফরিয়াদ করছে যে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে এ জনপদ হতে নাজাত দাও, যার অধিবাসীরা সীমাহীন অত্যাচারী এবং তোমার খাস রহমতে আমাদের জন্য কোন বন্ধু ও কোন দরদী সাহায্যকারী তৈরি করে দাও?" (আন নিসা : ৭৫)

www.amarboi.org

সত্য যাচাইয়ের জন্য পরস্পরের প্রতি অভিশাপ অনুষ্ঠানে পুরুষদের সাথে নারীদের অংশগ্রহণ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ. اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلاَ تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ.

"ঈসার উদাহরণ আদমের মতই। আদমকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করে বলেন, জীবন্ত মানুষ হয়ে যাও আর সাথে সাথে আদম একজন জীবন্ত মানুষ হয়ে গেছে। এ ঘটনার সঠিক সংবাদ তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে জানানো হচ্ছে। কাজেই সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। আদম ও ঈসার জন্মের নির্ভুল জ্ঞান বা সংবাদ তোমার কাছে পৌঁছার পর কেউ যদি তোমার সাথে এ ব্যাপারে বিতর্ক করতে আসে, তাহলে বলে দাও, আমি তোমাদের অভিশাপ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার আবেদন জানাচ্ছি, যেখানে আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পরিবার ও আপনজনকে উপস্থিত কর। তারপর আমরা সম্মিলিত হয়ে বিনীতভাবে আল্লাহর দরবারে এ দোয়া করবো যে, আমাদের মধ্যে যারা মিথ্যাবাদী তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক।" (আলে ইমরান : ৫৯-৬১)

তাফসীর ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে : কুরআনে "হে নবী বলে দাও, এসো আমরা আমাদের ও তোমাদের স্ত্রী-পরিবার, ছেলে-মেয়ে ও আপনজনকে ডাকি" এ কথার মাধ্যমে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এ যে, এসো আমরা তাদেরকে অভিশাপ অনুষ্ঠানে উপস্থিত করি।[৬]

উক্ত তাফসীরে এ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যে, নাজরানের খৃষ্টানদের প্রতিনিধি দলের আকেব ও তাইয়েব নামক দুই শীর্ষ স্থানীয় নেতা হযরত নবী (স)-এর কাছে আসে। (তারা হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহর বান্দা বলে স্বীকার করত না।) হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা কিনা এ কথা প্রমাণের উদ্দেশ্যে অভিশাপ অনুষ্ঠানের জন্য তারা রসূল (স)-এর সাথে পরবর্তী দিন ধার্য করে। পরের দিন তাদের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা), ফাতেমা (রা) এবং হাসান (রা) ও হুসাইন (রা) সহ নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়ে উক্ত নেতাদের ডেকে পাঠালে তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে অসম্মতি প্রকাশ করে।[৭]

www.amarboi.org

অপরাধ দমনে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও অংশগ্রহণ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. (سورة النور : الآية — ٢)

"ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী প্রত্যেককেই একশত করে বেত্রাঘাত কর। এদের উপর আল্লাহর আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেন তোমরা দয়া পরবশ হয়ে না পড়। তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান এনে থাক, তাহলে তার প্রশ্নই আসে না। আর এ বেত্রাঘাতের অনুষ্ঠান যেন জন সমক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুমিন যেন তাদের উভয়ের এ সাজা প্রত্যক্ষ করে।" (নূর : ২)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ. وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .

"চোর পুরুষ হোক বা নারী উভয়েরই হাতের কবজি পর্যন্ত কেটে দাও। এটা তাদের কর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সাজা। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী।" (আল মায়েদা : ৩৭)

নারীর সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা

সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের সাক্ষ্য দুজন নারীর সাক্ষের সমান[৮]

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ج وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَو ضَعِيْفًا أَولاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ج وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَ أَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرى .

"হে ঈমানদারগণ! যদি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরস্পর ঋণের লেনদেন কর, তাহলে তা লিখে রাখ। তোমাদের দস্তাবেজ যেন একজন ন্যায়পরায়ণ লেখক লিখে দেয়। আল্লাহ যেহেতু লেখককে লেখাপড়া শেখার তৌফিক দিয়েছেন তাই সে যেন তা লিখতে অস্বীকার না করে। ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং যে শর্তাবলী ঠিক করা হয়েছে, তা এদিক-সেদিক করা থেকে তার আল্লাহকে ভয় করা উচিত।

www.amarboi.org

ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয় অথবা ঋণগ্রহণের শর্তাবলী লিখিয়ে দেয়ার মত যোগ্যতা না রাখে, সে ক্ষেত্রে তার অভিভাবকের উচিত যেন ইনসাফের সাথে তা লিখে দেয়। তারপর তোমাদের ছন্দমত পুরুষদের মধ্য হতে দুজনকে সাক্ষী করে রাখ। আর যদি উপস্থিত ক্ষেত্রে দুজন পুরুষ সাক্ষী পাওয়া না যায়, তাহলে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলাকে সাক্ষী করে রাখ, যাতে একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" (আল বাকারা : ২৮২ প্রথমাংশ)

নারীদের সুনাম ও সুখ্যাতি অক্ষুণ্ন রাখার সংগ্রাম

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ. إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"যারা পূত চরিত্রের অধিকারী নারীদের সম্পর্কে অপবাদ রটায় অথচ তার সমর্থনে প্রত্যক্ষদর্শী চারজন সাক্ষী হাজির করতে পারে না– এ ধরনের অপবাদকারীদেরকে আশিটি করে বেত্রাঘাত কর। এ অপরাধীদের সাক্ষ্যও কখনো গ্রহণ করো না। এসব চরিত্রের লোকেরাই হলো ফাসেক। হ্যাঁ, পরবর্তীতে তারা যদি তওবা করে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, তাহলে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ক্ষমাকারী ও অতীব দয়ালু।" (আন নূর : ৪-৫)

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ.

"যারা চরিত্রবান, সরলমনা ও মুমিন নারীদের উপর অপবাদ আরোপ করে, তাদের প্রতি এ দুনিয়াতে ও আখেরাতে অভিসম্পাত করা হয়েছে। তাদের জন্য ভীষণ কষ্টকর আযাবের ব্যবস্থা রয়েছে। সেদিন তাদের জিহ্বা ও হাত–পা তাদের এসব অসৎ আচরণ ও ঘৃণিত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করবে। সেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে এসব কাজের পুরস্কার পুরোপুরি দেবেন, যারা যা পাবার যোগ্য তাদেরকে তাই দেয়া হবে। তারা সেদিন বুঝতে পারবে যে, বস্তুত আল্লাহ্ই সত্য এবং সত্যকে সত্য দিয়েই প্রতিষ্ঠাকারী।" (আন নূর : ২৩-২৫)

চরম ফিতনার মুখোমুখি নারী–পুরুষ উভয়েরই পদস্খলনের আশংকা

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِى هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ج قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ إِنَّهٗ رَبِّىْ أَحْسَنَ مَثْوَاىَ إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ.

www.amarboi.org

"ইউসুফ যে মহিলার ঘরে অবস্থান করেছিল সে তাকে তার দিকে আকৃষ্ট করতে লাগলো এবং একদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে তার দিকে আহ্বান জানাল। ইউসুফ বললো, আমি আল্লাহর পানাহ চাচ্ছি। আমার প্রতিপালক তো আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকতে দিয়েছেন (আর তার প্রতিদানে আমি তোমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেব?)। সীমালংঘনকারীরা কোন দিনই কল্যাণ লাভ করতে পারে না।" (ইউসুফ : ২৩)

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِه وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَنْ رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّه كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ.

"যে মহিলা ইউসুফের দিকে অগ্রসর হয়েছিল ইউসুফও যদি আল্লাহর স্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শন প্রত্যক্ষ না করতো, তাহলে তার দিকে অগ্রসরত হতো। এভাবে আমি ইউসুফকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীল-পাপাচার থেকে বিরত রাখার জন্য নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। কেননা সে তো প্রকৃতপক্ষেই আমাদের বাছাই করা ব্যক্তিদের অন্যতম ছিল।" (ইউসুফ : ২৪)

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِىْ الْمَدِيْنَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتهَا عَنْ نَّفْسِه، قَدْ شَغَافَهَا حُبًّا، إِنَّا لَنَرَاهَا فِىْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ .

"শহরের কতিপয় মহিলা বলাবলি করতে লাগল যে, মিসর সম্রাটের স্ত্রী তার যুবক ক্রীতদাসের সাথে অসৎ কর্ম করতে চাচ্ছে। এমন কি সে প্রেমে উন্মাদ হয়ে গেছে। আমাদের দৃষ্টিতে সম্রাটের স্ত্রী একান্তই ভ্রান্ত পথে রয়েছে।" (ইউসুফ : ৩০)

فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حشَ لِلّٰه مَاهَذَا بَشَرًا إِنْ هذَا إلاَّ مَلَكٌ كَرِيْمٌ .

"যখন সে মহিলাদের দৃষ্টি ইউসুফের উপর পড়ল, তারা হতবাক হয়ে নিজেদের আঙ্গুলই কেটে ফেলল। সাথে সাথে বলে উঠল, এতো মানুষ নয়, এতো সম্মানিত কোন ফেরেশতা!" (ইউসুফ : ৩১)

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِى إِلَيْه وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِّنَ الْجهلِيْنَ.

"ইউসুফ আল্লাহকে ডেকে ডেকে বলতে লাগলো, হে আমার প্রতিপালক! এ মহিলারা যেদিকে আমাকে আহ্বান করছে, তার চেয়ে জেলখানার নির্জন বাসই আমার জন্য ভালো। আর যদি তুমি তাদের ছলনা ও কারসাজি থেকে আমাকে রক্ষা না করো তাহলে ভয় হচ্ছে তাদের ছলনার ফাঁদে পা দিয়ে আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো। (ইউসুফ : ৩৩)

www.amarboi.org

পুরুষদের সাথে মেয়েদের দেখা–সাক্ষাত ও কথা বলা এবং সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ : পুরুষদের সাথে মেলামেশার চিত্র

ক. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগের উদাহরণ

رَبَّنَا إِنِّى أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمرتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ. (سورة إبراهيم : الآية : ٣٧)

"হে পরওয়ারদিগারে আলম! আমি আমার সন্তানদের অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের পাশে এনে পুনর্বাসিত করলাম। হে আমার প্রতিপালক! তারা যেন এখানে নামায কায়েম করে। কাজেই লোকদের অন্তর তাদের প্রতি অনুরক্ত করে দাও এবং ফলমূল দ্বারা তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে দাও। আশা করা যাচ্ছে যে, তারা কৃতজ্ঞ হবে।" (ইবরাহীম : ৩৭)

হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে : ... "তারপর দুগ্ধপোষ্য শিশু ইসমাঈলকে (ও তার মা হাজেরাকে) সাথে নিয়ে এসে হযরত ইবরাহীম (আ) পবিত্র খানায়ে কাবার কাছে পুনর্বাসিত করেন। ... কিছু দিন পর তাদের পাশ দিয়ে "জুরহুম" গোত্রের কিছু লোক অতিক্রমকালে যমযম কূপের রক্ষণাবেক্ষণকারী অবস্থায় হযরত ইসমাঈলের (আ) মাতাকে দেখতে পেয়ে বলে, আমাদের আপনার এলাকায় অবস্থান করার অনুমতি দেবেন? হযরত হাজেরা (রা) বলেন, ঠিক আছে, আপনাদের অনুমতি দিলাম, কিন্তু এ যমযম কূপের মালিকানায় আপনাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা এ শর্তে রাযী হয়ে বলে, ঠিক আছে যমযম কূপে আমাদের কোন অধিকার থাকবে না। এ আগন্তুকদের অবস্থানের কারণে হযরত ইসমাঈলের (আ) মা একটু আশ্বস্ত হন। কেননা তিনি ভ্রাতৃ পরিবেশের প্রয়োজন বোধ করছিলেন। এ অবস্থায় তারাও এখানে অবস্থান নেয়ার মানসে তাঁর কাছে আবেদন করে এবং অনুমতি ও শর্ত সাপেক্ষে এখানে বসবাস করতে থাকে। ... " (সহী আল বুখারী)[১]

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ. فَلَمَّا رَاءَ أَيدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوْا لاَ تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِإِسحٰقَ وَمِنْ وَّرَاءِ إِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ. قَالَتْ يٰوَيْلَتٰى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوْزٌ وَهٰذَا بَعْلِى شَيْخًا إِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ. قَالُوْا أَتَعْجَبِيْنَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكٰتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

"তারপর ইবরাহীমের কাছে আমার ফেরেশতারা সংবাদ বহন করে এনে তাকে সালাম দেয়। ইবরাহীমও প্রতিউত্তরে তাদের উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হওয়ার দোয়া করে। স্বল্প সময়ের মধ্যেই ইবরাহীম মেহমানদের আগমনের উদ্দেশ্যে বাছুরের ভুনা গোশত নিয়ে হাজির হয়। খাদ্যের দিকে মেহমানদের হাত প্রসারিত হতে না দেখে সে বিব্রতবোধ করে, এমনকি তাদের ব্যাপারে সন্ত্রস্তও হয়ে পড়ে। ইবরাহীমের অবস্থা দেখে তারা বলে, কোন আশংকাবোধ করবেন না, আমরা লূতের জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি। অতিথিবেশে ফেরেশতাদের সাথে ইবরাহীমের কথাবার্তা তার স্ত্রী নিকটেই দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করছিল। অতিথিরা আল্লাহর ফেরেশতা জেনে সে খুশিতে হেসে উঠে তারপর আমরা তার স্ত্রীকে ইসহাকের এবং তার পরে ইয়াকুবের জন্মের সুসংবাদ শুনাই। সে আশ্চর্য হয়ে বলে : এটা কি আমার পক্ষে এখন সম্ভব যে, এ বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের জননী হবো এবং এ আমার স্বামী, ইনিও বয়োবৃদ্ধ? এতো এক অদ্ভুত সুসংবাদ! তারা ইবরাহীমের স্ত্রীকে বললো, আল্লাহর কাজে কি বিস্ময়বোধ করছ? হে ইবরাহীমের পরিবার! তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর কল্যাণ ও রহমত। তিনি মহা সম্মানিত ও প্রশংসার পাত্র।" (হূদ : ৬৯-৭৩)

তাফসীরে আত তাবারী ও আল কুরতুবীতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) অতিথিদের সাথে বসেছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী পাশে দাঁড়িয়ে তাদের খেদমত করছিলেন।

খ. হযরত মূসা (আ)–এর যুগের ঘটনা

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَزُوْدَانِ. قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لاَ نَسْقِى حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ. فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ. فَجَاءَتْهُ إِحْدٰهُمَا تَمْشِى عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِىْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.

"মূসা মাদয়ানের কূপের নিকট পৌঁছে দেখতে পেল অনেকগুলি লোক তাদের পশুদের পানি পান করাচ্ছে এবং এ ভীড়ের একটু দূরে দুটি যুবতী মেয়ে তাদের পশুগুলির জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের এ অবস্থা দেখে মূসা তাদেরকে বলল, আপনাদের ব্যাপার কি? প্রতিউত্তরে মেয়ে দুটি বলল, এ রাখালরা তাদের জীব–জানোয়ার নিয়ে চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের প্রাণীদের পানি পান করাতে পারছি না। আর এ সহজ কাজ আমাদেরই করতে হয়, কেননা আমাদের পিতা অতি বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি। একথা শুনে মূসা তাদের পশুগুলিকে পানি পান করিয়ে দিল। তারপর সে গাছের ছায়ায় এসে বিশ্রাম নিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে লাগল, "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে

www.amarboi.org

যেখানেই নিরাপদ আশ্রয় দান করবে সেটাই আমার জন্য কল্যাণকর হবে, আমি তো এমন একটি আশ্রয়ের মুখাপেক্ষী। এমন সময় দুই যুবতী মেয়ের একজন শরমজড়িত চরণে মুসার কাছে এসে বলল, আপনি আমাদের জানোয়ারগুলিকে পানি পান করিয়ে যে উপকার করেছেন, তার প্রতিদান দেবার উদ্দেশ্যে আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন। তখন মুসা তাদের পিতার কাছে এসে তার মাদয়ানে আগমনের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বলল। তাদের পিতা মুসাকে বলল, এখানে ভয়ের কিছুই নেই, তুমি জালেম লোকদের কবল থেকে বেঁচে গেছো।" (আল কাসাস : ২৩-২৫)

গ. হযরত সুলাইমান (আ)–এর যুগের ঘটনা

فَلَمَّا جَاءَ قِيْلَ أَهٰكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ. قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

"সম্রাজ্ঞী বিলকিস সুলাইমানের খেদমতে উপস্থিত হলে তার সিংহাসনের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হলো, আপনার সিংহাসন কি এরকমই? বিলকিস উত্তরে বলে, যেন সেটাই মনে হচ্ছে। পূর্বেই আমাদের এ ব্যাপারে জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেছি। আল্লাহর পরিবর্তে সে যে প্রভুদের বন্দেগী করে আসছিল, সে সবের প্রতি মিথ্যা বিশ্বাস ও ধ্যাণ–ধারণাই তাকে আল্লাহর উপর ঈমান আনা থেকে বিরত রেখেছিল। যেহেতু তারা ছিল কাফের জাতি।

তাকে প্রাসাদের প্রবেশের আহ্বান জানান হলো। প্রাসাদের প্রবেশপথে আসতে না আসতেই দেখতে পেল সেখানে এক গভীর জলাশয়। সে তার দু'পায়ের গিরা থেকে হাঁটুর দিকে কাপড় উঠাতে লাগল। সুলাইমান তাকে বলল : এটা জলাশয় নয়। এটা কাঁচের স্বচ্ছ মেঝে।

বিলকিস বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি নিজের উপর জুলুম করছিলাম এবং আমি সুলাইমানের সাথে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আনুগত্য স্বীকার করলাম। (আন নামল : ৪২-৪৪)

ঘ. হযরত মুহাম্মদ (স) –এর সময়ের উদাহরণ

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ.

"হে রাসূল! আল্লাহ সেই মহিলার কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদও করছে। আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথোপকথন শুনছেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" (মুজাদালা : ১)

www.amarboi.org

পুরুষদের সাথে মেয়েদের সাক্ষাতের নিয়মাবলী

ক. দৃষ্টি সংযম

এ ব্যাপারে আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেছেন :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ .

"হে নবী! মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তাদের জন্য উন্নত চরিত্র গঠনের এটিই উত্তম পন্থা। তারা যাই করুক না কেন, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত। অন্যদিকে মুমিন মেয়েদের বলে দাও, তারাও যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।" (নূর : ৩০-৩১)

খ. দুই হাতের কবজি ও মুখমন্ডল ছাড়া সমস্ত শরীরই আবৃত করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ

وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ مِنْ عَلَى جُيُوبِهِنَ.

"মুমিন মেয়েরা যেন তাদের সাজসজ্জা প্রদর্শন না করে, কেবল যেটুকু স্বাভাবিকভাবে বের হয়ে পড়ে তাছাড়া। তারা যেন চাদর দিয়ে নিজেদের বুক ঢেকে রাখে।" (নূর : ৩১)

وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ.

"মেয়েদের বলে দাও তারা যেন জমিনে পা ঠুকে শব্দ করে চলাফেরা না করে, তাদের আবৃত ও সংরক্ষিত সৌন্দর্য যেন প্রকাশ না হয়ে পড়ে।" (নূরঃ ৩১)

[এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে এ বইয়ের ৪র্থ খন্ড "পর পুরুষদের সাথে দেখা করার সময় নারীদের পোশাক ও সৌন্দর্য প্রকাশের সীমারেখা" পড়ুন।]

(ঘ) পর পুরুষদের সাথে প্রয়োজনবোধে অ-আকর্ষণীয় ও বলিষ্ঠ কন্ঠে কথা বলা

فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِى قَلْبِه مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا.

"তোমরা অন্য পুরুষদের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় কন্ঠে কথা বলো না, যাতে লম্পট চরিত্রের লোকেরা তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে না পারে। তাই প্রয়োজনে তাদের সাথে স্পষ্ট ভাষায় বলিষ্ঠ ও অনাকর্ষণীয় কন্ঠে কথা বল।" (আল আহযাব : ৩২)

www.amarboi.org

প্রথম অনুচ্ছেদের টীকা

[এ বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সহী বুখারী থেকে যেসব হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তা নেয়া হয়েছে ফতহুল বারী শারাহ সহী আল বুখারী, মুস্তফা হালবী সংস্করণ কায়রো থেকে। অন্যদিকে সহী মুসলিমের হাদীসগুলি নেয়া হয়েছে ইমাম মুসলিমের আল-জামে আস সহীহ ইসতাম্বুল সংস্করণ থেকে।]

১. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায়, স্ত্রীর সাথে তার ফুফুকে বিবাহ করা নিষেধ অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : বিবাহ অধ্যায়, স্ত্রীর উপস্থিতিতে তার খালা ও ফুফুকে বিবাহ করা হারাম অধ্যায়, ৪খন্ড, ১৩৫ খন্ড।

২. সহী বুখারী : জানাযা অধ্যায়, শিশু ইসলাম গ্রহণের পর মৃত্যুবরণ করলে কি তার জানাযা পড়া হবে? শিশুকে কি ইসলামের দাওয়াত দেয়া যেতে পারে? অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা।

৩. ফতহুল বারী, ৩ খন্ড, ৪২৫ পৃষ্ঠা।

৪. ফতহুল বারী, ১ খন্ড, ২৬২পৃষ্ঠা।

৫. সহী বুখারী : চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অধ্যায়, নবী (স)-এর আনসারদের প্রতিনিধি অনুচ্ছেদ ৮ খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা

৬ ও ৭. তাফসীর ইবনে কাসীর : সূরা আলে-ইমরান, ৬১ আয়াত।

৮. নারীদের সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে আলেমদের বক্তব্য, এ খন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীসের আলোচনা দেখুন।

৯. সহী বুখারী : নবীদের ঘটনাবলী অধ্যায়, হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে আল্লাহ তাঁর বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

আল কুরআনে বর্ণিত নারীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা

হযরত মূসার (আ) আম্মার আল্লাহর আনুগত্য ও নির্দেশ পালনের উদাহরণ

আল্লাহ কুরআনে বর্ণনা করেছেন :

وَاَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّ مُوْسى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ج فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَاتَخَافِىْ وَلَاتَحْزَنِىْ ج اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ. فَالْتَقَطَه آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ط اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خَطِئِيْنَ. وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّىْ وَلَكَ ط لَاتَقْتُلُوْهُ عَسى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَه وَلَدًا وَّهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ. وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسى فَرِغًا ط اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِىْ بِه لَوْلاَ اَنْ رَّبَطْنَا عَلى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"মূসার আম্মার অন্তরে ইঙ্গিত করলাম : 'শিশুকে দুধ পান করাতে থাক। যখন তার ব্যাপারে কোন আশংকা বোধ করবে, নিশ্চিন্তে ও নির্ভয়ে তাকে নদীতে ভাসিয়ে দেবে। আমি তাকে তোমার নিকটেই ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত করব।' অতপর ফেরাউনের লোকজন ভাসমান মূসাকে উঠিয়ে নিল। তার পরিমাণতো এ ছিল যে, সে তাদের দুশমন ও দুঃখের কারণ হবে। প্রকৃতপক্ষে ফেরাউন, হামান এবং তাদের বাহিনীই ছিল অপরাধী। ফেরাউনের স্ত্রী বলল : 'তুমি এ শিশুটিকে হত্যা করোনা–সে আমার ও তোমার জন্য চক্ষুশীতলকারী। সে আমাদের উপকারে আসতে পারে। আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি।'

অথচ তারা মূসাকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করার পরিণাম সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এদিকে মূসার মার মন অস্থির হয়ে পড়েছিল, যাতে সে দৃঢ় প্রত্যয় ও ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে সে জন্য আমি তার মনকে দৃঢ় করে না দিলে সে তার পরিচয় তো প্রকাশ করেই দিত।" (আল কাসাস : ৭-১০)

হযরত মূসার (আ) বোনের প্রশংসনীয় চাতুর্য ও কৌশলের বর্ণনা

قَالَتْ لِاُخْتِه قُصِّيْهِ ز فَبَصُرَتْ بِه عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَايَشْعُرُوْنَ. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَه لَكُمْ وَهُمْ لَه

www.amarboi.org

نَاصِحُوْنَ. فَرَدَدْنَهُ اِلَى اُمِّه كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ.

"মূসার মা তার বোনকে বললো, তুমি ভাসমান বাক্সের পিছনে পিছনে যাও। সে মোতাবেক সে ফেরাউনের লোকজনের অজ্ঞাতসারে দূর থেকে ভাসমান বাক্সের প্রতি লক্ষ্য রাখছিল।

আগে থেকেই ধাত্রীদের স্তন্যপান করা থেকে মূসাকে বিরত রেখেছিলাম। এ উৎকণ্ঠার এক পর্যায়ে মূসার বোন তাদেরকে বললো, 'আপনাদের আমি একটি পরিবারের ধাত্রীদের দুধ পানের পারদর্শিতার কথা বলি? তারা খুবই যত্ন সহকারে ও হিতাকাংখী হিসেবে এ শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে।' এভাবেই আমি মূসাকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলাম যেন তার চক্ষু শীতল হয় এবং যেন সে চিন্তায় কাতর না হয়ে পড়ে এবং সে বুঝতে পারে যে আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা বুঝতে পারে না।" (আল কাসাস : ১১-১৩)

মাদায়েনের একটি মেয়ের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার বর্ণনা

قَالَتْ اِحْدَاهُمَا يٰاَبَتِ اسْتَاجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِىُّ الأَمِيْنُ .

"সে দুটি মেয়ের একজন্য তাদের পিতাকে বললো : আব্বাজান! এ ব্যক্তিকে কাজের জন্য নিয়োগ করুন। কারণ আপনি যে ধরনের কর্মচারী নিয়োগ করতে চান সেদিক দিয়ে এ ব্যক্তিই হবে উত্তম এবং সে শক্তিশালী আবার বিশ্বস্তও।" (আল কাসাস : ২৬)

ফেরাউনের স্ত্রীর দৃঢ় ঈমানী চেতনার আদর্শ

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِه وَنَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.

"আর আল্লাহ মুমিনদের জন্য ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করছেন, যখন সে এ ভাষায় দোয়া করছিল : "হে আমার রব! তৈরি করে দাও তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটা গৃহ এবং আমাকে ফেরাউন ও তার দুস্কৃতি হতে রক্ষা কর এবং এ জালেম সম্প্রদায়ের হাত থেকে বাঁচাও।" (আত তাহরীম : ১১)

ইমরানের স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তানকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করার দৃষ্টান্ত

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَافِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ ج اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

www.amarboi.org

"যখন 'ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, হে আমার রব! আমার গর্ভের সন্তানকে তোমার জন্যই উৎসর্গ করলাম, সে তোমার কাজে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত থাকবে। কাজেই তুমি আমার পক্ষ থেকে তা কবুল কর। তুমিই সবকিছু শোনো ও সবকিছুই জানো।" (আল ইমরান : ৩৫)

রসূল (স)–এর সাথে খাওলা বিনতে ছা'লাবার সার্থক বাদানুবাদের বর্ণনা

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ. اَلَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَاۤئِهِمْ مَّاهُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ط اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلاَّ الّٰئِ وَلَدْنَهُمْ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ج وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ. وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْ نِّسَاۤئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاۤسَّا ط ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ. فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاۤسَّا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ذَالِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

"হে রসূল (স)! আল্লাহ সে মেয়েটির কথাও শুনেছেন যে তার স্বামীর ব্যাপারে একদিকে তোমার সাথে বাদানুবাদ ও অপরদিকে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছিল। আল্লাহ তোমাদের কথাবার্তা শোনেন। কেননা তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন।

তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করলেই তার মা হয়ে যাবে না। প্রকৃতপক্ষে তাদের মা তারাই যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। যারা স্ত্রীর প্রতি এ ধরনের বাক্য প্রয়োগ করে তারা নিসন্দেহে অসংগত, ঘৃণিত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও গুনাহ মাফকারী।

নিজের স্ত্রীকে নিজের 'মা' বা বোনের সাথে তুলনা (যাকে যিহার বলা হয়) করার পর স্বামী যদি সে উক্তি প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে তাকে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করতে হবে। এটাই আল্লাহর নির্দেশ। তোমরা যা কিছু অঘটন ঘটাও আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। কিন্তু কেউ যদি দাস মুক্ত করতে অপারগ হয় সেক্ষেত্রে পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তাকে লাগাতার দু'মাস রোযা রাখতে হবে। সে যদি ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখতেও অপরাগ হয় সেক্ষেত্রে (পরস্পরকে স্পর্শ করার আগে) ষাটজন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে। এরূপ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এ জন্য যেন আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স) কর্তৃক দাম্পত্য জীবনের জন্য নির্দেশিত বিধিবিধানগুলির প্রতি তোমরা দৃঢ়ভাবে ঈমান আন। আর বস্তুত এটাই

www.amarboi.org

আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। আর অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক আযাব।" (আল মুজাদালা : ১-৪)

হযরত আউস ইবনে সামেত ও তাঁর স্ত্রী খাওলা বিনতে ছা'লাবার মধ্যে সৃষ্ট অঘটনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়েছিল। আউস তাঁর স্ত্রীকে বলে ফেলে : তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠ যেমন। জাহেলিয়াতের যুগে কেউ তার স্ত্রীর প্রতি এমন ভাষা প্রয়োগ করলে তাকে তালাক হিসাবে ধরে নেয়া হতো। তাই খাওলা রসূল(স) এর নিকট চলে যান এবং তাঁর সাথে এ ধরনের বাক্যকে তালাক হিসেবে ধরে না নেয়ার পক্ষে তার যুক্তি পেশ করতে থাকেন। এমন কি তিনি বলতে থাকেন, আপনার উপর অবতীর্ণ কিতাবের কোথাও এ ভাষার মাধ্যমে তালাক বুঝা যেতে পারে এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। ছা'লাবা বলেন, আল্লাহর কসম আমি ভীষণ মানসিক বেদনা ও বিচ্ছিন্নতার দুশ্চিন্তায় ভুগছি। ... "হে আল্লাহ! তোমার নবীর ভাষায় এমন আয়াত অবতীর্ণ কর যার মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি।" সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তিনি এ পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে এ আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন।

দুইজন নারী ব্যক্তিত্বের বর্ণনা

১. সাবার রানী বিলকিস

সাবা রাজ্যের সম্রাজ্ঞী বিলকিস : সমৃদ্ধিশালী ও বিশাল সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব দান সম্পর্কে আল কুরআনের বর্ণনা :

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لاَ اَرَى الْهُدْهُدَ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَاءِبِيْنَ. لأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لاَ اَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تَحِطْ بِه وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَا بِنَبَا يَقِيْنٍ . اِنِّيْ وَجَدْتُ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ. وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّ هُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لاَيَهْتَدُوْنَ. اَلاَّ يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَاتُخْفُوْنَ وَمَاتُعْلِنُوْنَ. اَللهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

"সুলাইমান পক্ষীকুলের অবস্থা পর্যবেক্ষণকালে বললো : কি ব্যাপার, হুদহুদকে দেখছিনা কেন? সে কি কোথাও উধাও হয়ে গেছে? উপযুক্ত কারণ না দর্শাতে পারলে অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দেব। এমনও হতে পারে যে, তাকে যবেহ করে ফেলব। দেখতে না দেখতে হুদহুদ এসে হাজির। সে সুলাইমানকে বললো, আপনি যা অবগত

www.amarboi.org

নন এমন সব বিষয় আমি অবগত হয়েছি এবং সারা সাম্রাজ্য সম্পর্কে বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট সংবাদ বহন করে এনেছি। সে জাতির শাসনকর্তা হিসেবে এমন এক মহিলাকে দেখেছি যাকে সর্বপ্রকার সাজসরঞ্জামাদি দেয়া হয়েছে, এমনকি তার সিংহাসনও বড়ই মর্যাদাসম্পন্ন। আমি তাকে ও তার জাতিকে আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করতে দেখেছি। শয়তান তাদের এসব কাজকর্মকে তাদের জন্য চাকচিক্যময় করে দিয়েছে এবং তাদেরকে হেদায়াতের পথ থেকে আড়াল করে রেখেছে বলেই তারা সৎ পথের সন্ধান থেকে বঞ্চিত। এবং তা এজন্য যে, তারা যেন সে মহান আল্লাহকে সিজদা করতে না পারে যিনি আসমান ও জমিনের গোপন রহস্য উদঘাটন করেন এবং যিনি সবকিছুই জানেন, যা তোমরা প্রকাশ করছ ও যা গোপন করছ। আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনিই মহান আরশের অধিপতি।" (আল নামল : ২০-২৬)

সাম্রাজ্যের পুরুষ সভাসদদের সাথে রাণী বিলকিসের পরামর্শের প্রতি গুরুত্ব দান সম্পর্কে আল কুরআনের ভাষ্য

قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ. اِذْهَبْ بِكِتَابِىْ هٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ. قَالَتْ يَاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّى اُلْقِىَ اِلَىَّ كِتَابٌ كَرِيْمٌ، اِنَّه مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَلاَّ تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ. قَالَتْ يَاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِىْ فِىْ أَمْرِىْ ج مَاكُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنَ . قَالُوْا نَحْنُ أُوْلُوْا قُوَّةٍ وَّأُوْلُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ج وَّالأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِىْ مَاذَا تَأْمُرِيْنَ.

"সুলাইমান বলল : আমরা দেখতে চাই তুমি সত্যি কথা বলছো কিনা অথবা তুমি মিথ্যাবাদীদেরই একজন? আমার এ পত্রটি বহন করে নিয়ে তাদের সামনে ফেলে দাও এবং তাদের থেকে আত্মগোপন করে তাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে থাক।

তারপর সম্রাজ্ঞী তার সভাসদদের আহ্বান করে বললেন : হে সভাসদবৃন্দ! আমাকে সুলাইমানের পক্ষ থেকে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পৌঁছানো হয়েছে, যা অতি দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে : 'অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করোনা এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও।'

সভাসদবর্গকে সম্বোধন করে সম্রাজ্ঞী বললো : জাতির সম্মানিত নেতৃবৃন্দ! আমার এ বিশেষ পরিস্থিতিতে আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন। সব ব্যাপারেই তো এ হাউজে পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। জবাবে সভাসদরা বললো : আমরা শক্তিধর সর্বজন স্বীকৃত দক্ষ যুদ্ধবাজ জাতি, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টা আপনারই ওপর নির্ভরশীল, এখন কী আদেশ করবেন তা আপনিই ভেবে দেখুন।" (নামল : ২২-২৩)

www.amarboi.org

সম্রাজ্ঞীর অসাধারণ দূরদর্শিতা ও তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বিচক্ষণতা সম্পর্কে আল কুরআনের বর্ণনা

قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً ج وَكَذٰلِكَ
يَفْعَلُوْنَ. وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمٰنَ
قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَا اٰتٰنِ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّا اٰتٰكُمْ ج بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ.
اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَاقِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ.
قَالَ يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ. قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ
الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ج وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ. قَالَ الَّذِيْ
عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ط فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا
عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ قف لِيَبْلُوَنِيْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ط وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا
يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ.

"সম্রাজ্ঞী পরিষদকে বললো : বাদশাহ যখন কোন দেশে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করে তখন সেদেশকে নাস্তানাবুদ করে এবং তার সম্মানিত অধিবাসীদেরকে অপমাণিত ও লাঞ্ছিত করে। আমরা যুদ্ধে পরাস্ত হলে তারা সেরূপই করবে। আমি তাদের কাছে উপঢৌকন সহকারে দূত পাঠাতে চাচ্ছি। দেখি, দূতরা কি জবাব নিয়ে ফিরে আসে। সম্রাজ্ঞীর দূত সুলায়মানের কাছে উপস্থিত হলে সুলায়মান বললো : তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দ্বারা সাহায্য করতে চাচ্ছ? আল্লাহ আমাকে যা কিছু দান করেছেন তা তোমাদের (যা কিছু দিয়েছে তার) তুলনায় অনেক বেশী ও উত্তম। অথচ তোমরা তোমাদের এ সব উপঢৌকন দ্বারা আনন্দ বোধ করছ। (এগুলো) প্রেরকদের নিকট ফিরিয়ে দাও; আমরা অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে এমন এক সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে আক্রমণ চালাব যাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাদের নেই। অবশ্যই আমরা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমাণিত করে সিংহাসন ও দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করব।

সুলায়মান সভাসদদের উদ্দেশ্যে বললো : তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ, যে তাদের আত্মসমর্পণ করে আমার দরবারে উপস্থিত হবার পূর্বেই তার সিংহাসনখানি আমার নিকট উঠিয়ে আনতে পার? উপস্থিত জ্বিনদের মধ্য থেকে এক দুর্ধর্ষ জ্বিন নিবেদন করল, আপনি আপনার স্থান পরিত্যাগ করার পূর্বেই আমি তা উঠিয়ে এনে দেব। তা আনার ক্ষমতা ও যোগ্যতা আমার আছে এবং আমি এ ব্যাপারে বিশ্বস্ত ও আমানতদার। কিতাবের জ্ঞানে বলীয়ান অপর একজন বলল : আপনি চক্ষুর পলক ফেলবার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। সুলায়মান যখন তা তার সামনে রাখা অবস্থায় দেখলো তখন বললো : এটা আমার রবের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে

www.amarboi.org

পরীক্ষা করতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তা নিজের কল্যাণের জন্যই করে, আর যে অকৃতজ্ঞ সে জেনে রাখুক আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, দানশীল ও মহানুভব।" (আন নামল : ৩৪-৪০)

সত্যের আহ্বানে দ্রুত সাড়া দেওয়া

قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِىْ اَم تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لاَيَهْتَدُوْنَ. فَلَمَّا جَاءَتْ قِيْلَ أَهكَذَا عَرْشُكِ ط قَالَتْ كَاَنَّهُ هُوَ ج وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ ط اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ. قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ ج فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ط قَالَ اِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

"সুলাইমান বললো : তার সিংহাসনের আকৃতি বদলে দাও, দেখি সে সঠিক কথা বলতে পারে কিনা, অথবা বিভ্রান্তদের মধ্যে শামিল হয়ে যায়।

রাণী বিলকিস যখন আসল, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার সিংহাসন কি এরূপ? সে বলল : এটা তো যেন সেটাই। আমাদের ইতিপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা আত্মসমর্পণ করেছি। আল্লাহর পরিবর্তে সে যার পূজা করত তাই তাকে সত্য হতে বিরত রেখেছিল, যেহেতু সে ছিল কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাকে বলা হল, এ প্রসাদে প্রবেশ কর। সে দেখামাত্রই তাকে এক গভীর জলাশয় মনে করল এবং হাঁটু পর্যন্ত অংশের কাপড় উপরে উঠিয়ে নিল। সুলায়মান বলল : এটা তো স্বচ্ছ কাঁচের প্রাসাদ। রাণী বিলকিস বলল : হে আমার রব! আমিতো নিজের প্রতি জুলুম করেছি, আমি সুলায়মানের সাথে সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালকের সমীপে আত্মসমর্পণ করছি।" (আন নামল : ৪১-৪৪)

২. ইমরান-এর কন্যা মারয়াম

তার মা গর্ভাবস্থায় তাকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করেন

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَافِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ ج اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰى ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ط وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالاُنْثٰى ج وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

www.amarboi.org

"স্মরণ করে যখন 'ইমরানের স্ত্রী বলেছিল : হে আমার রব! আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট থেকে তা কবুল কর। তুমিই সব কিছু শোনো সব কিছু জানো।

তারপর যখন সে মারয়ামকে প্রসব করল, তার মা বলল : হে আমার প্রতিপালক! আমি তো কন্যা প্রসব করেছি।' অথচ সে যা প্রসব করেছে আল্লাহ তা খুব ভালভাবেই অবগত আছেন। 'ছেলে তো মেয়ের মত নয়। আমি তার নাম মারয়াম রেখেছি এবং অভিশপ্ত শয়তান হতে তার সন্তানের জন্য তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (আল ইমরান : ৩৫-৩৬)

প্রকাশ থাকে যে, ইমরানের স্ত্রী তার নবজাত সন্তানকে পার্থিব জগতের যাবতীয় কর্মকান্ড থেকে মুক্ত রেখে মসজিদে আকসার খিদমতের জন্য মানত করেছিলেন। এ সন্তানকে গর্ভে রেখেই তার পিতা ইমরান মৃত্যু বরণ করেন। তার স্ত্রী স্বভাবতই আশা করেছিলেন যে, একটি ছেলে সন্তানই প্রসব করবেন। এ আশার আলোকেই তিনি এ 'মানত' করেন। কেননা আল্লাহর ঘরের খেদমতের জন্য ছেলে সন্তানকেই উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। সন্তান প্রসবের পর যখন আল্লাহর কাছে বললেন, হে আল্লাহ! যেহেতু একাজের জন্য ছেলে সন্তানই মানানসই, কিন্তু প্রকৃতিভাবে দুর্বল মেয়ের দ্বারা তা কি করে সম্ভব? এ অজুহাতে তিনি পূর্বকৃত ওয়াদা বা 'মানত' পূরণ করা থেকে বিরত থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যে আল্লাহ নারী-পুরুষ উভয়েরই সৃষ্টিকর্তা তিনি তার মাকে আশ্বস্ত করে মারয়ামকেই তাঁর ঘরের খেদমতের জন্য গ্রহণ করেন। হযরত মারয়াম (আ) তাঁর সত্যবাদিতা, ইবাদত-বন্দেগী ও আল্লাহর প্রতি একান্ত নিবেদিতা হওয়ার কারণে পুরুষদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেন। এককথায় তিনি ছিলেন খোদাভীরু একনিষ্ঠ ইবাদতগুজার। তাঁর সন্তানকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি আল্লাহর কাছে যে দোয়া করেছিলেন আল্লাহ তা কবুল করে নেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথার্থই বলেছেন :

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول كل بنى آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها.

"সমস্ত মানব সন্তানকে ভূমিষ্ট হওয়ার দিনই শয়তান স্পর্শ করে থাকে কিন্তু হযরত মারয়াম ও তার ছেলে হযরত ঈসাকে সে স্পর্শ করতে পারেনি।" (সহী বুখারী ও মুসলিম)[১]

আল্লাহ হযরত মারয়ামকে উত্তমভাবে গ্রহণ করেন

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ط كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ

www.amarboi.org

اللهِ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ج قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ج اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ.

"তারপর তার প্রতিপালক তাকে উত্তমভাবে কবুল করলেন। যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে উত্তমরূপে তার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করলেন। যখন যাকারিয়া কক্ষে তার সাথে সাক্ষাত করতে যেতো তখনই তার সামনে খাদ্য সামগ্রী দেখতে পেতো। যাকারিয়া তাকে বলতো, মারয়াম তুমি এসব কোথায় পেলে? সে উত্তরে বলতো, তা আল্লাহর নিকট হতে এসেছে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন তাকে অপরিমিত রিযিক দান করেন। এ প্রেক্ষাপটেই যাকারিয়া তার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে বললো, হে আমার প্রতিপালক! তোমার পক্ষ হতে আমাকে সৎ বংশধর দান কর, তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী।" (আল ইমরান : ৩৭-৩৮)

এভাবেই নারীর মর্যাদা ও সম্মানকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হয়েছে। হযরত মারয়ামের মাধ্যমে তা প্রত্যক্ষ করে হযরত যাকারিয়া (আ.) নবী হওয়া সত্ত্বেও আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন : ওগো মারয়াম তোমার এসব খাদ্য সামগ্রী কোথা থেকে এসেছে? শুধু তাই নয়, হযরত মারয়ামের এ কেরামতি দেখেই তার মত গুণাবলী সম্পন্ন সন্তানের জন্য এ বলে দোয়া করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন যে, হে আমার প্রভূ ...

(رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء)

"তোমার পক্ষ থেকে আমাকে একটি সুসন্তান দান কর, কেননা তুমিই দোয়া শ্রবণকারী।"

হযরত মারয়াম পিতা ছাড়াই আল্লাহর নবী হযরত ঈসাকে (আ) গর্ভে ধারণ করেন যেন তা মানব কুলের জন্য চির নির্দশন হয়ে থাকে।

وَاذْكُرْ فِيْ الْكِتٰبِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا . فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا قف فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. قَالَتْ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا. قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا. قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلَامٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا. قَالَ كَذٰلِكِ ج قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهٗ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا. فَاَجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ج قَالَتْ يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا. فَنَادٰهَا مِنْ تَحْتِهَا اَلَّا تَحْزَنِيْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. وَهُزِّيْ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا

www.amarboi.org

ج فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُوْلِيْ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا. فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ط قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. يٰاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا. فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا . قَالَ اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ قف اٰتٰنِيَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا.

"এ কিতাবে মারয়ামের ঘটনা বর্ণনা কর, যখন সে পূর্ব দিকের এক নির্জন স্থানে পরিবার থেকে পৃথক হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এবং তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য পর্দা করেছিল। তারপর আমি তার নিকট আমার রূহকে পাঠালাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। মারয়াম বলল : আমি তোমার থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি যদি তুমি আল্লাহকে ভয় কর। জবাবে সে বলল : আমিতো একান্তই তোমার প্রতিপালক প্রেরিত, তোমাকে একটি পুত্র সন্তান দানের উদ্দেশ্যে। মারয়াম বলল : কিভাবে আমার পুত্র সন্তান হতে পারে, যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শই করেনি এবং আমি ব্যভিচারীও নই? সে বলল : 'এভাবেই হবে।' তোমার প্রতিপালক বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি তাকে এজন্য সৃষ্টি করব যে, সে মানব জাতির জন্য হবে একটি নিদর্শন এবং আমার নিকট হতে রহমত স্বরূপ। এ সিদ্ধান্ত অবশ্যই কার্যকর হবে। মারয়ামের গর্ভে এ সন্তানের ভ্রূণ সঞ্চার হল। আর সে এ গর্ভ বহন করে এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল। তারপর প্রসব বেদনা তাকে একটি খেজুর গাছের নীচে পৌঁছিয়ে দিল। মারয়াম বলতে লাগল : হায়! আমি যদি এর পূর্বেই মরে যেতাম, আর আমার নাম চিহ্নও বিলুপ্ত হয়ে যেতো। এ অবস্থায় ফেরেশতা তার পাদদেশ হতে তাকে ডেকে বলল : চিন্তা করনা, তোমার রব তোমার নিচে একটি ঝরণা প্রবাহিত করে দিয়েছেন। আর তুমি এ গাছটির গোড়া ধরে ঝাঁকুনি দাও, তোমার উপর তাজা তাজা খেজুর টপ টপ করে ঝরে পড়বে। তুমি তৃপ্তি সহকারে এসব থেকে পানাহার কর এবং এ সন্তানকে নিয়ে চক্ষু শীতল কর। এবং এসময় যদি তুমি কোন লোক দেখতে পাও তবে তাকে বল : আমি রহমানের নামে রোযা মানত করেছি, এ কারণে আমি আজ কারও সাথে কথা বলব না। তারপর সে তার সন্তানকে নিয়ে নিজ জাতির লোকদের নিকট আসল। লোকেরা বলল : হে মারয়াম! তুমি তো বড়ই পাপের শিকার হয়েছ। হে হারুনের বোন! তোমার পিতাতো কোন খারাপ লোক ছিলনা এবং তোমার মাও কোন চরিত্রহীনা নারী ছিলনা। মারয়াম নিজের সাফাই দিতে না গিয়ে তার বাচ্চাটির দিকে ইশারা করল। লোকেরা বলল : আমরা দোলনায় শায়িত নবজাতকের সাথে কি করে কথা বলব? নবজাতকটি লোকদের উদ্দেশ্যে বলে উঠল : "আমি আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে আসমানী কিতাব সহকারে নবী মনোনীত করে তোমাদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন।" (মারয়াম : ১৬-৩০)

www.amarboi.org

অবিবাহিত পূত পবিত্র মারয়ামের প্রতি ইয়াহূদীদের অপবাদ

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ط بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوْنَ الاَّ قَلِيْلاً. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا .

"ইহূদীদের বার বার ওয়াদা ভঙ্গের কারণে, আল্লাহর নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলার ও তার সাথে কুফরী করার কারণে, অকারণে নবী রসূলগণকে হত্যা করার কারণে এবং তাদের এ সাক্ষ্যের কারণে যে তাদের অন্তর আবরণ দ্বারা বেষ্টিত ইত্যাদির জন্য আল্লাহ্ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। এ কারণেই ইহূদীদের মধ্য থেকে খুব কম লোকই ঈমান আনবে। তারাতো কুফরীতে এতদূর অগ্রসর হয়েছিল যে, মারয়ামের উপর মারাত্মক ধরনের মিথ্যা দোষারোপ করেছিল।" (আন নিসা : ১৫৫-১৫৬)

আল্লাহ্ হযরত মারয়ামকে (আ) বিশ্বের নারীকুলের উপর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করার জন্য মনোনীত করেছিলেন

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ. يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ.

"তারপর (মারয়ামকে সুসংবাদ প্রদানের সেই সময় আসল) যখন তাকে ফেরেশতাগণ এসে বলল : হে মারয়াম! আল্লাহ্ আপনাকে উচ্চ সম্মান দানে মহিমান্বিত করে পবিত্রতা দান করেছেন এবং সমগ্র পৃথিবীর মহিলাদের উপর আপনার প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করে নিজের কাজের জন্য মনোনীত করেছেন।

হে মারয়াম! তুমি তোমার রবের আদেশের অনুগত ও অধীন হয়ে থাক। তাঁর সম্মুখে সিজদাবনত হও এবং রুকুকারীদের সাথে তুমিও রুকু কর।" (আল ইমরান : ৪২-৪৩)

এভাবেই আল্লাহ্ নারীদেরকেও সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। পুরুষদের মধ্য থেকে যেমন কিছু পুরুষকে এ মর্যাদা দান করেছেন তেমনি নারীদের মধ্য থেকেও কিছু কিছু নারীকেও এ সম্মান দান করেছেন। তাই রসূল (স) পবিত্র হাদীসে এ প্রসংগে যথার্থই বলেছেন–

وصدق رسولنا الكريم : لم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون.

"নারীকূলে হযরত মারয়াম বিনতে ইমরান এবং ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া ছাড়া আর কেউ পূর্ণতা লাভে সক্ষম হয়নি।" (বুখারী ও মুসলিম)[২]

www.amarboi.org

আল্লাহ হযরত মারয়ামকে তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্য ও নৈতিক মূল্যবোধের জন্য অনুকরণীয় করে রেখেছেন

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِيْ الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ . وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِيْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ.

"আর ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করছেন। যখন সে দোয়া করেছিল যে, হে আমার রব! আমার জন্য তোমার নিকট জান্নাতে একখানা ঘর বানিয়ে দাও এবং আমাকে ফেরাউন ও তার কার্যকলাপ থেকে রক্ষা কর। আর জালিম লোকজনদের হাত থেকেও রক্ষা কর।

আর ইমরানের কন্যা মারয়ামের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যে, সে নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করেছিল, পরে আমি তার ভিতরে আমার রূহ ফুঁকে দিলাম। এবং সে তার রবের বাক্যসমূহের ও তার কিতাব সমূহের সত্যতা স্বীকার করল। প্রকৃতপক্ষে সে অনুগত বিনীতদের একজন।" (আত তাহরীম : ১১-১২)

---

১. সহী বুখারী : নবীদের ঘটনাবলীর বর্ণনা অধ্যায় : হযরত মারয়াম (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা অনুচ্ছেদ, ৭ খণ্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : মার্যাদা অধ্যায়, ঈসা আলাইহিস সালামের মর্যাদা অনুচ্ছেদ, ৭ খণ্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা। (এখানে উদ্ধৃত হাদীসটি সহী মুসলিম থেকে নেয়া হয়েছে।)

২. সহী বুখারী : নবীদের বর্ণনা অধ্যায় : অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন : إذ قالت الملائكة يامريم إن الله يبشرك بكلمة منه. ৭ খন্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাবাহাগণের মর্যাদা অধ্যায়: অনুচ্ছেদ, উম্মুল মুমিনীন খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা, ৭ খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে উল্লিখিত কতিপয় নারী ব্যক্তিত্ব

প্রথম অনুচ্ছেদ	:	নারী ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের কিছু চিহ্ন-ফলক।
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	:	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের প্রশংসনীয় ভূমিকা।
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	:	মুসলিম নারীর ব্যক্তিত্ব ক্ষমতা এবং তার অধিকার ও দায়িত্বানুভূতির কিছু দৃষ্টান্ত।
চতুর্থ অনুচ্ছেদ	:	কতিপয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী।
পঞ্চম অনুচ্ছেদ	:	নারী ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কয়েকটি সহীহ হাদীস যার মর্মোপলব্ধি ও প্রয়োগ কেউ কেউ ভুল করেছেন।
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ	:	মুসলিম নারীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত দৃষ্টান্তের পরিশিষ্ট।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রথম অনুচ্ছেদ

নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের কিছু চিহ্ন–ফলক

রসূলুল্লাহ (স) বলেন :

إنـــما النساء شقائق الرجال .

"নিশ্চয়ই নারীরা পুরুষদের সহোদর।" – (আবু দাউদ)[১]

হযরত উমর (রা) বলেন : আল্লাহর শপথ! জাহেলী যুগে আমরা নারীদেরকে কোন মর্যাদাই দিতাম না। অবশেষে আল্লাহ কুরআন কারীমে তাদের জন্য আয়াত নাযিল করলেন এবং তাদের প্রাপ্য বন্টন করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[২]

অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন : "জাহেলী যুগে আমরা নারীদেরকে কিছুই মনে করতাম না। এরপর ইসলামের আবির্ভাব হলো এবং আল্লাহ স্বীয় বাণীতে তাদের উল্লেখ করলেন। তারপরই আমরা জানলাম যে, আমাদের প্রতি নারীদের অধিকার রয়েছে।" (বুখারী)[৩]

ইসলাম প্রচারের প্রথম দিন থেকেই নারী পুরুষের পাশাপাশি আল্লাহর দীনের দাওয়াত পেয়েছে

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। যখন وانذر عشيرتك الأقربين .

'আপনার নিকটাত্মীয়দের ভীতি প্রদর্শন করুন' আয়াতটি নাযিল হলো, তখন রসূলুল্লাহ (স) দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন–

يا معشر قريش : اشتروا أنفسكم. لا أغنى عنكم من الله شيئا. يا بنى عبد مناف : لا أغنى عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب : لا أغنى عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد : سليني ما شئت من مالى، لا أغنى عنك من الله شيئا.

"হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের নিজেদের জীবন বিলিয়ে দাও। আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে আমি তোমাদের কোন উপকারে আসবো না। হে আবদে মান্নাফের বংশধরগণ! আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমি তোমাদের কোন উপকারে আসবো না। হে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে আমি তোমাদের কোন উপকারে আসবো না। হে রসূলের ফুফু সফীয়্যাহ! আপনাকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে আমি কোন উপকারে আসবো না। হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ! তুমি আমার যেকোন সম্পদ চাইতে পারো কিন্তু আমি তোমাকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে কোন উপকারে আসবো না।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪]

www.amarboi.org

ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী তার স্বামী ও সম্প্রদায় থেকে অগ্রগামী হয়েছে

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ও আমার মা অসহায় মুসলমানদের মধ্যে ছিলাম। আমি বালকদের মধ্যে আর আমার মা ছিলেন মহিলাদের মধ্যে অসহায়।" (বুখারী) [৫]

ইমাম বুখারী (র) এ হাদীস সম্পর্কে বলেন : ইবনে আব্বাস (রা) ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর মায়ের সাথে অসহায়দের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পিতার সাথে তার পূর্বপুরুষদের ধর্মে অবস্থান করেননি।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার বলেন : "ইবনে আব্বাসের মায়ের নাম ছিল লুবাবা চিনতে হারেস আল হিলালা (তাঁর উপনাম ছিল উম্মে কবল আর কাল ছিল আব্বাসের বড় ছেলে।) আব্বাস (রা) বদর যুদ্ধের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ কথার ভিত্তিতে ইমাম বুখারী উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। এ ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদও রয়েছে। সঠিক কথা হল, তিনি মক্কা বিজয়ের বছরের শুরুতে হিজরত করেছিলেন এবং মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথেই ছিলেন। বাকি আল্লাহই ভালো জানেন।"[৬]

মেয়েরা নিজের সম্প্রদায়কে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন

عن عمران بن حصين أهم كانوا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى مسير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر – وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ . فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبى صلى الله عليه وسلم فنـــزل وصلى بنا الغداة فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا، فلما انصرف قال : يافلان ، ما يمنعك أن تصلى معنا. قال أصابتنى جنابة، فأمره أن يتيمم بالصعيد، ثم صلى- وجعلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ركوب بين يديه، وقد عطشنا عطشا شديدا- فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، فقلنا لها: أين الماء؟ فقالت : إيه، لا ماء، قلنا: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت : يوم وليلة، فقلنا : انطلقى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت: وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبى صلى الله عليه وسلم فحدثته بمثل الذى حدثتنا غير أنها حدثته أنها مؤتمة، فأمر بمزادتيها، فمسح فى العزلاوين فشربنا عطاشا أربعين رجلا حتى روينا، فملأنا كل قربة معنا وإداوة غير أنه لم

www.amarboi.org

نسق بعيرا، وهى تكاد تبض من الملء ، ثم قال: هاتوا ما عندكم، فجمع لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها. فقالت : أتيت أسحر الناس أو هو نبى كما زعموا، فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. وفى رواية : فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين، ولا يصيبون الصرم الذى هى منه. فقالت يوما لقومها: ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم فى الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا فى الإسلام.

"হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। একবার সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ (স)–এর সাথে সফরে ছিলেন। তাঁরা রাতের প্রথম ভাগে যাত্রা শুরু করে ভোর পর্যন্ত চললেন। ভোরে বিশ্রামের জন্য নেমে সূর্যোদয় পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকলেন। সর্বপ্রথম আবু বকর (রা) ঘুম থেকে জাগলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স)–কে জাগালেন না। এরপরে উমর (রা) জাগ্রত হলেন। তারপর আবু বকর (রা) রসূলুল্লাহ (স)–এর শিয়রে বসে উচ্চ স্বরে তাকবীর দিতে লাগলেন। এতে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। (বারী বলেন:) এরপর সকলে মিলে ফজরের সালাত আদায় করলেন। ইতিমধ্যে আমাদের এক সঙ্গী পৃথক হয়ে গেলেন এবং একত্রে সালাত আদায় করলেন না। সে আমাদের কাছে ফিরে এলে রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন : কি হে, তুমি আমাদের সাথে সালাত আদায় করলে না যে? জবাবে সে বললো, আমি অপবিত্র হয়ে গেছি। এরপর তিনি তাকে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করতে বললেন। তারপর সে সালাত আদায় করলো, (বারী বলেন :) এরপর রসূলুল্লাহ (স)– আমাকে তাঁর সামনের একটি বাহনে আরোহণ করিয়ে দিলেন। তখন আমরা ভীষণভাবে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিলাম। পথ চলতে চলতে আমরা এলোমেলো কাপড় পরিহিতা এক মহিলার দেখা পেলাম। তার পা দুটি ঝুলানো ছিল দুটি বড় পাত্রের মাঝখানে। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, পানি পাওয়া যাবে কোথায়? জবাবে সে বললো, থামতো! এখানে কোথাও পানি নেই। আমরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তোমার লোকজনদের থেকে পানি কত দূরে? সে বলল, একদিনের পথের দূরত্ব। তাকে বললাম, তুমি একটু রসূলুল্লাহ (স)–এর কাছে চলতো! সে বললো, রসূলুল্লাহ আবার কে? তাকে আমরা আর কিছু না বলে রসূলুল্লাহ (স)–এর কাছে গিয়ে এলাম, সে আমাদের কাছে যা বলেছিল তাই রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে বললো। অতিরিক্ত এতটুকু বললো যে, সে একজন বিধবা। রসূলুল্লাহ (স)– তার পাত্র দুটি নিয়ে আসতে বললেন। পাত্র দুটি আনা হলে তিনি তার মুখে হাত বুলিয়ে দিলেন। তা পানিতে পূর্ণ হয়ে গেল। এর পরে আমরা চল্লিশ জন পিপাসিত লোক তৃপ্তি সহকারে পানি পান করলাম এবং আমাদের সাথে যে ছোট–বড় পাত্র ছিল তা পানিপূর্ণ করে নিলাম। কিন্তু আমাদের উটগুলোকে পানি পান করালাম না। অথচ পাত্রগুলো থেকে পানি উপচিয়ে পড়ছিল। তারপর রসূলুল্লাহ (স)–বললেন : তোমাদের কাছে খাবার যা আছে নিয়ে এসো। কয়েক খন্ড রুটি ও কিছু খেজুর সেই মহিলার জন্য আনা হলো। এরপর সে

www.amarboi.org

তার পরিবার পরিজনের কাছে চলে গেলো এবং বললো, আমি শ্রেষ্ঠ জাদুকরের সাথে সাক্ষাত করেছি, অথবা সে নবীও হতে পারে, যেমনটি তাঁর সঙ্গীরা বলাবলি করছিল। এভাবে আল্লাহ মহিলার দ্বারা ঐ লোকালয়কে হেদায়াত করলেন এবং তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলো। অপর এক বর্ণনায় আছে [৭-ক] : পরবর্তীতে যখন মুসলমানরা ঐ লোকালয়ের পার্শ্ববর্তী মুশরিক এলাকা আক্রমণ করলো, তখন তাদেরকে কিছু বললো না। তারপর একদিন সেই মহিলা তার গোত্রের লোকদেরকে বললো : মুসলমানরা ইচ্ছা পূর্বক তোমাদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেবে বলে আমার মনে হয় না। ইসলামের ব্যাপারে তোমাদের কোন আগ্রহ আছে কি ? এরপর তারা সকলে তার কথা মেনে নিল এবং ইসলাম গ্রহণ করলো।" (বুখারী ও মুসলিম) [৭-খ]

শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর অধিকার, যা পূর্ণ দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يلى من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترًا من النار.

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (স)-বলেছেন : কোন ব্যক্তি কন্যা সন্তানের অভিভাকত্ব গ্রহণ করে তাকে উত্তমভাবে লালন পালন করলে ঐ কন্যা সে ব্যক্তির জাহান্নামের পথে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়াবে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৮]

আর কন্যাদেরকে লেখা-পড়া ও শিষ্টাচার শেখানোর চেয়ে বড় ইহসান তথা উত্তম লালন পালন আর কি হতে পারে।

হযরত আবু বুরদা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ

أيـــما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران ...

"যে ব্যক্তির অধীনে কোন দাসী থাকে। সে যদি তাকে উত্তমরূপে লেখা-পড়া ও শিষ্টাচার শিখিয়ে স্বাধীন করে দেয় এবং বিবাহ করে, তবে সেই ব্যক্তি দুটি প্রতিদান পাবে।" (বুখারী)[৯]

এ হাদীসে দাসীদেরকে উত্তমরূপে লেখা-পড়া ও শিষ্টাচার শিখানোর জন্য মুসলিম মনিবদেরকে যখন তাকিদ দেয়া হয়েছে, তখন তাদের নিজ স্বাধীন কন্যার ক্ষেত্রে এটাতো অধিকতর প্রযোজ্য। আর সৎ চরিত্র ও সুশিক্ষাই তো উপকৃত হওয়ার সেরা উপায়। সচ্চরিত্র একটি স্থায়ী বিষয় এবং সুশিক্ষার ধরন ও পরিমাণ যুগের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : قام النبى صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال- وبلال باسط ثوبه يلقى فيه النساء الصدقة

www.amarboi.org

[وفى رواية عن ابن عباس فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة] ... وقال ابن جريج لعطاء : أترى حقا على الإمام ذلك يذكرهن ؟ قال : إنه لحق عليهم وماهم لايفعلونه !

"জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে আতা এবং তার থেকে ইবনু জুরায়েজ বর্ণনা করেন : কোন এক ঈদুল ফিতরের দিনে রসূলুল্লাহ (স) সালাত আদায় শেষে খুতবা দিলেন, খুতবা শেষে তিনি মহিলাদের কাছে আসলেন এবং তাদেরকে কিছু প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন। তখন তিনি হযরত বেলাল (রা)-এর হাতের উপর ভর দিয়েছিলেন আর বেলাল (রা) তাঁর কাপড় মেলে ধরছিলেন, যাতে মহিলারা দান করছিলেন। [অপর এক বর্ণনায় এসেছে [১০] ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : রসূলুল্লাহ (স) মনে করলেন তাঁর কথা মেয়েরা শুনতে পায়নি, তাই তিনি তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে উপদেশ দিলেন এবং সাদকা করতে বললেন] ইবনে জুরাইজ আতা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি মনে করেন যে, মেয়েদেরকে উপদেশ দেয়া ইমামের কর্তব্য? জবাবে তিনি বললেন : হ্যাঁ অবশ্যই এটা ইমামদের কর্তব্য। কিন্তু তারা এটা করছে না কেন! (বুখারী ও মুসলিম) [১১]

রসূলুল্লাহ (স) যখন দেখতে পেলেন যে, তাঁর কথা মেয়েরা শুনতে পায়নি, কারণ সমাবেশ খুব বড় ছিল, তাছাড়া মেয়েদের সারিগুলো পুরুষদের সারির পিছনে ছিল, তখন তিনি তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে উপদেশ দিলেন। কেননা এটা ছিল শিক্ষা–দীক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের বৈধ অধিকার। আর আতা (র)–এর প্রতি আল্লাহ রহম করুন। কারণ তিনি মেয়েদেরকে শিক্ষা ও উপদেশ দেয়া অপরিহার্য মনে করতেন এবং এক্ষেত্রে তাঁর সমসাময়িক ইমামগণের পশ্চাৎপদতাকে তিনি খুবই অপছন্দ করতেন।

নারীর উপর অর্পিত দায়িত্বগুলো যাতে সে যথাযথভাবে পালন করতে পারে সেজন্যে শিক্ষা–দীক্ষার ক্ষেত্রে তার অধিকারের গুরুত্বের ব্যাপারে উল্লিখিত হাদীসগুলিই যথেষ্ট। তাছাড়া শরিয়ী বিধানের একটি নীতি হলো –

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

"কোন ওয়াজিব সম্পন্ন করতে যা প্রয়োজন হয়, তাও ওয়াজিব।" আর নারীর দায়িত্বগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : ওয়াজিব ও সুন্নাত।

হাদীস বর্ণনা ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা *

হাফেয যাহবী বলেন : "হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন মহিলা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।" [১২ক]

---

* মহিলাদের বর্ণিত হাদীসসমূহের যৎসামান্যই আমরা এখানে উল্লেখ করব।

www.amarboi.org

ইমাম শওকানী বলেন : "উলামায়ে কেরামের কারো পক্ষ থেকে এ প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তিনি কোন মহিলার বর্ণনাকে মহিলা হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এমন বহু হাদীস রয়েছে যা একজন মহিলা সাহাবী বর্ণনা করেছেন, আর গোটা উম্মত তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছে। ইলমে হাদীস সম্পর্কে যার সামান্যতম জ্ঞান রয়েছে তিনি একথা অস্বীকার করতে পারেন না।"[১২-খ]

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد .

وقالت : كان النبى صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن فيتنعله وترجله وطهوره وفى شأنه كله .

হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : "আমাদের এ দীনের মধ্যে কেউ যদি নতুন কিছু প্রবর্তন করে যা দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহলে তা অগ্রহণযোগ্য।" (বুখারী ও মুসলিম) [১৩]

অন্যত্র হযরত আয়েশা (রা) বলেন : "জুতা পরিধান করা, চুল আঁচড়ানো এবং অযু করা এ জাতীয় প্রতিটি কাজে রসূলুল্লাহ (স) ডান দিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।" (বুখারী ও মুসলিম) [১৪]

তিনি আরো বলেন : একদা রসূলুল্লাহ (স) দরজার কাছে উচ্চ স্বরে ঝগড়া শুনতে পেলেন। একজন অপরজনের কাছে ঋণ মওকুফ ও দয়া কামনা করছিল। অপরজন বলছিল : আল্লাহর কসম! আমি তা করবো না। তখন রসূলুল্লাহ (স) বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ভাল কাজ না করার ব্যাপারে আল্লাহর নামে কঠিন শপথকারী কোথায়? লোকটি বললো : ইয়া রসূলুল্লাহ (স)! আমি, সে (ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি) যা ভালো মনে করে তাই করতে পারে।" (বুখারী ও মুসলিম) [১৫]

عن حفصة قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فى سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلى فى سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها .

"হযরত হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (স) কে বসে নফল সালাত আদায় করতে দেখিনি। অবশ্য ইন্তিকালের এক বছর পূর্ব থেকে তিনি নফল সালাত বসে আদায় করেছেন। তখন ধীর ও শান্তভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরে সূরা তেলাওয়াত করতেন।" (মুসলিম) [১৬]

عن أم سلمة قالت : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتينى الخصم، فلعل بعضكم أن

www.amarboi.org

يكون أبلغ من بعض فاحسب أنه صدق فاقضى له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها.

"হযরত উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ঘরের দরজায় ঝগড়ার শব্দ পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি বললেন, আমি তো একজন মানুষ মাত্র। আমার কাছে মানুষ ঝগড়া–বিবাদ নিয়ে আসে। তাদের একপক্ষ অপর পক্ষের তুলনায় বক্তব্য পেশ করতে অধিকতর পারদর্শী হওয়ায় আমি তাকে সত্যবাদী বলে মনে করি এবং তার সপক্ষে রায় দিয়ে দেই। আমি যদি কোন মুসলমানের অধিকার ক্ষুণ্ন করে রায় প্রদান করে থাকি, তবে তা হবে আগুনের টুকরা, সে চাইলে তা গ্রহণ করতে পারে বা পরিত্যাগও করতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম) [১৭]

عن زينب بنت جحش قالت : إن النبى صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعًا يقول : لا إله إلا الله! ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه- و حلق بإصبعه الإبهام والتى تليها- فقالت زينب بنت جحش : فقلت : يارسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : نعم إذا كثر الخبث

"হযরত যয়নাব বিনতে জাহ্‌শ থেকে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ (স) তার কাছে সন্ত্রস্ত অবস্থায় প্রবেশ করলেন এবং বলতে লাগলেন, আরববাসী যে অকল্যাণের নিকটবর্তী হয়েছে তাতে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। ইয়াজুজ– মাজুজদের ঘেরাও করা প্রাচীর আজকে এতটুকু খুলে দেওয়া হয়েছে, এ বলে তিনি বৃদ্ধা ও অনামিকা অঙ্গুলি গোল করে দেখালেন। তখন যয়নাব বিনতে জাহ্‌শ জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রসূল! আমরাও কি ধ্বংস হয়ে যাবো অথচ আমাদের মধ্যে উত্তম লোকেরা রয়েছে? তিনি জবাবে বললেন : হ্যাঁ, যখন পাপাচার বৃদ্ধি পাবে।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৮]

عن أم حبيبة قالت : أللهم أمتعنى بزوجى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبى أبى سفيان وبأخى معاوية. قال فقال النبى صلى الله عليه وسلم : قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولوكنت سألت الله أن يعيذك من عذاب فى النار أو عذاب فى القبر كان خيرا وأفضل. قال : وذكرت عنده القردة. قال مسعر وأراه قال والخنازير من مسخ فقال : إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك.

"উম্মে হাবীবা থেকে বর্ণিত। একদা তিনি এ বলে দোয়া করছিলেন, হে আল্লাহ! আমার স্বামী রসূলুল্লাহ (স), পিতা আবু সুফিয়ান এবং ভাই মুআবিয়া প্রমুখের সাথে আমাকে দীর্ঘদিন বসবাস করার সুযোগ দাও। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (স) বললেন : তুমি আল্লাহর কাছে এমন কিছু সময়, দিন ও রিযিকের আবেদন করলে যা পূর্বেই

www.amarboi.org

নির্ধারণ করা হয়েছে। কোন কিছুই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বা পরে সংঘটিত হবে না। এর চেয়ে তুমি যদি আল্লাহর কাছে জাহান্নাম বা কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাইতে, তাহলে সেটাই ছিল কল্যাণকর ও উত্তম। কর্ণনাকারী বলেনঃ এরপর তার কাছে বানর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। বর্ণনাকারী মিস'আর বলেন, আমার মনে হয় তাঁর কাছে শূকরে পরিণত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। জবাবে রসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেন : আল্লাহ যে জাতিকে অন্য জীবজন্তুতে পরিণত করেছিলেন তাদের কোন উত্তরসূরী বা প্রজন্মই তিনি রাখেননি। বানর বা শূকর তো পূর্বেও ছিল।" (মুসলিম)[১৯]

عن جويرية : قالت : أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهى فى مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهى جالسة فقال : مازلت على الحال التى فارقتك عليها؟ قالت: نعم – قال النبى صلى الله عليه وسلم : لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن : سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته .

"হযরত জুয়াইরিয়া থেকে বর্ণিত। একবার রসূলুল্লাহ (স) তাঁর কাছ থেকে অতি প্রত্যুষে যখন তিনি ফজরের সালাত আদায় করতেন তখন বেরিয়ে গেলেন। এসময় জুয়াইরিয়া তাঁর সালাত আদায়ের স্থানে বসে ছিলেন। এরপর রসূলুল্লাহ (স) দুপুরের পর ফিরে আসলেন। তখনও তিনি বসে ছিলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : তোমাকে যেখানে বসে থাকতে দেখেছিলাম তুমি এখনও সেখানে বসে আছ? জবাবে তিনি বললেন : জি হ্যাঁ ইয়া রসূলুল্লাহ (স)! এরপর তিনি বললেন, আমি তোমার কাছ থেকে চলে যাওয়ার পর যে চারটি কথা তিনবার বলেছি, সেগুলি যদি তোমার সারাদিনের কথার সাথে ওজন দেয়া হয়, তবে তার চেয়ে বেশী ভারী হবে। আর তা হলো :

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه عَدَدَ خَلْقِه وَرِضَا نَفْسِه وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاته.

"সুবহান্নাল্লাহে ওয়া বিহামদিহি আদাদা খালকিহি ওয়া রিদা নাফসিহি ওয়া যিনাতা আরশিহি ওয়া মিদা–দা কালিমা–তিহ।"

অর্থাৎ "মহান আল্লাহর প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতার ঘোষণা দিচ্ছি তাঁর সৃষ্টি, সন্তুষ্টি, আরশের ওজন ও তাঁর প্রশংসা লেখার প্রয়োজনীয় কালি পরিমাণ।" (মুসলিম)[২০]

عن صفية بنت حيى قالت : أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره اعتكافه فى المسجد فى العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبى صلى الله عليه وسلم معها يقلبها: حتى إذا بلغت المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار – فسلما على رسول الله صلى الله عليه

www.amarboi.org

وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم! على رسلكما إنما هي صفية بنت حي فقالا: سبحان الله يارسول الله وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.

"সফিয়া বিনতে হুয়াই থেকে বর্ণিত। একবার তিনি রমযানের শেষ দশকে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাক্ষাত করতে মসজিদে এসেছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ (স) ইতিকাফে ছিলেন। তিনি কিছু সময় তাঁর সাথে কথাবার্তা বলে ঘরে ফেরার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন। রসূলুল্লাহ ও (স) তাঁর সাথে উঠলেন। সফিয়া যখন মসজিদে উম্মে সালমার দরজার কাছে পৌঁছলেন, তখন সেখান দিয়ে দুজন আনসার পথ অতিক্রম করছিল, তারা রসূলুল্লাহ (স) কে সালাম দিল। তারপর রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে বললেন : ধীরে চল। এ হচ্ছে সফিয়া বিনতে হুয়াই। তখন তারা দুজনে বলে উঠল : সুবহানাল্লাহ, হে আল্লাহর রসূল! ব্যাপারটি তাদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হলো। এরপর রসূলুল্লাহ (স) বললেন : নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের শিরা–উপশিরায় চলাচল করে। তাই আমার আশংকা হয়েছে হয়তো বা সে তোমাদের অন্তরে খারাপ কিছুর উদ্রেক করে দেবে।" (বুখারী ও মুসলিম)[২১]

عن ميمونة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوّى بيديه يعني جنح حتى يرى وضع إبطيه من ورائه وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى.

"হযরত মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন রসূলুল্লাহ (স) সিজদা করতেন, তখন কনুই ও উরুর মাঝে এতটা ফাঁক করতেন যে পিছন দিক দিয়ে তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত। আর যখন তিনি বসতেন, তখন বাম উরুর উপর শান্তভাবে বসতেন।" (মুসলিম)[২২]

عن أسماء بنت أبي بكر قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد على منكم وسيؤخذ ناس من دوني، فأقول : يارب مني ومن أمتي؟ فيقال : هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم.

"হযরত আসমা বিনতে আবু বকর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : আমি 'হাউযে কাউসারে'র কাছে থাকাকালীন তোমাদের যারা আমার কাছে উপস্থিত হবে তাদের দিকে চেয়ে থাকব। এক সময় দেখব, আমার পিছন থেকে কিছু লোককে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তখন আমি বলব, হে আল্লাহ ! এরাতো আমারই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। তখন বলা হবে, তুমি কি জান তোমার পরে এরা কি কাজ করেছে? আল্লাহর শপথ! এরা জাহেলী যুগে ফিরে যাওয়ার প্রচেষ্টাই করেছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৩]

www.amarboi.org

وعن أسماء أيضا قالت : كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة وفى رواية: أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالعتاقة فى كسوف الشمس.

"হযরত আসমা থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে : চন্দ্রগ্রহণের সময় আমাদের দাসমুক্তির নির্দেশ দেয়া হতো। অপর এক বর্ণনায় এসেছে : রসূলুল্লাহ (স) সূর্যগ্রহণের সময় দাসমুক্তির আদেশ দিতেন।" (বুখারী) [২৪]

عن أم سليم : قالت : أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله فى الطيب والقوارير فقال النبى صلى الله عليه وسلم : يا أم سليم ماهذا؟ قالت : عرقك أدوف به طيبى .

"উম্মে সুলাইম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) তাঁর কাছে আসতেন এবং বিশ্রাম নিতেন। উম্মে সুলাইম তাঁর বিশ্রামের জন্য চাদর বিছিয়ে দিতেন। রসূলুল্লাহ (স) খুব বেশী ঘামতেন। তিনি এ ঘাম সুগন্ধি মিশিয়ে পাত্রে সংগ্রহ করে রাখতেন। তা দেখে রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন : হে উম্মে সুলাইম, তুমি কি করছ? জবাবে তিনি বললেন : আপনার ঘাম আমি সুগন্ধির সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করি।" (মুসলিম)[২৫]

" উম্মে আতিয়্যা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (স)- এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি পুরুষদের বাহনের পেছনে থাকতাম এবং তাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতাম আর রোগী ও আহতদের সেবা শুশ্রূষা করতাম।" (মুসলিম)[২৬]

عن زينب إمرأة عبد الله بن مسعود قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيبا.

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী যয়নাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) আমাদের বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে যাবে, তখন যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে।" (মুসলিম)[২৭]

عن أم شريك : قالت : إن النبى صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ.

"উম্মে শুরাইক থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে সাপ মারার হুকুম দিয়েছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৮]

عن خولة بنت حكيم : قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من نزل منـــزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شرما خلق لم يضره شئ حتى يرتحل من منـــزله ذلك .

"খাওলা বিনতে হাকীম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন স্থানে অবতরণ করে বলবে :

www.amarboi.org

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

অর্থাৎ 'আল্লাহর সৃষ্ট সকল অনিষ্টকর বস্তু থেকে পূর্ণ প্রশংসার মাধ্যমে তাঁর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, তাহলে কোন বস্তুই ঐস্থান থেকে অন্যত্র যাওয়া পর্যন্ত তার ক্ষতিসাধন করতে পারবে না।" (মুসলিম)[২৯]

عن أم الحصين : قالت : حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا.

"উম্মুল হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে বিদায় হজ্জ করেছি। সেখানে তিনি অনেক কিছুই বলেছেন। তন্মধ্যে একটি কথা হলো, যদি কোন নাক কাটা দাসও তোমাদের নেতা নিযুক্ত হয়, (রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন) নাক কাটা কৃষ্ণাঙ্গ গোলাম তোমাদের নেতা নিযুক্ত হয় এবং আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত অনুযায়ী তোমাদের পরিচালনা করে, তবে তোমরা তার কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে।" (মুসলিম)[৩০]

عن أم كلثوم بنت عقبة : قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس فينمى خيرا أو يقول خيرا.

"উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি: মার্জিত ভাষা প্রয়োগ করে যে ব্যক্তি মানুষের বিবাদ মীমাংসা করে দেয় তাকে মিথ্যাবাদী বলা যায় না।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩১]

عن أم هانئ : قالت : ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه فقال : من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا فى ثوب واحد.

"হযরত উম্মে হানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: মক্কা বিজয়ের বছর আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়েছিলাম। তখন তিনি গোসল করছিলেন আর তাঁর কন্যা ফাতিমা তাঁকে আড়াল করে রেখেছিলেন। এমতাবস্থায় আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন, কে ওখানে? আমি বললাম, আমি আবু তালিবের কন্যা উম্মে হানী। তিনি বললেন, উম্মে হানীকে স্বাগতম। গোসল শেষ হলে তিনি আট রাকআত সালাত একই কাপড় জড়িয়ে আদায় করলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩২]

www.amarboi.org

عن فاطمة بنت قيس : قالت نكحت ابن المغيرة وهو من خير شباب قريش يؤمئذ فأصيب فى أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تأيمت خطبنى عبد الرحمن بن عوف فى نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد وكنت قد حدثت أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحبنى فليحب أسامة فلما كلمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : أمرى بيدك فأنكحنى من شئت ....—

"ফাতেমা বিনতে কাইস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মুগীরার সাথে আমার বিবাহ হলো। তিনি ছিলেন তখনকার কুরাইশদের উত্তম যুবক। আর তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে প্রথম জিহাদেই শাহাদাত বরণ করেন। আমি বিধবা হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আবদুর রহমান ইবনে আউফ আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। অপরদিকে রসূলুল্লাহ (স) তাঁর ক্রীতদাস উসামা ইবনে যায়েদের জন্য প্রস্তাব পাঠালেন। আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর এ কথাটি শুনতে পেয়েছিলাম যে, তিনি উসামা সম্পর্কে বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে সে যেন উসামাকে ভালবাসে। যখন তিনি আমার সাথে এ ব্যাপারে কথা বললেন, তখন আমি বললাম : আমার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আপনার হাতে ন্যস্ত, আপনি যাকে ভাল মনে করেন তার সাথেই আমাকে বিবাহ দিতে পারেন।" (মুসলিম)[৩৩]

عن أم هشام بنت حارثة بن نعمان : قالت ما حفظت سورة ق إلا من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة قالت : وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدًا.

"উম্মে হিশাম বিনতে হারেসা ইবনে নো'মান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি সূরা 'ক্বাফ" রসূলুল্লাহ (স) এর পবিত্র জবান থেকে শুনে মুখস্থ করেছি। প্রতি জুমআর খুতবায় তিনি এ সূরা পাঠ করতেন। রসূলুল্লাহ (স) এর রুটি তৈরি করার চুলো এবং আমাদের চুলো একই ছিল।" (মুসলিম)[৩৪]

عن الربيع بنت معوذ : قالت : أرسل النبى صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار : من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم . فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن. فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار.

"রবী' বিনতে মুআওয়ায থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) আশূরার দিন সকালবেলা আনসারদের মহল্লায় লোক পাঠিয়ে ঘোষণা দিলেন : যে সকাল বেলা

www.amarboi.org

খাওয়া-দাওয়া করেছে সে যেন দিনের বাকী অংশে খাওয়া-দাওয়া না করে। আর যে রোযা রেখেছে সে যেন রোযা অবস্থায়ই থাকে। এরপর থেকে আমরা আশূরার রোযা নিয়মিত রাখাতাম। আমাদের ছেলেমেয়েদেরকেও রোযা রাখতাম। রঙিন পশম দিয়ে তাদেরকে খেলনা বানিয়ে দিতাম। কেউ খাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করলে, তাকে তা দিতাম, এভাবে ইফতার পর্যন্ত চলতো।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৫]

সামষ্টিক ইবাদাতে মহিলাদের অংশগ্রহণ

ফরজ সালাত

عن عائشة رضى الله عنها قالت : كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لايعرفن أحد منا لغلس.

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মুমিন মেয়েরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে পশমী চাদর মুড়ি দিয়ে ফজরের সালাতে অংশগ্রহণ করতো। সালাত শেষে তারা যখন ঘরে ফিরতো, তখন অন্ধকারের কারণে কেউ তাদের চিনতে পারতো না।" (বুখারী)[৩৬]

সালাতুল খুসুফ : (চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য গ্রহণের সালাত)

عن أسماء بنت أبي بكر قالت : أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلى فقلت : ما للناس؟ فاشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله، فقلت : آية؟ فأشارت أى نعم، فقمت حتى تجلانى الغشى فجعلت أصب فوق رأسى ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ... -

"হযরত আসমা বিনতে আবু বকর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সূর্য গ্রহণের সময় আমি নবী সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে এসে দেখতে পেলাম লোকেরা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছে এবং তিনিও তাদের সাথে সালাতে রত রয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, লোকদের কি হয়েছে? তিনি হাত দিয়ে আসমানের দিকে ইঙ্গিত করে "সুবহানাল্লাহ" বললেন। আমি তখন বললাম এটা কি কোন বিশেষ নিদর্শন? তিনি ইশারায় হ্যাঁ বললেন। তখন আমিও সালাতে দাঁড়িয়ে গেলাম। দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকায় আমার বেহুশ হওয়ার মতো অবস্থা হলো। আমি মাথায় পানি ঢালতে লাগলাম। যখন রসূলুল্লাহ (স) সালাত শেষ করলেন, তখন আল্লাহর প্রশংসা করে তিনি ভাষণ দিলেন এবং বললেন...।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৭]

www.amarboi.org

সালাতুল জানাযাহ

عن عائشة أنها قالت : لما توفى سعد بن أبى وقاص أرسل أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته فى المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه ... -

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ইন্তিকাল করলেন, নবী সহধর্মিণীগণ তাঁর কফিন মসজিদে নিয়ে আসার জন্য খবর পাঠালেন, যাতে তাঁরা সালাতে জানাযা পড়তে পারেন। লোকেরা তাই করলো। তাদের গৃহের সামনে কফিন রাখা হলো এবং তারা সালাতে জানাযা পড়লেন।" (মুসলিম)[৩৮]

এমনিভাবে রসূলুল্লাহ (স)-এর জানাযায়েও মহিলারা অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইমাম নববী বলেন : (অধিকাংশ আলেমদের মতে সঠিক কথা হচ্ছে এ যে, সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ (স)-এর জানাযা ভিন্ন ভিন্নভাবে আদায় করেছেন। নিয়ম ছিলঃ এক এক দল লোক ঢুকে-ভিন্ন ভিন্নভাবে সালাতুল জানাযা আদায় করে বেরিয়ে আসত। তারপর পর্যায়ক্রমে মহিলা ও শিশুরা সালাত আদায় করেছে।[৩৯]

ই'তিকাফ

عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم : أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده.

"নবী সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত রমযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করতেন। এরপর তাঁর স্ত্রীগণও ই'তিকাফ করেছেন।" (বুখারী)[৪০]

হজ্জ

عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى أشتكى قال : طوفى من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور.

"হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আমার অসুস্থতার কথা জানালাম। তিনি বললেন, তুমি লোকদের পিছনে আরোহী অবস্থায় তওয়াফ কর। আমি তওয়াফ করার সময় তাঁকে বায়তুল্লাহর সন্নিকটে সালাত আদায় করতে দেখলাম। তিনি সূরা তূর তেলাওয়াত করছিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪১]

عن أم الفضل بنت الحارث رضى الله عنها : أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة فى صوم النبى صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم : ليس بصائم . فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه.

www.amarboi.org

"উম্মুল ফযল বিনতে হারেস থেকে বর্ণিত : কতিপয় লোক আরাফার দিনে রসূলুল্লাহ (স)-এর সওম পালন সম্পর্কে মতভেদ করল। কেউ বললো, তিনি সওম অবস্থায় আছেন, আবার কেউ তা অস্বীকার করলো। তখন আমি তাঁর খেদমতে এক পেয়ালা দুধ পাঠিয়ে দিলাম। তিনি উটের পিঠে দাঁড়ানো অবস্থায় দুধ পান করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৪২]

عن يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين رضى الله عنها قال سمعتها تقول : حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف ..... -

"ইয়াহ্ইয়া ইবনুল হুসাইন তাঁর দাদী উম্মল হুসাইন থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, বিদায় হজ্জে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম। যখন তিনি জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করে যাচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁকে দেখেছিলাম।" (মুসলিম)[৪৩]

সাধারণ সভা সমাবেশে মেয়েদের যোগদান

বিবাহ উৎসব

عن أنس رضى الله عنه قال : رأى النبى صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين ... من عرس فقام النبى صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلى . قالها ثلاث مرار.

"হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) এক বিবাহ মজলিস থেকে নারী এবং শিশুদেরকে ফিরে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন : তোমরা আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। একথাটি তিনি তিনবার বললেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৪]

عن سهل رضى الله عنه قال: لما عرس أبو أسيد الساعدى دعا النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات فى تور من حجارة من الليل. فلما فرغ النبى صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك .

"হযরত সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবু উসাইদ সা'ঈদী যখন বিবাহ করলেন তখন হুযুর পাক (স) এবং সাহাবায়ে কেরামকে ডাকলেন। কিন্তু তিনি তাঁদের জন্য কোন খাদ্য তৈরি করলেন না। তাদের সামনে কোন কিছুই হাজির করলেন না। তবে তাঁর স্ত্রী উম্মু উসাইদ একটি পাথরের পাত্রে রাত্রি বেলায় কিছু খেজুর ভিজিয়ে রেখেছিলেন। যখন রসূলুল্লাহ (স) খাওয়া শেষ করলেন, তখন তিনি (উম্মুল উসাইদ)

www.amarboi.org

খেজুর নরম করে দিলেন রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্যে এবং তা থেকে তিনি পান করতে দিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৫]

ঈদ উৎসব

عن أم عطية رضى الله عنها قالت : ... كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته وفى رواية : ليشهدن الخير ودعوة المؤمنين .

"হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ ঈদের দিন আমাদেরকে ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য আদেশ করা হতো। এমন কি আমরা কুমারীদেরকেও পর্দার ভিতর থেকে বের করে আনতাম। ঋতুবতী মহিলারা বেরিয়ে পুরুষদের পেছনে বসে থাকতো। তারা পুরুষদের সাথে তাকবীর বলতো এবং ঐ দিনের বরকত কামনা করতো ও গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করতো। অন্য এক বর্ণনায় আছে : [৪৬-ক] কল্যাণ ও মুমিনদের দোয়ায় উপস্থিত থাকার জন্য বেরিয়ে আসতো।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৬-খ]

عن عائشة قالت : ... وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرع والحراب فإما سألت النبى صلى الله عليه وسلم وإما قال : تشتهين تنظرين؟ قلت : نعم، فأقامنى وراءه، خدى على خده وهو يقول: دونكم يا بنى أرفدة حتى إذا مللت قال : حسبك؟ قلت : نعم، قال : فاذهبى -

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ঈদের দিনে কিছু হাবশী চামড়ার তৈরি ঢাল ও যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে খেলা করত। আমি রসূলুল্লাহ (স) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি নিজেই বলেন, তুমি কি এ খেলা দেখতে চাও? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আমাকে তাঁর পিছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমার গাল রসূলুল্লাহ (স)-এর গালের সাথে মিলানো ছিল। তিনি বলছিলেন হে বনী আরফেদাহ! তোমাদের কাজ চালিয়ে যাও। অবশেষে দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। তখন তিনি বললেন, তোমার দেখা হয়েছে? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তুমি চলে যাও।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৭]

অভ্যর্থনা সভা

عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال ... فقدمنا المدينة ليلا يوم الهجرة فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم فى الطريق ينادون : يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله .

www.amarboi.org

"হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হিজরতের দিন আমরা রাতে মদীনায় এলাম। নারী-পুরুষ ঘরের ছাদে উঠেছিল এবং গোলাম ও খাদেমরা রাস্তায় "ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া রাসূলুল্লাহ!!" এর শ্লোগান দিয়ে রসূলুল্লাহ (স) কে সম্বর্ধনা জানাচ্ছিল।" (মুসলিম)[৪৮]

সমাজ সেবায় মহিলাদের অংশগ্রহণ : (বিভিন্নমুখী সামাজিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে)

বিভিন্ন সভা-সমিতিতে পারস্পরিক সহযোগিতা

عن عبد الواحد بن أيمن قال : حدثني أبي قال : دخلت على عائشة وعليها درع قطر ثمنه خمسة دراهم. فقالت : ارفع بصرك إلى جاريتي، انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه فى البيت وقد كان لى منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت إمرأة تقين بالمدينة إلا ارسلتن إلى تستعيره .

"হযরত আবদুল ওয়াহেদ ইবনে আইমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার পিতা আমাকে বলেছেন, আমি একদিন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি সূতি কাপড়ের একটি জামা পরিহিত ছিলেন, যার মূল্য ছিল পাঁচ দিরহাম। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন : আমার এ দাসীর দিকে তুমি তাকিয়ে দেখ, সে ঘরে এ পোশাক পরিধান করতে গর্ববোধ করে। রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে আমার এ ধরনের একটি জামা ছিল। মদীনায় কোন মহিলা সাজসজ্জা করতে চাইলে লোক পাঠিয়ে আমার জামাটি ধার চাইতো।" (বুখারী)[৪৯]

আগন্তুক মেহমানদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করা

عن فاطمة بنت قيس : ... وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة فى سبيل الله ينـــزل عليها الضيفان...

"হযরত ফাতিমা বিনতে কায়িস থেকে বর্ণিত : ... উম্মে শুরাইক একজন ধনাঢ্য আনসারী মহিলা ছিলেন। দান সাদকার ব্যাপারে তিনি খুবই উদারহস্ত ছিলেন, তাঁর বাড়িতে মেহমান ভীড় লেগে থাকতো।" (মুসলিম) [৫০]

স্বাস্থ্য পরিচর্যা

عن أم العلاء قالت ... فاشتكى عثمان بن مظعون عندنا فمرضته حتى توفى :

"উম্মুল আলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: উসমান ইবনে মাযউন আমাদের এখানে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত আমি তাঁর সেবা করেছিলাম।" (বুখারী)[৫১]

www.amarboi.org

সমাজ সংস্কার ও তার গতিশীলতা বজায় রাখায় নারীর অংশগ্রহণ (বিভিন্নমুখী রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে)

কাফের অধ্যুসিত সমাজ ত্যাগ করে অন্যত্র হিজরত করা

عن مروان والمسور بن مخرمة قالا ... وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ – وهى عاتق فجاء أهلها يسألون النبى صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم...

"হযরত মারওয়ান ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন : ... মুমিন মহিলাগণ হিজরত করে এসেছিলেন। উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা বিন আবু মু'ঈত যখন রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসেছিলেন তখন তিনি ছিলেন পরিণত বয়স্কা। তাঁর পরিবারের লোকেরা তাঁকে ফিরিয়ে নিতে রসূলুল্লাহ (স) এর কাছে এলো। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে ফিরিয়ে দেননি।" (বুখারী) [৫২]

পরবর্তী খলীফা নির্বাচনে মহিলাদের ভূমিকা (যুদ্ধকালীন সময়ে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার্থে)

عن ابن عمر قال : دخلت إلى حفصة فقالت : أعلمت أن أباك غير مستخلف ؟ قال : قلت : ماكان ليفعل قالت : إنه فاعل، قال : فحلفت أن أكلمه فى ذلك...

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমি হাফসার গৃহে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন, তুমি কি জান, তোমার পিতা (পরবর্তী) খলীফা মনোনীত করেননি? আমি বললাম, তিনি এটা করতে পারেন না। তিনি বললেন, অবশ্যই তিনি এটা করতে পারেন। ইবনে উমর বলেন, তারপর আমি এ ব্যাপারে আব্বার সাথে কথা বলব বলে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলাম... ।" (মুসলিম)[৫৩]

অত্যাচারী শাসককে অস্বীকার করা

عن أبى نوفل قال : ...... دخل الحجاج بن يوسف الثقفى بعد مقتل عبد الله بن الزبير على أسماء بنت أبى بكر فقال : كيف رأيتنى صنعت بعدو الله؟ قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك أخرتك أما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن فى ثقيف كذابا ومبيرا فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه، قال : فقام عنها و لم يراجعها .

www.amarboi.org

"আবু নওফল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ... হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের হত্যাকান্ডের পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আসমা বিনতে আবু বকরের কাছে আসল এবং তাকে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহর শত্রুর সাথে আমি যে আচরণ করেছি সে ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি? জবাবে তিনি বললেন : আমি মনে করি তুমি তার পার্থিব জীবন নষ্ট করেছ আর সে তোমার পরকালীন জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। রসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেন : সাকীফ গোত্রে একজন চরম মিথ্যাবাদী ও একজন ঘাতক রয়েছে। মিথ্যাবাদীকে আমরা দেখেছি আর ঘাতক হিসেবে তোকে ছাড়া আর কাউকে দেখি না। আবু নওফল বলেন : এরপর হাজ্জাজ তাঁর কথার প্রতিবাদ না করে সেখান থেকে উঠে গেল।" (মুসলিম) [৫৪]

সামরিক অভিযানে নারীর অংশগ্রহণ (নারীর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল কাজের মাধ্যমে)

খাদ্য সরবরাহ, সেবা-শুশ্রুষা ও স্থানান্তরের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন

عن الربيع بنت معوذ قالت : كنا نغزو مع النبى صلى الله عليه وسلم فنسقى القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة .

"রবী' বিনতে মু'আউওয়ায (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে আমরা যুদ্ধে যেতাম। সেখানে যোদ্ধাদেরকে পানি পান করানো, সেবা-শুশ্রুষা করা এবং যুদ্ধে হতাহতদের মদীনায় ফিরিয়ে আনার কাজই আমরা করতাম।" (বুখারী) [৫৫]

যুদ্ধে সারির পশ্চাতে থেকে শুশ্রুষা ও খাদ্য সরবরাহ করা

عن أم عطية الأنصارية قالت : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم فى رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوى الجرحى وأقوم على المرضى

"হযরত উম্মে আতিয়্যাহ আনসারী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (স) এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। আমি পুরুষদের বাহনের পিছনে থাকতাম এবং তাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতাম। আর আহতদের ও রুগীদের সেবায় নিয়োজিত থাকতাম।" (মুসলিম) [৫৬]

পারিবারিক দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে এমন সব বৃত্তিমূলক কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ

কৃষিকাজে ভূমিকা

عن جابر بن عبد الله قال : طلقت خالتى فأرادت أن تجد نخلها (فى فترة العدة) فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فقال : بلى فجدى نخلك فإنك عسى أن تصدقى أو تفعلي معروفًا .

www.amarboi.org

"হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার খালাকে তালাক দেয়া হলে তিনি ইদ্দতের মধ্যে গাছ থেকে খেজুর কাটতে চাইলেন। কিন্তু একটি লোক তাকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করলেন। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে অভিযোগ করলেন। তিনি (রসূলুল্লাহ (স) বললেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার খেজুর কাটতে পার। তুমি তো ঐগুলো অবশ্যই দান করবে অথবা ভাল কাজে ব্যবহার করবে।" (মুসলিম)[৫৭]

পশুচারণে তাদের ভূমিকা

عن سعد بن معاذ : أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبى صلى الله عليه وسلم فقال: كلوها.

"হযরত সা'দ ইবনে মু'আয থেকে বর্ণিত। কা'ব ইবনে মালিকের এক দাসী মদীনার সালা পাহাড়ে ছাগল চরাত। একদিন একটি বকরী অসুস্থ হলে সে তাকে ধরে পাথর দিয়ে যবেহ করল। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তা খাওয়ার অনুমতি দিলেন।" (বুখারী)[৫৮]

রোগীর সেবায় ভূমিকা

عن عائشة قالت : أصيب سعد يوم الخندق ... فضرب النبى صلى الله عليه وسلم خيمة فى المسجد ليعوده من قريب ...

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সা'দ ইবনে মু'আয খন্দকের দিন আহত হলেন। রসূলুল্লাহ (স) কাছে থেকে সেবার সুবিধার্থে মসজিদের মধ্যেই তাঁর জন্য তাঁবু খাটিয়ে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৯]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন : আহতদের জন্য মসজিদের কাছে স্থাপিত তাঁবুতে হযরত সা'দ ইবনে মু'আযকে রাখলেন এবং একজন মহিলা আহতের শুশ্রূষায় নিয়োজিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : সা'দকে উক্ত মহিলার তাঁবুতে রাখ যাতে আমি কাছে থেকে তার দেখাশুনা করতে পারি।"[৬০]

পরিবারে নারীর মর্যাদা

নেককার স্ত্রী সর্বোত্তম পার্থিব সম্পদ

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة.

* এ মিথ্যুক হচ্ছে মিথ্যা নবুওয়্যাতের দাবীদার মুখতার ইবনে আবু উবাইদ সাকফী।

www.amarboi.org

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : পৃথিবী একটি সম্পদ আর তার উত্তম সম্পদ হচ্ছে নেককার মহিলা।" (মুসলিম) [৬১]

স্বামী নির্বাচনের অধিকার

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن .

"হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : বিধবা নারীর নির্দেশ ও কুমারীর অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ দেয়া যাবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)[৬২]

স্বামী–স্ত্রীর মাঝে পারিবারিক দায়িত্ব বণ্টন

স্বামীর দায়িত্ব

ক-কর্তৃত্ব

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ... والرجل راع على أهله وهو مسئول .

"আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের ওপর দায়িত্বশীল এবং তাকে সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (বুখারী ও মুসলিম) [৬৩]

খ– ব্যয়ভার বহন

عن جابر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

"হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : ... তোমাদের উপর তাদের খাদ্য ও বস্ত্রের সঙ্গত অধিকার আছে।" (মুসলিম) [৬৪-ক]

* এ বিষয়ে আরো দেখুন এ বইয়ের পঞ্চম খন্ডে পরিবারে মুসলিম নারীর অবস্থান সম্পর্কিত আলোচনায়।

স্ত্রী দায়িত্ব

ক-সন্তান লালন–পালন ও তাদের শিক্ষা দান

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ... والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده هى مسئولة عنهم .

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : স্ত্রী তার স্বামীর পরিবারের লোকজন ও সন্তান–সন্ততির ওপর দায়িত্বশীল এবং তাকে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।" (বুখারী ও মুসলিম) [৬৪-খ]

www.amarboi.org

খ-গৃহ পরিচর্যা

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ... والمرأة راعية على بيت زوجها وهى مسئولة .

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : ... স্ত্রী তার স্বামীর ঘরে দায়িত্বশীল এবং তাকে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।" (বুখারী ও মুসলিম) [৬৫]

দায়িত্ব পালনে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সহযোগিতা

বিবেচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে সহযোগিতা

عن عمر بن الخطاب قال : ... والله إن كنا فى الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل ، وقسم لهن ما قسم، قال : فبينا أنا فى أمر أتأمره إذ قالت إمراتى، لوصنعت كذا وكذا قال فقلت لها : مالك ولما هاهنا فيما تكلفك فى أمر أريده؟ فقالت : عجبالك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان.

"হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ... আল্লাহর শপথ। তিনি মেয়েদের অধিকার সম্পর্কে যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন এবং তাদের জন্য যা বন্টন করে দিয়েছেন জাহেলিয়াতের যুগে থাকলে আমরা এর বিন্দু পরিমাণও তাদেরকে দিতাম না। তিনি বলেন : একবার আমি একটি বিষয় নিয়ে ভাবছিলাম। এমন সময় আমার স্ত্রী এসে বলল, আপনি যদি এরকম করতেন তাহলে ভাল হতো। আমি তাকে বললাম, তোমার এখানে কি কাজ? আমার কাজে তোমার নাক গলাবার দরকার নেই। জবাবে সে বলল, হে ইবনে খাত্তাব! আপনার আচরণে আমি বিস্মিত হলাম। আপনি চান না আপনার সাথে কেউ কথা কাটাকাটি করুক। অথচ আপনার মেয়ে (হাফসা) রসূলুল্লাহ (স) সাথে কথা কাটাকাটি করে থাকে। এমন কি তিনি কোন কোন দিন রাগও করেন।"(বুখারী ও মুসলিম) [৬৬]

عن عمر بن الخطاب قال : وكنا معشر قريش نغلب النساء فما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار، فصخبت على إمرأتى فراجعتنى، فأنكرت أن تراجعنى، قالت: ولم تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن احداهن لتهجره اليوم حتى الليل، فأفزعنى ذلك... .

www.amarboi.org

"হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা কুরাইশরা মেয়েদের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতাম। এরপর আমরা আনসারদের সংস্পর্শে এলাম। তাদের মেয়েরা তাদের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতো। তাই আমাদের মেয়েরাও আনসার মেয়েদের স্বভাব গ্রহণ করতে শুরু করল। এরপর আমার স্ত্রী আমার সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে লাগল। আর আমি এটা পছন্দ করতে লাগলাম। এতে সে আপত্তি করে বলল : আপনি কেন এটা অপছন্দ করবেন? আল্লাহর শপথ, রসূলুল্লাহ (স) এর স্ত্রীগণও তাঁর সাথে তর্ক-বিতর্ক করে। এমনকি তাদের একজন তো অভিমান করে সারাদিন ধরে কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। হযরত উমর (রা) বলেন : এ ঘটনায় আমি খুবই শঙ্কিত হলাম।" (বুখারী ও মুসলিম) [৬৭]

হাফেয ইবনে হাজার বলেন : ... হাদীসে নারীদের উপর অধিকতর চাপ প্রয়োগকে নিন্দা করা হয়েছে। কেননা রসূলুল্লাহ (স) কুরাইশদের নীতি বর্জন করে স্ত্রীদের ক্ষেত্রে আনসারদের নীতি অবলম্বন করে।" [৬৮]

ব্যয়ভার বহনে পারস্পরিক সহযোগিতা

عن أبي سعيد الخدرى : قال النبى صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة عبد الله بن مسعود : زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم .

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদের স্ত্রী যয়নাবকে বলেন : তোমার দান লাভ করার ব্যাপারে তোমার স্বামী ও তোমার সন্তানরাই অগ্রগণ্য।" (বুখারী)[৬৯]

সন্তান লালন-পালনে সহযোগিতা

عن عبد الله بن عمرو ابن العاص : قال لى النبى صلى الله عليه وسلم : وإن لولدك عليك حقًا.

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেছেন : "আর তোমার প্রতি সন্তানদের অধিকার রয়েছে।" (মুসলিম)[৭০]

গৃহপরিচর্যায় সহযোগিতা

عن الأسود قال : سألت عائشة ما كان النبى يصنع فى بيته؟ قالت كان يكون فى مهنة أهله، فإذا حضرت الصلوة خرج إلى الصلاة.

"হযরত আসওয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (স) ঘরে কি কাজ করতেন? জবাবে তিনি বললেন : তিনি ঘরের লোকদের সেবায় অংশ নিতেন। আর যখন সালাতের সময় হয়ে যেত তখনই তিনি সালাত আদায়ের জন্য বেরিয়ে পড়তেন।" (বুখারী)[৭১]

www.amarboi.org

হাফেয ইবনে হাজার বলেন... ইমাম আহমদ ইবনে সা'দ থেকে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাকে ইবনে হিব্বান সহী বলেছেন। তাতে হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন: রসূলুল্লাহ (স) নিজের কাপড় সেলাই ও জুতা মেরামত করতেন এবং অন্যান্য যাবতীয় কাজ করতেন, যা সাধারণত পুরুষগণ নিজের বাড়িতে করে থাকে।" [৭২]

স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার

عن ابن عباس قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله، ما أنقم على ثابت فى دين ولا خلق إلا أنى أخاف الكفر- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فتردين عليه حديقته؟ فقالت : نعم، فردت عليه، وأمره ففارقها.

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ছাবেত ইবনে কায়েসের স্ত্রী রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বললেন : হে আল্লাহর রসূল! দীনি বা চারিত্রিক ব্যাপারে ছাবেতের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই, কিন্তু আমি কুফরীর ভয় করি। জবাবে রসূলুল্লাহ (স) বললেন : তুমি কি তার বাগানটি ফিরিয়ে দেবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ দেব। এরপর তিনি বাগান ফিরিয়ে দিলেন এবং রসূলুল্লাহ (স) স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্য ছাবেতকে আদেশ দিলেন এবং তিনি তাই করলেন।" (বুখারী) [৭৩]

হাফেয ইবনে হাজার বলেন : হাদীসে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে। যেমন বিচ্ছিন্নতা শুধুমাত্র স্ত্রীর পক্ষ থেকে হলে খুলা ও ফিদিয়া জায়েয হবে। বিচ্ছেদের চাহিদা উভয়ের মধ্যে পাওয়ার প্রয়োজন নেই। আর এটা তখনই বৈধ হবে, যখন স্ত্রী স্বামীর সাথে বসবাস অপছন্দ করবে; যদিও সে তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করবে না। অথবা বিচ্ছেদের কোন উপযুক্ত কারণ দেখতে পাবে না। [৭৪] এর সাথে আরো যুক্ত রয়েছে স্ত্রীর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেনা।

কাযী ইবনে রুশদ বলেছেন : স্বামী স্ত্রীকে অপছন্দ করলে স্বামীর হাতে রয়েছে তালাক প্রদান করার অধিকার। অপরদিকে স্ত্রী স্বামীকে অপছন্দ করলে স্ত্রীর রয়েছে খুলার অধিকার। [৭৫]

আল্লাহর পক্ষ থেকে নারীর মর্যাদার ঘোষণা

মা হিসেবে নারীর মর্যাদা : ক - উম্মু জুরাইজ

عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة : عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها فأتت أمه وهو يصلى فقالت : يا جريج فقال : يا رب امى وصلاتى فأقبل

www.amarboi.org

على صلاته، فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلى فقالت : ياجريج، فقال : يا رب أمى وصلاتى فأقبل على صلاة فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلى فقالت : ياجريج فقال: أى رب أمى وصلاتى فأقبل على صلاته فقالت : اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات فتذاكر بنو اسرائيل جريجا وعبادته وكانت امرأة بغى يتمثل بحسنها فقالت : إن شئتم لأفتننه لكم – قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوى إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت : هو من جريج، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال : ما شأنكم؟ قالوا : زنيت بهذه البغى فولدت منك – فقال : اين الصبى ؟ فجاءوا به فقال: دعونى أصلى فصلى فلما انصرف أتى الصبى فطعن فى بطنه وقال : يا غلام من أبوك؟ قال : فلان الراعى . قال : فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا : نبنى لك صومعتك من ذهب قال : لا- أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا –

“হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : শুধুমাত্র তিন ব্যক্তিই দোলনায় কথা বলেছেন। (তাদের মধ্যে দু'জন হচ্ছেন) ঈসা ইবনে মারয়াম ও জুরাইজের সঙ্গী। জুরাইজ একজন আবেদ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একটি ইবাদতখানা তৈরি করে সেখানে থাকতেন। একদিন তাঁর মা তাঁর কাছে এলেন। তখন তিনি সালাতে রত ছিলেন। তাঁর মা তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে জুরাইজ। জুরাইজ বললেন : হে প্রভু! আমার মা এবং আমার সালত। তখন তিনি সালাতের দিকেই ফিরলেন। তাঁর মা চলে গেলেন। পরদিন তাঁর মা এসে তাঁকে সালাতে রত দেখলেন এবং হে জুরাইজ বলে ডাক দিলেন। জুরাইজ এবারও বললেন, হে প্রভু! আমার মা এবং আমার সালাত। এ বলে তিনি সালাতের দিকেই ফিরলেন। সেদিনও তাঁর মা চলে গেলেন। পরের দিন আবার এসে তাঁর মা তাকে সালাতে রত দেখলেন। আবার ডাক দিলেন–হে জুরাইজ! জুরাইজ আগের মত বললেন : হে প্রভু! আমার মা এবং আমার সালাত। এ বলে তিনি সালাতের দিকে মনোযোগ দিলেন। মা বিরক্ত হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন : হে আল্লাহ! বেশ্যা রমণীদের চেহারা না দেখিয়ে তাকে তুমি মৃত্যু দিয়ো না। জুরাইজ ও তাঁর ইবাদত সম্পর্কে বনী ঈসরাইলদের মধ্যে ব্যাপক জানাজানি হয়ে গেল। এক সুন্দরী বেশ্যা মহিলা তাকে বিপদগ্রস্ত করতে উদ্যত হলো এবং বনী ঈসরাইলের লোকদেরকে বলল, তোমরা চাইলে আমি তাকে বিপদে ফেলতে পারি। এর পর সে তার কাছে গেল। কিন্তু তিনি (জুরাইজ) সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। ঐ ইবাদত খানায় এক রাখাল আশ্রয় নিয়েছিল। মহিলা তার সাথে অবৈধ দৈহিক

www.amarboi.org

সম্পর্ক স্থাপন করল এবং তাতে সে গর্ভবতী হলো। তারপর সে সন্তান প্রসব করল এবং বলল : এ সন্তান জুরাইজের। লোকেরা তাকে (জুরাইজ) ইবাদখানা থেকে নামিয়ে মারধর করতে লাগলো এবং তার ইবাদখানা ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। তিনি বললেন, তোমরা এরূপ করছ কেন? তারা বললো : তুমি এ মহিলার সংগে যিনায় লিপ্ত হয়েছো। আর তাতেই সন্তান জন্ম নিয়েছে। তিনি বললেন : সে সন্তান কোথায়? তার তখন সন্তানটি নিয়ে এলো। তিনি বললেন, আমাকে সালাত আদায় করার সুযোগ দাও। তিনি সালাত আদায় করে ঐ ছেলেটির পেটে আঘাত করে বললেন, হে বৎস্য! তোমার পিতা কে? ছেলেটি বলল, অমুক রাখাল আমার পিতা। এর পরে লোকেরা তাঁকে চুমু দিতে ও আলিঙ্গন করতে লাগলো এবং বললো : স্বর্ণ দিয়ে তোমার ইবাদত খানা আমরা তৈরি করে দেব। তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, সেটা যেভাবে ছিল সেভাবে মাটি দিয়ে তৈরি করে দাও। তখন তারা সেভাবে পূর্ণনির্মাণ করে দিল।" (বুখারী ও মুসলিম এবং বর্ণনাটি মুসলিম শরীফের) [৭৬]

খ-দোলনায় কথা বলেছিল যে শিশু তার মা

وعن أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ... وبينا صبى يرضع من أمه فمر راكب على دابه فارهة وشارة حسنة فقالت أمه : اللهم اجعل ابنى مثل هذا، فترك الثدى وأقبل إليه فنظر إليه فقال : اللهم لا تجعلنى مثله ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع – قال : فكأنى انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكى ارتضاعه بإصبعه السبابة فى فمه فجعل يمصها. قال : ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون : زنيت، سرقت، وهى تقول : حسبى الله ونعم الوكيل، فقالت أمه : اللهم لا تجعل ابنى مثلها – فترك الرضاع ونظر إليها فقال : اللهم اجعلنى مثلها. فهناك تراجعا الحديث فقالت : حلقى ! مر رجل حسن الهيئة فقلت : اللهم اجعل ابنى مثله فقلت : اللهم لا تجعلنى مثله، ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون : زنيت، سرقت، فقلت : اللهم لا تجعل ابنى مثلها، فقلت : اللهم اجعلنى مثلها، قال : إن ذاك الرجل كان جبارا فقلت : اللهم لا تجعلنى مثله وإن هذه يقولون لها : زنيت و لم تزن، وسرقت و لم تسرق، فقلت : اللهم اجعلنى مثلها.

"হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : একটি ছেলে তার মায়ের দুধ পান করছিল এমন সময় এক ব্যক্তি একটি সুন্দর, তেজী ও সুঠাম দেহী জন্তুর পিঠে আরোহন করে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। ছেলেটির মা বলল, হে

www.amarboi.org

আল্লাহ! তুমি আমার ছেলেকে এ লোকটির মত করে দিয়ো। ছেলেটি দুধ পান ছেড়ে দিয়ে লোকটির দিকে ফিরলো এবং তার দিকে তাকিয়ে বললো, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এ লোকটির মত করো না। এরপর সে ফিরে আবার দুধ পান করতে লাগলো। আবু হোরায়রা (রা) বলেন, আমার মনে হলো রসূলুল্লাহ (স) ছেলেটির দুধ পানের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে নিজে তর্জনী আংগুল মুখে দিয়ে চুষে দেখালেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, এরপর লোকেরা একটি দাসী নিয়ে পথ অতিক্রম করলো। তাকে তারা প্রহার করছিল আর বলছিল, তুই যিনা করেছিস, চুরি করেছিস। আর সে বলছিল : আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম সাক্ষী। তখন ছেলেটির মা বললো, হে আল্লাহ! তুমি আমার ছেলেকে ওর মত করো না। ছেলেটি দুধপান ছেড়ে দিয়ে দাসীর প্রতি তাকিয়ে বললো, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত কর। এবার তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হলো, ছেলেটির মা বললো : কি আশ্চর্য! একজন সুন্দর আকৃতির লোক যাচ্ছিল, তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমার ছেলেকে এর মত কর আর তুমি বললে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো না এবং লোকেরা এ দাসীটি নিয়ে যাচ্ছিল আর তাকে মারছিল ও বলছিল : তুই যিনা করেছিস, চুরি করেছিস, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমার ছেলেকে ওর মত করো না, আর তুমি বললে কিনা, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত কর। মায়ের এসব কথার জবাবে ছেলেটি বললো, আরোহী ঐ লোকটি ছিল অহংকারী। তাই আমি বলেছি, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো না। আর এ দাসীটি যাকে লোকেরা বলছিল যে তুই যিনা করেছিস, চুরি করেছিস, সে আসলে যিনাও করেনি, চুরিও করেনি। তাই আমি বলেছি : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত কর।" (বুখারী এবং বর্ণনাটি মুসলিম শরীফের)[৭৭]

স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা

ক. খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : أتى جبريل النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول، هذه خديجة .... فإذا هى أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى ..... –

"হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা হযরত জিবরাঈল (আ) রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে হাজির হয়ে বললেন : ইয়া রসূলুল্লাহ! খাদীজাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ও আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছে দেবেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৭৮]

খ. আয়েশা বিনতে আবুবকর

عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام.

www.amarboi.org

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বললেন : হে আয়েশা! জিবরাঈল তোমাকে সালাম জানাচ্ছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৭৯]

কন্যা হিসেবে নারীর মর্যাদা

ফাতেমা বিনতে রসূল

عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة :... أما ترضين أن تكونى سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين ؟

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) একদিন হযরত ফাতেমাকে লক্ষ্য করে বললেন : তুমি কি জান্নাতবাসীনী মহিলা অথবা মুমিন মহিলাদের নেত্রী হওয়ায় সন্তুষ্ট নও?" (বুখারী) [৮০]

রসূল (স) কর্তৃক নারীর মর্যাদা দান

রসূল (স)-এর মাতা

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : زار النبى صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: استأذنت ربى فى أن استغفر لها فلم يؤذن لى فاستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى فزوروا القبور فإنها تذكر الموت .

"হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ (স) তাঁর মায়ের কবর যিয়ারাত করে খুব কাঁদলেন এবং আশেপাশের লোকদেরকেও কাঁদালেন। পরে তিনি বললেন, আমি আমার রবের কাছে মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু আমাকে সে ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া হলো না। পরে আমি তাঁর কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলে আমাকে তা দেয়া হলো। সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" (মুসলিম)[৮১]

রসূল (স)-এর সহধর্মিণী

عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما غرت على أحد من نساء النبى صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبى صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها- وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها فى صدائق خديجة. فربما قلت له : كأنه لم يكن فى الدنيا امرأة إلا خديجة؟ فيقول : إنها كانت وكانت وكان لى منها ولد.

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (স)-এর সহধর্মিণীগণের কেউই আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারেনি, এমনকি খাদীজা (রা) ও নন।

www.amarboi.org

অবশ্য আমি তাঁকে দেখিনি। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স) তার কথা খুব বেশী স্মরণ করতেন। কখনও কখনও তিনি বকরী যবেহ করে তা কেটে টুকরো টুকরো করে খাদীজার বান্ধবী ও স্বজনদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আমি অনেক সময় তাঁকে বলতাম : মনে হয় যেন খাদীজা ছাড়া আপনার আর কোন স্ত্রী নেই। তখন তিনি বলতেন, এক সময় সে ছাড়া আমার আর কেউ ছিল না এবং আমার সবগুলি সন্তান তার গর্ভেই জন্মেছে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৮২]

রসূলুল্লাহ (স)–এর কন্যা

عن المسور بن مخرمة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني .

"মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : ফাতিমা আমার শরীরের অংশ, যে তাকে অসুন্তুষ্ট করে, সে আমাকেই অসুন্তুষ্ট করে।" (বুখারী ও মুসলিম) [৮৩]

و عن عائشة رضى الله عنها قالت : .... فأقبلت فاطمة .... فلما رأها (رسول الله صلى الله عليه وسلم) رحب قال : مرحبا با بنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله .

"হযরত আশেয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ফাতিমাকে আসতে দেখে রসূল (স) তাকে স্বাগতম জানালেন এবং বললেন, আমার কন্যার প্রতি শুভেচ্ছা। তারপর তিনি তাকে ডান অথবা বাম পাশে বসালেন।" (বুখারী ও মুসলিম) [৮৪]

রসূল (স)-এর নাতনী

عن أبي قتادة الأنصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس — فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.

"হযরত আবু কাতাদাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা যয়নাবের স্বামী ছিলেন আবুল আস ইবনে রাবী'আহ। তাদের মেয়ে উমামাকে কোলে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স) সালাত আদায় করতেন। যখন তিনি সিজদা করতেন, তাকে নিচে রেখে দিতেন, আবার যখন দাঁড়াতেন তাকে কোলে তুলে নিতেন।" (বুখারী ও মুসলিম) [৮৫]

আল্লামা ফুকহানী সত্যই বলেছেন : মনে হয় রসূলুল্লাহ (স)-এর সালাতের মধ্যে এ রহস্য নিহিত রয়েছে যে, তৎকালীন আরবরা কন্যাদেরকে কোলে নিয়ে আদর সোহাগ করা অপছন্দ করতো। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (স) তাদের এ ধরনের জাহেলী

www.amarboi.org

রীতি–নীতির তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা স্বরূপ উমামাকে কোলে নিয়ে সালাত আদায় করেছেন। তাছাড়া কথার তুলনায় কাজের মাধ্যমে ব্যাখ্যা প্রদান অধিকতর শক্তিশালী।[৮৬]

রসূল (স)-এর প্রতিপালনকারিণী

عن أنس أن الرجل كان يجعل للنبى صلى الله عليه وسلم النخلات، حتى افتتح قريظة والنضير وإن أهلى أمرونى أن أتى النبى صلى الله عليه وسلم فأسأله الذى كانوا أعطوه أو بعضه وكان نبى الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب فى عنقى تقول : كلا والذى لا إله إلا هو لا يعطيكهم وقد أعطانيها، والنبى صلى الله عليه وسلم يقول : لك كذا، وتقول : كلا والله– حتى أعطاها– حسبت أنه قال – عشرة أمثاله.

"হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: (মদীনায় আগমনের পরে) রসূলুল্লাহ (স)-এর ব্যয়ভার বহনের জন্যে হাদিয়া স্বরূপ লোকেরা খেজুর গাছ প্রদান করত। বনু কুরাইযা ও বনু নযীর গোত্রদ্বয়ের উপর বিজয় অর্জন পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকে। আমার পরিবার–পরিজনের পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে খেজুর গাছ ফেরত চাওয়ার জন্য তারা আমাকে পাঠালেন। কিন্তু সেগুলো তিনি উম্মে আয়মান (রা)-কে পূর্বেই দান করেছিলেন। তখন উম্মে আয়মান আমার গলায় কাপড় জড়িয়ে বলতে লাগলেন : সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, কখনও তিনি তা তোমাকে দিতে পারেন না। এ গুলোতে আমাকেই দান করেছেন। অপরদিকে রসূলুল্লাহ (স) উম্মে আয়মানকে বললেন : তোমাকে অনুরূপ জিনিস দেব। তিনি বললেন : না, তা কখনও হতে পারে না। আনাস (রা) বলেন, আমার মনে হয় তিনি যেন তাকে তার দশগুণ দেব বললেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৮৭]

রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতিপালনকারিণী উম্মে আয়মানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ঘটনা আমাদের তাঁর দুধ মা হালিমা সা'দিয়া (রা)–এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় :

فقد أخرج أبوداؤد عن أبى الطفيل قال : رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة .... إذا أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه فجلست عليه فقلت من هى؟ قالوا : هذه أمه التى أرضعته.

"ইমাম আবু দাউদ আবু তোফাইল (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে জি'রানায় গোশত বন্টন করতে দেখলাম। এমন সময় এক মহিলা রসূলুল্লাহ (স)-এর একেবারে কাছে আসলেন। তিনি তখন তার সম্মানার্থে নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন এবং আগন্তুক মহিলা তাতে বসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম এ মহিলা কে? লোকেরা বলল : ইনি তাঁর দুধ মা।"[৮৮]

www.amarboi.org

সাধারণ মহিলা

عن أنس قال : رأى النبى صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين من عرس فقام النبى صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلى قالها ثلاث مرار.

"হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) একদিন কতিপয় নারী ও শিশুকে বিবাহ উৎসব থেকে ফিরে আসতে দেখে তাদের অভিনন্দন জানাতে দাঁড়ালেন এবং বললেন : তোমরা আমার সবচেয়ে প্রিয়। একথাটি তিনবার বললেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৮৯]

عن أنس بن مالك قال : جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبى لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذى نفسى بيده إنكم أحب الناس إلى مرتين.

"হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: একজন আনসারী মহিলা একটি ছেলে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি তার সাথে কথাবার্তা শেষে বললেন : যার হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার শপথ, তোমরা আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। কথাটি দুবার বললেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৯০]

عن أبي هريرة أن رجلا أسودًا أو إمرأة سوداء كان يقم المسجد (وفى رواية البخارى لا أراه إلا امرأة) فمات فسأل النبى صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا : مات- قال : أفلا كنتم أذنتمونى به ؟ دلونى على قبره، أو قال قبرها، فأتى قبرها وصلى عليها.

"হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একজন হাবশী পুরুষ কিংবা মহিলা মসজিদে নববীর ঝাড়ুদার ছিল। (ইমাম বুখারীর বর্ণনা মতে ঝাড়ুদারটি মহিলাই ছিল।)[৯১] ঝাড়ুদার মারা গেলে, রসূলুল্লাহ (স) তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা তার মৃত্যু সংবাদ দিলে তিনি বললেন : তোমরা আমাকে আগে জানাওনি কেন? আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। তারপর তিনি তার কবরের কাছে এসে সালাতে জানাযা আদায় করলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৯২]

ইসলাম নারীকে উত্তমভাবে দেখাশুনা করার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়

মায়ের দেখাশুনা

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتى؟ قال : أمك، قال: ثم من ؟ قال : أمك، قال ثم من ؟ قال: أمك، قال : ثم من ؟ قال: أبوك.

www.amarboi.org

"হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো : হে আল্লাহর রসূল! আমার সদাচার পাওয়ার অগ্রাধিকার কে? জবাবে তিনি বললেন : তোমার মা। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? তিনি বললেন : তোমার মা। লোকটি আবার বললো : তারপর কে? তিনি বললেন : তোমার মা। লোকটি চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? জবাবে এবার তিনি বললেন : তোমার বাবা।" (বুখারী ও মুসলিম) [৯৩-ক]

বোনের দেখাশুনা করা

عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم : ليس أحد من أمتى يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا كن له سترا من النار.

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তিন কন্যা সন্তান তিন বোনের লালন-পালন করবে, তারা (কন্যা বা বোন) সে ব্যক্তির দোযখে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হবে।" (বায়হাকী) [৯৩-খ]

পত্নীর দেখাশুনা করা

عن أبى هريرة قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم :... استوصوا بالنساء خيرا ... .

"হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : তোমরা স্ত্রীদেরকে সদুপদেশ দাও...।" (বুখারী ও মুসলিম) [৯৪]

রসূলুল্লাহ (স)-এর নিম্নোক্ত বাণীটি একথারই তাকিদ দেয় :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى .

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রী-পরিজনের কাছে উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রী পরিজনের কাছে উত্তম।" (ইবনে মাজাহ) [৯৫]

কন্যার দেখাশুনা

وعن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم حدثه قالت: جاءتنى امرأة معها ابنتان تسألنى فلم تجد عندى غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها- ثم قامت، فخرجت- فدخل النبى صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال : من يلى من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار.

"উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সহধর্মিণী আয়েশা (রা) তাঁকে বললেন : একবার জনৈকা মহিলা তার সাথে দু'টি মেয়ে নিয়ে আমার কাছে ভিক্ষা

www.amarboi.org

করতে আসলো। কিন্তু সে আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া কিছুই পেল না। আমি সেটি তাকে দিলে সে তার দুই মেয়েকে ভাগ করে দিল। এর পর সে উঠে চলে গেল। ইত্যবসরে রসূলুল্লাহ (স) গৃহে প্রবেশ করলেন এবং আমি তাঁর কাছে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম। সবকিছু শুনে তিনি বললেন : যে ব্যক্তি কন্যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে তাদের প্রতি সদাচার করবে এ কন্যারা তার জাহান্নামে যাওয়ার পথের প্রতিবন্ধকতা হবে।" (বুখারী) [১৬]

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة انا وهو وضم أصابعه.

"হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার দুই কন্যাকে তাদের বয়:প্রাপ্তি পর্যন্ত লালন– পালন করবে, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি এবং আমি এভাবে থাকবো। এ বলে তিনি হাতের আংগুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন।" (মুসলিম) [১৭]

দাসীর দেখাশুনা করা

عن أبى بردة عن أبيه قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم إعتقها وتزوجها فله أجران.

"হযরত আবু বুরদাহ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : যে ব্যক্তির অধীনে কোন দাসী রয়েছে, সে যদি তাকে ভালভাবে লেখাপড়া ও উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়, তারপর তাকে স্বাধীন করে দিয়ে তাকে বিবাহ করে। তবে তার জন্য আল্লাহর কাছে দু'টি প্রতিদান রয়েছে।" (বুখারী) [১৮]

ইসলামী আদব–কায়দার সীমারেখা রক্ষা করে নারীর নাম, গুণাবলী ও যাবতীয় বিষয়ের আলোচনার বৈধতা

মুসলিম নারীর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট করে দেয় এমন সব হাদীস উল্লেখ করার পর একটা নতুন ব্যাপার সংযোজন করা ভাল মনে করছি। আর তা হচ্ছে, মহিলাদের নাম, গুণাবলী ও ঘটনাবলী সম্বলিত হাদীসসমূহ। এখানে পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, নারী ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের সাথে এর সম্পর্ক কি? এর উত্তরে আমরা বলবো, এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার অপনোদন। যুগ যুগ ধরে মুসলিম সমাজে মহিলাদের নাম, বৈশিষ্ট্য ও ঘটনাবলী সম্পর্কে আলোচনা ও উল্লেখকে ন্যাক্কারজনক মনে করা হচ্ছে। এ সংগে এও মনে করা হয় যে, নারীদের এসব এমন গোপনীয় বিষয় যা প্রকাশ করা ইসলামী রীতি–নীতি বহির্ভূত।

www.amarboi.org

মহিলাদের নাম উল্লেখ করা

مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما: على رسلكما، إنما هى صفية بنت حيى.

"আনসারদের দুই ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছ দিয়ে চলে গেলেন এবং তাঁকে সালাম করলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা একটু ধীরে যাও, কারণ এপাশে সাফিয়া বিনতে হুয়াই রয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৯৯]

استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال: اللهم هالة بنت خويلد.

"একদা হযরত খাদীজা (রা)-এর বোন হালাহ্ বিনতে খুয়াইলিদ রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে আসার অনুমতি চাইলেন। তিনি হযরত খাদীজার অনুমতি মনে করে হতচকিত হয়ে পড়লেন এবং এ দোয়া করলেন : হে আল্লাহ! হালাহ্ বিনতে খুয়াইলিদের প্রতি তুমি রহম কর।" (বুখারী ও মুসলিম)[১০০]

عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته.

"আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। একবার তাঁর দাদী মুলাইকা রসূলুল্লাহ (স)-কে স্বহস্তে প্রস্তুত করা খাদ্য খাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১০১]

فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال : هل عندكم شئ قالت : لا إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التى بعثتم لها إليها.

" রসূলুল্লাহ (স) যখন আয়েশা (রা) এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে খাওয়ার কিছু আছে কি? জবাবে হযরত আয়েশা (রা) বললেন, তেমন কিছু নেই, তবে নাসীবাহকে আপনি যে বকরীটি দিয়েছিলেন, তার কিছু অংশ সে পাঠিয়ে দিয়েছে। (মুসলিম)[১০২]

فقال (بلال) ... امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الزيانب؟ قال : امرأة عبد الله (ابن مسعود) .

"তারপর বেলাল (রা) বললেন : ... এক আনসারী রমণী ও যয়নাব (রা) (আসলেন)। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : কোন যয়নাব? তিনি বললেন : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী।" (বুখারী ও মুসলিম)[১০৩-ক]

... فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال عمر: من هذه؟ قالت : أسماء بنت عميس .

www.amarboi.org

"অতপর হযরত উমর (রা) হযরত হাফসা (রা) এর কাছে প্রবেশ করলেন। হযরত আসমা (রা) সেখানে ছিলেন। হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন : ইনি কে? হযরত হাফসা (রা) বললেন : ইনি হলেন আসমা বিনতে উমাইস।" (বুখারী ও মুসলিম)[১০৩খ]

عن أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم : أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها، توفى وهى حبلى .

"নবী সহধর্মিণী হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আসলাম গোত্রের এক মহিলার নাম ছিল সুবাইয়া। সে তার স্বামীর কাছে গর্ভবতী থাকা অবস্থায়ই স্বামী মারা গিয়েছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)[১০৪]

فقاتلهم (أنس بن النضر) حتى قتل فوجد فى جسده بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية فقالت أخته عمتى الربيع بنت النضر : فما عرفت أخى إلا ببنانه.

"হযরত আনাস ইবনে নাযার (রা) কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করলেন। তাঁর শরীরে তরবারি, বর্শা ও তীরের আশিটিরও বেশী আঘাত দেখা গেল। তাঁর বোন আমার চাচী রবী' বিনতে নাযার বললেন : আমি আমার ভাইকে আঙ্গুলের গিরা দেখেই চিনতে পেরেছি।" (মুসলিম)[১০৫]

دخل أبو بكر على إمرأة من أحمس يقال لها زينب بنت المهاجر.

"একবার হযরত আবু বকর (রা) আহমাস গোত্রের এক মহিলার কাছে গেলেন। তাঁর নাম ছিল যয়নাব বিনতে মুহাজির।" (বুখারী)[১০৬]

أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها.

"আরওয়া বিনতে উওয়াইস সাঈদ ইবনে যায়েদের বিরুদ্ধে এ বলে দাবী জানান যে, সাঈদ তার কিছু জমি দখল করেছে।" (বুখারী)[১০৭]

ছেলেকে পিতা ছাড়া শুধুমাত্র মায়ের সাথে সম্পর্কিত করে মহিলাদের নামোল্লেখ করা হলে প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশী শক্তিশালী আর কি হতে পারে! এ জাতীয় উদাহরণের প্রচলন রসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর সাহাবীদের বাণীতে ব্যাপকভাবে ছিল।

ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا فى المسجد .

"রসূলুল্লাহ (স) সুহাইল ইবনে বাইদা'র জানাযা মসজিদেই পড়েছেন।" (মুসলিম)[১০৮]

عن عبد الرحمن بن عوف : إنى لفى الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يمينى وعن يسارى فتيان حديثا السن فكأنى لم آمن بمكانهما، إذ قال لى أحدهما سرا من صحابه : ياعم أرنى أبا جهل، فقلت: يا ابن أخى وما تصنع به ؟ قال :

www.amarboi.org

عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. فقال لى الأخر سرا من صاحبه مثله قال : فما سرنى الصقرين حتى ضرباه – وهما ابنا عفراء.

"হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) থেকে বর্ণিত। বদরের দিনে আমি যুদ্ধের কাতারে ছিলাম। আমি তাকিয়ে দেখলাম, আমার ডানে ও বামে দু'জন অল্প বয়স্ক কিশোর রয়েছে। এদের কারণে আমি নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিলাম এমন সময় ঐ দু'জনের একজন আমার কানে কানে বলল, যাতে অন্য জন শুনতে না পারে, ওহে চাচা! আবু জেহেলকে দেখিয়ে দিন। আমি বললাম : হে ভাতিজা! তার সাথে তুমি কি করবে? উত্তরে সে বলল : আমি আল্লাহর কাছে অংগীকার করেছি তাকে পেলে হত্যা করব অথবা তার সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করব। অন্য কিশোরটিও ঠিক একই ভাবে আমাকে ঐ কথাই বলল। তিনি (আব্দুর রহমান ইবনে আউফ) বলেন : ঐ দুই যুবকের স্থলে দু'জন সাহসী বয়স্ক সৈন্য না থাকায় আমি কোন অসুবিধা অনুভব করিনি। তারপর আমি তাদেরকে আবু জেহেলের প্রতি ইংগিত করে দেখিয়ে গিলাম। তখন তারা দু'জন বাজপাখির মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে আঘাত করলো। ঐ দুই যুবক আফরা নামক এক মহিলার ছেলে ছিল।" (বুখারী)[১০৯]

قال ابن مسعود : ظننتم بال ابن أم عبد غفلة .

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ বলেন : উম্মে আবদের ছেলের বংশধর সম্পর্কে তোমরা ধারণা করেছো যে, তাদের মধ্যে অমনোযোগিতা আছে।" (মুসলিম)[১১০]

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انتقلى إلى ابن أم مكتوم.

"তারপর রসূলুল্লাহ (স) বললেন : তুমি উম্মে মাকতুমের ছেলের কাছে চলে যাও।" (মুসলিম) [১১১-ক]

عن عبد الله بن مالك بن بحينه رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه .

"আব্দুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনে বুহাইনাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) যখন সালাত আদায় করতেন, তখন দুই হাতের মাঝে ফাঁক রাখতেন।"(বুখারী ও মুসলিম)[১১১-খ]

"ইবনে দাকীকুল আবদ বলেছেন : "উপরের হাদীসে বলা হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনে বুহাইনাহ (রা) এর কথা বলা হয়েছে। এখানে বুহাইনাহ হচ্ছে মালিকের মা। তার পিতা ছিল মালিক ইবনুল কাশাব। আর এ ব্যক্তি এমন সব লোকদের অন্ত র্ভুক্ত, যারা তাদের মায়ের নামে পরিচিত। এ ব্যাপারটি "আল মুহাব্বার ফিল মুতালাফ ওয়াল মুখতালাফ ফী কাবায়িলিল আরব" নামক পুস্তক মুহাম্মদ ইবনে হাবীব লোগাবীর মতোই। কেননা হাবীব হলো মুহাম্মদের মা, তার পিতা নয়। ... এখানে আর একটি আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, সুবিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক মুহাম্মদ ইবনে শরফ আল

www.amarboi.org

কাইরোওয়ানী তার মা শারফ–এর সাথে সম্পর্কিত। আর এ জাতীয় বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যা অনুসন্ধান করলে ব্যাপক পরিমাণে সংগৃহীত হবে।[১১১-গ]

নারীর গুণাবলীর আলোচনা

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فقيل : دخل إبراهيم بامرأة هى من أحسن النساء.

" রসূলুল্লাহ (স) বলেন : ইবরাহীম (আ) হযরত সারাকে নিয়ে হিজরত করলেন। তিনি এমন একটি নগরে প্রবেশ করলেন, যেখানে ছিল একজন অত্যাচারী বাদশাহ। ... তারপর বলা হলো : ইবরাহীম তাঁর সহধর্মিণীকে নিয়ে প্রবেশ করলেন। তিনি ছিলেন উত্তম নারী।" (বুখারী ও মুসলিম) [১১২]

عن أبى قلابة عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم : كان فى سفر وكان غلام يحدوبهن (اى ببعض نساء النبى صلى الله عليه وسلم: وأم سليم) يقال له أنجشه فقال النبى صلى الله عليه وسلم : رويدك يا أنجشه سوقك بالقوارير . وفى رواية : قال أبو قلابة : فتكلم النبى صلى الله عليه وسلم : بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه .

"আবু কিলাবাহ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। একদা রসূলুল্লাহ (স) সফরে ছিলেন। এ সময় একজন ক্রীতদাস (উটচালক) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন কোন স্ত্রী ও উম্মে সুলাইমের গুণাবলী উল্লেখ করে হুদি গান গাচ্ছিল। তার নাম ছিল আনজাশা। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : হে আনজাশা! কাঁচের টুকরোগুলো নিয়ে বাহন ধীরে চালাও।

"অপর বর্ণনায় এসেছে :[১১৩] আবু কিলাবাহ বলেন : রসূলুল্লাহ (স) এমন একটি শব্দ ব্যবহার করলেন যা তোমাদের কেউ ব্যবহার কলে তাকে তোমরা দোষারোপ করতে।" (বুখারী ও মুসলিম)[১১৪]

শায়েখ ইবনু বাদীস বলেন : নিজের ছাত্রদের কাছে মহিলাদের কোন কোন গুণাবলী সম্বলিত এ আলোচনাকে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন হিসাবে অবৈধ বলা সম্পর্কে আবু কিলাবাহ (রা) * যখন জানতে পারলেন, তখন তিনি তাদের প্রতিবাদ করে রসূলুল্লাহ (স)-এর উচ্চারিত এ শব্দটি পেশ করলেন, যা তাদের মধ্যে কেউ করলে তাকে তারা দোষারোপ করতো। এ সংগে তিনি তাদের সামনে স্পষ্ট করে দিলেন যে, এ কথা বা এ ধরনের অন্য কোন কথা বলায় দোষ নেই, যা অশ্লীলতা ও অশালীনতার অর্থ দোষে দুষ্ট নয় এবং যার উল্লেখ অসৎ উদ্দেশ্যমুক্ত।"[১১৫-ক]

---

* হযরত আবু কিলাবাহ (রা) ছিলেন তাবে ঈদের অন্তর্ভুক্ত ফিকহের মশহুর ইমাম।

www.amarboi.org

قال عمر لحفصة : لا يغرنك أن كانت جارتك أوضا منك ... وفى رواية عند مسلم قال : يا بنية لا تغرنك هذه التى أعجبها حسنها.

"হযরত উমর (রা) তাঁর কন্যা হাফসাকে (রা) বললেন : তোমার প্রতিবেশী তোমার চেয়ে নিম্নমানের হলে তাতে তুমি গর্বিত হয়ো না ... । মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় এসেছে,[১১৫-খ] তিনি বলেছেন : শোনো বাছা! যে মেয়ে নিজের সৌন্দর্যের জন্য গর্ব বোধ করে, সে যেন তোমাকে ধোকায় না ফেলে ।" (বুখারী ও মুসলিম)[১১৬]

فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: ليلة من الليالى عشاء وكانت امرأة طويلة وفى رواية جسيمة وفى رواية تفرع النساء جسما.

"নবী সহধর্মিণী সাওদা বিনতে যাম'আ কোন এক রাত্রে এশার সালাতের জন্য ঘর থেকে বের হলেন। তিনি ছিলেন একজন 'দীর্ঘদেহী' মহিলা। অন্য বর্ণনায়[১১৭-ক] 'স্থূলদেহী' বলা হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় [১১৭-খ] বলা হয়েছে : সাধারণ মেয়েদের তুলনায় অধিক শারীরিক স্থূলতার অধিকারী ।" (বুখারী ও মুসলিম)[১১৭-গ]

قال أبو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم : عندى أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبى سفيان أزوجكها.

"আবু সুফিয়ান রসূলুল্লাহ (স) কে বললেন : আমার কন্যা উম্মু হাবীবাকে আপনার কাছে বিবাহ দেব, সে হলো সর্বোত্তম ও সবচেয়ে সুন্দরী আরব রমণী ।" (মুসলিম)[১১৮]

ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : حتى أتى النساء فوعظهن ... فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين .

"তারপর রসূলুল্লাহ (স) চলে গেলেন এবং মহিলাদের কাছে এসে তাদেরকে উপদেশ দিলেন। তখন মহিলাদের মধ্য থেকে একজন দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে সর্বোত্তম রোদেপোড়া রক্তিম গন্ডের অধিকারিণী ।" (মুসলিম)[১১৯]

أن امرأة سوداء كانت تقمُّ المسجد... فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرها فصلى عليها.

"এক কৃষ্ণাংগ মহিলা মসজিদে নববী ঝাড়ু দিতো। সে মারা গেলে রসূলুল্লাহ (স) তার কবরের কাছে এসে সালাতে জানাযা আদায় করলেন ।" (বুখারী ও মুসলিম)[১২০]

لما كان يوم أحد ... رأيت عائشة بنت أبى بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان ارى خدم سوقهما.

"ওহোদের দিনে ... আমি আয়েশা বিনতে আবু বকর ও উম্মু সুলাইমকে কাপড়-চোপড় গুটানো এবং মল পরিহিত অবস্থায় দেখলাম ।" (বুখারী ও মুসলিম)[১২১]

www.amarboi.org

فلما لقينا (المشركين يوم أحد) هربوا حتى رأيت النساء يشتددن فى الجبل رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن.

"ওহোদের দিনে আমরা মুশরিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তারা পলায়ন করতে লাগলো। এমনকি তাদের মহিলাদেরকে পায়ের কাপড় উঁচু করে দৌড়িয়ে পাহাড়ে চড়তে দেখলাম, তাদের পায়ের মলগুলি দেখা যাচ্ছিল।" (বুখারী)[১২২]

وهزمهم الله (اى أهل خيبر) ... ووقعت فى سهم دحية جارية جميلة.

"আল্লাহ খয়বরবাসীদেরকে পরাজিত করলেন, ... হযরত দাহিয়ার গনীমতের অংশে একজন সুন্দরী রমণী পড়েছিল।" (মুসলিম)[১২৩]

غزونا فزارة ... فلما رأوا السهم وقفوا فجئت أسوقهم وفيهم امرأة من بنى فزارة عليها قشم من آدم معها ابنة لها من أحسن العرب.

"আমরা ফাযারা গোত্রের সাথে যুদ্ধ করলাম... তারা যখন তীর দেখলো, তখন থেমে গেল। আমি তাদেরকে টেনে নিয়ে যেতে এলাম। তাদের মধ্যে পুরাতন কাপড়-চোপড় পরিহিত এক মহিলা ছিল, আর তার সাথে ছিল আরব রমণীদের এক সুন্দরী কন্যা।" (মুসলিম)[১২৪-ক]

وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : على سهيل بن البيضاء إلا فى جوف المسجد — (البيضاء وصف واسمها دعد بنت جحدم)

"এবং রসূলুল্লাহ (স) সুহালি ইবনে বাইদার সালাতে জানাযা মসজিদের মাঝখানেই আদায় করেছেন। (এখানে বাইদা হচ্ছে তার একটি গুণ, তার প্রকৃত নাম ছিল দা'দ বিনতে জাহদাম)।" (মুসলিম)[১২৪-খ]

قال لى ابن عباس : ألا أريك امرأة من أهل الجنة : قلت : بلى ، قال : هذه المرأة السوداء.

"ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বলেছেন, আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতবাসী মহিলা দেখাবো না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : এ কৃষ্ণাংগ মহিলাটি।" (বুখারী ও মুসলিম)[১২৫]

هذه أم الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : رخص فيها (فى متعة الحج) فادخلوا عليها فاسألوها فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء.

"এ উম্মু যুবায়ের বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে হজ্জে তামাত্তু করার সুযোগ দিয়েছিলেন। সুতরাং তোমরা তার কাছে যাও এবং এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস কর। তখন আমরা তার কাছে গেলাম। তিনি ছিলেন একজন মোটা ও অন্ধ মহিলা।" (মুসলিম)[১২৬]

www.amarboi.org

قالت الحادية عشرة : زوجى أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلى أذنى وملأ من شحم عضدى بنت أبى زرع فما بنت أبى زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها... خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقى امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين.

"একাদশতম মহিলা বলল : আমার স্বামী হচ্ছে আবু যার'আ। তার কথা আর কি বলব? সে আমাকে এত বেশী অলংকার দিয়েছে যে, আমার কান বোঝায় ভারী হয়ে গেছে... আবু যার'আর কন্যা সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে, সে তার পিতা-মাতার সম্পূর্ণ অনুগত এবং সুঠাম দেহের অধিকারিণী ... এক দিনকার ঘটনা, আবু যার'আ (যখন পশুদের দুধ দোহন করা হচ্ছিল এমন সময়) বাইরে বের হলো এবং সে একটি মেয়েকে দেখতে পেলো। মেয়েটির দু'টি পুত্র সন্তান রয়েছে। তারা তাদের মায়ের স্তন নিয়ে চিতা বাঘের ন্যায় খেলা করছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)[১২৭]

হাফেয ইবনে হাজারের প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন। উম্মে যার'আর হাদীসের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন : এ হাদীসে মহিলাদের গুণাগুণ ও সৌন্দর্যের উল্লেখ করা পুরুষদের জন্য বৈধ হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু মহিলাদের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রেই তা করা যাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি পুরুষের উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট কোন মহিলার গুণ উল্লেখ করতে বা তার এমন কোন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা বাধা প্রদান করে, যা পুরুষের জন্য অবৈধ নয়, তার উক্ত হাদীসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত।[১২৮, ১২৯]

মহিলাদের সংবাদ উল্লেখ করা

عن جابر بن عبد الله قال : دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم : فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم قال: فأذن لأبى بكر فدخل ثم أقبل عمر فأستأذن فأذن له، فوجد النبى صلى الله عليه وسلم : جالسا حوله نساؤه واجما ساكنا قال : فقال لأقولن شيئا أضحك النبى صلى الله عليه وسلم : فقال : يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتنى النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك النبى صلى الله عليه وسلم : وقال : هن حولى كما ترى يسألننى النفقة فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ليس عنده فقلن : والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً أبدا ليس عنده.

www.amarboi.org

"হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার হযরত আবু বকর (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাইতে আসলেন। তিনি দেখলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর গৃহদ্বারে বহু লোক বসে আছে। তাদের কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। আবদুল্লাহ ইবনে জাবের (রা) বলেন, তারপর আবুবকর (রা)-কে অনুমতি দেয়া হলে তিনি প্রবেশ করলেন। এরপর উমর (রা) এসে অনুমতি চাইলে তাঁকেও অনুমতি দেয়া হলো। ঘরে ঢুকে তাঁরা রসূলুল্লাহ (স)-কে স্ত্রীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় বসে থাকতে দেখতে পেলেন। তাঁদের কেউই কোন কথা বলছিল না। তখন আবুবকর (রা) বললেন, আমি এমন কথা বলবো যাতে রসূলুল্লাহ (স) হাসবেন। তারপর বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আপনি যদি খারিজার কন্যাকে দেখতেন, সে শুধু আমার কাছে খরচ-খরচা চায়। তাই আমি তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়েছি। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (স) হেসে উঠে বললেন : তুমি তো দেখতেই পাচ্ছো, তারা কিভাবে আমাকে চারদিকে ঘিরে রয়েছে, আর ভাতা চাচ্ছে। এরপর আবুবকর (রা) উঠে আয়েশার ঘাড়ে ও উমর (রা) হাফসার ঘাড়ে মৃদু আঘাত করলেন। আর বললেন : তোমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে শুধু এমন জিনিসই চাও, যা তাঁর কাছে নেই। তখন তারা বললো, আল্লাহর শপথ, আমরা তাঁর কাছে এমন কোন কিছু কখনও চাইব না, যা তাঁর কাছে নেই।" (মুসলিম)[১৩০]

عن سعد بن أبي وقاص قال : استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن. فلما استأذن عمر فمن يبتدرن الحجاب. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر : أضحك الله سنك يارسول الله، قال: عجبت من هؤلاء اللاتى كن عندى فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب، قال عمر : فانت يارسول الله كنت أحق أن يهبن. ثم قال : أى عدوات أنفسهن. أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك.

"হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা হযরত উমর (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর কাছে কতিপয় কুরাইশ মহিলা ছিলেন। তারা উচ্চ স্বরে তাঁর সাথে কথা বলছিলেন ও অধিক পরিমাণে খোরপোশ দাবী করছিলেন। যখন উমর (রা) অনুমতি চাইলেন, তখনই তারা পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন। এরপর রসূলুল্লাহ (স)-কে অনুমতি দিলেন। তখন তিনি হাসছিলেন। উমর (রা) বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আপনার দন্ত মুবারককে হাস্যোজ্জ্বল রাখুন। রসূল (স) বললেন : আমি এ মহিলাদের আচরণে

www.amarboi.org

বিস্মিত হচ্ছি, যারা এতক্ষণ আমার পাশে ছিল এবং তোমার কণ্ঠস্বর শুনেই পর্দার অন্তরালে লুকিয়ে পড়লো। উমর (রা) বললেন : হে আল্লাহর রসূল! তাদের তো আপনাকেই অধিক পরিমাণে ভয় করা উচিত। এরপর বললেন : হে আত্ম-শত্রুরা! তোমরা আমাকে ভয় কর, অথচ রসূলুল্লাহ (স)-কে ভয় কর না! তখন তারা বলল : হ্যাঁ আপনাকেই আমরা অধিক ভয় করি, কেননা আপনি রসূলুল্লাহ (স)-এর তুলনায় কঠোর ও রূঢ়ভাষী। তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন : যার হাতে আমার প্রাণ নিবদ্ধ তাঁর শপথ করে বলছি, যে পথ দিয়ে তুমি চলো, শয়তান সে পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে যায়।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৩১]

عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم : كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة، وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة : ألاتركبين الليلة بعيرى وأركب بعيرك تنظرين وانظر؟ فقالت : بلى، فركبت فجاء النبى صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة، فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا، وافتقدته عائشة فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر، وتقول يارب سلط على عقربا أوحية تلدغنى ولا استطيع أن أقول له شيئا.

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) যখন কোন সফরের নিয়ত করতেন, তখন নিজ স্ত্রীগণের মধ্যে লটারী করতেন। একবার লটারীতে আয়েশা ও হাফসার নাম উঠল। রাতে ভ্রমণে বের হলে আয়েশাকে নিয়ে বের হতেন। তাঁর সাথে কথাবার্তা বলতেন। একদিন হাফসা বললেন : আচ্ছা ভাই, আজ রাতে তুমি আমার উটের পিঠে চড়বে এবং আমি তোমার উটে আরোহন করবো, তারপর দেখবো কি হয়, কেমন? আয়েশা বললেন : ঠিক আছে। এরপর তাঁরা সেভাবে আরোহন করলেন। রসূলুল্লাহ (স) আয়েশার উটের দিকে এগিয়ে গেলেন, যদিও তার উপর আরোহী ছিলেন হাফসা। রসূলুল্লাহ (স) তাকে সালাম করে তার সাথে শেষ পর্যন্ত ঘুরে বেড়ালেন। তাঁরা নেমে গেলে আয়েশা সে রাতে তাঁকে আর পেলেন না। তাই তিনি ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন। হে আল্লাহ! তুমি কোন সাপ-বিচ্ছু দিয়ে আমাকে দংশন করাও। আমি তাঁকে কিছুই বলতে পারবো না।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৩২]

وعن أنس قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام – فضربت التى النبى صلى الله عليه وسلم فى بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت. فجمع النبى صلى الله عليه

www.amarboi.org

وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذى كان فى الصحفة ويقول : غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التى هو فى بيتها. فدفع الصحفة الصحيحة إلى التى كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة فى بيت التى كسرت فيه.

"হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) কোন এক সহধর্মিণীর (হযরত আয়েশা) গৃহে ছিলেন। এ সময় অন্য এক সহধর্মিণী (হযরত যয়নাব বিনতে জাহশ) একটি পাত্রে করে তাঁর জন্য খানা পাঠালেন। তিনি যে স্ত্রীর ঘরে ছিলেন সে স্ত্রী খাদেমের হাতে আঘাত করলে পাত্রটি মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে গেল। তখন রসূলুল্লাহ (স) পাত্রের ভাঙ্গা টুকরাগুলি একত্র করলেন। তিনি খাদ্যগুলো উঠিয়ে তাতে রাখছিলেন এবং (খাদেমকে) বলছিলেন, তোমার মায়ের আত্মমর্যাদায় ঘা লেগেছে। তারপর খাদেমকে বসিয়ে রেখে যার ঘরে তিনি ছিলেন তার কাছ থেকে একটি পাত্র আনিয়ে ঐ ভাল পাত্রটি ঐ স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন যার পাত্রটি ভেঙ্গে গিয়েছিল। আর যে ঘরে পাত্রটি ভেঙ্গে গিয়েছিল সেখানেই তা রেখে দিলেন।" (বুখারী)[১৩৩]

عن أنس قال : كان للنبى صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فكان إذا أقسم بينهن لا ينتهى إلى المرأة الأولى إلا فى تسع فكن يجتمعن كل ليلة فى بيت التى يأتيها فكان فى بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها. فقالت : هذه زينب — فكف النبى صلى الله عليه وسلم يده- فتقاولتا حتى احستخبتا وأقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال : اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث فى أفواههن التراب، فخرج النبى صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة : الأن يقضى النبى صلى الله عليه وسلم : صلاته فيجئ أبو بكر فيفعل بى ويفعل فلما قضى النبى صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال : اتصنعين هذا .

"হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স)-এর নয়জন স্ত্রী ছিল। যখন তিনি কোন কিছু বন্টন করতেন, নয়জনের মধ্যেই তা সমান ভাগে ভাগ করে দিতেন। তাদের নিয়ম ছিল প্রতি রাত্রে ঐ ঘরে তারা সমবেত হতেন যে ঘরে রসূলুল্লাহ (স) আগমন করতেন। একদিনের ঘটনা। রসূলুল্লাহ (স) হযরত আয়েশার ঘরে ছিলেন, এমন সময় হযরত যয়নাব সেখানে আসলেন। তিনি যয়নাবের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা (রা) বললেন : এতো যয়নাব। তখন তিনি হাত

www.amarboi.org

গুটিয়ে নিলেন। তারপর দু'জনে কথা কাটাকাটি শুরু হলো। এক পর্যায়ে দু'জনের আওয়াজ মিলে হৈ চৈ সৃষ্টি হলো। এমন সময় সালাতের জন্য ইকামত দেয়া হলো, পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হযরত আবু বকর (রা) উভয়ের ঝগড়া শুনতে পেলেন। হযরত আবু বকর (রা) বললেন : হে আল্লাহর রসূল! সালাতের জন্য বেরিয়ে আসুন এবং তাদের মুখে ধূলি নিক্ষেপ করুন। এরপর রসূলুল্লাহ (স) বের হয়ে গেলে আয়েশা (রা) বললেন : রসূলুল্লাহ (স) সালাত শেষ করলেই আবু বকর (রা) এসে আমাকে যা তা বলবেন। তারপর সালাত শেষ হলে আবু বকর (রা) আয়েশার কাছে এসে তাঁকে ভীষণভাবে ভর্ৎসনা করলেন এবং বললেন : তুমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে এরূপ আচরণ কর?" (মুসলিম)[১৩৪]

عن عائشة رضى الله عنها : أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين : فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الأخر : أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه سلم وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عن أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيت عائشة بعث صاحب الصداية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقلن لها : كلمى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يكلم الناس فيقول : من أراد أن يهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهدها إليه حيث كان من بيوت نسائه، فكلمته أم سلمة بما قلن، فلم يقل لها شيئا، فسألنها فقالت : ما قال لى شيئا فقلن لها : فكلميه، قالت: فكلمته حين دار إليها أيضا، فلم يقل لها شيئا، فسألنها فقالت : ما قال لى شيئا فقلن لها : كلميه حتى يكلمك، فدار إليها فكلمته فقال لها : لاتؤذينى فى عائشة، فإن الوحى لم يأتنى وأنا فى ثوب امرأة إلا عائشة، قالت فقلت: أتوب إلى إله من أذاك يارسول الله – ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول : إن نساءك ينشدنك العدل فى بنت أبى بكر، فكلمته فقال: يابنية ألاتحبين ما أحب؟ قالت : بلى، فرجعت إليهن فاخبرتهن. فقلن : ارجعى إليه فأبت أن ترجع فأرسلن زينب بنت جحش، فأتته فاغظت وقالت: إن نساءك ينشدنك

www.amarboi.org

العدل فى بنت ابن أبي قحافة فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهى قاعدة فسبتها حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تكلم؟ قال : فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبى صلى الله عليه وسلم إلى عائشة فقال : إنها بنت أبى بكر.

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রীগণ দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। একদিকে ছিলেন আয়েশা, হাফসা, সাফিয়া ও সাওদা এবং অপরদিকে ছিলেন উম্মে সালামা ও অন্য স্ত্রীগণ। আয়েশা (রা)-এর প্রতি রসূলুল্লাহ (স)-এর ভালবাসা মুসলমানরা জানতেন। তাই তারা রসূলুল্লাহ (স)-কে কোন হাদিয়া দিতে চাইলে বিলম্বে দিতেন। এমনকি তিনি যখন আয়েশার গৃহে থাকতেন দানকারী হাদিয়ার বস্তু তখনই আয়েশার গৃহে পাঠাতেন। এর ফলে উম্মে সালামার পক্ষের স্ত্রীগণ কথাবার্তা শুরু করলেন এবং তাঁকে বললেন : তুমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বল, তিনি যেন লোকদেরকে বলেন যে, তারা তাঁকে কোন হাদিয়া দিতে চাইলে তা যে কোনো স্ত্রীর গৃহে থাকাকালীন সময়েই যেন দিয়ে দেয়। তাদের কথামতো উম্মে সালামা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে আলাপ করলেন। কিন্তু জবাবে তিনি কিছুই বললেন না। অন্যেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : তিনি আমাকে কিছুই বলেননি। তারা বললেন, তাহলে তুমি আবার আলাপ করে দেখ। উম্মে সালামার জন্য নির্ধারিত সময়ে রসূলুল্লাহ (স) তার কাছে আসলে সে ব্যাপারে তিনি আবার আলোচনা করলেন। কিন্তু এবারও তিনি কোন উত্তর দিলেন না। অন্যরা এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি কোন উত্তর দেননি বলে জানালেন। তারা বললো, যতক্ষণ না তিনি কোন উত্তর দেন, ততক্ষণ তুমি বলতে থাকবে। পরবর্তীতে সেখানে গেলে তিনি একই প্রসঙ্গে কথা বললেন। তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন : আয়েশার ব্যাপারে তোমরা আমাকে ব্যাথা দিও না। কেননা আয়েশা ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীর কাছে একই চাদরের নীচে থাকাকালীন সময়ে আমার প্রতি অহীও আসে না। আয়েশা (রা) বলেন : হে আল্লাহর রসূল! যে আপনাকে কষ্ট দেয় তার থেকে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। এরপর তারা রসূল তনয়া ফাতিমা (রা)-কে তাঁর দরবারে এ বলে পাঠালেন যে, আপনার স্ত্রীগণ আবু বকরের কন্যার ব্যাপারে ইনসাফ কামনা করছে। ফাতিমা (রা) সে ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বললেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : মা, আমি যা পছন্দ করি তুমি কি তা পছন্দ করবে না? তিনি বললেন, জী হ্যাঁ আব্বা! এরপর ফাতিমা তাদের কাছে এ সংবাদ নিয়ে ফিরে গেলে তারা তাঁকে পুনরায় বলতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। এরপর তারা যয়নাব বিনতে জাহশকে পাঠালেন। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে কড়া ভাষায় বলতে লাগলেন : আপনার স্ত্রীগণ আপনার কাছে ইবনে আবি কুহাফার কন্যার ব্যাপারে ন্যায় বিচার কামনা করে। তিনি কথাগুলো এতটা উচ্চ স্বরে বললেন

www.amarboi.org

যে, আয়েশা (রা) তা শুনে ফেললেন- তিনিও পাশে বসেছিলেন। তিনি যয়নাবকে মন্দ বলতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ (স)-তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন : তুমি কথা বললে কেন? এরপরে আয়েশা যয়নাবের কথার প্রতিবাদ জানিয়ে এমনভাবে বলতে লাগলেন যে, সে চুপ করে গেল। আয়েশা (রা) বললেন, এরপর রসূলুল্লাহ (স) তার দিকে তাকিয়ে বললেন : তুমি আসলেই আবু বকরের মেয়ে।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৩৫]

عن عائشة قالت : جلس احدى عشرة امرأة، فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا.

قالت الأولى: زوجى لحم جمل غث، على رأس جبل، لا سهل فيرتقى، ولا سمين فينتقل .

قالت الثانية : زوجى لا ابث خبره، إنى أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره.

قالت الثالثة : زوجى العشنق، إن أنطق أطلق- وإن أسكت أعلق .

قالت الرابعة : زوجى كليل تهامة، لا حر ولا تر، ولا مخافة و لا سأمة.

قالت الخامسة : زوجى إن دخل فهد، وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد.

قالت السادسة : زوجى إن أكل لف وإن شرب إشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث .

قالت السابعة : زوجى غياياء أو عياياء، طباقاء، كل داء له داء، شجك اوفلك أو جمع كلالك.

قالت الثامنة : زوجى المس مس أرنب والريح ريح زرنب .

قالت التاسعة : زوجى رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد.

قالت العاشرة : زوجى مالك — وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح وإذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك.

www.amarboi.org

قالت الحادية عشرة : زوجى أبو زرع، فما أبوزرع؟ أناس من حلى أذنى، وملا من شحم عضدى وبجحنى فبجحت إلى نفسى. وجدنى فى أهل غنيمة بشق، فجعلنى فى أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. فعنده اقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فاتقنح، أم أبى زرع، فما أم أبى زرع، عكومها رداح، وبيتها فساح، ابن أبى زرع، فما ابن أبى زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبى زرع. فما بنت أبى زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها- جارية أبى زرع، فما جارية أبى زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملا بيتنا تعشيشا- قالت: خرج أبو زرع والا وطاب تمخص، فلقى امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقنى ونكحها. فنكحت بعده رجلا سريا، ركب شريا، وأخذ خطيا، وأراح على نعما ثريا وأعطانى من كل رائحة زوجا وقال: كلى أم زرع وميرى أهلك. قالت : فلو جمعت كل شيئ أعطانيه، ما بلغ أصغرانية أبى زرع. قالت عاشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كنت لك كأبى زرع لأم زرع.

"আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন : এগারজন মহিলা (এক জায়গায়) বসল এবং শপথ নিল ও চুক্তি করলো এ মর্মে যে, তারা নিজেদের স্বামীদের ব্যাপারে কোন খবরই গোপন করবে না।

প্রথম মহিলা বলল : আমার স্বামী হচ্ছে শীর্ণকায় দুর্বল উটের গোশতের ন্যায়, যা এমন পাহাড়ের চূড়ায় রাখা হয়েছে, যেখানে আরোহন করা সহজ কাজ নয় এবং গোশতের মধ্যে এত চর্বিও নেই, যে কারণে কেউ সেখানে ওঠার জন্য কষ্ট স্বীকার করবে।

দ্বিতীয় মহিলা বলল : আমি আমার স্বামীর কোন খবর বলব না। কারণ আমি আশংকা করছি যে, তার কাহিনী শেষ করতে পারবো না। কেননা আমি যদি তার বর্ণনা দেই, তাহলে আমি তার সকল দুর্বলতা এবং খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করবো।

তৃতীয় জন বলল : আমার স্বামী একজন দীর্ঘদেহী ব্যক্তি। আমি যদি তার বর্ণনা দেই (এবং সে তা শুনতে পায়)– তাহলে সে আমাকে তালাক দেবে আর আমি যদি চুপ করে থাকি, তাহলে সে আমাকে তালাকও দেবে না এবং আমার সাথে স্ত্রীর মত ব্যবহারও করবে না।

www.amarboi.org

চতুর্থ জন বলল : আমার স্বামী হচ্ছে তিহামার রাতের মত মধ্যম, যা না গরম না ঠান্ডা। আমি তার সম্পর্কে ভীত নই, অসন্তুষ্টও নই।

পঞ্চম মহিলা বলল : যখন আমার স্বামী ঘরে প্রবেশ করে, তখন চিতা বাঘের ন্যায় এবং যখন বাইরে বেরোয়, তখন সিংহের ন্যায়। সে এমন যে, ঘরের কোন ব্যাপারে কোন প্রশ্নই তোলে না।

ষষ্ঠ মহিলা বলল : আমার স্বামী যদি আহার করে, তবে সবই সাবাড় করে দেয় এবং যদি পান করে তবে কিছুই বাকী রাখেনা। যখন নিদ্রা যায় (আমাকে দূরে রেখে) একই লেপ–কাঁথা মুড়ি দিয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকে। এমনকি হাত বের করেও দেখে না আমি কি হালে আছি।

সপ্তম মহিলা বলল: আমার স্বামী হচ্ছে পথভ্রষ্ট অথবা দুবর্লচিত্ত এবং বোকার হদ্দ। যত রকমের ত্রুটি হতে পারে সবই তার মধ্যে আছে । সে তোমার মাথায় বা শরীরে আঘাত করতে পারে অথবা উভয়ই করতে পারে।

অষ্টম মহিলা বলল : আমার স্বামীর স্পর্শ হচ্ছে খরগোশের মত এবং তার (দেহের) গন্ধ হচ্ছে যারনাবের (এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত গাছ) ন্যায়।

নবম মহিলা বলল: আমার স্বামী হচ্ছে উঁচু অট্টালিকার ন্যায় এবং তরবারি ঝুলিয়ে রাখার জন্য চামড়ার লম্বা ফালির মতো। তার ছাইভস্মের পরিমাণ প্রচুর এবং তার বাড়ী হচ্ছে জনগণের কাছে, যাতে তারা সহজেই তার সাথে পরামর্শ করতে পারে।

দশম মহিলা বলল : আমার স্বামীর নাম মালিক, আর মালিকের কি প্রশংসা করব? মালিক হচ্ছে এর চাইতেও বড়, যা তার সম্পর্কে আমি বলব। তার অধিকাংশ উট ঘরে রাখা হয় এবং মাত্র কতিপয় উট চরাবার জন্য মাঠে রাখা হয়। উটগুলো যখন বাঁশীর আওয়াজ শোনে তখন তারা বুঝতে পারে যে তাদেরকে অতিথিদের জন্য যবেহ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

একাদশতম মহিলা বলল : আমার স্বামী হচ্ছে আবু যা'রআ। তার কথা কি আর বলব ! সে আমাকে এত বেশী অলংকার দিয়েছে যে, আমার কান বোঝায় ভারী হয়ে গেছে এবং আমার বাহুতে চর্বি জমে গেছে। সে আমাকে এত সুখে রেখেছে এবং আমি এত আনন্দিত হয়েছি যে, এর জন্য আমি নিজকে গর্বিত মনে করি। সে আমাকে এমন এক পরিবার থেকে আনে, যারা শুধুমাত্র কয়েকটি বকরীর মালিক ছিল। তারপর আমাকে এমন সম্ভ্রান্ত পরিবারে নিয়ে আসে, যেখানে অশ্বের হ্রেষাধ্বনি এবং উটের হাওদার ঘটঘটানি এবং শস্য মাড়াইয়ের খসখসানি শোনা যায়। আমি যা কিছুই বলতাম সে আমাকে ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করত না। যখন আমি নিদ্রা যেতাম, সকালে ঘুম থেকে জাগতাম। যখন আমি পান করতাম, খুব তৃপ্তি সহকারে পান করতাম। আর আবু যার'আর মা, তার কথা কি বলব। তার থলে ছিল সর্বদা পরিপূর্ণ এবং ঘর ছিল খুবই প্রশান্ত। আবু যার'আর পুত্রের ব্যাপারে কি আর বলব? সেও খুব ভাল ছিল। তার শয্যা এত সংকীর্ণ যে, মনে হতো যেন অকোষবদ্ধ তরবারি। তার খাদ্য হচ্ছে ছাগলের

www.amarboi.org

একখানা পা। আর আবু যার'আর কন্যা সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে, সে নিজের পিতা-মাতার সম্পূর্ণ অনুগত। সে খুবই সুঠাম দেহের অধিকারিণী। এ বিষয়টি তার সতিনদের মনে সর্বদা ঈর্ষার উদ্রেক করে থাকে। আবু যার'আর ক্রীতদাসী, তারগুণের কথাই বা কত বলব? সে আমাদের ঘরের গোপন কথা বাইরে ফাঁস করে দেয় না। বরং নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। সে আমাদের সম্পদের ঘাটতি করে না। আমাদের ঘরকে ময়লা-আবর্জনা দিয়ে ভরেও রাখে না। সে আরো বলল : একদিন এক ঘটনা ঘটল : যখন পশুদের দুধ দোহন করা হচ্ছিল এমন সময় আবু যার'আ বাইরে বের হলো এবং একটি রমণীকে দেখতে পেল। যার সাথে ছিল তার দুই ছেলে। তারা তাদের মায়ের স্তন্য নিয়ে চিতা বাঘের ন্যায় খেলা করছিল। এ মহিলাকে দেখে সে (তার প্রতি আকৃষ্ট হয়) আমাকে তালাক দিল এবং তাকে বিয়ে করলো। তখন আমি আরেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিয়ে করলাম, যে দ্রুত বেগে ধাবমান অশ্বে আরোহন করত এবং হাতে বর্শা রাখতো। সে আমাকে অনেক সম্পদ দিয়েছে এবং প্রত্যেক প্রকার গৃহপালিত জন্তুর এক এক জোড়া দিয়েছে এবং বলেছে হে উম্মে যার'আ! তুমি (এগুলো থেকে)- খাও এবং নিজ আত্মীয়-স্বজনদেরকেও খুশীমত উপহার দাও। মহিলা আরো বলল : কিন্তু সে আমাকে যা কিছুই দিয়েছে, আবু যার'আর সামান্য একটি পাত্রও তা পূর্ণ করতে পারবে না। আয়েশা (রা) বললেন : রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেছেন : আবু যার'আ তার স্ত্রী উম্মে যার'আর প্রতি যেরূপ আমিও তোমার প্রতি সেরূপ।" (বুখারী ও মুসলিম) [১৩৬]

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী

১. সহী জামে আস্ সগীর : ২৩২৯ নং হাদীস।

২. সহী বুখারী : তাফসীর অধ্যায়, সূরা আত তাহ রীম, স্ত্রীদের সন্তুষ্টি বিধান সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ, ১০ খন্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : তালাক অধ্যায়, ইলা ও আযল সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ, ৪ খণ্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা।

৩. সহী বুখারী : পোশাক অধ্যায়, রসূল (স) যেভাবে ঢিলাঢালা পোশাক পরিধানের অনুমতি দিতেন অনুচ্ছেদ, ১২ খন্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা।

৪. সহী বুখারী : তাফসীর অধ্যায়, সূরা আশশু'আরা ...وانذر عشيرتك الاقربين ১০ খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : ঈমান অধ্যায়, তোমার নিকট আত্মীয়দের প্রতি সদাচারণ করো ও তাদেরকে সতর্ক করো অনুচ্ছেদ, ১ খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা।

৫. সহী বুখারী : জানাযা অধ্যায়, শিশু ঈমান আনার পর মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযার নামায সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা।

৬. ফাতহুল বারী : ৩ খন্ড, ৪৬২ পৃষ্ঠা।

৭. সহী বুখারী : নবীদের আলোচনা অধ্যায়, ইসলামে নবুয়তের নিদর্শন অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : মসজিদ ও নামাযের স্থান সম্পর্কিত অধ্যায়, কাযা নামাযের বিবরণ অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড. ১৪০ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৮. সহী বুখারী : শিষ্টাচার অধ্যায়, সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতা, চুম্বন ও আলিঙ্গন অনুচ্ছেদ, ১৩ খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ও শিষ্টাচার অধ্যায়, কন্যাদের প্রতি সুন্দর আচরণ অনুচ্ছেদ, ৮ খণ্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা।

৯. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায়, বংশ বিস্তারের লক্ষ্যে ক্রীতদাসীকে মুক্ত করে তাকে বিবাহ করা অনুচ্ছেদ, ১১ খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা।

১০. সহী বুখারী : ইলম অধ্যায়, মহিলাদের প্রতি উপদেশ ও শিক্ষাদান সম্পর্কিত ইমামের ভাষণ অনুচ্ছেদ, ১ খণ্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : দুই ঈদের নামায অধ্যায়, ৩ খণ্ড, ১৮ পৃষ্ঠা।

১১. সহী বুখারী : দুই ঈদ অধ্যায়, ঈদের দিনে মহিলাদের প্রতি উপদেশ ও শিক্ষাদান সম্পর্কিত ইমামের ভাষণ অনুচ্ছেদ, ১ খণ্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : দুই ঈদের নামায অধ্যায়, ৩ খণ্ড, ১৮ পৃষ্ঠা।

১২-ক. আবুল ফজল ইবরাহীমের গবেষণামূলক পর্যালোচনা সহকারে যাবাহী প্রণীত মীযানের ভূমিকা।

১২-খ. নাইলুল আওতার, ৮ খণ্ড, ১১২ পৃষ্ঠা।

১৩. সহী বুখারী : নিষ্পত্তি অধ্যায়, অন্যায় জুলুমের ভিত্তিতে নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান অনুচ্ছেদ, ৫ খণ্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : নিষ্পত্তিকরণ অধ্যায়, অন্যায় সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যাত অনুচ্ছেদ, ১ খণ্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা।

১৪. সহী বুখারী : অযু অধ্যায়, অযু, গোসল ও তায়াম্মুম অনুচ্ছেদ, ১ খণ্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : পবিত্রতা অধ্যায়, পবিত্রতার জন্য তায়াম্মুম অনুচ্ছেদ, ১ খণ্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা।

১৫. সহী বুখারী : নিষ্পত্তিকরণ অধ্যায়, সরকার প্রধানকে (ইমাম) নিষ্পত্তির জন্য ইঙ্গিত সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৬ খণ্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, মূল্যের বিনিময়ে কিছু রাখা দীনদারীর লক্ষণ অনুচ্ছেদ, ৫ খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা।

১৬. সহী মুসলিম : মুসাফিরদের নামায অধ্যায়, নফল নামায দাঁড়িয়ে ও বসে পড়া সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ, ২ খণ্ড, ১৯৪ পৃষ্ঠা।

১৭. সহী বুখারী : অত্যাচার ও জুলুম অধ্যায়, জেনেশুনে অন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন মহাপাপ অনুচ্ছেদ, ৬ খণ্ড, ৩১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : ফয়সালা বা সিদ্ধান্ত দান অধ্যায়, প্রকাশ্য দলিলের ভিত্তিতে আইনের ভুল ব্যাখ্যা দান অনুচ্ছেদ, ৫ খণ্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা।

১৮. সহী বুখারী : নবীদের বর্ণনা অধ্যায় يسئلونك عن ذى القرنين অনুচ্ছেদ, ৮ খণ্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : কিয়ামতের লক্ষণ এবং ফিতনা অধ্যায়, ফিতনা সমাগত অনুচ্ছেদ, ৮ খণ্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা।

১৯. সহী মুসলিম : তাকদীর অধ্যায়, মৃত্যু ও রিজিক নির্ধারিত – বিন্দুমাত্রও এদিক সেদিক হওয়ার উপায় নেই অনুচ্ছেদ, ৮ খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা।

২০. সহী মুসলিম : যিকির ও দোয়া অধ্যায়, প্রভাতে ও নিদ্রাকালে দোয়া অনুচ্ছেদ, ৮ খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা।

২১. সহী বুখারী : ই'তিকাফ, অধ্যায়, ই'তিকাফকারীগণ কি প্রয়োজনে মসজিদের বাইরে যেতে পারে অনুচ্ছেদ, ৫ খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সালাম অধ্যায়, স্বামী বা মুহারমের সাথে দেখতে পাওয়া মহিলার পরিচয় দেয়া সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ২ খণ্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

২২. সহী মুসলিম : সালাত অধ্যায়, যাবতীয় গুণাবলী সহকারে নামায আরম্ভ ও শেষ করা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা।

২৩. সহীহ্ বুখারী : রিকাক অধ্যায়, হাউযে–কাওছার সম্পর্কিত আল্লাহর বাণী إنا أعطيناك الكوثر অনুচ্ছেদ, ১৪ খন্ড ২৭৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : ফাযায়েল অধ্যায়, নবীর (স) জন্য হাউযে-কাওছার নির্দিষ্ট হওয়া সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা।

২৪. সহী বুখারী : ক্রীতদাস মুক্ত করা ও তার ফযিলত অধ্যায়, চন্দ্রগ্রহণ বা অন্য কোন নিদর্শনের সময় দাসমুক্ত করা অনুচ্ছেদ, ৬খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা।

২৫. সহী মুসলিম : ফযীলত অধ্যায়, রসূলুল্লাহ (স)-এর শরীরের ঘামকে সুগন্ধি ও বরকত হিসেবে গ্রহণ অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা।

২৬. সহী মুসলিম : জিহাদ ও ভ্রমণ অধ্যায়, যুদ্ধজয়ী মহিলাদের জন্য অংশ নির্ধারণের বর্ণনা অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা।

২৭. সহী মুসলিম : নামায অধ্যায়, মহিলাদের মসজিদের নামায পড়ার জন্য মসজিদে গমন অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ৩১ ও ৩২ পৃষ্ঠা।

২৮. সহী বুখারী : সৃষ্টির সূচনা অধ্যায়, পাহাড়ে পালিত মেষ মুসলমানদের উত্তম সম্পদ অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সালাম অধ্যায়, বিচ্ছু মেরে ফেলা অনুচ্ছেদে, ৭ খন্ড, ৪২ পৃষ্ঠা।

২৯. সহী মুসলিম : যিকর, দোয়া, তওবা, ইসতিগফার অধ্যায়, অপমৃত্যু ও নিষ্ঠুর জালেমদের থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা।

৩০. সহী মুসলিম : নেতৃত্ব অধ্যায়, গুনাহর কাজ ছাড়া সমস্ত বিষয়ে নেতার আনুগত্য করা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ১৫ পৃষ্ঠা।

৩১. সহী বুখারী : নিষ্পত্তি অধ্যায়, পরস্পরের বিরোধ নিষ্পত্তি করাতে গিয়ে কিছু বললে সে মিথ্যুক নয় অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : আত্মীয়তা ও শিষ্টাচার অধ্যায়, মিথ্যাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা ও যে ক্ষেত্রে তা বলা যেতে পারে সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা।

৩২. সহী বুখারী : পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায অধ্যায়, মহিলাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : কসর নামায অধ্যায়, চাশতের নামাযের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও তা কমপক্ষে ২ রাকাত সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা।

৩৩. সহী মুসলিম : ফিতনা ও কিয়ামতের আলামত সম্পর্কিত অধ্যায়, দাজ্জালের আগমন ও যে স্থান থেকে তা ঘটবে অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা।

৩৪. সহী মুসলিম : জুম'আর নামায অধ্যায়, খুতবা ও নামায সংক্ষিপ্ত করা সংক্রান্ত আগমন ও যে স্থান থেকে তা ঘটবে অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা।

৩৫. সহী বুখারী : রোযা অধ্যায়, শিশুদের রোযা অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : রোযা অধ্যায়, আশুরার রোযা রেখে খেয়ে ফেললে সম্পূর্ণ দিন রোযা রাখার বিবরণ অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা।

৩৬. সহীহ্ বুখারী : নামায অধ্যায়, ফজরের সময় অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ১৯৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : মসজিদে ও নামাযের স্থান অধ্যায়, সকালে তাকবির দেয়া উত্তম অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৩৭. সহী বুখারী : অযু অধ্যায়, মারাত্মক ধরনের বেহুঁশ অবস্থা ছাড়া অযু ভাঙেনা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ১ খন্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সূর্যগ্রহণের নামায, সূর্যগ্রহণের নামাযের সময় রসূলের (স) সামনে যা পেশ করা হয়েছিল অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৩২ ও ৩৩ পৃষ্ঠা।

৩৮. সহী মুসলিম : জানাযা অধ্যায়, মসজিদে জানাযার নামায অনুচ্ছেদ ৩ খন্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা।

৩৯. ইমাম নববী লিখিত সহীহ মুসলিমের শরাহ, ৭ খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা।

৪০. সহী বুখারী : রোযা অধ্যায়, শেষ ১০ দিনে ই'তিকাফ অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা।

৪১. সহী বুখারী : নামায অধ্যায়, ঘটনাক্রমে উট মসজিদে প্রবেশ করা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : হজ্জ অধ্যায়, উট বা অন্য যানবাহনের উপর উঠে তওয়াফ করা অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা।

৪২. সহী বুখারী : হজ্জ অধ্যায়, গৃহপালিত জন্তুর পিঠে বসে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : রোযা অধ্যায়, হজ্জের দিন আরাফাতের ময়দানে খানা খাওয়ানো উত্তম অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

৪৩. সহী মুসলিম : হজ্জ অধ্যায়, কোরবানীর দিনে মিনাতে বড় শয়তান বা (জামরাতুল আকাবাতে) কংকর মারা উত্তম অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা।

৪৪. সহী বুখারী : আনসারদের চারিত্রিক গুণাবলী অধ্যায়, রসূলুল্লাহ (স)-এর উক্তি যে, তোমরা আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবীদের গুণাবলী অধ্যায়, আনসারদের গুণাবলী অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা।

৪৫. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায়, বিবাহ অনুষ্ঠানে মহিলাদের পুরুষদের খেদমত ও নিজ হাতে খাদ্য পরিবেশন করা অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : পান করা অধ্যায়, মৃদু নেশাযুক্ত পানীয় (যাকে নাবিয বলা হয়) পানের অনুমতি অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা।

৪৬-ক. সহী বুখারী : হায়েয অধ্যায়, মাসিক ঋতু অবস্থায় দুই ঈদের নামাযে যোগদান অনুচ্ছেদ, ১ খন্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা।

৪৬. -খ. দুই ঈদের নামাযের বিবরণ অধ্যায়, মিনায় তাকবীর পড়া সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : দুই ঈদের নামায অধ্যায়, মহিলাদের দুই ঈদের নামাযে যোগ দেয়ার অনুমতি সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা।

৪৭. সহী বুখারী : দুই ঈদের বর্ণনা অধ্যায় : ঈদের দিনে তলোয়ারবাজী ও খেলাধুলার অনুমতি অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : দুই ঈদের বর্ণনা অধ্যায়, যেসব খেলাধুলায় গুনাহ নেই এমন সব খেলাধুলার অনুমতিদান সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা।

৪৮. সহী মুসলিম : আত্মত্যাগ ও সৎগুণাবলী অধ্যায়, হিজরতের ঘটনাবলী অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা।

৪৯. সহী মুসলিমঃ দান, তার ফযিলত ও তাতে উদ্বুদ্ধকরণ অধ্যায়, নতুন দম্পতিদের ঘর সাজানোর জন্য কোন কিছু ধার নেয়া প্রসংগে অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা।

৫০. সহী মুসলিম : ফিতনা ও কিয়ামতের লক্ষণসমূহ অধ্যায়, দাজ্জালের আগমন ও তার স্থান সম্পর্কে বর্ণনা অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা।

৫১. সহী বুখারী : সাহাবীদের গুণাবলী অধ্যয়, মদীনায় রসূলের আগমন ও মদীনার সাহাবীগণ অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৫২. সহী বুখারী : শর্ত সম্পর্কিত অধ্যায়, ইসলামের দৃষ্টিতে যে সব শর্ত আরোপ বৈধ অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা।

৫৩. সহী মুসলিম : নেতৃত্বদান অধ্যায়, উত্তরসূরী নিয়োগ ও প্রত্যাখ্যান অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা।

৫৪. সহী মুসলিম : সাহাবীদের গুণাবলী অধ্যায়, মিথ্যাবাদী ছাকিফ ও তার ঘাতক অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা।

৫৫. সহীবুখারী : জিহাদ অধ্যায়, মহিলাদের আহত ও শহীদদের মৃতদেহ বহন করে আনা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা।

৫৬. সহী মুসলিম : জিহাদ অধ্যায়, গাজী মহিলা যোদ্ধাদের পুরুষ যোদ্ধাদের মত অংশ না দিয়ে তাদের জন্য বিশেষ অংশ বরাদ্দ অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা।

৫৭. সহী মুসলিম : তালাক অধ্যায়, বায়েন তালাক প্রাপ্তা মহিলাদের বের হওয়ার বর্ণনা অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠা।

৫৮. সহী বুখারী : যবেহ ও শিকার করা অধ্যায়, মহিলা ও দাসীদের দ্বারা যবেহ অনুচ্ছেদ, ১২ খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠা।

৫৯. সহী বুখারী : যুদ্ধ অধ্যায়, রসূলুল্লাহ (স)-এর আযাবের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : জিহাদ ও ভ্রমণ অধ্যায়, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীকে হত্যা করা অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা।

৬০. ফতহুল বারী : ৮ খন্ড ৪১৫ পৃষ্ঠ। সহী মুসলিম : বিবাহ অধ্যায়, সৎ ও নেক স্ত্রী দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা।

৬১. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায়, বালেগা ও নাবালেগা কাকেও তাদের সম্মতি ছাড়া পিতা বিবাহ দেবেনা অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : বিবাহ অধ্যায়, নাবালেগ, মেয়ের কথার মাধ্যমে ও বালেগা মেয়ের বিরবতার মাধ্যমে বিবাহের সম্মতি গ্রহণ অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড ১৪০ পৃষ্ঠা।

৬২. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায়, তোমাদের পরিবার ও তোমরা দোযখ থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা কর অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : নেতৃত্ব অধ্যায়, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ বা শাসকের গুণাবলী অধ্যায়, ৬ খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা

৬৩. ক. সহী মুসলিম : হজ্জ অধ্যায় রসূলুল্লাহ (স)-এর হজ্জ অনুচ্ছেদ : ৪ খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা।

৬৪. খ. সহী বুখারী : আহকাম অধ্যায়, আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করা অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : নেতৃত্ব অধ্যায়, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ বা শাসকের ফযিলত অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

৬৫. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায়, তোমরা ও তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : নেতৃত্ব অধ্যায়, ন্যায়পরায়ণ শাসকের ফযিলত, ৬ খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

৬৬. সহী বুখারী : তাফসীর অধ্যায় تبتغى مرضاة أزواجك অনুচ্ছেদ, ১০ খন্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : তালাক অধ্যায়, "ইলা অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা।

৬৭. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায়, মেয়ের বিবাহকালে পিতার উপদেশ অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : তালাক অধ্যায়, ইলা ও স্ত্রীকে দূরে রাখা অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৬৮. ফতহুল বারী : ১১ খন্ড, ২০২ পৃষ্ঠা।

৬৯. সহী বুখারী : যাকাত অধ্যায়, নিকট আত্মীয়দের মধ্যে যাকাত বন্টন অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা।

৭০. সহী মুসলিম : রোযা অধ্যায়, ক্রমাগতভাবে রোযা রাখা নিষিদ্ধ অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা।

৭১. সহী বুখারী : আযান অধ্যায়, পারিবারিক জরুরি পরিস্থিতিতে জামায়াতের পূর্বেই নিজে নামায পড়ে চলে যাওয়া অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠা।

৭২. ফতহুল বারী : ১৩ খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা।

৭৩. সহী বুখারী : তালাক অধ্যায়, খুলা, অনুচ্ছেদ ১১ খন্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা।

৭৪. ফতহুল বারী : ১২ খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা।

৭৫. বিদায়াতুল মুজতাহিদ ও নেহায়াতুল মুকতাসিদ, ২ খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা।

৭৬. সহী বুখারী : নবীদের ঘটনাবলী অধ্যায়, واذكر فى الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ২৮৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : আত্মীয়তার সম্পর্ক, সদাচার ও শিষ্টাচার অধ্যায়, নামায ও অন্যান্য নেক কাজ দ্বারা পিতামাতার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভ অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৩ পৃষ্ঠা।

৭৭. সহী বুখারী : নবীদের বর্ণনা অধ্যায়, আল্লাহ বলেন واذكر فى الكتاب مريم অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ২৯১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : আত্মীয়তার সম্পর্ক, সদাচার ও শিষ্টাচার অধ্যায়, নফল নামায ও অন্যান্য নেক কাজ দ্বারা পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা।

৭৮. সহী বুখারী : আনসারদের চারিত্রিক গুণাবলী অধ্যায়, রসূলুল্লাহ (স)-এর খাদিজা (রা)-এর সাথে বিবাহ ও তাঁর গুণাবলী অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবীদের গুণাবলী অধ্যায়, উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা (রা)-এর গুণাবলী অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা।

৭৯. সহী বুখারী : সাহাবীদের গুণাবলী অধ্যায়, হযরত আয়েশার (রা) গুণাবলী অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবীদের গুণাবলী অধ্যায়, হযরত আয়েশার (রা) গুণাবলী অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা।

৮০. সহী বুখারী : নবীদের বর্ণনা অধ্যায়, ইসলামে নবুয়তের নিদর্শনসমূহ অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা।

৮১. সহী মুসলিম : জানাযার নামায অধ্যায় রসূলুল্লাহ (স)-এর মায়ের কবর যিয়ারত করার জন্য রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট অনুমতি চাওয়া সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা।

৮২. সহী বুখারী : আনসারদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী অধ্যায়, রসূলুল্লাহ (স)- এর সাথে খাদিজা (রা) সাথে বিবাহ ও তাঁর গুণাবলী অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবীদের গুণাবলী অধ্যায়, হযরত খাদিজা (রা)-র গুণাবলী অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা।

৮৩. সহী বুখারী : চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অধ্যায়, রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকটতমদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবীদের গুণাবলী অধ্যায়, রসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা হযরত ফাতিমার গুণাবলী অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা।

৮৪. সহী বুখারী : অনুমতি অধ্যায়, যে ব্যক্তি লোকদের সামনে পরিত্রাণ পাবে এবং তাকে জানানো হবে না অনুচ্ছেদ, ১৩ খন্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবীদের গুণাবলী অধ্যায়, রসূলুল্লাহ (স)-এ কন্যা ফাতেমার গুণাবলী অনুচ্ছেদ ৭ খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৮৫. সহী বুখারী : নামায অধ্যায়, নামাযে ছোট মেয়েকে কাঁধে উঠানো অনুচ্ছেদ, ২ খন্ডম, ১৩৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : মসজিদ নামাযের স্থান অধ্যায়, ছোট বাচ্চাদের নামাযের অবস্থায় কোলে নেয়া অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা।

৮৬. ফতহুল বারী : ২ খন্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা।

৮৭. সহী বুখারী : যুদ্ধ অধ্যায়, আহযাবের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৪১৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : জিহাদ অধ্যায়, মুহাজিরদের পক্ষ থেকে আনসারদের দেয় উপকরণ সমূহ ফেরত অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা।

৮৮. আবু দাউদ : শিষ্টাচার অধ্যায়, পিতামাতার প্রতি সদাচার অনুচ্ছেদ, হাদিস নং ৫১৪৪, ৫ খন্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা।

৮৯. সহী বুখারী : চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অধ্যায় : রসূলুল্লাহ (স)-এর একথা যে, তোমরা আমার নিকট সবচাইতে প্রিয়, ৮ খন্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবীদের গুণাবলী অধ্যায়, আনসারদের গুণাবলী অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা।

৯০. সহী বুখারী : চারিত্রিক গুণাবলী অধ্যায়, রসূলুল্লাহ (স)-এর আনসারদের সম্পর্কে উক্তি, তোমরা আমার নিকট সবচাইতে প্রিয় অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবীদের গুণাবলী অধ্যায়, আনসারদের গুণাবলী অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা।

৯১. প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ হযরত ইবনে হাজার ইংগিত করেছেন যে, এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী সন্দেহজনক। তিনি একজন তাবেয়ী বা তাবে তাবেয়ী হবেন। কেননা বর্ণনাকারীদের একজনের অনুপস্থিতি বিদ্যমান। আর তিনি একজন মহিলা বর্ণনাকারী। ইবনে খুযাইমা আলা ইবনে আবদুর রহমানের সূত্রে এবং তিনি তার পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : (কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা) এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। ইমাম বাইহাকী হাসান বা উত্তম রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে ইবনে বুরাইদা থেকে ও তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন এবং তাঁকে উম্মে মাহজান নামক এক রাবী এ হাদীসটি শুনান। - ফতহুল বারী ২ খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা।

৯২. সহী বুখারী : নামায অধ্যায়, মসজিদে ঝাড়ু দেওয়া এবং মসজিদ থেকে কাপড়ের টুকরা, ময়লা ও জঞ্জাল ঝেড়ে ফেলা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : জানাযার নামায অধ্যায়, কবরে জানাযার নামায পড়া অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা।

৯৩. -ক. সহী বুখারী : শিষ্টাচার অধ্যায়, কে উত্তম সাহচর্যের পাত্র অনুচ্ছেদ, ১৩ খন্ড, ৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার অধ্যায়, পিতামাতার প্রতি সদাচার করা কেননা তাঁরাই উত্তম হকদার অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ২ পৃষ্ঠা।

৯৩-খ. ইমাম বাইহাকী ঈমানের শাখা প্রশাখা বিভাগে এটি বর্ণনা করেছেন। সহী জামে আস সগীর ৫২৪৮ নং হাদীস দেখুন।

৯৪. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায়, নারীদেরকে অসিয়ত অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা।

৯৫. সুনানে-ইবনে মাজা : বিবাহ অধ্যায়, স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ, ১৯৭৭ নং হাদীস। সহী ইবনে মাজা, হাদীস ১৬০৭ এবং সহী জামে আস সগীর ৩৩০৯ নং হাদীস।

৯৬. সহী বুখারী : শিষ্টাচার অধ্যায়, সন্তানকে আদর করা, চুম্বন দেয়া ও কোলাকুলি করা অনুচ্ছেদ, ১৩ খন্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৯৭. সহী মুসলিম : সদাচরণ ও শিষ্টাচার অধ্যায়, মেয়েদের প্রতি সদাচারের ফযিলত অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা।

৯৮. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায়, বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি ক্রীতদাসীকে মুক্ত করার পর বিবাহ করে অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা।

৯৯. সহী বুখারী : ই'তিকাফ অধ্যায়, ই'তিকাফকারী কি তার প্রয়োজনে মসজিদের বাইরে যেতে পারে অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সালাম অধ্যায়, কোন মহিলার সাথে একাকী দেখা অবস্থায় তার পরিচিতি দেয়া উত্তম হওয়ার বিবরণ অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ৭ পৃষ্ঠা।

১০০. সহী বুখারী : চারিত্রিক গুণাবলী অধ্যায়, রসূলুল্লাহ (স)-এর হযরত খাদিজা (রা) কে বিবাহ করা ও তাঁর গুণাবলী অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবীদের গুণাবলী অধ্যায়, হযরত খাদিজা (রা)-এর গুণাবলী অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা।

১০১. সহী বুখারী : সালাত অধ্যায়, জায়নামাযে নামায পড়া অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : মসজিদ অধ্যায়, নফল নামায জামায়াতের সাথে পড়ার অনুমতি অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা।

১০২. সহী মুসলিম : যাকাত, রসূলুল্লাহ (স) কে উপহার পেশ করার অনুমতি সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা।

১০৩. সহী বুখারী : যাকাত অধ্যায়, স্বামী ও প্রতিপালিত এতিমদের যাকাতের অর্থ দান অনুচ্ছেদ, ৪ খণ্ড, ৭০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : যাকাত অধ্যায়, স্বামী ও নিকট আত্মীয়দের খোরপোশ ও দান করা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা।

১০৪. সহী বুখারী : তালাক অধ্যায়, গর্ভধারিণীদের সম্পর্কে অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : তালাক অধ্যায়, যে গর্ভবতীর স্বামী মারা গেছে তার সন্তান প্রসবের পরই তার ইদ্দত খতম হয়ে যায় অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা।

১০৫. সহী মুসলিম : নেতৃত্ব অধ্যায়, শহীদদের জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা।

১০৬. সহী বুখারী : চারিত্রিক গুণাবলী অধ্যায়, অন্ধকার যুগ অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা।

১০৭. সহী বুখারী : সৃষ্টির সূচনা অধ্যায়, ৭টি আকাশ ও ৭টি জমিন সম্পর্কে যেসব বর্ণনা এসেছে সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সেচ ব্যবস্থা অধ্যায়, অত্যাচার ও অন্যের জমি আত্মসাত সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা।

১০৮. সহী মুসলিম : জানাযা অধ্যায়, মসজিদে জানাযার নামায পড়া প্রসংগে অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা।

১০৯. সহী বুখারী : যুদ্ধ অধ্যায়, আব্দুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ আল জা'ফী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা।

১১০. সহী মুসলিম : মুসাফিরদের নামায অধ্যায়, দ্রুত ও অস্পষ্টভাবে কিরাত না পড়ে তারতিলের সাথে কিরাত পড়া সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা।

১১১-ক. সহী মুসলিম : তালাক অধ্যায়, তিন তালাক প্রাপ্তার জন্য কোন খোরপোশ নেই অনুচ্ছেদ, ৪ খণ্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

১১১-খ. সহী বুখারী : নামায অধ্যায়, দুই বগল খুলে এবং পার্শ্বদেশ থেকে আলাদা রেখে সিজদা করা অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা। মুসলিম : সালাত অধ্যায়, নামাযের গুণাবলী যাতে একত্র হয়, ২ খন্ড, ৫৩ পৃষ্ঠা।

১১১-গ. ইহকামুল আহকাম শরহে উমদাতুল আহকাম, ১ম খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা।

১১১-ঘ. ঐ, ১ খন্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা।

১১২. সহী বুখারী : ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, বিক্রয় কেন্দ্র থেকে ক্রীতদাস ক্রয় ও তাকে মুক্ত করা ও দান করা অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ৩১৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : 'গুণাবলী' অধ্যায়, হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহ (আ)-এর গুণাবলী অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা।

১১৩. সহী বুখারী : শিষ্টাচার অধ্যায়, কবিতা ও ছন্দোবদ্ধ গান সুর করে গাওয়ার নির্দিষ্ট সীমারেখা অনুচ্ছেদ, ১৩ খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : গুণাবলী অধ্যায়, নারীদের প্রতি রসূলুল্লাহ (স)-এর অনুগ্রহ বা দয়া অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা।

১১৪. সহী বুখারী : শিষ্টাচার অধ্যায়, প্রকাশ্যভাবে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধাচরণ অনুচ্ছেদ, ১৩ খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : স্ত্রীদের প্রতি রসূলুল্লাহ (স)-এর অনুগ্রহ বা দয়া অনুচ্ছে, ৭ খন্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা।

১১৫. -ক. ইবনে বাদিস এর জীবনী ও স্মৃতি বই, ২ খন্ড, ১৪৯, ১৫০ পৃষ্ঠা।

১১৫-খ. সহী মুসলিম : তালাক অধ্যায়, ইলা ও সাময়িকভাবে স্ত্রীকে দূরে রাখা ও গ্রহণ করা অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা।

১১৬. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায়, বিবাহের প্রাক্কালে মেয়েকে পিতার উপদেশ অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : তালাক অধ্যায়, ইলা ও সাময়িকভাবে স্ত্রীকে দূরে রাখা অনুচ্ছেদ

১১৭-ক. সহী বুখারী : তাফসীর অধ্যায় لا تدخلوا بيوت النبي অনুচ্ছেদ, ১০ খন্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সালাম অধ্যায়, মেহমান বা অন্য পুরুষকে পায়খানা বা প্রস্রাবখানা দেখিয়ে দেয়ার জন্য ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ৬ পৃষ্ঠা।

১১৭-খ. সহী মুসলিম : সালাম অধ্যায়, মেহমান বা অন্য পুরুষকে পায়খানা বা প্রস্রাবখানা দেখিয়ে দেয়ার জন্য ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি প্রসঙ্গে অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ৬ পৃষ্ঠা।

১১৭-গ. সহী বুখারী : অযু অধ্যায়, মহিলাদের পায়খানার উদ্দেশ্যে বাইরে যাওয়া প্রসংগ অনুচ্ছেদ, ১ খন্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : শান্তি বা সালাম অধ্যায়, মেহমান বা অন্য পুরুষকে পায়খানা বা প্রস্রাবখানা দেখিয়ে দেয়ার জন্য বাইরে যাওয়া অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ৭ পৃষ্ঠা।

১১৮. সহী মুসলিম : সাহাবীদের গুণাবলী অধ্যায়, হযরত আবু সুফিয়ান বিন হরব (রা)-এর গুণাবলীর বর্ণনা অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা।

১১৯. সহী মুসলিম : দুই ঈদের নামায অধ্যায়, ৩ খন্ড, ১৯ পৃষ্ঠা।

১২০. সহী বুখারী : নামায অধ্যায়, মসজিদ পরিষ্কার করা অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : জানাযার নামায অধ্যায়, কবরে জানাযার নামায পড়া অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা।

১২১. সহী বুখারী : জিহাদ অধ্যায়, মহিলাদের জিহাদে অংশগ্রহণ ও পুরুষদের সাথে মিলে যুদ্ধ করা অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : জিহাদ অধ্যায়, পুরুষদের সাথে মিলে মহিলাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

১২২. সহী বুখারী : যুদ্ধ অধ্যায়, ওহোদের যুদ্ধ অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

১২৩. সহী মুসলিম : বিবাহ অধ্যায়, ক্রীতদাসীকে মুক্তির পর তাকে বিবাহ করার ফযিলত অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা।

১২৪-ক. সহী মুসলিম : জিহাদ ও ভ্রমণ অধ্যায়, মুসলমানদের রাত্রিকালীন একনিষ্ঠভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া ও গণিমতের মাল সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা।

১২৪-খ. সহী মুসলিম : জানাযার নামায অধায়, মসজিদে জানাযার নামায পড়া অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা।

১২৫. সহী বুখারী · দুধপান অধ্যায়, যে দমকা বাতাস থেকেও দ্রুত চলে অনুচ্ছেদ, ১২ খন্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : শিষ্টাচার ও সদাচরণ, নামায, আচার-আচরণ এবং মুমিন ব্যক্তি তার সন্তানদের জন্য যা করেন তার ফযিলত ৮ খন্ড, ১৬ পৃষ্ঠা।

১২৬. সহী মুসলিম : হজ্জ অধ্যায়, হজ্জের খরচপত্র অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা।

১২৭. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায়, পরিবার পরিজনের সাথে উত্তম ব্যবহারের সাথে দিনাতিপাত করা অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবীদের গুণাবলী অধ্যায়, উম্মু যা'আর ঘটনা বর্ণনা অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ট, ১৩৯ পৃষ্ঠা।

১২৮ ও ১২৯. ফতহুল বারী ১১ খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা।

১৩০. সহী মুসলিম : তালাক অধ্যায়, তোমার স্ত্রীকে গ্রহণ কর কেননা তালাক নিয়ত ছাড়া কার্যকর হয়না প্রসংগ অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা।

১৩১. সহী বুখারী : সৃষ্টিজগতের সূচনা অধ্যায়, শয়তান ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবীদের গুণাবলী ও ফযিলত অধ্যায়, হযরত উমর (রা)-এর গুণাবলী অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা।

১৩২. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায়, সফরকালে সঙ্গে নেয়ার জন্য দুই বা এর অধিক স্ত্রীর মধ্যে লটারী সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবীদের গুণাবলী অধ্যায়, হযরত আয়েশা (রা)-এর গুণাবলী অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা।

১৩৩. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায়, আত্মমর্যাদা অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড ২৩৭ পৃষ্ঠা।

১৩৪. সহী মুসলিম : বিবাহ অধ্যায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হলফ করানো অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা।

১৩৫. সহী বুখারী : দান ও তার ফযিলত এবং এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা সংক্রান্ত অধ্যায়, যে তার সাথী (মুহাজির) ভাইকে দান করবে ও একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে একজনকে তার জন্য ছেড়ে দেবে অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবীদের গুণাবলীর অধ্যায়, হযরত আয়েশা (রা)-এর গুণাবলী অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা।

১৩৬. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায়, পরিবার পরিজনের সাথে সুসম্পর্ক ও উত্তমভাবে বসবাস অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবীদের গুণাবলী অধ্যায়, উম্মু যার'আর ঘটনা বর্ণনা অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের প্রশংসনীয় ভূমিকা

এখানে আমরা নারীদের এমন কিছু ভূমিকার অবতারণা করবো যা থেকে আপনা আপনিই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ইসলাম প্রদত্ত স্বাধীনতার মাধ্যমে নারীরা মর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন হতে এবং বহুবিধ বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

আল্লাহর পথে আত্মবিসর্জন

"হযরত সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : পূর্ববর্তী জাতিদের মধ্যে এক বাদশাহ ছিল। তার দরবারে ছিল এক যাদুকর। যাদুকর বৃদ্ধবয়সে উপনীত হলে বাদশাহকে বলল, আমিতো বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি সুতরাং আমাকে একটি ছেলে জোগাড় করে দিন, যাকে আমি যাদুবিদ্যা শিখিয়ে যেতে পারি। বাদশাহ তাকে একটি ছেলে জোগাড় করে দিল, যাকে সে যাদুবিদ্যা শিখাতে পারে।

ছেলেটির আসা যাওয়ার পথে একজন পাদ্রী থাকত। ছেলেটি পাদ্রীর কাছে বসত এবং তার কথা শুনত। পাদ্রীর কথাগুলো তার খুব ভাল লাগত। তাই সে প্রতিদিন যাদুকরের ওখানে যাওয়ার সময় পাদ্রীর কাছে গিয়ে বসে কিছু সময় কাটাত। একদিন ছেলেটি যাদুকরের কাছে গেলে (বিলম্বের অজুহাতে) সে তাকে প্রহার করল। ছেলেটি এ ব্যাপারে পাদ্রীর কাছে অভিযোগ করলে সে বলল : এবার যাদুকরের প্রহারের আশংকা থাকলে তাকে বলবে, বাড়ি থেকে আসতে বিলম্ব হয়েছে। আর বাড়ির লোকজনের প্রহারের আশংকা থাকলে তাদেরকে বলবে, যাদুকর আমাকে বিলম্বে ছুটি দিয়েছে। এভাবে তার দিন কাটছিল। সহসা একদিন পথে সে বিরাটকায় একটি জন্তু দেখতে পেল, যা মানুষের চলার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। তখন ছেলেটি মনে মনে বলল আজকে পরখ করব যাদুকর উত্তম না পাদ্রী উত্তম। তারপর সে একখণ্ড পাথর হাতে নিয়ে বলল; হে আল্লাহ! যাদুকরের মর্যাদার চাইতে পাদ্রীর মর্যাদা যদি তোমার কাছে অধিকতর পছন্দনীয় হয় তাহলে আমি যেন এ জন্তুটিকে হত্যা করতে সক্ষম হই, যাতে লোকজন চলাচল করতে পারে। এ বলে সে পাথর নিক্ষেপ করে জন্তুটি মেরে ফেলল। এতে লোকজনের চলাচলের পথ সুগম হল। তারপর সে পাদ্রীর কাছে এসে এ ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন : বৎস! আজ থেকে তুমি আমার চেয়েও উত্তম। আর অতি সত্বর তুমি পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। সে অবস্থায় তুমি আমার কথা কাউকে বলবে না।

ছেলেটি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করতে পারত এবং মানুষের যে কোন রোগ নিরাময় করতে পারত। বাদশাহর এক অন্ধ সভাসদ একথা জানতে পেরে প্রচুর পরিমাণ উপঢৌকন নিয়ে তার কাছে এসে বলল : এ যাকিছু দেখছ এসব তোমার জন্যই নিয়ে এসেছি, যদি তুমি আমাকে আরোগ্য করতে পার। সে বলল : আমি

www.amarboi.org

কাউকে আরোগ্য করি না। বরং একমাত্র আল্লাহই আরোগ্য করেন সুতরাং তুমি যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান আন তাহলে আমি তোমার জন্য তাঁর কাছে দোয়া করব, তাহলে তিনি তোমায় আরোগ্য দান করবেন। এরপর সে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল এবং আল্লাহ তার রোগ নিরাময় করে দিলেন। তারপর সে নিত্যদিনের মত বাদশাহর দরবারে এসে বসলে বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার দৃষ্টি শক্তি কে ফিরিয়ে দিল? সে বলল, আমার রব। বাদশাহ বলল, আমি ছাড়া তোমার অন্য রবও আছে? সে বলল, আমার ও আপনার রব তো আল্লাহ। একথায় বাদশাহ তাকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিতে লাগল, যতক্ষণ না সে বালকটির সন্ধান দিল। তখন সেই বালকটিকে বাদশাহর দরবারে হাজির করা হল। বাদশাহ তাকে বলল : বৎস আমি তোমার যাদু সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তুমি নাকি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে রোগমুক্ত কর। আরো কত কি কর। সে বলল, আমি কাউকে রোগমুক্ত করতে পারি না। একমাত্র আল্লাহই রোগমুক্ত করেন। একথা বলায় বাদশাহ তাকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিতে লাগল, যতক্ষণ না সে পাদ্রীর সন্ধান বলে দিল। এরপর পাদ্রীকে হাজির করে তাকে বলা হল, তুমি তোমার দীন পরিত্যাগ কর। কিন্তু সে তা অস্বীকার করায় বাদশাহ করাত নিয়ে আসতে বলল। তার মাথার মধ্যিখানে করাত রেখে তাকে দ্বিখন্ডিত করা হল। এরপর বাদশাহর সভাসদকে হাজির করে তাকে বলা হল, তোমার দীন থেকে ফিরে এসো। কিন্তু সে তা অস্বীকার করায় তাকেও করাত দিয়ে দ্বিখন্ডিত করে ফেলল। এরপর সেই ছেলেটিকে হাজির করে তাকে বলা হল, তোমার দীন পরিত্যাগ কর। কিন্তু সেও তা অস্বীকার করায় বাদশাহ নিজের কতিপয় অনুচরের হাতে তাকে সমর্পণ করে বলল, একে অমুক পর্বতে নিয়ে যাবে এবং একে সহ পর্বতশীর্ষে আরোহন করবে। ততক্ষণ সে যদি তার দীন থেকে ফিরে আসে তাহলে তো ভাল কথা অন্যথায় তাকে সেখান থেকে নিচে নিক্ষেপ করবে।

তারা ছেলেটিকে সাথে নিয়ে পর্বতশীর্ষে আরোহন করলে সে বলল, হে আল্লাহ! তোমার মর্জিতে তাদের অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা কর। তখন পাহাড়টি প্রচন্ডভাবে কেঁপে উঠল এবং তারা সকলে নিচে পড়ে গেল। এরপর ছেলেটি বাদশাহর কাছে আসলে বাদশাহ তাকে বলল, তোমার সংগীরা কি করল? সে বলল, তাদের শায়েস্তা করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। এবার বাদশাহ আরেক দল অনুচরের হাতে তাকে সঁপে দিয়ে বলল, তোমরা একে ছোট নৌকায় করে সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে যাও। ততক্ষণে সে যদি তার দীন থেকে ফিরে আসে তাহলে ভাল কথা অন্যথায় তাকে সেখানে নিক্ষেপ করে আসবে। তারপর তারা তাকে নিয়ে গেলে সে বলল اللهم اكفينهم بما شئت "হে আল্লাহ! যদি তোমার মর্জি হয় তাহলে তাদের অনিষ্টতা হতে আমাকে রক্ষা কর।" তখন তাদের নিয়ে নৌকা উল্টে গেলে তারা সাগরে ডুবে গেল এবং সে বাদশার কাছে ফিরে এল। বাদশাহ তাকে বলল, তোমার সংগীদের কি হল? সে বলল, তাদের শায়েস্তা করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। সে আরো বলল, আপনি আমাকে কিছুতেই হত্যা করতে পারবেন না, যতক্ষণ না আমার কথামত কাজ করবেন। বাদশাহ বলল, তোমার

www.amarboi.org

কথাটি কি? সে বলল, আপনি লোকজনকে একটি প্রান্তরে জড়ো করে আমাকে শূলে চড়াবেন, তারপর আমার থলে থেকে একটি তীর বের করে নেবেন। তা ধনুকে পুরে باسم الله رب الغلام এ ছেলেটির রব আল্লাহর নাম বলে আমার দিকে নিক্ষেপ করবেন। আপনি এভাবে করলে আমাকে হত্যা করতে পারবেন।

কাজেই বাদশাহ খোলা প্রান্তরে লোকজন জড়ো করল। ছেলেটিকে শূলে চড়িয়ে তার থলে হতে একটি তীর নিয়ে নিল। তারপর "ছেলেটির রব আল্লাহর নামে" বলে তা ধনুকে পুরে তাকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারলে তা তার কপালের পার্শ্বদেশে বিদ্ধ হল। ছেলেটি তীর বিদ্ধ স্থানে হাত রেখে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। তখন উপস্থিত জনতা সমস্বরে বলে উঠল : أَمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ "আমারা ছেলেটির রবের প্রতি ঈমান আনলাম।" এ কথা তারা তিনবার বলল। এরপর বাদশাহকে সেখানে এনে বলা হল, আপনি যে বিপদের আশংকা করেছিলেন আল্লাহর কসম তা সংঘটিত হয়েছে। সব লোক (আল্লাহর প্রতি) ঈমান এনেছে। তখন বাদশাহ গলি সমূহের সংযোগ স্থলে একটি গর্ত খনন করার আদেশ দিল। গর্ত খনন করে তাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হল। এবার সে বলল : যে ব্যক্তি তার দ্বীন থেকে না ফিরবে তাকে এ গর্তে নিক্ষেপ করা হবে অথবা তাকে বলা হবে, "তুমি এতে প্রবেশ কর।"

বাদশাহর লোকজন তাই করল। এক পর্যায়ে এক মহিলার পালা এল। তার সাথে ছিল একটি ছেলে। মহিলাটি গর্তে ঝাঁপ দিতে ইতস্তত করছিল। তখন ছেলেটি তাকে বলল, "মা! ধৈর্য ধরুন, কেননা আপনি সত্যের উপরে আছেন।" (মুসলিম)[১]

মুহম্মদ (স) এর নবুওয়াতের পূর্বে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারিনী মহিলাটি এভাবে আল্লাহর সত্য দীনকে সব কিছুর উপর প্রাধান্য দিয়ে নিজের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তাঁরই পথে আত্মবিসর্জন দিলেন।

পূর্ণতা অর্জনের আকাঙ্খা

হযরত আতা ইবনে রিবাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইবনে আব্বাস (রা) একদা আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী মহিলা দেখিয়ে দেব? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ কৃষ্ণাংগ মহিলাটি কে দেখ। একবার সে রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এসে আরজ করল, আমার মৃগীরোগ আছ। আমি আমার অজ্ঞাতে শরীরের আবৃত অংশ প্রকাশিত হওয়ার আশংকা করি। সুতরাং আপনি আমার জন্য আল্লাহর দরবারে একটু দোয়া করুন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি চাইলে ধৈর্য ধরতে পার। এতে তোমার জন্য জান্নাত অবধারিত। আর তুমি চাইলে আল্লাহর কাছে আরোগ্য লাভের জন্য দোয়াও করতে পার। সে বলল, তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করব। সে আরো বলল, আমি শরীরের আবৃত অংশ প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার আশংকা করছি। সুতরাং আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে একটু দোয়া করুন, যাতে আমার সতর খুলে না যায়? তিনি তার জন্য সেই দোয়াই করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[২]

www.amarboi.org

ইবাদতের প্রতি আগ্রহ

"আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ (স) মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে দেখলেন যে, দুই থামের মাঝখানে একটি রশি বাঁধা রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিসের রশি? সকলে বলল এটা যয়নাবের রশি। সালাত আদায়ের মাঝে ক্লান্তি এসে গেলে সে তাতে ঝুল খায়। তিনি বললেন, না এটা খুলে ফেল। আমাদের উচিত ক্লান্তিহীন সময়টুকুতে সালাত আদায় করা। আর ক্লান্তি এসে গেলেই বসে পড়া উচিত।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩]

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ (স) তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন। আয়েশা (রা) বলরেন : অমুক, সে তার সালাত আদায় সম্পর্কে আলোচনা করছে। [মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় আছে : তারা মনে করেছিল, সে মহিলা রাত্রে নিদ্রা যায় না] রসূলুল্লাহ (স) বললেন : রাখতো, সাধ্যানুযায়ী কাজ করাই তোমাদের কর্তব্য। আল্লাহর শপথ, আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিরক্ত করেন না যতক্ষণ না তোমরা নিজেরা বিরক্তি উৎপাদন কর।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪]

"আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স) এর দরবারে এসে আরজ করল, আমার বোন হজ্জ করবে বলে মানত করেছিল কিন্তু সে তো মারা গেছে। তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তার কোন ঋণ থাকলে তুমি কি পরিশোধ করতে? সে বলল, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহর ঋণ পরিশোধ কর। কেননা তার ঋণ পরিশোধ অগ্রগণ্য।" (বুখারী)[৫]

"উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার বোন বাইতুল্লাহ শরীফে হেঁটে যাওয়ার মানত করলেন। এর পর আমাকে বললেন এ ব্যাপারে নবী (স) এর নিকট থেকে সমাধান চেয়ে নিতে। তাই আমি তাঁর কাছে জানতে চাইলে তিনি বললেন, সে যেন কিছু পথ পায়ে হাঁটে ও কিছু পথ (সওয়ারীর পিঠে) আরোহন করে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৬]

উল্লিখিত হাদীসসমূহে মেয়েদের বিভিন্ন ইবাদতে প্রবৃত্ত হওয়ার সুস্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায়। এটা তো প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু মানবতার মহান শিক্ষক রসূলুল্লাহ (স) এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। যেমনটি নিষেধ করেছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস ও আবু দারদা (রা) প্রমুখের এবং তাদের মতো অন্যান্য পুরুষদের ক্ষেত্রে। আমার মনে হয় মেয়েরা কোন ধরনের বাড়াবাড়ি ছাড়াই এ ধরনের কাজে সাড়া দিয়েছিলেন, যেমনটি সাড়া দিয়েছিলেন পুরুষরা। আল্লাহ্ নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

সাদকাহ্ ও অর্থদান

"আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন বের হয়ে সর্বপ্রথম সালাত আদায় করতেন। সালাত ও সালাম শেষ করে তিনি নামাযের স্থানে বসে থাকা লোকদের কাছে এগিয়ে আসতেন। প্রয়োজনীয় কোন কথা

www.amarboi.org

স্মরণ হলে বলতেন। কোন দরকারী বিষয় থাকলে আদেশ করতেন। তিনি বলতেন, তোমরা সাদকাহ করো। তোমরা সাদকাহ করো। সাদকাহ করো!! আর সাদকাহ করতেন বেশীর ভাগ মহিলাই।" (মুসলিম)[৭]

"ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ঈদুল ফিতরে উপস্থিত ছিলাম। ... অত:পর তিনি পুরুষদের সারি ভেদ করে অগ্রসর হয়ে মহিলাদের পর্যন্ত পৌঁছলেন। তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল (রা)। রাবী বলেন ... তাদের অনেকেই দান করল। এরপর বিলাল (রা) তাঁর চাদর বিছিয়ে দিলেন। তারপর বললেন : এসে দেখ, আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক! এ মহিলারা বিলালের চাদরের উপর তাদের আংটি ও বাজুবন্দ নিক্ষেপ করেছে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৮]

হাফেজ ইবনে হাজার (রা) সাদকার ক্ষেত্রে বলেছেন : ঐ সকল মহিলার অগ্রগামিতা, সময়ের স্বল্পতা সত্ত্বেও তাদের অলংকারাদি দান করা ইত্যাদি থেকে এ ইংগিত পাওয়া যায় যে, দীনের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান ছিল সুউচ্চ এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ বাস্তবায়নের প্রতিও তাদের তীব্র আকাংখা ছিল। আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।[৯]

পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার তাদের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর

"আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ (রা) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে বসা ছিলাম এমন সময় এক মহিলা এসে তাঁকে বলল, আমার মাকে একটি দাসী দান করেছিলাম, এখন তিনি মারা গেছেন। রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বললেন : তোমার দানের প্রতিদান অবধারিত। আর উত্তরাধিকার হিসেবে তুমি তা ফেরত পাবে। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! তাঁর এক মাসের রোযা বাকী আছে, আমি কি তা আদায় করব? তিনি বললেন, তা আদায় কর। সে বলল, তিনি কখনও হজ্জ করেননি, তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করব : তিনি বললেন, হ্যাঁ তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ কর।" (মুসলিম)[১০]

"ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার জনৈকা মহিলা রসূলুল্লাহ (স) এর দরবারে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার মা মানতের রোযা রাখার আগেই ইন্তিকাল করেছেন, এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে তা আদায় করব? তিনি বললেন, তুমি কি মনে কর যদি তোমার মা কারো কাছে ঋণী থাকত, তাহলে তুমি তা পরিশোধ করে দিলে তা কি পরিশোধ হতো? সে বলল হ্যাঁ, তাতো হত। তিনি বললেন, তাহলে তার পক্ষ থেকে রোযাও রাখ।" (বুখারী ও মুসলিম এবং এটা মুসলিমের বর্ণনা)[১১]

"ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা জুহাইনা গোত্রের মহিলা রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলল, আমার মা হজ্জ করবেন বলে মানত করেছিলেন কিন্তু তা পালন করার পূর্বেই ইন্তিকাল করেছেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে তা আদায় করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে হজ্জ পালন কর। তোমার কি মনে হয়, যদি তোমার মা কারো কাছে ঋণী থাকত তাহলে তুমি কি তার ঋণ পরিশোধ করতে না?

www.amarboi.org

সুতরাং আল্লাহর প্রাপ্য পরিশোধ কর। কেননা আল্লাহর প্রাপ্যই অধিকতর পরিশোধযোগ্য।" (বুখারী)[১২]

আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা

"জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খন্দক খনন কালে খুঁড়তে খুঁড়তে একবার অত্যন্ত শক্ত একটি পাথর বাধল। তখন সকলে রসূলুল্লাহ (স) এর কাছে গিয়ে বললেন, খন্দকের মধ্যে অত্যন্ত কঠিন একটি পাথর বেধেছে। তিনি বললেন, আমি আসছি। এ বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তখন তাঁর পেটে পাথর বাঁধা ছিল। সে সময় তিন দিন থেকে আমরা সকলে অভুক্ত ছিলাম। রসূলুল্লাহ (স) কোদাল হাতে নিয়ে শক্ত পাথরটির উপর আঘাত করলে তা ধুলা বালিতে পরিণত হয়ে গেল। তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে একটু বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দিন। বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বললাম, রসূলুল্লাহ (স) কে যেমন ক্ষুধার্ত দেখলাম তাতে আর ধৈর্য ধরা যায় না। তোমার কাছে খাবার কিছু আছে কি? সে বলল, আমার কাছে কিছু গম ও একটি বকরী আছে। আমি বকরীটি জবাই করলাম, আর আমার স্ত্রী গম পিষল। এভাবে (সবকিছু প্রস্তুত করে) একটি হাঁড়িতে গোশত রেখে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এলাম। তখন খাসীর টুকরা করা হচ্ছিল আর গোশতের হাঁড়িটি ছিল উনুনে। তা প্রায় সিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি তাঁকে বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমার বাড়িতে সামান্য কিছু খাদ্য আছে, আপনি এবং আরো দু'একজন লোক চলুন। তিনি বললেন, কি পরিমাণ আছে? আমি তা বললাম। তিনি বললেন, তা অনেক ও পবিত্র। তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বল আমি না আসা পর্যন্ত সে যেন গোশতের হাঁড়ি ও রুটি চুলা থেকে না নামায়। তারপর তিনি বললেন, সকলে উঠে এস। মুহাজির ও আনসারগণ উঠে রওয়ানা হলেন। জাবের (রা) স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন, কি মুসিবত! রসূলুল্লাহ (স) মুহাজির ও আনসার সকলকে সাথে করে নিয়ে এসেছেন। সে বলল, তিনি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেননি? আমি বললাম হ্যাঁ। তারপর তিনি বললেন তোমরা সকলে প্রবেশ কর কিন্তু ভীড় করোনা।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৩]

হাফেজ ইবনে হাজর (রা) বলেন : [জাবের (রা) এর বক্তব্য : "সে বলল, তিনি কি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমরা সকলে প্রবেশ কর।"] এখানে বক্তব্য সংক্ষেপ করা হয়েছে এবং আর এক বর্ণনাকারী ইউনুস ইবনে বুকাইরের বর্ণনায় (মাগাযী অধ্যায়ের বর্ধিতাংশ) এতদসম্পর্কিত বিশদ বিবরণ রয়েছে। জাবের (রা) বললেন : আমি ভীষণ লজ্জা পেয়েছিলাম, আল্লাহই তা জানতেন। আমি বললাম, সামান্য এক 'সা' গম এবং একটি বকরী খেতে অনেক লোক এসে পড়েছে। এরপর স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললাম, এ যে, শুনেছ, রসূলুল্লাহ (স) খন্দক খননকারী সকলকেই নিয়ে তোমার কাছে এসেছেন! সে বলল : কেন? তিনি তোমার নিকট খাদ্যের পরিমাণ জিজ্ঞেস করেন নি? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে বলল : আমাদের সামর্থের কথা আমরা তাঁকে জানিয়েছি। এখন আল্লাহ ও

www.amarboi.org

তাঁর রসূল (স) ভাল জানেন। তার একথায় আমার দুশ্চিন্তা দূর হল। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, এতে মহিলাটির পর্যাপ্ত জ্ঞান ও পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।[১৪]

বিপদে ধৈর্য ধারণ

"হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন হারেসা শহীদ হলেন। সে ছিল ছোট কিশোর। তার মা রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! হারেসা আমার হৃদয় কতটা দখল করে ছিল তা আপনি জানেন। তার স্থান যদি জান্নাতে হয় তবে আমি ধৈর্য ধারণ করব এবং আল্লাহর কাছে প্রতিদান চাইতে থাকব। আর যদি অন্যরকম হয়, তাহলে বলুন আমি কি করব? অপর এক বর্ণনায় আছে : এ ছাড়া ভিন্ন কিছু হলে, আমি কেঁদে শেষ হয়ে যাব।"[১৫] তিনি বললেন : দূর! অথবা বললেন, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কি লোপ পেয়েছে? জান্নাত কি মাত্র একটি ? জান্নাত তো অনেক। আর হারেসা "ফিরদাউস নামক জান্নাতে রয়েছে।" (বুখারী) [১৬]

সতীত্বের সংরক্ষণ

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) রসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : ... একদা তিন ব্যক্তি পথ চলছিল, এমন সময় তারা বৃষ্টির কবলে পড়ল। তারা একটা পর্বত গুহায় আশ্রয় নিল। এমন সময় পর্বত থেকে একটি প্রকান্ড পাথর ধবসে সেই গুহার মুখে পড়ল। তিনি বলেন, তখন তারা বলাবলি করতে লাগল, আমাদের কৃত সর্বোত্তম আমলের ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করব। তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার অতি বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিল। আমি প্রতিদিন বাড়ি থেকে বের হয়ে মেষ-বকরী চরাতাম। তারপর ফিরে এসে তাদের দুধ দুইতাম। এরপর সে দুধ নিয়ে পিতা-মাতার নিকট হাজির হতাম এবং তারা তা পান করতেন। তাদের পান করার পরে আমার ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রী-পরিজনকে পান করতে দিতাম। ঘটনাচক্রে একদিন আমার বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেল। এসে দেখলাম তাঁরা দু'জনই ঘুমিয়ে পড়েছেন। সে বলল, কিন্তু আমি তাদেরকে ঘুম থেকে জাগাতে চাইলাম না। এদিকে ছোট ছেলে-মেয়েগুলো ক্ষুধার যাতনায় আমার পায়ে পড়ে কান্নাকাটি করছিল। এমনি করে রাত গড়িয়ে সকাল হয়ে গেল। হে আল্লাহ! তুমি যদি মনে কর আমি কেবল তোমার সন্তুষ্টির প্রত্যাশী হয়েই এমনটি করেছিলাম তাহলে পাথরটি এ পরিমাণ সরিয়ে দাও, যাতে আমরা আকাশ দেখতে পারি। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তখন আল্লাহ পাথরটি সরিয়ে দিলেন।

আর একজন বলল : হে আল্লাহ! তুমি তো জান আমি আমার চাচত বোনকে এত অধিক ভালবাসতাম যতটা একজন পুরুষ কোন নারীকে ভালবাসতে পারে। (সহী মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, অতপর আমি তাকে উপভোগ করতে চাইলাম। কিন্তু সে তাতে অস্বীকৃত জানাল। ইতিমধ্যে কোন এক বছর দুর্ভিক্ষ পীড়িত হয়ে সে

www.amarboi.org

আমার কাছে এল।)[১৭] সে বলল, তুমি আমাকে একশত দীনার না দেয়া পর্যন্ত তোমার কামনা চরিতার্থ হওয়া সম্ভব নয়। এরপর আমি তা সংগ্রহের চেষ্টায় লেগে গেলাম। পরিশেষে তা সংগ্রহ করেও ফেললাম। এরপর যখন আমার বাসনা পূরণ করতে তার দু'পায়ের মাঝে বসেছি এমন সময় সে বলল, আল্লাহকে ভয় কর এবং অধিকার ছাড়া আমার কুমারীত্ব নষ্ট করোনা। তখন আমি তাকে ছেড়ে উঠে পড়লাম। তুমি যদি মনে কর আমি অমনটা করেছিলাম কেবলমাত্র তোমার সন্তুষ্টি কামনার্থে, তাহলে পাথরটিকে আর একটু সরিয়ে দাও। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তখন আল্লাহ পাথরটির দুই তৃতীয়াংশ সরিয়ে দিলেন।

অপরজন বলল : হে আল্লাহ! তুমি তো জান আমি এক "ফরক"* খাদ্যের বিনিময়ে এক ব্যক্তিকে মজুর নিয়োগ করেছিলাম। শেষে আমি তাকে উক্ত মজুরি পরিশোধ করতে চাইলে সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাল। অগত্যা আমি সে 'ফরক" চাষাবাদে বিনিয়োগ করলাম। এক সময় তা দিয়ে রাখাল সহ একটি গাভী ক্রয় করলাম। এরপর সেই ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আমার প্রাপ্য পরিশোধ কর। আমি বললাম ঐ যে গাভীটি রাখালসহ দেখতে পাচ্ছ, ওখানে যাও, কেননা ওগুলো তোমার। সে বলল, তুমি আমার সাথে বিদ্রুপ করছ? আমি বললাম, আমি তোমার সাথে বিদ্রুপ করছিনা। কেননা ওগুলো আসলেই তোমার। হে আল্লাহ! তুমি যদি মনে কর, আমি তোমার সন্তুষ্টির আশায় তা করেছিলাম, তাহলে পাথরের বাকীটুকুও সরিয়ে দাও। এরপর আল্লাহ তাদের পথ সম্পূর্ণ রূপে খুলে দিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৮]

নির্দ্বিধায় অপরাধ স্বীকার

"হযরত আবু হুরাইরাহ এবং যায়েদ ইবনে খালেদ আল জুহানী থেকে বর্ণিত। তারা বলেন : একদা এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বলল : আল্লাহর শপথ, আপনি আল্লাহর বিধান অনুসারে আমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন কি? তারপর তার বিবাদী পক্ষের লোকটি উঠে দাঁড়াল। সে ছিল তার (বাদীর) চেয়ে জ্ঞানী। সে বলল, আমি সত্য বলছি আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং হে আল্লাহর রসুল! আমাকে কিছু বলার অনুমতি দিন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : তুমি বল! তখন সে বলল : আমার ছেলে এ ব্যক্তির বাড়িতে মজুর ছিল। সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করেছে। তারপর আমি তার ফিদিয়া স্বরূপ একশত বকরী দান করেছি এবং একটি গোলাম আজাদ করেছি। এ সম্পর্কে বিজ্ঞদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারা জানালেন যে, আমার ছেলের শাস্তি হল একশত বেত্রাঘাত সহ এক বৎসরের নির্বাসন এবং এ মহিলার শাস্তি হল প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, আমি অবশ্যই তোমাদের

এক ফরক ১৬ পাউন্ড ওজনের সমান এবং তা আমাদের দেশের বর্তমান ওজনে হয় প্রায় ৭ কেজি।

www.amarboi.org

মাঝে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে দেব। তোমার প্রদত্ত ফিদিয়া ও একশত বকরী এবং গোলামটি তুমি ফেরত পাবে। তোমার ছেলের শাস্তি হল একশত বেত্রাঘাতসহ এক বৎসরের নির্বাসন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৯]

"হযরত ইবনে আবি মুলাইকাহ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা দু'জন মহিলা একটি ঘরে বসে চামড়া সেলাই করছিল। এ সময় রসূলুল্লাহ (স)-এর কুটিরে লোকজন কথাবার্তা বলছিল। তারপর উক্ত মহিলা দু'জনের একজন বেরিয়ে এল। তার হাতে সুঁই ফুটে গিয়েছিল। সে অপর মহিলাকে এজন্য দায়ী করল। এরপর ব্যাপারটি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কে জানানো হলে তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : মানুষকে তার দাবী অনুযায়ী প্রদান করা হলে প্রতিটি গোত্রের রক্ত ও সম্পদ শেষ হয়ে যেত।" ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সুতরাং তোমরা সে মহিলাকে উপদেশ দাও এবং তাকে এ আয়াত পড়ে শোনাও إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে দুনিয়ার সামান্যতম কিছু ক্রয় করে, এরপর তারা তাকে উপদেশ দিল। তখন সে অপরাধ স্বীকার করল।" (বুখারী)[২০]

পাথর নিক্ষেপের শাস্তি গ্রহণ করে পবিত্রতা অর্জনের আকাংখা

"হযরত বুরাইদাহ (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, একদা মায়েয ইবনে মালেক আসলামী রসূলুল্লাহ (স) এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমি যিনা করেছি। এখন আমার বাসনা হল আপনি আমাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন? এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (স) তাকে ফিরিয়ে দিলেন। পরদিন পুনরায় সে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি যিনা করেছি। তিনি দ্বিতীয় বারের মত তাকে ফেরত পাঠিয়ে তার গোত্রের লোকদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা এলে তিনি বললেন, তোমরা কি তাকে অপ্রকৃতস্থ মনে করো? তার থেকে অস্বাভাবিক কিছু প্রত্যক্ষ করেছো? তারা বলল, আমাদের জানা মতে সে তো তোমাদের ভাল লোকদের অন্তর্গত একজন বুদ্ধি সচেতন ব্যক্তি। এরপর তৃতীয় দিন সে পুনরায় এলে তিনি আবার তার গোত্রের লোকদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা এলে তিনি তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা জানালো যে, তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেনি এবং তার কিছু হয়নি। চতুর্থবার সে এলে : তার জন্যে একটি গর্ত খোঁড়া হল এবং রসূলুল্লাহ (স)এর নির্দেশে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হল।

"বর্ণনাকারী বলেন, তারপর গামেদিয়াহ নামী মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি যিনা করেছি। আমাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করুন। তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। পরদিন সে আবার এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কেন আমায় ফিরিয়ে দিচ্ছেন? সম্ভবত আপনি মায়েযকে যেভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন আমাকেও সেভাবে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহর শপথ, আমি গর্ভবতী। তিনি বললেন, তাহলে আর নয়।

www.amarboi.org

এখনই চলে যাও। সন্তান প্রসবের পর এসো। সন্তান ভূমিষ্ট হলে সে তাকে একখন্ড কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে এসে বলল : এ দেখুন আমি তাকে প্রসব করেছি। তিনি বললেন : চলে যাও, তার দুধ ছাড়ানোর পর এসো। শিশুটির দুধ ছাড়ানো হলে সে তাকে নিয়ে এলো। তখন শিশুটির হাতে এক টুকরা রুটি ছিল। সে এসে বলল : দেখুন হে আল্লাহর নবী ! সেই সন্তান এখন দুধ ছেড়েছে। এখন খাদ্যও খেতে পারে। তারপর তিনি ছেলেটিকে জনৈক মুসলমানের হাতে সমর্পণ করলেন এবং তাঁর নির্দেশে মহিলাকে বুক পর্যন্ত পুঁতে ফেলা হল। এরপর তাঁর আদেশে লোকজন মহিলার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করল। খালিদ বিল অলিদ (রা) একখন্ড পাথর নিয়ে এসে তার মাথা লক্ষ্য করে ছুড়ে মারলেন। এতে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে তাঁর মুখমন্ডলে লাগল। তিনি মহিলাকে গালাগালি করলেন। নবী (স) তা শুনে বললেন : থাম খালেদ, যার হাতে আমার পাণ নিবন্ধ তাঁর শপথ! এ মহিলা এমনভাবে তওবা করেছে যেভাবে তওবা করলে অন্যায়ভাবে কর উসূলকারীকেও ক্ষমা করে দেয়া হতো। তারপর তাঁর আদেশক্রমে মহিলার জানাযা পড়া হলো এবং তার লাশ দাফন করা হল।" (মুসলিম)[২১]

"হযরত 'ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। একদা জুহাইনা গোত্রের জনৈকা মহিলা যিনার কারণে গর্ভবতী হয়ে নবী (স) এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর নবী : আমি দন্ডযোগ্য অপরাধ করেছি, তাই আমাকে দন্ডিত করুন। নবী করীম (স) মহিলার অভিভাবককে ডেকে বললেন, তার সাথে ভাল ব্যবহার করো এবং সে সন্তান প্রসব করলে তাকে নিয়ে আমার এখানে এসো। সে তাই করল। মহিলাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলা হল। তারপর নবী (স) এর আদেশক্রমে তাকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করা হল এবং তার জানাযা পড়া হল। তখন উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি এ যিনাকারী মহিলার জানাযা পড়লেন? তিনি বললেন, সে এমন তওবা করেছে, যা মদীনার সত্তর জন লোকের মধ্যে বন্টন করে দিলে তাদের ক্ষমার জন্য তা যথেষ্ট হত। সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আত্মহুতি দিয়েছে। এর চেয়ে উত্তম তওবা কি তুমি করেছ।" (মুসলিম) [২২]

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী

[সহী আল বুখারীর বিভিন্ন খন্ডে ও পৃষ্ঠায় উল্লিখিত টীকা অনুসন্ধানের জন্য কায়রো থেকে মোস্তফা আল হালবী কর্তৃক প্রকাশিত বুখারী শরীফের শরাহ ফতহুর বারী দেখতে হবে এবং মুসলিম শরীফের টীকা অনুসন্ধানের জন্য ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত ইমাম মুসলিমের সহীহ মুসলিম দেখতে হবে]

১. সহী মুসলিম : সাধনা ও আত্মশুদ্ধি অধ্যায়, আসহাবে উখদুদের কাহিনী এবং জাদুকর ও খৃষ্টান পাদ্রীর ঘটনা অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

২. সহী বুখারী : রোগব্যাধি অধ্যায়, অতি দ্রুত সেবার জন্য এগিয়ে আসার ফযিলত অনুচ্ছেদ, ১২ খন্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সদাচার, সুসম্পর্ক এবং সদ্ব্যবহার অধ্যায়, বিপদ–আপদে ধৈর্য ধারণ করা ও মুমিনের জন্য সওয়াবের কাজ অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১৬ পৃষ্ঠা।

৩. সহী বুখারী : তাহাজ্জুদ অধ্যায়, ইবাদত বন্দেগীতে যেসব বাড়াবাড়ি অপছন্দনীয় সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ২৭৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : মুসাফিরদের কসর নামায সংক্ষিপ্ত অধ্যায় : তন্দ্রায় নিমগ্ন নামাযী ব্যক্তির নামাযের বিধি-বিধান অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা।

৪. সহী বুখারী : ঈমান অধ্যায়, দীনের সেই কাজটি আল্লাহ সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন যা নিয়মিত করা হয় সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ১ খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : মুসাফিরদের কসর নামায অধ্যায়, তন্দ্রায় নিমগ্ন ব্যক্তির নামাযের বিধি বিধান অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা।

৫. সহী বুখারী : ঈমান ও মানব সম্পর্কীয় অধ্যায়; মানত পূরণ করার পূর্বেই মৃত্যু বরণকারীর মাসয়ালা অনুচ্ছেদ, ১৪ খন্ড, ৩৯৪ পৃষ্ঠা।

৬. সহী বুখারী : হজ্জ অধ্যায়, পদব্রজে হজ্জ করার জন্য মানতকারীর মাসয়ালা অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৪১৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : মানত অধ্যায়, পদব্রজে কাবা শরীফে যাওয়ার মানতকারীর মাসয়ালা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা।

৭. সহী মুসলিম : দুই ঈদ অধ্যায়, ৩ খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা।

৮. সহী বুখারী : দুই ঈদ অধ্যায়, ঈদের দিনে মহিলাদের উদ্দেশ্যে ইমামের নসিহত অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : দুই ঈদের নামায অধ্যায়, ৩ খন্ড, ১৯ পৃষ্ঠা।

৯. ফতহুল বারী : ৩ খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা।

১০. সহী মুসলিম : রোযা অধ্যায়, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা করা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা।

১১. সহী বুখারী : রোযা অধ্যায়, যে ব্যক্তি রোযা কাযা করে মারা যায় তার সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৫খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাযা রোযা আদায় করা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা।

১২. সহী বুখারী : হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ ও মানত পূরণ করা, ৪ খন্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা।

১৩. সহী বুখারী : যুদ্ধ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : খন্দক বা আহযাবের যুদ্ধ, ৮ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৭। সহী মুসলিম : পানীয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : তৃপ্তি সহকারে পান করানো ইত্যাদি, ৬ খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা।

১৪. ফতহুল বারী : ৮ খন্ড, ৪০১ পৃষ্ঠা।

১৫. সহী বুখারী : জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : কোন অজানা দিক থেকে তীর এসে কোন ব্যক্তির গায়ে লাগলো এবং তাকে নিহত করলো ৬ খন্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা।

১৬. সহী বুখারী : যুদ্ধ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : বদরের শহীদদের মর্যাদা, ৮ খন্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

১৭. সহী মুসলিম : যিকর, ইস্তিগফার ও তওবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : গুহাবাসীদের ঘটনা, ৮ খন্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা।

১৮. সহী বুখারী : ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির অনুমতি ছাড়াই যদি তার জন্য কোন জিনিস ক্রয় করা হয় এবং তাতে যদি সে সম্মত হয়, ৫ খন্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : যিকর, তওবা ও দোয়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : তিনজন গুহাবাসীর সৎ আমলের দ্বারা অছিলার মাধ্যমে নাজাত লাভের ঘটনা, ৮ খন্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা।

১৯. সহী বুখারী : শাস্তি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ইমামের অনুপস্থিতিতে কি কোন ব্যক্তিকে তার শাস্তি প্রদান করা যায়? ১৫ খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : শাস্তি অধ্যায় : অনুচ্ছেদ : ব্যভিচারী যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যভিচারের স্বীকৃতি দেয়, ৫ খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা।

২০. সহী বুখারী : তাফসীর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : যারা নগণ্য মূল্যে আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদা ভঙ্গ করে তাদের জন্য জান্নাতে কোন ঠাঁই নেই, ৯ খন্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা।

২১. সহী মুসলিম : শাস্তি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যভিচারের স্বীকৃতি দেয় তার বিচার, ৫ খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা।

২২. সহী মুসলিম : শাস্তি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, যে ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যভিচারের স্বীকৃতি দেয় তার বিচার, ৫ খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

মুসলিম নারীর ব্যক্তিত্ব ক্ষমতা এবং তার অধিকার ও দায়িত্ব সচেতনতার কিছু দৃষ্টান্ত

"হযরত উম্মে সালমা (রা) মাথা আঁচড়িয়ে নিচ্ছিলেন। এমন সময় শুনতে পেলেন রসূলুল্লাহ (স) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলছেন, "হে মানব মন্ডলী!" তখন তিনি যে মেয়েটি তাঁর মাথা আঁচড়ে দিচ্ছিল তাকে বললেন, তুমি সরে যাও। মেয়েটি বলল, রসূলুল্লাহ (স) তো পুরুষদেরকে সম্বোধন করেছেন, তিনি মহিলাদের সম্বোধন করেননি। তখন উম্মে সালমা বললেন, আমি মানব মন্ডলীর অন্তর্ভুক্ত।" (মুসলিম)[১]

শিক্ষার অধিকতর সুযোগ লাভের জন্য রসূলুল্লাহ (স) কাছে মেয়েদের দাবী

"আবু সাঈদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা রসূলুল্লাহ (স) খিদমতে হাজির হয়ে বলল হে আল্লাহর রসূল! আপনার হাদীস পুরুষরা নিয়ে গেল। [অন্য বর্ণনায় আছে :[২] মহিলারা রসূলুল্লাহ (স) খিদমতে হাজির হয়ে বলেছিলেন, আপনার খিদমতে আমাদের তুলনায় পুরুষদের প্রাধান্য অধিক।] সুতরাং আপনি আমাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত ইলম থেকে কিছু শিক্ষা দানের জন্য একটা দিন নির্ধারণ করে দিন, যেদিন আমরা সবাই আপনার খিদমতে হাজির হব। জবাবে রসূলুল্লাহ (স) বললেন, অমুক দিন অমুক স্থানে তোমরা সমবেত হবে। তারা সমবেত হলে রসূলুল্লাহ (স) সেখানে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত ইলম থেকে তাদেরকে কিছু শিক্ষাদান করলেন। এরপর তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান হবে জাহান্নাম তার জন্য হারাম হবে। এক মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! যদি দুটি হয়? বর্ণনাকারী বলেছেন, মহিলা একথাটি দু'বার বললে রসূলুল্লাহ (স) বললেন, দুই, দুই।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩]

হাফেয ইবনে হাজার (রা) বলেন... এ হাদীসে মহিলা সাহাবীদের দীনি ইলম অর্জনের অধীর আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪]

নিসন্দেহে সত্য যে, এটা ছিল নারী সমাজের অধীর আগ্রহ। মসজিদে নববীতে পুরুষদের পাশাপাশি তারা রসূলুল্লাহ (স) মুখনিসৃত বাণী শ্রবণ করাই যথেষ্ট মনে করলেন না বরং এ জন্যে বিশেষভাবে আবেদন পেশ করলেন। রসূলুল্লাহ (স) তাদের এ আগ্রহ অনুমোদন করে তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দ্রুত দাবী পূরণ করলেন।

দীনি ইলম অর্জনে আসমা বিনতে শাকাল লজ্জাশীলতার উপর বিজয়ী হলেন

"... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আসমা বিনতে শাকাল ঋতুবর্তী মহিলার গোসল সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "এজন্যে তোমরা প্রয়োজনীয় পানি ও এক টুকরা কাপড় কিংবা তুলা নিয়ে সুন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জন

www.amarboi.org

করবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে তা উত্তমরূপে ডলবে, যাতে পানি মাথার সব জায়গায় প্রতিটি চুলের গোড়ায় পৌঁছে যায়। এরপরে আবার পানি ঢালবে। এরপর মিশক (সুগন্ধি) যুক্ত কাপড় বা তুলা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। আসমা বললেন, এ কাপড় বা তূলা দিয়ে কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করা যায়? হযরত আয়েশা বলেন, মনে হচ্ছিল যেন আসমা ব্যাপারটা গোপন করছে। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, সুবহানাল্লাহ! তুমি এ কাপড় দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। তুমি রক্তের দাগগুলি মুছে নেবে।

আসমা রসূলুল্লাহ (স)-কে সঙ্গম-পরবর্তী গোসলের ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, পানি নিয়ে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে উত্তমরূপে ডলবে যাতে মাথার সর্বত্র প্রতিটি চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছায়। তারপরে আবার পানি ঢালবে।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আনসারী মহিলাগণ কতইনা ভাল, লজ্জাশীলতা তাদের দীনি ইলম অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি।" (মুসলিম)[৫]

সুবাই'আহ বিনতে হারেস বুঝতে পারলেন, সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হলে কিভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হয়

"আসলাম গোত্রীয় সুবাই'আহ বিনতে হারেস থেকে বর্ণিত। ... তিনি ছিলেন সা'দ ইবনে খাওলার সহধর্মিণী। সা'দ ছিলেন বনী আমের ইবনে লুয়াইরের বংশোদ্ভূত এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মধ্যে শামিল। বিদায় হজ্জের সময় তিনি ইনতিকাল করেন। সা'দ ইবনে খাওলার ইনতিকালের কিছুদিন পরই সুবাই'আর সন্তান ভূমিষ্ট হলো। নিফাসের সময় সীমা শেষ হওয়ার পর তিনি বিবাহের পয়গাম গ্রহণ করার জন্য সেজেগুজে বের হলেন। এমন সময় বনী আবদিদদার গোত্রীয় আবুস সানাবেল ইবনে বা'কাক তাঁর কাছে এসে বললেন, 'ব্যাপার কি? বিবাহের পয়গাম, নেবার জন্য যেন সাজসজ্জা করেছেন মনে হচ্ছে। বিবাহের জন্যই নাকি এসব? আল্লাহর কসম, চার মাস দশদিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বৈধ হবে না। সুবাই'আহ বলেন, এ কথা শুনে আমি কাপড়-চোপড় গুটিয়ে সন্ধ্যাবেলা রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে সন্তান প্রসবের সাথে সাথে ইদ্দত শেষ হয়েছে বলে "ফতওয়া" প্রদান করলেন। আর প্রয়োজনবোধে বিবাহ করার অনুমতিও দিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৬]

হাফেয ইবনে হাজার (র) বলেন, সুবাই'আহর (রা) এ ঘটনা থেকে অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে। তন্মধ্যে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি আবুস সানাবেলের কথা গ্রহণ না করে সরাসরি রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাজির হয়ে ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে জেনে নেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এমনিভাবে ইজতিহাদের ব্যাপারে কোন মুফতী কিংবা বিচারকের কথায় সন্দেহের উদ্রেক হলে সে ব্যাপারে সরাসরি কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশের সন্ধান করতে

www.amarboi.org

হবে। এতে আরও শিক্ষণীয় রয়েছে ... নারী নিজের ব্যাপারে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারে, যদিও অন্য মহিলারা তাতে লজ্জাবোধ করে থাকে।[৭]

খাসআম গোত্রীয় যুবতী মহিলা তার পিতা হজ্জ আদায়ের মাসআলা জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন [৮]

"আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) কুরবানীর দিন তাঁর বাহনের পশ্চাদভাগে ফযল ইবনে আব্বাসকে বসিয়েছিলেন। ... এমন সময় খাস'আম গোত্রীয় জনৈকা সুন্দরী মহিলা রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাজির হয়ে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলেন। মহিলাটি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতার উপরে এমন বার্ধক্যে হজ্জ ফরয হয়েছে যে, বাহনের পিঠে বসার মত ক্ষমতা তাঁর নেই। আমি যদি তাঁর তরফ থেকে হজ্জ করি তাহলে তা কি আদায় হবে? রসূলুল্লাহ (স) বললেন, হ্যাঁ।" (বুখারী ও মুসলিম) [৯ ও ১০]

মহিলাটি স্বামী নির্বাচনে তাঁর অধিকার সংরক্ষণ করলেন

খানসা বিনতে খিদাম বিবাহে সম্মত না থাকায় অভিযোগ করলেন

"কাসেম থেকে বর্ণিত। জা'ফর তনয়ের এক কন্যা আশংকা করলেন, তার অসম্মতি সত্ত্বেও অভিভাবক তাকে বিবাহ দেবেন। তখন তিনি এ ব্যাপারে ফায়সালার জন্যে জারিয়াহ তনয় আব্দুর রহমান ও মুজাম্মা' নামী দুই বয়োবৃদ্ধ আনসারীর (রা) খেদমতে লোক পাঠালেন। তারা বললেন, তোমার কোন ভয় নেই। খানসা বিনতে খিদামের ব্যাপারে এরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর পিতা তাঁর অসম্মতি সত্ত্বেও বিবাহ দিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ (স) সে বিবাহ বাতিল করে দিয়েছিলেন। (বুখারী)[১১]

রসূলুল্লাহ (স)-এর সুপারিশ সত্ত্বেও বারীরা (রা) তাঁর অধিকার আঁকড়ে ধরে থাকলেন

"নবী সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বারীরার (রা) ব্যাপারে হাদীসে তিনটি মাসয়ালার উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো, "(দাসত্ব থেকে) মুক্তির পর তাকে বিবাহের ব্যাপারে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল।" ... (বুখারী ও মুসলিম)[১২]

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মুগীছ নামে একজন ক্রীতদাস বারীরার স্বামী ছিল। আমি যেন তাকে দেখতে পাচ্ছি, সে বারীরার পিছনে কেঁদে কেঁদে ঘুরছিল। তার অশ্রুতে দাড়ি ভিজে যাচ্ছিল। তখন রসূলুল্লাহ (স) আব্বাস (রা)-কে ডেকে বললেন, আপনি বারীরার প্রতি মুগীছের ভালবাসা আর মুগীছের প্রতি বারীরার অনীহা দেখে আশ্চর্য হচ্ছেন না? তিনি বারীরাকে বললেন, তুমি যদি পুনরায় তাকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে। বারীরা বললেন, এটা কি আপনার নির্দেশ হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন, না। বরং এটা আমার সুপারিশ। বারীরা বললেন, তার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই।" (বুখারী)[১৩]

www.amarboi.org

হাফেয ইবনে হাজার বলেন : বারীরার বক্তব্য.اتأمرني (আপনি কি আমাকে আদেশ করছেন?) এ কথার দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, বারীরা জানতেন রসূলুল্লাহ (স)-এর আদেশ শিরোধার্য ও অবশ্য পালনীয়। তিনি যখন প্রস্তাব পেশ করলেন, বারীরা তখন ব্যাখ্যা চাইলেন : এটা কি আদেশ যা অবশ্য পালনীয়, না পরামর্শ যা গ্রহণ বা বর্জনের স্বাধীনতা রয়েছে? হাফেয ইবনে হাজার আরও বলেন : এ হাদীসের মধ্যে আরও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, যেমন : অবশ্য পালনীয় ব্যাপার ছাড়া পরামর্শদাতার পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করা বৈধ। যে ব্যাপারে কোন ক্ষতি কিংবা সমস্যা নেই সে ব্যাপারে বিচারকের বাদী–বিবাদীর কাছে দয়া প্রদর্শনের সুপারিশ করা মুস্তাহাব। সুপারিশকারী যত মর্যাদা সম্পন্ন হোন না কেন পরামর্শ গ্রহণ না করলে তাকে তিরস্কার করতে কিংবা তার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করতে যাবেনা। ... এ হাদীস থেকে বারীরা (রা)-এর উন্নত শিষ্টাচার বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা তিনি সুস্পষ্টভাবে সরাসরি সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করেননি। বরং বললেন, তার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই।[১৪]

নারী সর্বোত্তম পুরুষ বাছাই করে তার কাছে নিজেকে পেশ করছে

"সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ জনৈকা মহিলা রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাজির হয়ে বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমি নিজেকে আপনার খেদমতে সমর্পণ করার জন্যে এসেছি। (অর্থাৎ বিবাহের প্রস্তাব দেয়ার জন্য এসেছি।) ভদ্র মহিলা যখন দেখলেন এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স) কোন ফয়সালা দিচ্ছেন না তখন তিনি বসে পড়লেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৫]

"ছাবেদ আল বান্নানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি আনাস (রা)-এর কাছে ছিলাম। তাঁর কাছে তাঁর এক কন্যাও ছিলেন। আনাস (রা) বললেন, একদিন একজন মহিলা রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাজির হয়ে বিবাহের প্রস্তাব দিল। এ কথা শুনে আনাসের কন্যা বলে উঠলেন, মহিলার লজ্জা কতই না কম! তার কাজটি খুবই জঘন্য, তার কাজটি খুবই নিন্দনীয়। আনাস বললেন : তোমার চেয়ে সে মহিলা অনেক উত্তম। সে রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর খেদমতে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে।" (বুখারী)[১৬]

ইমাম বুখারী "উত্তম পুরুষের কাছে নিজের বিবাহের প্রস্তাব" নামক অধ্যায়ে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফতহুল বারীতে উল্লেখ করা হয়েছে : ইবনুল মুনীর টীকায় বলেছেন, এটা ইমাম বুখারীর সূক্ষ্ম জ্ঞানের প্রমাণ। তিনি জানেন, নিজেকে (বিবাহের জন্য) সমর্পণকারিনী মহিলার ঘটনা বিশেভাবে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সম্পৃক্ত। এ বিশেষ ঘটনা থেকে তিনি সাধারণ মাসয়ালা খুঁজে বের করেন। আর তা হলো কোন পুরুষের যোগ্যতা ও সততায় আকৃষ্ট হয়ে নারী তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তা বৈধ হবে।[১৭]

হাফেয ইবনে হাজার আরও বলেন : রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে নিজেকে বিবাহের জন্য পেশকারিনী এ মহিলার এটাও প্রমাণ করে যে, যদি কোন মহিলা তার চেয়ে উন্নত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কাছে নিজের বিবাহের প্রস্তাব দেয়, তাহলে এতে কোনক্রমেই তার নিন্দা করা যাবে না, বিশেষ করে যদি সে ব্যাপারে তার সৎ উদ্দেশ্য ও নেক নিয়ত

www.amarboi.org

কার্যকর থাকে। এ আগ্রহ প্রস্তাবিত ব্যক্তির দীনি মর্যাদার কারণে হতে পারে কিংবা কোন আন্তরিক আকর্ষণের কারণে, যে ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকলে অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে।[১৮]

ইবনু দাকীক আল'ঈদ বলেছেন: এ হাদীস থেকে এ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোন পুরুষের বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে মহিলা তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিতে পারে।[১৯]

বিবাহ্ বিচ্ছেদের ব্যাপারে নারী তার অধিকার অক্ষুণ্ন রেখেছে

ইতিপূর্বে "পরিবারে নারীর মর্যাদা" শিরোনামে আলোচিত হাদীসে একথা উল্লেখ করা হয়েছে। "স্বামী নির্বাচনে নারীর অধিকার" এর ব্যাপারটির গুরুত্ব ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে হাদীসটি পুনরুল্লেখ করছি। "পরিবার" শীর্ষক আলোচনায় এ দুটি অধিকারের বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ছাবেত ইবনে কায়েসের সহধর্মিণী যখন তাকে অপছন্দ করলেন তখন তিনি বিচ্ছেদের ব্যাপারে নিজের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখলেন

"হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ছাবেত ইবনে কায়েসের সহধর্মিণী রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাজির হয়ে বললেন : হে আল্লাহর রসূল! দীন ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে ছাবেত আমার প্রতিবন্ধক। আমি তার অবাধ্যতার আশংকা করছি। তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন, মোহরানা হিসাবে দেয়া তার বাগান কি তাকে ফেরত দেবে? তিনি বললেন হ্যাঁ। বাগান ফেরত দিলে রসূলুল্লাহ (স) বিবাহ বিচ্ছেদের নির্দেশ দিলেন।" (বুখারী)[২০]

আতেকা বিনতে যায়েদ নামাযের জামায়াতে হাজির হওয়ার অধিকার অক্ষুণ্ন রাখলেন

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমর ইবনে খাত্তাবের সহধর্মিণী ফজর এবং এশার নামাযের জামায়াতে মসজিদে হাজির হতেন। তাঁকে বলা হলো, আপনি নামাযের জন্য বের হচ্ছেন, অথচ আপনি জানেন, উমর (রা) এটা অপছন্দ করেন এবং তাঁর আত্মমর্যাদায় বাধে। তিনি জবাব দিলেন : একে তাঁকে আমাকে নিষেধ করতে মানা করেছে? জবাব দিল : রসূলুল্লাহ (স)-এর এ হাদীস তাকে নিষেধ করতে বাধা দিয়েছে لاتمنعوا إماء الله مساجد الله অর্থাৎ আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে আসতে বাধা দিয়োনা।" (বুখারী)[২১]

হাফেয ইবনে হাজার বলেন : আবদুর রাজ্জাক যুহরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর (রা) যখন আহত হয়েছিলেন তখন তাঁর স্ত্রী মসজিদেই ছিলেন।[২২]

অর্থোপার্জনের জন্য নারী কোন কোন পেশার অনুশীলন করেছেন : যয়নাব বিনতে জাহ্শ স্বহস্তে কাজ করে আল্লাহর পথে তা দান করেছেন

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ... যয়নাব আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দানশীলা ছিলেন। কারণ তিনি স্বহস্তে কাজ করতেন ও সাদকাহ্ করতেন।" (মুসলিম)[২৩]

www.amarboi.org

"হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) নিজের সহধর্মিণী যয়নাবের কাছে এসে দেখলেন, তিনি চামড়া পাকা করার কাজ করছেন।" (মুসলিম)[২৪]

হাফেয ইবনে হাজার ফতহুল বারী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : হাকেম মুসতাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর এ বর্ণনা ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ যে, হযরত যয়নাব (রা) হস্তশিল্পে খুব পারদর্শী ছিলেন, তিনি চামড়া পাকা করতেন এবং তা সিলাই করে আল্লাহর পথে দান করতেন। [২৫]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) স্ত্রী যয়নাব স্বহস্তে কাজ করে নিজের স্বামী ও তার কোলে লালিত ইয়াতিমদের ভরণ-পোষণের জন্য তা দান করতেন

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) স্ত্রী যয়নাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মসজিদে নববীতে থাকা অবস্থায় রসূলুল্লাহ (স)-কে দেখতে পেলাম। তিনি বলেছেন, (হে নারীরা!) তোমরা সাদকাহ কর, তা তোমাদের অলংকার থেকে হলেও। যয়নাব আবদুল্লাহ ও তার তত্ত্বাবধানে পালিত ইয়াতিমদের ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার বহন করতেন। তিনি বলেন... আমি সামনে অগ্রসর হয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাজির হলাম। দেখলাম এক আনসারী মহিলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, তার ও আমার অবস্থা একই। আমাদের পাশ দিয়ে বেলাল হেঁটে গেলেন। আমরা বললাম : রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করুন, আমার স্বামী ও আমার তত্ত্বাবধানে পালিত ইয়াতিমের ভরণ- পোষণের জন্য যা ব্যয় করি তা কি সাদকাহ হিসাবে আদায় হবে? তখন বেলাল রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাজির হয়ে সেকথা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ তার জন্য দুটি প্রতিদান রয়েছে। একটা হল আত্মীয়তার হক আদায়ের সওয়াব এবং অপরটি হল সাদকাহর সওয়াব।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৬]

মসজিদে সাধারণ সমাবেশে যোগদানের আহ্বানে মহিলারা সাড়া দিতেন

"ফাতেমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ... একদা লোকদেরকে الصلوة جامعة (সালাত জামায়াতের সাথে আদায় করতে হবে) বলে ডাক দেয়া হল। (এ আহ্বান ফরয সালাতের জামায়াতের প্রতি আহ্বান ছিল না। এটিকে মসজিদে সাধারণ সমাবেশ অনুষ্ঠানের আহ্বান হিসাবে গণ্য করা হত।) ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেন : সাধারণ লোকদের সাথে আমিও সেখানে গেলাম। মহিলাদের প্রথম সারিতেই আমি ছিলাম। অর্থাৎ পুরুষদের শেষ সারির পিছনেই।" (মুসলিম)[২৭]

উম্মে কুলসুম বিনতে আবু মু'ঈত অল্প বয়স্কা তরুণী হয়েও ইসলাম গ্রহণ করে পরিবার পরিজনের সবাইকে ছেড়ে মদীনায় হিজরত করে চলে গেলেন।

"রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী মারওয়ান ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ থেকে বর্ণিত। মুমিন নারীগণ হিজরত করে মদীনায় আগমন করলেন। এদের মধ্যে উম্মে কুলসুম বিনতে উকবাহ বিনতে আবু মু'ঈতও ছিলেন। তিনি তখন তরুণী, সবেমাত্র

www.amarboi.org

বিবাহযোগ্য হয়েছিলেন। তার পরিবারের লোকেরা তাকে ফেরত নেয়ার জন্য রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে আবেদন করলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দেননি।" (বুখারী)[২৮]

উম্মে হারাম নৌ-যুদ্ধে অংশগ্রহণের আবেদন করেছিলেন

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কুবায় গেলে উম্মে হারাম বিনতে মিলহানের বাড়িতে যেতেন এবং সেখানে খাওয়া-দাওয়া করতেন। তিনি উবাদাহ ইবনুস সামেতের সহধর্মিণী ছিলেন। একদা তিনি সেখানে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া শেষে নিদ্রা গেলেন। কিছুক্ষণ পর হাসতে হাসতে ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন। উম্মে হারাম বলেন : আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কেন হাসছেন? তিনি বললেন, আমার উম্মতের একদল লোককে আমার সামনে তুলে ধরা হয়েছে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে। আরাম কেদারায় বসে শাহী বেশে তারা এ সাগরের বুকে সওয়ার হয়ে যাবে। উম্মে হারাম বলেন, আমি আরজ করলাম, আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমাকে সেই দলভুক্ত করে নেন। তিনি দোয়া করলেন। তারপর মাথা বিছানায় রেখে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর হাসতে হাসতে জাগ্রত হলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন হাসছেন? বললেন : "আমার উম্মতের একদল লোককে আমার সামনে পেশ করা হয়েছে, যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে" ... (অপর এক বর্ণনায় আছে,[২৯] আমার উম্মতের প্রথম যে সেনাদলটি রোম-'সম্রাট কায়সারের শহরে যুদ্ধ করবে তারা ক্ষমা প্রাপ্তা) আমি বললাম : আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন আমাকে সেই দলভুক্ত করে নেন। তিনি বললেন : তুমি প্রথম দলে শামিল হবে। পরবর্তীতে হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর রাজত্বকালে উম্মে হারাম নৌ-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সমুদ্র থেকে ফেরার পথে বাহনের ওপর থেকে পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩০]

উম্মে হানী শত্রু সৈন্যকে আশ্রয় দিলেন এবং বাধাদানকারী নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন

"উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মক্কা বিজয়ের বছর রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাজির হয়ে সালাম দিলাম... তিনি বললেন : উম্মে হানীকে স্বাগতম। ... আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! হুবাইরার ছেলেকে আমি নিরাপত্তা দিয়েছি। আমার ভাই আলী ইবনে আবু তালিব তাকে হত্যা করার কথা বলেছেন। তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন, হে উম্মে হানী! তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ আমি তাকে নিরাপত্তা দিলাম।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩১]

হিন্দ বিনতে উতবাহ ইসলাম গ্রহণের পরে রসূলুল্লাহ (স) কে অভিনন্দন জানালেন

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হিন্দ বিনতে উতবাহ এসে বললেন : ইয়া রসূলুল্লাহ (স)! পৃথিবীর বুকে আপনার পরিবার পরিজন লাঞ্ছিত ও অপমানিত

www.amarboi.org

হোক এ ব্যাপারটি আমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় ছিল। কিন্তু আজকে এমন হয়েছে যে, আমার কাছে পৃথিবীর বুকে আপনার পরিবার পরিজনের সম্মানিত ও মর্যাদাশালী হওয়ার ব্যাপারটি সবচাইতে প্রিয়। তিনি বলেন, "আরও শপথ সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ... ।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩২]

হাফেয ইবনে হাজার বলেন : এ হাদীস থেকে হিন্দের জ্ঞানের পরিপক্কতা ও সুন্দরভাবে বক্তব্য উপস্থাপনের যোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩৩]

রসূলুল্লাহ্ (স)-এর ইনতিকালের ফলে অহী বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উম্মে আয়মান দু:খিত ও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন

"হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পরে হযরত উমর (রা)-কে বললেন : চলুন আমরা উম্মে আয়মানের সাথে সাক্ষাত করে আসি যেভাবে রসূলুল্লাহ্ (স) তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে যেতেন। (বর্ণনাকারী বলেন:) যখন আমরা সেখানে গেলাম, আপনি কাঁদছেন কেন? তারা দুজনে (আবু বকর ও উমর) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহর কাছে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর জন্য যে কল্যাণ নির্ধারিত তাই তিনি লাভ করেছেন। তিনি বললেন : আমি এজন্য কাঁদছিনা। আল্লাহর কাছে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর জন্যে যে কল্যাণ রয়েছে তা তিনি লাভ করেছেন, সেটা ঠিকই। কিন্তু আমি কাঁদছি এ জন্যে যে, আসমান থেকে অহী আসা বন্ধ হয়ে গেছে। এ বলে তিনি জোরে জোরে কাঁদতে লাগলেন, একথা শুনে তারা দুজনও কাঁদতে লাগলেন।"(মুসলিম)[৩৪]

যয়নাব বিনতে মুহাজির (রা) আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে মত বিনিময় করলেন

কায়েস ইবনে আবু হাযেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবু বকর (রা) যয়নাব বিনতে মুহাজির নামী আহমাস গোত্রীয় এক মহিলার নিকট গিয়ে দেখলেন যে, সে কথা বলে না। জিজ্ঞেস করলেন, এ মহিলার কি হয়েছে, কথা বলছে না কেন? লোকেরা বলল, এ মহিলা মানত করেছে যে, হজ্জ পালন কালীন সময়ে সে কোন কথা বলবে না। হযরত আবু বকর (রা) বললেন : তুমি কথা বল। এরূপ মানত জায়েয নয়। এটা জাহেলী যুগের রীতি। তখন মহিলা কথা বলল। বলল, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি একজন মুহাজির। কোন্ মুহাজির? বললেন : আমি কুরায়েশ বংশীয় মুহাজির। বলল : কুরায়েশের কোন গোত্রভুক্ত আপনি? জবাব দিলেন : তুমি তো দেখছি অধিক প্রশ্নকারিনী। আমি আবু বকর। মহিলা বলল, জাহেলী যুগের পরে আল্লাহ্ আমাদের জন্য যে সঠিক দীন দান করেছেন তার উপরে আমরা কতদিন টিকে থাকতে পারব? তিনি বললেন : যতদিন তোমাদের নেতৃবর্গ সত্যের ওপর শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে। মহিলা বলল : এ নেতৃবর্গ বলতে আপনি কি বুঝাতে চেয়েছেন? তিনি বললেন : তোমার জাতির মধ্যে এমন লোক আছে না যাদের নির্দেশে সবাই আনুগত্য করে? মহিলা বলল, জি হ্যাঁ, আছে। তিনি বললেন : এরাই মানুষের নেতা।" (বুখারী)[৩৫]

www.amarboi.org

হাফসা বিনতে উমর (রা) আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর ভুল সংশোধন করে দিলেন

"নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মদীনা তৈয়েবার একটি পথে ইবনে সায়েদের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর সাক্ষাত হল। ইবনে উমর তাকে এমন কথা বললেন যাতে সে খুব রাগান্বিত হল। এমনভাবে চীৎকার করতে লাগল যে, রাস্তা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। ইবনে উমর (রা) হাফসার (রা) কাছে গেলেন। এ খবর তাঁর কাছে আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি ইবনে উমর (রা)কে বললেন : আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। ইবনে সায়েদের কাছে তোমার কি দরকার ছিল? তুমি কি জাননা রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : ক্রোধ থেকে তো ঐ বস্তুই বেরিয়ে আসে যা তোমাকে ক্রোধান্বিত করবে?" (মুসলিম)[৩৬]

উম্মে ইয়াকুব (রা) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর সাথে মত বিনিময় করলেন

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহ অভিসম্পাত করেন ঐ নারীর প্রতি যারা (অন্যের) শরীরে সূঁচ বা ধারালো কিছু দিয়ে (নাম বা চিত্র) অংকন করে এবং যারা নিজের শরীরে অন্যের দ্বারা চিত্রাঙ্কন করায়, যারা ললাট বা কপালের চুল উপড়িয়ে কপাল প্রশস্ত করে এবং সৌন্দর্যের জন্য (রেত ইত্যাদির দ্বারা) সামনের দাঁতের মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করে। এসব নারী আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতিকে বিকৃত করে। ইবনে মাসউদের একথা আসাদ গোত্রের এক মহিলা জানতে পারেন। তিনি উম্মে ইয়াকুব নামে পরিচিত ছিলেন।[৩৭] তিনি ইবনে মাসউদের কাছে এসে বললেন : আমি জানতে পেরেছি এ ব্যাপারে আপনি লানত বর্ষণ করেছেন। ইবনে মাসউদ বললেন : রসূলুল্লাহ (স) যার উপর লানত বর্ষণ করেছেন, আল্লাহর কিতাবে যার প্রতি লানত বর্ষণ করা হয়েছে, তার উপর আমি লানত বর্ষণ করব না কেন? তখন মহিলাটি বললেন, আমি তো কুরআন করীম আদ্যোপান্ত পড়েছি, তাতে তো আপনি যা বলছেন তা পেলাম আমি তো কুরআন করীম আদ্যোপন্তা পড়েছি, তাতে তো আপনি যা বলছেন তা পেলাম না। আবদুল্লাহ (রা) বললেন : তুমি যদি মনোযোগ দিয়ে তা পড়তে তাহলে অবশ্যই পেতে। তুমি কি কুরআনে পড়নি ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا "রসূল তোমাদেরকে যা নির্দেশ দেন তা পালন কর, আর যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক"? মহিলাটি বললেন : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। (ইবনে মাসউদ) বললেন : রসূলুল্লাহ (স)ও ঐ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তখন মহিলা বললেন : আমার মনে হয় আপনার স্ত্রীও এ কাজ করে। তিনি বললেন : তুমি আমার ঘরে গিয়ে ভালভাবে দেখ। মহিলাটি গিয়ে ওসব কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন আবদুল্লাহ (রা) বললেন : যদি আমার স্ত্রী ওসব কাজ করতো তাহলে তার সাথে আমার বৈবাহিক সম্পর্ক থাকতো না।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৮]

হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন : ... প্রকৃতপক্ষে উক্ত মহিলা (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রীকে) অংকনকৃত অবস্থায় দেখেছিলেন। কিন্তু ঘটনাটি এভাবে ঘটেছিল যে,

www.amarboi.org

আবদুল্লাহ স্ত্রীকে ঐ অবস্থায় দেখে তার প্রতিবাদ করেছিলেন। ফলে তাঁর স্ত্রী তখনই অংকিত চিহ্নগুলি মুছে ফেলেছিলেন। কাজেই উম্মে ইয়াকুব তা দেখতে গিয়ে আর দেখতে পাননি।[৩৯]

ইবনে হাজার আরও বলেন : ইবনে মাসউদের (রা) সংগে উম্মে ইয়াকুবের এ বিতর্ক প্রমাণ করে যে, তাঁর জ্ঞানে পরিপক্কতা ছিল।[৪০]

উম্ম দারদা (রা) আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের আচরণের নিন্দা করলেন

"যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণিত। আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান উম্মু দারদা এর কাছে গৃহের কিছু সাজসরঞ্জাম পাঠালেন। এক রাতে আবদুল মালেক ঘুম থেকে উঠে খাদেমকে ডাকলেন। কিন্তু খাদেম আসতে কিছুটা দেরী করল। এ কারণে আবদুল মালেক তার প্রতি লানত বর্ষণ করলেন। সকালবেলা উম্মু দারদা তাকে বললেন, আমি শুনেছি, আপনি খাদেমকে ডাকার সময় তার প্রতি লানত বর্ষণ করেছেন। আমি আবু দারদা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, লানতকারীগণ কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী কিংবা সাক্ষ্য প্রদানকারী হতে পারবে না।" (মুসলিম)[৪১]

মুসলিম নারী (ব্যক্তিত্বের) ক্ষমতা, অধিকার ও দায়িত্বানুভূতির আরও কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যা এ বইয়ের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উদাহরণ স্বরূপ তার সামান্য কিছু উল্লেখ করা হলো–

- হুদায়বিয়ার দিনে হযরত উম্মে সালামা (রা) রসূলুল্লাহ (স) বরকতময় পরামর্শ দান করেন।
- খাওলাহ বিনতে ছা'লাবা নিজের স্বামীর "যিহারের" ব্যাপার নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে বিতর্ক করেন।
- আসমা বিনতে উমাউস (রা) উমর (রা)-এর সাথে সামানাসামনি তর্ক করেন, যখন তিনি (উমর) নৌকায় (আবিসিনিয়ায়) হিজরতকারীদের মর্যাদা খাটো করে কথা বলেছিলেন।
- উম্মে সালামা (রা) উমর ইবনে খাত্তাবের (রা) সামনাসামনি সমালোচনা করেন, যেদিন নবী সহধর্মিণীগণ রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে (ভুল স্বীমার করে) প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং হযরত উমর (রা) প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।
- কতিপয় মহিলার সাথে আসমা বিনতে আবু বকর (রা) সূর্য গ্রহণের নামাযে অংশগ্রহণ করলেন, এমনকি তিনি বেহুঁশ হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন।
- উম্মে সুলাইম অসীম ধৈর্য সহকারে স্বামীর কাছে সন্তানের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করলেন।
- উম্মে সুলাইম (রা) জিহাদে শরীক হয়ে সকল ঝুঁকির মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিলেন।
- পিতার মৃত্যুর পর হাফসা (রা) খিলাফত সমস্যা নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা করলেন।
- আসমা বিনতে আবু বকর (রা) হাজ্জাজের স্বৈরাচারী নীতির মোকাবিলা করলেন।

www.amarboi.org

- আয়েশা (রা) সাহাবায়ে কেরামের (রা) ভুল সংশোধন করলেন।
- ফাতেমা বিনতে কায়েম এমন সব লোকের ভুল শুধরিয়ে দিলেন যারা বলতেন যে, তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলার জন্য ইদ্দতকালীন স্বামীগৃহে অবস্থান ওয়াজিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী

[সহী আল বুখারীর বিভিন্ন খন্ডে ও পৃষ্ঠায় উল্লিখিত টীকা অনুসন্ধানের জন্য কায়রো থেকে মোস্তফা আল হালবী প্রকাশিত বুখারী শরীফের শরাহ্ ফতহুল বারী দেখতে হবে। মুসলিম শরীফের টীকা দেখার জন্য ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত ইমাম মুসলিমের সহী মুসলিম দেখতে হবে।]

১. সহী মুসলিম : ফাযায়েল অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য হাউযে কাওছার নির্দিষ্ট হওয়া ও তার পরিচিতি, ৮ খন্ডম ৬৭ পৃষ্ঠা।

২. সহী বুখারী : ইলম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মহিলাদের জন্য কি একদিন নির্দিষ্ট করেছেন? ১ খন্ড, ২০৬ পৃষ্ঠা।

৩. সহী বুখারী : কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা সংক্রান্ত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নবী (স) নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁর সমগ্র উম্মতকে ইসলামের শিক্ষা আল্লাহ্ তাঁকে যেভাবে দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই কোন কাটছাট না করে বা অতিরঞ্জিত করা ছাড়াই শিক্ষা দিয়েছেন, ১৭ খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : শিষ্টাচার ও আত্মীয়দের সাথে সদাচার অধ্যায়, মেয়েদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা।

৪. ফতহুল বারী : ১ খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা।

৫. সহী মুসলিম : মাসিক ঋতু অধ্যায়, নির্গমন স্থান ধৌত করার প্রাক্কালে মিশকে আম্বর মিশ্রিত কাপড় বা তুলার টুকরা ব্যবহার উত্তম হওয়া সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ১ খন্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা।

৬. সহী বুখারী : যুদ্ধ প্রস্তুতি অধ্যায়, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-জা'ফী আমাকে বর্ণনা করেছেন অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : তালাক অধ্যায়, সন্তান প্রসবের পর থেকেই বিধবার ইদ্দত শেষ হওয়া অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা।

৭. ফতহুল বারী : ১১ খন্ড, ৪০০ ও ৪০১ পৃষ্ঠা।

৮. ইমাম আহমদ-এর বর্ণনায় এ পরিচিতি এসেছে, ফতহুল বারী, ৪ খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা।

৯. সহী বুখারী : হজ্জ অধ্যায়, পুরুষের পক্ষ থেকে মহিলার হজ্জ পালন অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা।

১০. সহী বুখারী : অনুমতি গ্রহণ অধ্যায় : আল্লাহর বাণী : يا أيها الذين أمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم অনুচ্ছেদ, ১৩ খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : হজ্জ অধ্যায়, অপারগ ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ পালন করা তার অপরাগ থাকাকালে অথবা জীবিত অবস্থায় সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১০১ পৃষ্ঠা।

১১. সহী বুখারী : প্রতারণা অধ্যায়, বিবাহে প্রতারণা অনুচ্ছেদ, ১৫ খন্ড, ৩৭৩ পৃষ্ঠা।

১২. সহী বুখারী : তালাক অধ্যায়, দাসীর ক্রয়-বিক্রয়ে তালাক হয়না অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ৩২৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : মুক্তিদান অধ্যায়, "মুক্তিদানকারীই প্রকৃত অভিভাবকত্বের হকদার" অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা।

১৩. সহী বুখারী : তালাক অধ্যায়, বারীরাহর স্বামীর পক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশ অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা।

১৪. ফতহুল বারী : ১১ খন্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা।

১৫. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায়, বিবাহের পূর্বে কনে দেখা অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : বিবাহ অধ্যায়, কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে মোহর পরিশোধ অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা।

১৬. সহী বুখারী : বিবাহ অধায়, সৎ ব্যক্তির কাছে বিবাহের উদ্দেশ্যে কোন মহিলার প্রস্তাব দেয়া অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা।

১৭. ফতহুল বারী : ১১ খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

১৮. ফতহুল বারী : ১১ খন্ড, ১১২ পৃষ্ঠা।
১৯. শরহে উমদাতুল আহকাম, ২ খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা।
২০. সহী বুখারী : তালাক অধ্যায়, ভরণ-পোষণ প্রদান অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা।
২১. সহী বুখারী : জুম'আ অধ্যায়, নারী ও ছেলেদেরও কি জুম'আর নামাযে অংশ নিতে হলে গোসল করতে হবে অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা।
২২. ফতহুল বারী : ৩ খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা।
২৩. সহী মুসলিম : সাহাবীদের মর্যাদা অধ্যায়, উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নাবের ফযিলত অনচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা।
২৪. সহী মুসলিম : বিবাহ অধ্যায়, কোন মহিলাকে দেখার পর মনে এ ভাবের উদয় হওয়া যে তার স্ত্রী বা ক্রীতদাসী এলে তার সাথে মিলিত হতো-এমনটি দোষণীয় নয় অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা।
২৫. ফতহুল বারী : ৪ খন্ড, ২৯ ও ৩০ পৃষ্ঠা।
২৬. সহী বুখারী : যাকাত অধ্যায়, স্ত্রী ও নিজ গৃহে প্রতিপালিতদেরকে যাকাত প্রদান অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৭১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : যাকাত অধ্যায়, নিকট আত্মীয়ের ভরণ পোষণ ও দান-দয়ার ফযিলত অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা।
২৭. সহী মুসলিম : ফিতনা ও কিয়ামতের আলামতের বর্ণনা অধ্যায়, দাজ্জালের আগমন অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা।
২৮. সহী বুখারী : শর্তাবলী অধ্যায়, ইসলামের যেসব শর্ত জায়েয অনুচ্ছেদ, ৬ খণ্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা।
২৯. সহী বুখারী : জিহাদ অধ্যায়, রোমানদের সাথে যুদ্ধের ফযিলত সম্পর্কে যা বলা হয়েছে অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ৪৪৩ পৃষ্ঠা।
৩০. সহী বুখারী : অনুমতি গ্রহণ অধ্যায়, যে তার গোত্রের লোকদের সাথে সাক্ষাত করে এবং তাদের কাছেই বর্ণনা করে অনুচ্ছেদ, ১৩ খন্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : নেতৃত্ব অধ্যায়, নৌ যুদ্ধের ফযিলত অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা।
৩১. সহী বুখারী : পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয অধ্যায়, নারী ও তার প্রতিবেশীর নিরাপত্তা অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : মুসাফিরের নামায অধ্যায়, চাশতের নামায পড়া ভাল অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা।
৩২. সহী বুখারী : মর্যাদা অধ্যায়, হিন্দ বিনতে উৎবার বর্ণনা অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : বিচার-শালিশ অধ্যায়, হিন্দের বিচার অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা।
৩৩. ফতহুল বারী : ৮ খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা।
৩৪. সহী মুসলিম : সাহাবীদের ফযিলত অধ্যায়, হযরত উম্মু আইমান (রা) ও তাঁর ফযিলতের বর্ণনা অনুচ্ছেদ : ৮ খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা।
৩৫. সহী বুখারী : মর্যাদা অধ্যায়, জাহেলী যুগের বর্ণনা অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা।
৩৬. সহী মুসলিম : ফিতনা ও কিয়ামতের আলামতের বর্ণনা অধ্যায়, ইবনে সাইয়াদের কথা অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১৯৪ পৃষ্ঠা।
৩৭. সহী মুসলিম এর বর্ণনায় এমন শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে।
৩৮. সহী বুখারী : সূরা হাশরের তাফসীর অধ্যায়.ما أتاكم الرسول فخذوه ১০ খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা, সহী মুসলিম : পোশাক ও সাজসজ্জা অধ্যায়, পরচুলাদাতা ও গ্রহিতা উভয়ের কাজই হারাম সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা।
৩৯. ফতহুল বারী : ১০ খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা।
৪০. ফতহুল বারী : ১২ খন্ড, ৪৯৬ পৃষ্ঠা।
৪১. সহী মুসলিম : সদাচরণ, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ভদ্রতা অধ্যায়, পশু পাখি ইত্যাদি হত্যাকারীদের প্রতি অভিশাপ না দেয়া-সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

কতিপয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী

কুরআনে উন্নত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কতিপয় মহিলার আলোচনা স্থান পেয়েছে। তাঁরা পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের যুগেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সমসাময়িক দু'জন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীর বর্ণনার পাশাপাশি হাদীস শরীফেও অনেক মহিলা সাহাবীর বিবরণ রয়েছে। আমার মনে হয় সে সকল পুণ্যময়ী নারীদের বিবরণ এখানে উল্লেখ করা মুসলিম নারী ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত দৃষ্টান্তের জন্য যথেষ্ট। এ সকল নারীকে ইসলাম পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে এবং তাঁদের মর্যাদা সুউচ্চ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে অনেক মহীয়সী নারী পূর্ণতার শীর্ষে পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছেন।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী 'সারা' (আ)

তাঁর অনুপম সৌন্দর্য

"আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : ইবরাহীম (আ) সারাকে সাথে নিয়ে হিজরত করেছিলেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এমন একটি জনপদে উপস্থিত হলেন, যেখানে এক বাদশাহ অথবা কোন এক অত্যাচারী থাকত। তাঁকে (বাদশাহকে) অবহিত করা হল যে, ইবরাহীম একজন মহিলাসহ আগমন করেছে, যে সবচেয়ে সুন্দরী ও সুশ্রী নারী।[১] সে (বাদশাহ) তাঁর (ইবরাহীমের) কাছে লোক পাঠালো।" (বুখারী ও মুসলিম)[২]

কঠিন মুহূর্তেও তাঁর স্থিরতা

"সে (বাদশাহ) তাঁর (ইবরাহীমের) কাছে এ মর্মে জানতে চেয়ে লোক পাঠাল যে, হে ইবরাহীম! তোমার সঙ্গিনী মহিলাটি কে? তিনি বললেন : আমার বোন। তারপর সারা'র কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন : আমার কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করো না। আমি তাদেরকে জানিয়েছি যে, তুমি আমার বোন। আল্লাহর শপথ! এ সমগ্র এলাকায় আমি আর তুমি ছাড়া কোন ঈমানদার নেই। এরপর তিনি তাঁকে (সারাকে) বাদশাহর কাছে পাঠালেন।" (এটি উপরোক্ত হাদীসের অংশ বিশেষ)

আল্লাহর প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা

"এরপর তিনি তাঁকে (সারাকে) বাদশাহর কাছে পাঠালেন। বাদশাহ তাঁর কাছে গেলে তিনি (সারা) উঠলেন, অযু করে নামায পড়লেন এবং এ বলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমি সত্যিকারভাবেই যদি তোমার ও তোমার রসূলের প্রতি ঈমান এনে থাকি এবং আমার সতীত্ব রক্ষা করে থাকি, তাহলে কাফেরকে আমার উপর আধিপত্য দান করো না। তৎক্ষণাৎ সে (বাদশাহ মাটিতে পড়ে) সংগাহীন হয়ে গেল এবং পা রগড়াতে শুরু করল।" (এটিও পূর্বোক্ত হাদীসের অংশবিশেষ)

www.amarboi.org

তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও পরিণামদর্শিতা

"তখন সারা বললেন : হে আল্লাহ! যদি সে এখন মৃত্যুবরণ করে, তাহলে বলা হবে যে, এ মহিলাটিই একে হত্যা করেছে। সুতরাং তার সংগা ফিরে এলে সে আবার তাঁর (সারার) কাছে এগিয়ে গেল। তখন তিনি উঠে অযু করে নামায আদায়ের পর দোয়া করলেন : হে আল্লাহ! আমি যদি সত্যিই তোমার ও তোমার রসূলের প্রতি ঈমান এনে থাকি এবং আমার সতীত্ব রক্ষা করে থাকি, তাহলে এ কাফেরকে আমার উপর আধিপত্য প্রদান করো না। (একথা বলার সাথে সাথে) সে (বাদশাহ) মাটিতে পড়ে সংগা হারিয়ে ফেলল এবং পা রগড়াতে শুরু করল। তখন সারা বললেন : হে আল্লাহ! এখন যদি সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে বলা হবে, এ মহিলাটি একে হত্যা করেছে। সুতরাং দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বারে সে সংগা ফিরে পেল।"(এটিও পূর্বোক্ত হাদীসের অংশবিশেষ)

তাঁর প্রতি আল্লাহর সম্মান প্রদর্শন

"সুতরাং দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বারে সংগা ফিরে পেয়ে সে (বাদশাহ) বলল : আল্লাহর শপথ! তোমরা আমার কাছে এক শয়তান ছাড়া অন্য কিছু প্রেরণ করনি। তাকে ইবরাহীমের কাছে নিয়ে যাও এবং হাজেরাকে তাকে প্রদান কর। তখন তিনি (সারা) ইবরাহীমের কাছে ফিরে এসে তাঁকে বললেন : আপনি কি বুঝতে পেরেছেন যে, আল্লাহ কাফেরকে নিরাশ করেছেন এবং একজন দাসী প্রদান করেছেন?" (এটিও পূর্বোক্ত হাদীসের অংশবিশেষ) (বুখারী ও মুসলিম)[৩]

অতিথিদের অভ্যর্থনায় তাঁর অংশগ্রহণ ও ফেরেশতাদের দেয়া সুসংবাদ প্রাপ্তি

আল্লাহর বাণী :

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ – فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ... اِنَّه حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ .

"আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে এলো। তারা বলল: "সালাম"। সেও বলল : "সালাম"। সে অবিলম্বে এক কাবাব করা গো-বৎস আনল। সে যখন দেখল যে, তাদের হাত সেদিকে প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তাদেরকে অবাঞ্ছিত মনে করল এবং তাদের ব্যাপারে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল। তারা বলল : ভয় করো না। আমাদের লূতের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে। তখন তার স্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিল এবং সে হাসল। তারপর আমি তাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম। সে বলল, কি আশ্চর্য! আমি সন্তানের মা হব অথচ আমি বৃদ্ধা এবং এ আমার স্বামীও বৃদ্ধ। এটা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার। তারা বলল : আল্লাহর কাজে তুমি বিস্ময় বোধ করছ? হে পরিবারবর্গ! তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও কল্যাণ। নিশ্চয়ই তিনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।" (হূদ : ৬৯-৭৩)

www.amarboi.org

হযর ইসমাঈল (আ) এর মাতা হাজেরা (আ)

আল্লাহর প্রতি তাঁর নির্ভরশীলতা

"ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন : নারী জাতি সর্বপ্রথম ইসমাঈল (আ) এর মাতা হাজেরা থেকেই কোমরবন্ধ তৈরি করা শিখেছে। হাজেরা সারা থেকে আপন নিদর্শনাবলী গোপন করার উদ্দেশ্যেই কোমরবন্ধ লাগাতেন। তারপর ইবরাহীম (আ) হাজেরা ও তার শিশুপুত্র ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে (নির্বাসন দানের জন্য) বের হলেন। পথে হাজেরা শিশুকে দুধ পান করাতেন। শেষ পর্যন্ত ইবরাহীম (আ) তাদের উভয়কে নিয়ে যেখানে কাবা শরীফ অবস্থিত, সেখানে উপস্থিত হলেন এবং মসজিদের উঁচু অংশে যমযমের উপরের এক বিশাল বৃক্ষতলে তাদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল কোন জনমানব, না ছিল পানির কোন ব্যবস্থা। এরপর সেখানেই তিনি তাদেরকে রেখে গেলেন এবং একটি থলেতে করে কিছু খেজুর আর একটি মশকে স্বল্প পরিমাণ পানি দিয়ে গেলেন।

তারপর ইবরাহীম (আ) (নিজ গৃহ অভিমুখে) ফিরে চললেন। ইসমাঈলের মাতা (হাজেরা) তাঁর পিছু পিছু ছুটে আসলেন। এবং চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন, হে ইবরাহীম! কোথায় চলে যাচ্ছ? আর আমাদের রেখে যাচ্ছ এমন এক প্রান্তরে, যেখানে না আছে কোন সাহায্যকারী, না আছে পানাহারের কোন বস্তু। তিনি বারবার একথা বলতে লাগলেন।

কিন্তু ইবরাহীম (আ) সেদিকে ফিরেও তাকালেন না। তখন হাজেরা (আ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এ (নির্বাসনের) আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ দিয়েছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। জবাব শুনে হাজেরা বললেন : তাহলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না। তারপর তিনি ফিরে আসলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, [৪] হাজেরা বলেছিলেন : হে ইবরাহীম! তুমি আমাদের কার কাছে রেখে যাচ্ছ? তিনি বললেন : আল্লাহর কাছে। হাজেরা বললেন : আমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।" (বুখারী) [৫-ক]

নির্বাসনকালীন নিসঙ্গতায়ও তাঁর স্থিরতা

ইবরাহীম (আ)-ও সামনে চললেন। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে এসে পৌঁছলেন, যেখানে–স্ত্রী-পুত্র আর তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল না, তখন তিনি কাবা ঘরের প্রতি মুখ করে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে এ দোয়া করলেন : "হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার পবিত্র ঘরের নিকটে এমন এক ময়দানে আমার সন্তান ও পরিজনের বসতি স্থাপন করে যাচ্ছি, যা কৃষির অনুপযোগী এবং জনশূন্য মরুভূমি। প্রভু হে! উদ্দেশ্য এ, তারা সালাত কায়েম করবে। কাজেই তুমি অন্যান্য লোকের মনকে এদিকে আকৃষ্ট করে দাও এবং প্রচুর ফলফলাদি দ্বারা এদের রিজিকের ব্যবস্থা করে দাও। যাতে তারা তোমার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারে।

(এ বলে ইবরাহীম চলে গেলেন) এবং ইসমাঈলের মাতা ইসমাঈলকে দুধপান করাতেন আর নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। এক সময় মশকের পানি ফুরিয়ে গেলে

www.amarboi.org

তিনি নিজে তৃষ্ণার্ত হলেন এবং তাঁর শিশুপুত্রটিও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুর প্রতি দেখতে লাগলেন, পিপাসায় শিশুটি মোচড় দিতে লাগল...। শিশু পুত্রের (এ করুণ অবস্থার) দিকে তাকানো তাঁর পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠলে তিনি সরে গেলেন এবং তার অবস্থান সংলগ্ন সাফা পর্বতকে একমাত্র নিকটতম পর্বত হিসেবে পেলেন। কাজেই তিনি তার উপরে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ময়দানের দিকে মুখ করলেন। এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখলেন কাউকে দেখা যায় কিনা। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন দ্রুত সাফা পর্বত থেকে নেমে পড়লেন। যখন তিনি নিচু ময়দানে পৌঁছলেন, তখন নিজের কামিজের একদিক তুলে একজন ক্লান্ত ব্যক্তির ন্যায় দৌড়ে চললেন। অবশেষে ময়দান অতিক্রম করে মারওয়া পাহাড়ের কাছে এসে গেলেন এবং তার উপর উঠে দাঁড়ালেন। তারপর চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, কাউকে দেখতে পান কিনা। কিন্তু কাউকে দেখলেন না। তিনি অনুরূপ ভাবে সাতবার (পাহাড় দ্বয়ের মাঝে দৌড়াদৌড়ি) করলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : এজন্যই (হজ্জের সময়) মানুষ এ পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সাতবার 'সাঈ' বা দৌড়াদৌড়ি করে। (এটি পূর্বোক্ত হাদীসের অংশবিশেষ)

আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন

তারপর যখন তিনি মারওয়া পাহাড়ের উপর উঠলেন, একটি আওয়াজ শুনলেন। তখন নিজেই নিজকে বললেন : একটু অপেক্ষা কর। এরপর তিনি (একাগ্রতার সাথে ঐ আওয়াজের দিকে) কান দিলেন। আবারও শব্দ শুনলেন। তখন বললেন, তোমার আওয়াজ তো শুনছি। যদি তোমার কাছে সাহায্যকারী কেউ থাকে, তবে আমাকে সাহায্য কর। অকস্মাৎ তিনি যমযম যেখানে অবস্থিত, সেখানে একজন ফেরেশতাকে দেখতে পেলেন। সেই ফেরেশতা নিজের পায়ের গোড়ালি দিয়ে আঘাত করলেন। কিংবা তিনি বলেন : নিজের ডানা দিয়ে আঘাত করলেন। ফলে আঘাতের স্থান থেকে পানি উপচে উঠতে লাগলো। হাজেরা এর চারপাশে নিজ হাতে বাঁধ দিয়ে তাকে হাউজের আকার দান করলেন এবং অঞ্জলি ভরে তার মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। হাজেরার অঞ্জলি ভরার পরে পানি উছলে উঠতে লাগলো। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : আল্লাহ ইসমাঈলের মাতার প্রতি রহম করুন। যদি তিনি যমযমকে (বাঁধ না দিয়ে ঐভাবে) ছেড়ে দিতেন কিংবা তিনি বলেছেন : যদি তিনি অঞ্জলি ভরে (মশকে জমা) না করতেন, তাহলে যমযম (কূপ না হয়ে) হত একটি প্রবহমান ঝরনা। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর হাজেরা পানি পান করলেন এবং শিশু পুত্রকে দুধ পান করালেন। তখন ফেরেশতা তাঁকে বললেন : ধ্বংসের কোন আশংকা আপনি করবেন না। কেননা এখানেই আল্লাহর ঘর রয়েছে। এ শিশু তার পিতার সাথে মিলে এটি পুন: নির্মাণ করবে এবং আল্লাহ তাঁর পরিজনকে কখনও ধ্বংস করবেন না। (এটি পূর্বোক্ত হাদীসের অংশবিশেষ)

www.amarboi.org

সমাজ জীবন গঠন ও উত্তম ব্যবস্থাপনা

"ঐ সময় বায়তুল্লাহ জমিন থেকে টিলার ন্যায় উঁচু ছিল। প্লাবন ও বন্যা আসার ফলে তার ডানে–বামে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। হাজেরা এভাবেই দিন যাপন করছিলেন। শেষ পর্যন্ত "জুরহুম" গোত্রের একদল লোক তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে গেল। কিংবা তিনি বলেছেন, "জুরহুম" গোত্রের কিছু লোক "কাদো"*র পথে (এদিকে) আসছিল। তারা মক্কার নিম্নভূমিতে অবতরণ করল এবং দেখতে পেল কতগুলো পাখী চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয় এ পাখীগুলো পানির উপরই ঘুরছে।

অথচ আমরা এ ময়দানে বহুকাল কাটিয়েছি। কিন্তু কোন পানি এখানে ছিল না। তারপর তার একজন বা দু'জন লোক (সেখানে) পাঠাল। তারা গিয়েই পানি দেখতে পেল এবং ফিরে এসে সবাইকে পানির সংবাদ দিল। (সংবাদ পেয়ে) সবাই সেদিকে অগ্রসর হল।

বর্ণনাকারী বলেছেন, ইসমাঈলের মাতা পানির কাছে বসে ছিলেন। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি আমাদের অনুমতি দিবেন কি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তবে, এ পানির উপর তোমাদের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। তারা "হ্যাঁ" বলে সম্মতি জানাল। ইবনে আব্বাস বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, এ ঘটনা ইসমাঈলের মাতার জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিল। তিনিও মানুষের সাহচর্য কামনা করছিলেন। এরপর আগন্তুক দলটি সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার– পরিজনের কাছেও সংবাদ পাঠাল। তারাও এসে এদের সাথে বসবাস করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সেখানে কয়েকটি খান্দানের উদ্ভব হল। ইসমাঈলও (আস্তে আস্তে) বড় হলেন, তাদের কাছ থেকে আরবী ভাষা শিখলেন। যৌবনে তিনি তাদের অধিক আগ্রহের বস্তু ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। তিনি যৌবনপ্রাপ্ত হলে তারা তাদেরই এক মেয়েকে তাঁর সঙ্গে বিয়ে দিল।"[৫-খ]

রসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা)

"হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : (সেকালের) সমগ্র নারী কুলের মধ্যে ইমরান কন্যা মারয়াম হলেন সর্বোত্তম। আর (একালে) নারীকুলের সেরা হলেন হযরত খাদীজা।"(বুখারী ও মুসলিম)[৬]

স্বামীর একান্ত সান্নিধ্যে

"উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি সর্বপ্রথম যে অহী শুরু হয়,তা ছিল ঘুমের মধ্যে সু–স্বপ্ন রূপে। অতএব যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে ঊষার আলোকের ন্যায় প্রকাশ পেত। তারপর তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং 'হেরা'র গুহায় তিনি নির্জনে কাটাতে থাকেন। আপন

---

* মক্কার উচ্চভূমির একটি স্থানের নাম।

www.amarboi.org

পরিবারের কাছে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক রাত ইবাদাতে নিমগ্ন থাকতেন এবং এর জন্য তিনি কিছু খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তারপর খাদীজার কাছে ফিরে এসে পুনরায় ততদিনের জন্য কিছু খাদ্য সামগ্রী নিয়ে যেতেন। এমনিভাবে হেরা গুহায় থাকতেই হঠাৎ একদিন তাঁর কাছে অহী এলো।"[৭]

তাঁর বিচক্ষণতা ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা

"তাঁর কাছে ফেরেশতা এসে বলল, 'পড়'। রসূলুল্লাহ (স) বলেন: আমি তখন বললাম, আমি তো পড়তে জানিনা। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : তারপর তিনি আমাকে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হতে লাগল। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়'। আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হতে লাগল। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়'। আমি জবাব দিলাম, আমি তো পড়তে জানি না। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : তারপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে ধরে চাপ দিলেন। এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়, আর তোমার প্রভু মহা মহিমান্বিত।

"তারপর আল্লাহর ঐ বাণী নিয়ে রসূলুল্লাহ (স) ফিরে এলেন। তাঁর অন্তর তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদের কাছে এসে বললেন, আমাকে কম্বল দিয়ে আবৃত কর, আমাকে কম্বল দিয়ে আবৃত কর। তারা তখনই তাঁকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর অস্থিরতা দূর হলো। তখন খাদীজার কাছে তিনি সকল ঘটনা বিবৃত করে তাঁকে বললেন, আমি আমার নিজের উপর আশংকা বোধ করছি। খাদিজা বললেন, আল্লাহর শপথ, কখনো না। আল্লাহ আপনাকে কখনও অপদস্থ করবেন না। আপনি তো আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায়-অনাথের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, নি:স্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং প্রকৃত দুর্দশাগ্রস্থকে সাহায্য করেন।"[৮] [এটুকু পূর্বোক্ত হাদীসের অংশবিশেষ]

রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি তাঁর সযত্ন দৃষ্টি ও সদ্ব্যবহার

"এরপর তাঁকে নিয়ে খাদিজা তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উযযার কাছে গেলেন। তিনি জাহেলী যুগে ঈসায়ী ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি ইবরানী (হিব্রু) ভাষায় কিতাব লিখতেন এবং আল্লাহর তওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইনজীল থেকে অনুবাদ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ। তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা তাকে বললেন, হে আমার পিতৃব্য পুত্র! আপনার ভ্রাতৃস্পুত্রের কথা শুনুন। ওয়ারাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ভ্রাতৃস্পুত্র! তুমি কি দেখ? রসূলুল্লাহ (স) তখন যা দেখেছিলেন, সবই খুলে বললেন। তখন ওয়ারাকা তাঁকে বললেন, এ সেই দূত যাকে আল্লাহ মূসা (আ)-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। হায় আফসোস! আমি যদি সে দিন যুবক থাকতাম। হায়! আমি যদি সেদিন বেঁচে থাকতাম, যেদিন তোমার সম্প্রদায় তোমাকে বের করে দেবে! রসূলুল্লাহ

www.amarboi.org

(স) বললেন, তারা কি আমাকে বের করে দেবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অতীতে যেই তোমার মত কিছু নিয়ে এসেছে তার সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি বেঁচে থাকি, আমি তোমাকে সর্বাত্মক সাহায্য করব।" [এটুকু পূর্বোক্ত হাদীসের অংশবিশেষ] (বুখারী ও মুসলিম)[৯]

"ইমাম আহমদ (রা) থেকে বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় আছে : রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ... যখন সকল মানুষ আমাকে অস্বীকার করেছিল, তখন খাদীজা আমার প্রতি ঈমান এনেছিল। সকলে যখন আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল, তখন খাদীজা আমাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিল। সবাই যখন আমাকে বঞ্চিত করেছিল, তখন খাদীজাই তাঁর সম্পদ দিয়ে আমার সহায়তা করেছিল।"[১০]

রসূলুল্লাহ (স)-এর ঔরসজাত সন্তানাদি গর্ভে ধারণ

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ... কখনও আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতাম : মনে হয় যেন এ দুনিয়াতে খাদীজা ছাড়া আর কোন স্ত্রীলোকই নেই। তখন তিনি বলতেন, হ্যাঁ সে এরূপই ছিল, এরূপই ছিল। আর তার গর্ভেই আমার সন্তান–সন্ততি হয়েছিল।" (বুখারী)[১১]

ইমাম আহমদ (রা) বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় রয়েছে : রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : "... অন্য কোন স্ত্রী থেকে যখন আমি সন্তান লাভ করতে পারিনি, তখন আল্লাহ তাঁর (খাদীজার) সন্তানই আমাকে দান করেছেন।"[১২, ১৩]

তাঁর প্রতি রসূলুল্লাহ (স)-এর ভালবাসা

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : তাঁর (খাদীজার) প্রতি ভালবাসা আমাকে বিশেষ ভাবে দান করা হয়েছে।" (মুসলিম)[১৪]

রসূলুল্লাহ (স)-এর তাঁর স্মৃতিচারণ

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খাদীজার প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হতো, ততটা ঈর্ষা রসূলুল্লাহ (স)-এর অপর কোন স্ত্রীর প্রতি আমি পোষণ করতাম না, অথচ আমি তাঁকে দেখিনি। কিন্তু (ঈর্ষার কারণ ছিল) রসূলুল্লাহ (স) প্রায়ই তাঁর কথা আলোচনা করতেন এবং যখন- তখন বকরী জবাই করে তা কেটেকুটে (গোশত বানিয়ে) খাদীজার বান্ধবীদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৫]

"আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদিন) খাদীজার বোন হালা বিনতে খুয়াইলিদ রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য অনুমতি চাইলেন। (দু বোনের কণ্ঠস্বর একই রকম ছিল বলে) রসূলুল্লাহ (স) খাদীজার অনুমতি চাওয়ার কথা মনে করে আঁতকে উঠলেন। তারপর তিনি বললেন : হায় আল্লাহ! এতো হালা বিনতে খুয়াইলিদ। আয়েশা (রা) বলেন : এতে আমার ভীষণ ঈর্ষা হলো। আমি বললামঃ এক কুরাইশ বুড়ির কথাই কি কেবল আপনার মনে পড়ে, যার গণ্ডদ্বয় ছিল লাল টুকটুকে, যে

www.amarboi.org

পরপারে পাড়ি জমিয়েছে এবং যার চেয়ে উত্তম স্ত্রী আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন?" (বুখারী ও মুসলিম) [১৬]

ইমাম আহমদ (রা) এর এক বর্ণনায় আছে, " রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : খাদীজার চেয়ে উত্তম কোন স্ত্রী আল্লাহ আমাকে দান করেন নি।" [১৭]

তাঁর প্রতি আল্লাহর সম্মান প্রদর্শন

"আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদা) জিবরাঈল (আ) রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ যে খাদীজা একটা পাত্র নিয়ে আসছেন, যাতে তরকারি কিংবা খাবার অথবা কোন পানীয় দ্রব্য রয়েছে। যখন তিনি আপনার কাছে আসবেন তখন আপনি তাকে তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন এবং তাকে জান্নাতের মধ্যে মণি–মুক্তা খচিত এমন একটা প্রাসাদের সুসংবাদ দেবেন-যেখানে না কোন শোরগোল এবং না কোন কষ্ট–ক্লেশ থাকবে।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৮]

রসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা ফাতিমাতুয যোহরা (রা)

পিতার প্রতি তাঁর সযত্ন দৃষ্টি

শৈশবে : "আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার রসূলুল্লাহ (স) কাবার নিকটে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আর কুরাইশের একটি দল তাদের মজলিস জমিয়ে বসে ছিল। এমন সময় তাদের একজন বলল : তোমরা কি এ রিয়াকারীকে দেখনি? তোমাদের এমন কে আছে, যে অমুক গোত্রের উট জবাই করার স্থান পর্যন্ত যেতে রাজী? সেখান থেকে গোবর, রক্ত ও নাড়িভুঁড়ি নিয়ে এসে অপেক্ষায় থাকবে। যখন সে সিজদায় যাবে, তখনই এগুলো তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। এ কাজের জন্য তাদের চরম হতভাগ্য ব্যক্তি (উকবা ইবনে আবু মু'আইত) উঠে দাঁড়ালো (এবং তা নিয়ে এলো)। যখন রসূলুল্লাহ (স) সিজদায় গেলেন, সে তাঁর দু'কাঁধের মাঝখানে সেগুলো রেখে দিল। রসূলুল্লাহ (স) সিজদায় স্থির রয়ে গেলেন। এতে তারা হাসাহাসি করতে লাগল। এমনকি হাসতে হাসতে একজন আরেক জনের গায়ের উপর লুটিয়ে পড়তে লাগলো। (এ অবস্থা দেখে) এক ব্যক্তি ফাতিমা (রা)–এর কাছে গেল। তখন তিনি ছোট বালিকা মাত্র ছিলেন। তিনি দৌড়ে চলে এলেন। তখনও রসূলুল্লাহ (স) সিজদারত ছিলেন। ফাতিমা (রা) সেগুলো তার উপর থেকে ফেলে দিলেন এবং মুশরিকদের লক্ষ্য করে গালমন্দ দিতে লাগলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৯]

যৌবনে : "সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁকে রসূলুল্লাহ (স) ওহোদের দিনের যখম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখমন্ডলে আঘাত পেয়েছিলেন। তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং শিরস্ত্রাণও ভেঙ্গে গিয়েছিল। হযরত আলী (রা) পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন, আর ফাতিমা (রা) রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করছিলেন। রক্তক্ষরণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে তিনি (ফাতিমা) একটি

www.amarboi.org

চাটাই জ্বালিয়ে ছাই বানালেন এবং তা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। এরপর রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেল। (বুখারী ও মুসলিম)[২০]

আলী ইবনে আবু তালিবের সাথে বিবাহ

"আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ... এ সময় রসূলুল্লাহ (স) এর কন্যা ফাতিমার সাথে বাসর রচনার ইচ্ছা করে আমি বনী কাইনুকার একজন স্বর্ণকারকে 'এযখের' নামক এক প্রকার ঘাস আনার উদ্দেশ্যে আমার সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঠিক করলাম। আমি চেয়েছিলাম ওগুলো স্বর্ণকারদের কাছে বিক্রি করে তা দ্বারা আমার বিয়ের ওলীমার ব্যবস্থা করবো।"(বুখারী ও মুসলিম)[২১]

সহনশীলতা ও গৃহ পরিচর্যা

"আলী (রা) বর্ণনা করেন, ফাতিমা হাত দিয়ে যাঁতা ঘুরানোর ফলে হাতে ফোসকা পড়ে যাওয়ার অভিযোগ নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এলেন। ফাতিমা জানতে পেরেছিলেন তাঁর কাছে কিছু গোলাম এসেছে। কিন্তু তাঁর সাথে ফাতিমার দেখা হলো না। তিনি আয়েশা (রা)কে ঘটনা বলে চলে গেলেন। নবী (স) বাড়িতে এলে আয়েশা (রা)তাঁকে সে সম্পর্কে অবহিত করলেন।

আলী বলেন, তিনি আমাদের কাছে এমন সময় এলেন যখন আমরা ঘুমের জন্য শুয়ে পড়েছি। আমরা উঠতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তিনি বললেন : নিজের জায়গায় থাকো। তিনি এসে আমার ও ফাতিমার মাঝখানে বসলেন। আমি আমার পেটে তাঁর পায়ের স্পর্শ অনুভব করলাম। তিনি বললেন : তোমরা আমার কাছে যা চেয়েছো তার চেয়েও কল্যাণকর জিনিসের কথা কি তোমাদের বলে দেব? যখন তোমরা বিছানায় যাও, তেত্রিশ বার "সুবহানাল্লাহ', তেত্রিশ বার 'আল-হামদু লিল্লাহ' এবং চৌত্রিশ বার 'আল্লাহু আকবর' পড়বে। এটা তোমাদের উভয়ের জন্য খাদেমের চেয়েও উত্তম।" (বুখারী ও মুসলিম)[২২]

ইমাম আবু দাউদ (র)-এর এক বর্ণনায় আছে, "আলী (র) বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা ফাতিমা আমার কাছে (স্ত্রী হিসেবে) ছিলেন। যাঁতা ঘুরানোর ফলে তাঁর হাতে ফোসকা পড়ে গিয়েছিল। ঘাড়ে করে পানি বহন করার ফলে তাঁর কাঁধে দাগ পড়ে গিয়েছিল। ঘর ঝাড়ু দেবার ফলে তাঁর কাপড় ধুলিমলিন হয়ে উঠেছিল। অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে : রুটি সেঁকতে সেঁকতে তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।"[২৩]

তাঁর জন্য রসূলুল্লাহ (স)-এর ক্রোধ

"মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আলী (রা) একবার আবু জেহেলের কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ফাতিমা (রা) এ সংবাদ শুনে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বললেন : আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে যে, আপনি নিজের মেয়ের জন্য (কারো প্রতি) রাগ করেন না। (এখন দেখুন) এ আলী

www.amarboi.org

আবু জেহেলের কন্যাকে বিবাহ করতে চাচ্ছে। একথায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন। (তিনি সাহাবাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন)। আমি তাঁকে কালেমা শাহাদাত পড়তে শুনলাম। তারপর তিনি বললেন : আমি আবুল 'আস ইবনে রাবী'-এর সাথে যয়নাবের (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জ্যেষ্ঠ কন্যা) বিয়ে দিয়েছিলাম। সে যেকথা বলেছিল তাতে সে নিজেকে সত্য প্রমাণ করেছে। আর নিসন্দেহে ফাতিমাও আমার (শরীরের) একটি অংশ এবং তাকে কেউ কষ্ট দেবে এটা আমি পছন্দ করি না। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে : আর আমার ভয় হয় এভাবে তার দীনদারী প্রভাবিত হবে। ... অবশ্যই আমি হালালকে হারাম করতে এবং হারামকে হালাল করতে পারি না। তবে আল্লাহর কসম, আল্লাহর নবীর কন্যা এবং আল্লাহর দুশমনের কন্যা একত্র হতে পারে না কোনো দিন। [২৪] এর ফলে আলী (রা) বিয়ের পয়গাম প্রত্যাহার করেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৫]

তাঁর এবং স্বামী ও সন্তানদ্বয়ের প্রতি রসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মান প্রদর্শন

"আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণিত। একদিন প্রত্যুষে রসূলুল্লাহ (স) কালো পশমের তৈরি কম্বল গায়ে দিয়ে বের হলেন। এমন সময় হাসান ইবনে আলী এলে তিনি তাকে তার মধ্যে প্রবেশ করালেন। এমন সময় হাসাব ইবনে আলী এলে তিনি তাকে তার মধ্যে প্রবেশ করালেন। এরপর হুসাইন এলে তিনি তাকেও ভেতরে নিয়ে নিলেন। তারপর ফাতিমা (রা) এলে তাকেও ভেতরে প্রবেশ করালেন। পরিশেষে আলী (রা) এলে তাকেও ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে বললেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহ আহলে বাইতের লো:ক হিসেবে তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পবিত্র করতে চান।" (মুসলিম)[২৬]

"উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রীগণ তাঁর কাছে একত্রিত হয়েছিলাম। আমাদের একজনও অনুপস্থিত ছিল না। এমন সময় ফাতিমা (রা) আগমন করলেন ... রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে দেখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন : আমার মেয়ের আগমন শুভ হোক। তিনি নিজের ডানে অথবা বামে তাকে বসালেন। তারপর তাঁর সাথে কানে কানে কোনো কথা বললেন। তখন ফাতিমা (রা) খুব কাঁদতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বিষণ্ন ও দু:খ ভারাক্রান্ত হতে দেখে আরেকবার তাঁর কানে কানে কিছু বললেন। এবার হঠাৎ ফাতিমা (রা) হাসতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রীদের মধ্য থেকে আমি বললাম, (হে ফাতিমা!) রসূলুল্লাহ (স) আমাদের মধ্য থেকে বিশেষ করে আপনার সাথে গোপনে কথা বলেছেন। এরপরও আপনি কাঁদছেন? তারপর যখন রসূলুল্লাহ (স) উঠে গেলেন, তখন আমি ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (স) আপনার সাথে গোপনে কি কথা বলেছেন? তিনি বললেন, আমি আপনার কাছে রসূলুল্লাহ (স)-এর গোপনীয়তা ফাঁস করবো না। এরপর যখন রসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাত হয়ে গেল, তখন আমি ফাতিমা

www.amarboi.org

(রা)-কে বললাম, আমি আপনাকে কসম দিচ্ছি! আপনার ওপর আমার যে হক আছে, তার বিনিময়ে আপনি আমার কাছে তা বলে দিন। ফাতিমা (রা) বললেন, হ্যাঁ, (এবার বলতে পারি)। সুতরাং তিনি আমাকে জানাতে গিয়ে বললেন, প্রথম বার গোপনে তিনি যে কথা বলেছেন তা হলো, তিনি আমার কাছে বর্ণনা করেন, জিবরাঈল (আ) প্রতি বছর একবার কুরআন নিয়ে তাঁর কাছে আসতেন। এ বছর তা নিয়ে এসেছেন দু'বার। এখন আমার ইন্তেকালের সময় অতি নিকটবর্তী বলে বোধ হচ্ছে। তাই আল্লাহকে ভয় করে চল এবং সবর কর। আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রগমনকারী। সুতরাং (একথা শুনে) আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম- যেরূপ আপনি আমাকে কাঁদতে দেখেছেন। তিনি আমার বে-সবরি ও কাতর ভাব দেখে দ্বিতীয় বার আমাকে চুপে চুপে বললেন, হে ফাতিমা! তুমি কি মুসলিম নারীদের নেত্রী হওয়া পছন্দ করো না? কিংবা বলেছেন, এ উম্মতের নারীদের নেত্রী হওয়া পছন্দ করো না? [অন্য এক বর্ণনায় আছে : [২৭-ক] তাই আমি হেসেছি।]" (বুখারী ও মুসলিম)[২৭-খ]

আবু দাউদ, তিরমিযি ও নাসায়ী শরীফের এক বর্ণনায় আছে, ... "আর তিনি (ফাতিমা) যখনই রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসতেন, তখনই তিনি এগিয়ে যেতেন, তাঁকে চুম্বন করতেন এবং নিজ আসনে বসাতেন। অনুরূপ ভাবে রসূলুল্লাহ (স) তাঁর কাছে গেলে তিনিও তাই করতেন। পরবর্তীতে রসূলুল্লাহ (স) সুস্থ হয়ে গেলে ফাতিমা (রা) তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন এবং ঝুঁকে পড়ে তাঁকে চুম্বন করলেন।"[২৮]

"আবু হুরাইরাহ দাওসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) দিনের কোন এক সময় রসূলুল্লাহ (স) বের হলেন। (আমি তাঁর সাথে ছিলাম কিন্তু) তিনি আমার সাথে কোন কথা বললেন না। আমিও তাঁর সাথে কথা বললাম না। এমতাবস্থায় তিনি বনী কাইনুকার বাজারে উপনীত হলেন (এবং সেখান থেকে ফিরে) ফাতিমার (রা) বাড়ির আঙ্গিনায় বসে বললেন, খোকা (হাসান) কি এখানে আছে, খোকা কি এখানে আছে? ফাতিমা তাঁকে (হাসানকে) আসতে দিতে কিছুক্ষণ বিলম্ব করলেন। (আবু হুরাইরাহ বলেন) এ কারণে আমি মনে করলাম, তিনি তাকে মালা পরাচ্ছেন অথবা গোসল করিয়ে দিচ্ছেন। তারপর দ্রুত গতিতে সে (হাসান) আসল। রসূলুল্লাহ (স) তাকে বুকে চেপে ধরলেন এবং চুমু খেলেন, এরপর বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ভালবাস এবং যারা তাকে ভালবাসে তাদেরকেও ভালবাস।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৯]

"হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত।... আমি রসূলুল্লাহ (স)- কে বলতে শুনেছি, তারা দু'জন (হাসান ও হুসাইন) আমার পার্থিব জীবনের দু'টি রত্ন।" (বুখারী)[৩০]

রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তাঁর সন্তানের সাদৃশ্য

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ... এবং ফাতিমা (রা) পায়ে হেঁটে আগমন করলেন। এবং তার হাঁটা চলা ছিল রসূলুল্লাহ (স)-এর হাঁটা-চলার মত।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩১]

www.amarboi.org

"হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান ইবনে আলীর আকৃতিতে রসূলুল্লাহ (স)-এর যে পরিমাণ সাদৃশ্য ছিল তার চেয়ে অধিক সাদৃশ্য আর কারো আকৃতিতে ছিলনা।" (বুখারী)[৩২]

"আবু দাউদ, তিরমিযি ও নাসায়ী শরীফের এক বর্ণনায় আছে : রসূলুল্লাহ (স)-এর নিরবতা, আচরণ ও গাম্ভীর্যের সাথে ফাতিমার উঠা-বসার ও আচরণের যে সামঞ্জস্য ছিল, তার চেয়ে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ আর কাউকে আমি দেখিনি।"[৩৩]

তাঁর প্রতি আল্লাহর সম্মান প্রদর্শন

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... রসূলুল্লাহ (স) ফাতিমাকে বলেছেন, তুমি জান্নাতবাসীনী রমণীগণের নেত্রী হবে-এতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও?" (বুখারী)[৩৪]

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)

"আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। (একদা) তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনার কাছে সর্বাধিক প্রিয় মানুষ কে? তিনি বলেছিলেন, আয়েশা। আমি (রাবী) বললাম, পুরুষদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় কে? তিনি বললেন, তার (আয়েশার) পিতা।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৫]

যে বিশেষ পরিবেশে তিনি বেড়ে উঠেছেন

"রসূলুল্লাহ (স)-এর পত্নী আয়েশা (রা) বলেন : আমি আমার পিতা–মাতাকে দীন ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম পালন করতে কখনো দেখিনি। আর এমন কোন দিন যায়নি যে দিন সকাল–সন্ধ্যায় রসূলুল্লাহ (স) আমাদের বাড়ি আসেননি। মুসলমানদের উপর যখন অত্যাচার শুরু হলো, তখন একদিন আবু বকর (রা) মুহাজির বেশে আবিসিনিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনি যখন 'বরকুল গিমাদ' নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন 'কারাহ' গোত্রের সর্দার ইবনুদ দাগিনার সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো। সে বলল : হে আবু বকর! আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি জবাব দিলেন, আমার সম্প্রদায় আমাকে বের করে দিয়েছে। তাই আমি ইচ্ছা করেছি, আমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবো এবং আমার রবের ইবাদত করতে থাকবো। ইবনুদ দাগিনা বললেন : আপনার মত লোক (স্বেচ্ছায় দেশ থেকে) বেরিয়ে যেতে পারে না এবং আপনার মত লোককে বহিষ্কার করাও চলে না। কেননা আপনি নিঃস্বকে উপার্জনক্ষম করেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক সংযুক্ত রাখেন, অপরের দন্ড নিজে বহন করেন, অতিথিদের আতিথেয়তা করেন এবং বিপদে–মুসিবতে সাহায্য করে থাকেন। সুতরাং আপনার আশ্রয়দাতা হিসেবে আমি থাকলাম। আপনি ফিরে চলুন এবং নিজ দেশে থেকেই নিজের রবের ইবাদত করুন। তখন তিনি ফিরে এলেন এবং ইবনুদ দাগিনাও তাঁর সাথে এলেন। (মক্কায় পৌঁছে) ইবনুদ দাগিনা কোন এক সন্ধ্যায় সম্ভ্রান্ত কুরাইশদের সাথে (কা'বা ঘরের) তওয়াফ করলেন এবং তাদেরকে বললেন, আবু বকরের মত লোকের পক্ষে স্বেচ্ছায় দেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়াটাও শোভনীয় নয় এবং তাঁর মত

www.amarboi.org

লোককে বহিষ্কার করাও উচিত নয়। যে লোকটা নি:স্বকে উপার্জনক্ষম করে, আত্মীয়তার বন্ধনকে সংযুক্ত রাখে, অপরের দন্ড নিজে বহন করে, অতিথি-মেহমানদের আপ্যায়ন করে এবং বিপদে সাহায্য করে থাকে, তাঁকেই কি আপনারা (দেশ থেকে) বের করে দিচ্ছেন? একথা শুনে (আবু বকরকে) আশ্রয় প্রদানকে কুরাইশরা প্রত্যাখ্যান করল না। তারা ইবনুদ দাগিনাকে বলল : আপনি আবু বকরকে বলে দিন, তিনি যেন নিজ বাড়িতেই তাঁর রবের ইবাদত করেন, সেখানেই যেন নামায পড়েন এবং যা তাঁর মন চায় তা পড়েন। এ ব্যাপারে তিনি যেন আমাদের কষ্ট না দেন। আর এসব কাজ তিনি যেন প্রকাশ্যে না করেন। কেননা আমাদের ভয় হচ্ছে (প্রকাশ্য এসব কাজ করা হলে) আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিরা (ধর্মের ব্যাপারে) বিভ্রান্তিতে পড়ে যেতে পারে। ইবনুদ দাগিনা একথা আবু বকরকে বললেন। সে অনুযায়ী কিছুদিন আবু বকর (রা) নিজের ঘরে বসে স্বীয় রবের ইবাদত করতে থাকেন। প্রকাশ্যে নামায পড়েননি এবং নিজের বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও কুরআন পড়েন নি। তারপর আবু বকরের মনে একটা খেয়াল চাপল। তিনি তাঁর বাড়ির চত্বরে একটা নামাযের ঘর তৈরি করলেন এবং সেখানে নামায পড়তে ও কুরআনও তেলাওয়াত করতে লাগলেন। এতে মুশরিকদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিরা তাঁর নিকট ভীড় জমাতে লাগলো। তারা তাঁর এ অবস্থা দেখে বিস্ময় বোধ করতো এবং তাঁর দিকে এক দৃষ্টি তাকিয়ে থাকত। কেননা আবু বকর (রা) ছিলেন (আল্লাহ প্রেমে বিগলিত প্রাণ হবার ফলে) অতিশয় ক্রন্দনরত ব্যক্তি। তিনি যখন কুরআন তেলাওয়াত করতেন, তখন তাঁর চোখ দুটোকে আয়ত্তে রাখতে পারতেন না। এ ব্যাপারটা মুশরিক কুরাইশ প্রধানদেরকে শংকিত করে তুললো।

এ সময় তারা ইবনুদ দাগিনাকে ডেকে পাঠালে তিনি তাদের নিকট এলেন। তখন তারা বলল : আপনার আশ্রয় প্রার্থনার কারণে আবু বকরকে এ শর্তে নিরাপত্তা দিয়েছিলাম যে, তিনি নিজের বাড়িতে থেকে তাঁর রবের ইবাদত করবেন। কিন্তু তিনি তা লংঘন করে নিজের বাড়ির চত্বরে একটা মসজিদ তৈরি করেছেন এবং প্রকাশ্যে তাতে নামায পড়ছেন ও কুরআন পাঠ করছেন। এতে আমাদের আশংকা হচ্ছে যে, তিনি আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে (ধর্মের ব্যাপারে) গোল বাধিয়ে দেবেন। অতএব আপনি তাকে বারণ করুন। যদি তিনি নিজের বাড়িতে থেকে নিজের রবের ইবাদত করে ক্ষান্ত হতে পারেন, তাই তিনি করবেন। আর যদি তিনি এসব কাজ প্রকাশ্য ভাবে ছাড়া করতে অস্বীকার করেন, তবে তাকে বলুন, তিনি যেন আপনার যিম্মাদারী ফিরিয়ে দেন। কেননা একদিকে আমরা যেমন আপনার (যিম্মাদানকারী) ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করাটাকে অপছন্দ করি, অরপদিকে তেমনি আবু বকরের প্রকাশ্যভাবে ধর্মানুষ্ঠানকেও আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না।

আয়েশা (রা) বলেন, এরপর ইবনুদ দাগিনা আবু বকরের নিকট এসে বললেন, যে শর্তে আমি আপনার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম তা আপনি ভাল করেই জানেন। সুতরাং আপনি (আপনার ইবাদত) হয় নিজ ঘরের মধ্যে সীমিত রাখুন অথবা আমার যিম্মাদারী আমাকে প্রত্যার্পণ করুন। কারণ কোন ব্যক্তির সাথে আমি নিরাপত্তা চুক্তির পর আমার

www.amarboi.org

ঐ চুক্তি সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে, এ কথাটা আরব জাতি শুনতে পাক তা আমি পছন্দ করি না। একথা শুনে আবু বকর (রা) বললেন : আপনার আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি আমি আপনাকে প্রত্যার্পণ করলাম। মহাপরাক্রান্ত আল্লাহর আশ্রয় প্রদানের প্রতিশ্রুতিতেই আমি সন্তুষ্ট।

(যখন এসব ঘটনা ঘটছিল) সে সময় নবী (স) মক্কায় ছিলেন। তিনি মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে (একদিন) বললেন : তোমাদের হিজরতের দেশটি প্রস্তরময় দু'প্রান্তরের মধ্যবর্তী স্থানে খেজুরের বনাঞ্চল আকারে আমাকে (স্বপ্নে) দেখানো হয়েছে।

একথা শুনে যারা হিজরত করার ছিল তারা মদীনায় হিজরত করল এবং যারা (ইতিপূর্বে) আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিল, তাদের অধিকাংশই মদীনায় চলে গেল। আবু বকরও মদীনায় হিজরতের জন্য সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেললেন। তখন রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বললেন, অপেক্ষা করুন। কেননা আমি আশা করছি যে, আমাকে হিজরতের অনুমতি দেয়া হবে। একথা শুনে আবু বকর (খুশী হয়ে) বললেন : আমার বাপ-মা আপনার জন্য কোরবান হোক, আপনি কি এমনটা আশা করেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! ফলে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথী হবার উদ্দেশ্যে আবু বকর নিজেকে (হিজরত থেকে সাময়িক ভাবে) বিরত রাখলেন এবং তাঁর কাছে যে দুটো উট ছিল তাদেরকে চার মাস পর্যন্ত বাবলা গাছের পাতা খাওয়াতে থাকলেন।

ইবনে শিহাব উরওয়া থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন : তারপর একদিন ঠিক দুপুর বেলা আমরা আবু বকরের ঘরে বসে ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আবু বকরকে বলল : (দেখ) ঐ যে রসূলুল্লাহ (স) মাথা ও মুখমন্ডলে চাদর আবৃত অবস্থায় (আসছেন)। তাঁর এ আগমনটা এমন সময় ছিল, যে সময় তিনি কখনও আমাদের এখানে আসতেন না। তখন আবু বকর বললেন : আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য উৎসর্গ হোক। আল্লাহর শপথ, কোন বিশেষ ব্যাপারেই তাঁকে এমনি অসময়ে আসতে বাধ্য করেছে।

আয়েশা (রা) বলেন : তারপর রসূলুল্লাহ (স) এসে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। এরপর আবু বকরকে বললেন : আপনার কাছে যারা বসে আছে তাদেরকে বাইরে যেতে বলুন। (মূসা ইবনে উকবা (রা)-এর এক বর্ণনা আছে, আয়েশা (রা) বলেছেন : তখন আবু বকর (রা)-এর কাছে আমি ও আসমা ছাড়া অন্য কেউ ছিল না।)[৩৬] আবু বকর বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমার বাপ আপনার জন্য কোরবান হোক! তারা তো আপনারই আপনজন। তিনি বললেন, আমাকে হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তখন আবু বকর বললেন : ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার বাপ-মা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আমি আপনার সহগামী হতে চাই। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, ঠিক আছে। আবুবকর বললেন : ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার বাপ-মা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! তাহলে আমার এ উট দুটোর একটা আপনি গ্রহণ করুন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : (হ্যাঁ, তবে) মূল্যের

www.amarboi.org

বিনিময়ে। আয়েশা (রা) বলেন, তারপর আমরা তাঁদের দু'জনের সফর প্রস্তুতি খুব দ্রুত সম্পন্ন করলাম এবং তাঁদের জন্য খাবার তৈরি করে তা চামড়ার একটা থলেতে রাখলাম। তারপর আবু বকর (রা)-এর কন্যা আসমা নিজ কোমরবন্দ থেকে কিছু অংশ কেটে তা দিয়ে থলেটার মুখ বেঁধে দিলেন। আর এ কারণেই তাকে (আসমাকে) বলা হতো 'যাতুন নিতাক" (বা কোমরবন্দ বিশিষ্ট)। আয়েশা (রা) বলেন, তারপর রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বকর (রা) ছুর পর্বতের একটা গুহায় গিয়ে উপনীত হলেন।" (বুখারী)[৩৭]

'ফতহুল বারী' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ইসলামের আবির্ভাবের পর হিজরতের প্রায় আট বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং মাতা উম্মে রুমান। রসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের সময়ে তাঁর বয়স ছিল প্রায় আঠার বছর। তিনি মু'আবিয়ার (রা) শাসনামলে হিজরী ৫৮ সনে বা তার পরবর্তী বছরে ইন্তিকাল করেন।[৩৮]

আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁর স্বামী হিসেবে নির্বাচন

"আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি স্বপ্নে তোমাকে (দু'বার)[৩৯] (অথবা তিন রাত)[৪০] দেখেছি। জনৈক ফেরেশতা রেশমী চাদর জড়িয়ে তোমাকে আমার সামনে উপস্থিত করে বললেন : এ হচ্ছে আপনার স্ত্রী। আমি তোমার মুখমন্ডল থেকে চাদর সরিয়ে দেখি যে, তুমি। তখন আমি বললাম : এটা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তবে তা নিশ্চয়ই ঘটবে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪১]

তাঁর বিবাহ অনুষ্ঠান

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার বয়স যখন ছয় বছর তখন রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বিয়ে করেন। তারপর আমরা (হিজরত করে) মদীনায় আসলাম এবং বনী হারেস ইবনে খাযরাজ গোত্রে অবতরণ করলাম। তারপর আমি এমন মারাত্মক জ্বরে আক্রান্ত হলাম যে, আমার (মাথার) চুল ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে উঠে গেল। এরপর আমার চুল (নতুন ভাবে) গজিয়ে যখন তা কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত পৌঁছল, তখন একদিন আমি আমার সঙ্গিনীদের সাথে দোলনায় বসে দোল খাচ্ছিলাম। এমন সময় আমার মা উম্মে রুমান আমার কাছে এসে আমাকে উচ্চ স্বরে ডাকলেন। আমি তার কাছে আসলাম। কিন্তু তিনি আমাকে নিয়ে কি করতে চাচ্ছিলেন তা আমি বুঝতে পারিনি। তিনি আমার হাত ধরে চলতে চলতে একটা ঘরের দরজায় এনে আমাকে দাঁড় করালেন। আমি তখন হাঁপাচ্ছিলাম। আমার শ্বাস-প্রশ্বাস চলাচল কিছুটা স্বাভাবিক হলে তিনি সামান্য পরিমাণ পানি নিয়ে আমার মুখ ও মাথা মুছে দিলেন। তারপর ঘরটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। ঢুকে দেখি ঘরের মধ্যে কয়েকজন আনসারী মহিলা রয়েছেন। তারা আমাকে বললেন : আগমন কল্যাণময় ও বরকতপূর্ণ হোক এবং ভবিষ্যত শুভ হোক। মা আমাকে তাদের হাতে সোপর্দ করলেন। তারা আমাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিপাটি করলেন। তারপর পূর্বাহ্নে রসূলুল্লাহ (স)-এর আগমনই

www.amarboi.org

আমাকে হতচকিত করে তুলেছিল। তখন তারা আমাকে তাঁর হাতে তুলে দিলেন। ঐ সময় আমার বয়স ছিল নয় বছর।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪২]

জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান

ক. তাঁর জ্ঞানার্জন স্পৃহা

"আবু মুলাইকা (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) কোন কথা শুনে বুঝতে না পারলে ভালভাবে না বুঝা পর্যন্ত বারবার জিজ্ঞেস করতেন। একবার রসূলুল্লাহ (স) বললেন : (কিয়ামতের দিন) যার হিসাব নেয়া হবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আয়েশা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ কি বলেননি যে, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيرًا "অতি শীঘ্রই তাঁর হিসাব নিকাশ সহজেই নেয়া হবে? তখন তিনি বললেন : তা তো কেবল হিসাব পেশ করা । কিন্তু যার হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে নেয়া হবে সে ধ্বংস হবে।" (বুখারী)[৪৩]

"রসূলুল্লাহ (স)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রসূলুল্লাহ (স)–এর কাছে আরয করলেন, ওহোদের দিনের চাইতেও কঠিন কোন দিন আপনার উপর দিয়ে গিয়েছে কি? তিনি জবাব দিলেন, তোমার জাতির পক্ষ থেকে যেসব সংকটের সম্মুখীন আমি হয়েছি, তা তো হয়েছিই আর যেদিন আমি সবচেয়ে কঠিন সংকটের সম্মুখীন হই, সেটি ছিল আকাবার দিন। সেদিন আমি স্বয়ং যখন ইবনে আবদে ইয়ালীল ইবনে আবদে কুলালের সামনে হাজির হই, তখন আমি যা চেয়েছিলাম, তার কোন বিহিত হয়ে গিয়েছিল এমনি অবস্থায় আমি "কারনুস সা'আলিবে"* এসে পৌঁছলাম। তারপর মাথা উঠালাম, হঠাৎ দেখলাম একখন্ড মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। যখনি সেদিকে তাকালাম, অভ্যন্তরে জিবরীলকে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে ডেকে বললেন : আপনার সাথে আপনার জাতির যে কথাবার্তা (হয়েছে) এবং তাদের যে প্রতি– উত্তর (আপনি দিয়েছেন) অবশ্যই আল্লাহ তা সব শুনেছেন। তিনি পাহাড়ের (দায়িত্বে নিয়োজিত) ফেরেশতাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। উদ্দেশ্য, এসব লোকের ব্যাপারে আপনি তাকে যেমন ইচ্ছা আদেশ করতে পারেন। তখন পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডাকল এবং সালাম করে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি যা চান তাই হবে। আপনি যদি চান, 'আখশা বাইন' নামক পাহাড় দু'টি তাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি। (একথা শুনে) রসূলুল্লাহ (স) বললেন : (না তা কখনও হতে পারে না) বরং আমি আশা করি, মহান আল্লাহ তাদের বংশে এমন সন্তান জন্ম দেবেন যারা এক আল্লাহরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৪]

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি (কাবা) ঘরের বাইরের প্রাচীর (হাতীম) সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, সেটি কি (কাবা) ঘরের অংশ? নবী (স) বললেন, হ্যাঁ, (সেটাও কাবা ঘরের অংশ)। আমি বললাম, তাহলে

www.amarboi.org

তারা (কুরাইশরা) সেই অংশ কাবা ঘরের অন্তর্ভুক্ত করেনি কেন? রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তাদের কাছে এজন্য খরচ করার মত অর্থ ছিল না। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, (কাবা ঘরের) দরজা এত উঁচুতে স্থাপন করার হেতু কি? জবাবে তিনি বললেন : তোমার কওম এটি এজন্য করেছে যে, তারা যাকে ইচ্ছা প্রবেশের অনুমতি দেবে আর যাকে ইচ্ছা পবেশ করতে বাধা দেবে। জাহেলিয়াতের সাথে তোমার কওমের সম্পর্ক যদি অল্প কাল আগের না হত এবং প্রাচীর বেষ্টিত স্থান বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করা তাদের মন মেনে নিতে পারবেনা বলে আমি ভয় করতাম, তাহলে উক্ত স্থান বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করতাম এবং দরজা নিচু করে ভূমি সংলগ্ন করে দিতাম। মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় আছে : আমার পর তোমার সম্প্রদায় যদি তা বানাবার কথা ভাবে, তাহলে এসো আমি তোমাকে দেখিয়ে দেই, তারা এটাকে আলাদা ছেড়ে দেবে না। তিনি তাঁকে প্রায় সাত হাত জায়গা দেখান।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৫]

"মাসরূক (রা) বর্ণনা করেছেন, একদা আমি আয়েশা (রা) এর কাছে হেলান দিয়ে বসা ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন : হে আবু আয়েশা! এমন তিনটি কথা আছে যার কোন একটি যে বললো সে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করল। আমি বললাম : সে তিনটি কি কি? তিনি বললেন, প্রথমত যে ব্যক্তি বলবে যে, রসূলুল্লাহ (স) আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন, সে আল্লাহর উপর বড় মিথ্যা আরোপ করল। তিনি বলেন, এতক্ষণ আমি হেলান দিয়ে ছিলাম, এবার সোজা হয়ে বসে বললাম : হে উম্মুল মু'মিনীন! তাড়াহুড়া না করে ব্যাপারটি আমাকে বুঝিয়ে বলুন। আল্লাহ তা'আলা কি একথা বলেননি,

وَلَقَدْ رَاه بِالاُفُقِ الْمُبِيْنَ وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً اُخْرَى.

"নিশ্চয় সে সমুজ্জ্বল দিগন্তে তাকে দেখেছে এবং নিশ্চয়ই সে আর একবার তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দেখেছে।" আয়েশা (রা) বললেন : এ আয়াতের মর্ম সম্পর্কে আমিই সর্ব প্রথম রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন : তিনি তো ছিলেন জিবরীল। আল্লাহ তাঁকে যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন সে আকৃতিতে আমি তাঁকে এ দু'বারই দেখেছি। আমি তাঁকে দেখলাম আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমগ্র সৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে তিনি আকাশ থেকে নামছেন। আয়েশা (রা) বললেন : তুমি কি শোননি আল্লাহ বলেছেন :

لاَ تُدْرِكُهُ الاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ .

"কোন দৃষ্টিশক্তি তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না, বরং তিনিই সব দৃষ্টিকে আয়ত্তে রাখেন এবং তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ।" তুমি কি এও শোননি আল্লাহ বলেছেন :

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُم اللهُ الاَّ وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلاً فَيُوحِيْ بِاِذْنِه مَايَشَاءُ اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ .

www.amarboi.org

"কোন মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, অহী অথবা পর্দার আড়াল বা আল্লাহরই প্রেরিত কোন দূত-যে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী অহী নিয়ে আসবে–এ ছাড়া আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন। নিশ্চয়ই তিনি মহান ও বিজ্ঞ।" আয়েশা (রা) বললেন : (দ্বিতীয় কথাটি হল) যে ব্যক্তি মনে করে যে, রসূলুল্লাহ (স) কোন কথা গোপন করেছেন, সেও আল্লাহর উপর বড় ধরনের মিথ্যা আরোপ করলো। কেননা, আল্লাহ বলেছেন :

يَاأَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ .

"হে রসূল! আপনার নিকট যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার সবটাই আপনি (মানুষের কাছে) পৌঁছিয়ে দিন। আপনি যদি তা না করেন, তাহলে আল্লাহর রিসালাত আপনি পূর্ণভাবে পৌঁছে দিতে পারবেন না।"

আয়েশা (রা) বললেন : (তৃতীয় কথাটি হল) যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আগামী কাল কি হবে না হবে তা সে জানে, সেও আল্লাহর প্রতি বড় ধরনের মিথ্যা আরোপ করলো। কেননা, আল্লাহ বলেছেন : قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّموات وَالأَرْضِ الْغَيْبَ اِلاَّ اللهُ .

"হে নবী! আপনি বলুন, আল্লাহ ছাড়া আসমান–জমিনের কেউই অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৬]

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে পছন্দ করে আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত করা পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করা অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত করা অপছন্দ করেন। আমি বললাম : হে আল্লাহর নবী! মৃত্যুকে অপছন্দ করা কি এর অন্তর্ভুক্ত? কেননা আমরা সবাইতো মৃত্যুকে অপছন্দ করি। তিনি বললেন : ব্যাপারটি সেরকম নয়। বরং মুমিনকে যখন আল্লাহর রহমত, সন্তুষ্টি ও তাঁর জান্নাত সম্পর্কে সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাত পছন্দ করলে আল্লাহও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে কাফেরকে আল্লাহর শাস্তি ও অসন্তুষ্টির সংবাদ দিলে সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে অপছন্দ করে। তাই আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৭]

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : নগ্নপদ, নগ্নদেহ ও খাতনাবিহীন অবস্থায় মানুষকে একত্রিত করা হবে। আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নারী পুরুষ কি একে অপরের দিকে তাকাবে? তিনি বললেন, সময়টা এতই কঠিন হবে যে, মনে এ ধরনের কল্পনা আসার আদৌ কোন অবকাশ থাকবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৮]

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহর বাণী

يَوْمَ تُبَدَّلُ الاَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّموَاتُ .

"যেদিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমন্ডলীও।"

www.amarboi.org

এ সম্পর্কে আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! সেদিন সকল মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বলেছিলেনঃ পুলসিরাতের উপর (থাকবে)।" (মুসলিম)[৪৯]

"উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর (রা) হজ্জ করার সময় আমাদের নিকটবর্তী পথ দিয়ে গেলেন। তখন তাঁকে বলতে শুনেছি যে, তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে ইলম দান করার পর তা পুরোপুরি তুলে নেবেন না। বরং আলেমদেরকে যখন তাদের ঈলমসহ তুলে নেবেন, তখনই ইলম তাদের থেকে তুলে নিবেন, তারপর অবশিষ্ট থাকবে শুধু মূর্খের দল। তাদের কাছে (দীনের ব্যাপারে) ফতোয়া চাওয়া হলে তারা নিজ মত অনুযায়ী ফতোয়া দেবে। ফলে তারা (লোকদেরকে) পথভ্রষ্ট করবে এবং নিজেরাও আমি এ হাদীসখানি বর্ণনা করেছিলাম। তারপর (কোন এক সময়ে) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হজ্জ করতে এলে আয়েশা (রা) বললেন : হে ভাগ্নে! তুমি আবদুল্লাহর কাছে গিয়ে সে হাদীসটির ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে এসো যা তুমি তার কাছ থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছিলে। উরওয়া বলেন : অতপর আমি তাঁর কাছে এসে সে হাদীস সেভাবেই বর্ণনা করলেন। তারপর আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে এসে তাঁকে তা অবহিত করলে তিনি অবাক হলেন এবং বললেন আল্লাহর শপথ! আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর অবশ্যই তা স্মরণ রেখেছে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫০]

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর স্ত্রীগণ উসমানকে (রা) পাঠিয়ে আবু বকর (রা)–এর কাছে তাদের মীরাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাইলে। (এ কথা জানতে পারে) আয়েশা (রা) বললেন : রসূলুল্লাহ (স) কি বলেননি যে لا نورث ما تركنا صدقة "আমরা কাউকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে যাই না, আমরা যা কিছু রেখে যাই, তা সবটাই সাদকাহ।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫১]

খ. তাঁর জ্ঞানের কয়েকটি দৃষ্টান্ত

"উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) বর্ণনা করেন। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কি আল্লাহর এ বাণীর প্রতি লক্ষ্য করেছেন :

حَتّٰى اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوْا اَوْ كُذِبُوْا .

"যখন রসূলগণ নিরাশ হয়ে গেল এবং তাদের এ ধারণা জন্মে গেল যে, নিশ্চয়ই জাতি তাদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করার প্রয়াস পাবে।"

এ আয়াতে كُذِّبُوْا না كُذِبُوْا শব্দ বলা হয়েছে? জবাবে আয়েশা (রা) বললেন : كُذِّبُوْا কেননা তাঁদেরকে তাঁদের জাতি মিথ্যাবাদী বলেছে। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! রসূলগণের তো দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। তাহলে আয়াতে ظنو শব্দের প্রয়োগ কিভাবে ঠিক হল? আয়েশা বললেন : আরে, উরাইয়্যাহ (শোন্) নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। আমি বললাম,

www.amarboi.org

তাহলে সম্ভবত এটি أَوْ كُذِبُوْا হবে। আয়েশা (রা) বললেন : নাউযুবিল্লাহ, রসূলগণ আল্লাহর প্রতি এমন ধারণা করতে পারেন না (কেননা, তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে এ যে, তাঁদের এ ধারণা হয়ে গেল যে, তাঁদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে মিথ্যা বলা হয়েছে) বরং আয়াতে "তাঁরা সর্বনামের অর্থ হলো, রসূলগণের এমন সব অনুসারী, যারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিলেন, তারা রসূলগণকে সত্য বলে স্বীকার করেছিলেন। তারপর তাদের ঈমানের পরীক্ষা একটু দীর্ঘায়িত হয়ে গেল এবং (আল্লাহর) সাহায্য আসতে কিছু দেরী হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত যখন নবীগণ তাঁদের স্বজাতীয় লোকদের, যারা তাঁদেরকে মিথ্যা মনে করেছে, ঈমান আনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং তাঁদের এ ধারণা হতে লাগল যে, তাঁদের অনুসারীগণও তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করে বসবেন ঠিক তখনই আল্লাহর সাহায্য এসে গেল।" (বুখারী)[৫২]

"উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মহান আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ — فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا.

"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া (পাহাড়দ্বয়) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেউ বায়তুল্লাহর হজ্জ বা উমরাহ করবে তার গুনাহ হবে না যদি সে ঐ দুটি পাহাড়ের মাঝে সাঈ করে।"

অতএব আল্লাহর শপথ, মনে হয় সাফা ও মারওয়ার মাঝে তওয়াফ না করলে কারো কোন গুনাহ হবে না। এ কথা শুনে আয়েশা (রা) বললেন, তুমি অত্যন্ত খারাপ কথা বললে ভাগ্নে! এ আয়াতের তুমি যেরূপ ব্যাখ্যা করলে যদি তা ঠিক হত, তবে আয়াতটি হত– "তার কোন গুনাহ নাই যদিও সে এ দু'টির মাঝে তওয়াফ না করে।" কিন্তু (প্রকৃত ব্যাপার তা নয়) আয়াতটি আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তারা তাগূতী 'মানাত' মূর্তির উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধত। মুশাল্লালের নিকট স্থাপিত এ মূর্তিটিরই তারা পূজা করত। সুতরাং (জাহেলিয়াতের যুগে) যে ব্যক্তি ইহরাম বাঁধত, সে সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করা খারাপ মনে করত। তাই ইসলাম গ্রহণের পর তারা রসূলুল্লাহ (স)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করল। তারা বলল, হে আল্লাহর রসূল! সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা আমরা খারাপ ও অনুচিত মনে করতাম। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন, "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া (পাহাড়দ্বয়) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত...।" (এরপর আয়েশা (রা) বলেন, এ দু'টি পাহাড়ের মাঝখানে সাঈ করা রসূলুল্লাহ (স) অব্যাহত রেখেছেন। সুতরাং এ পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে সাঈ ত্যাগ করার কোন ইখতিয়ার কারো নেই। উরওয়া বর্ণনা করেছেন, এরপর আয়েশা (রা)-এর এ কথাগুলো আমি আবু বকর ইবনে আবদুর রহমানকে

www.amarboi.org

জানালে তিনি বললেন, এটি তো সত্যিকার জ্ঞানের কথা, এরূপ কথা তো (এর আগে) শুনিনি।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫৩]

"শুরাইহ ইবনে হানি (রা) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত পছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন। রাবী বলেন : আমি আয়েশা (রা)–এর কাছে এসে বললাম : উম্মুল মুমিনীন! আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে রসূলুল্লাহ (স) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। ঘটনা যদি তাই হয়, তাহলে তো আমরা ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন : রসূলুল্লাহ (স)-এর কথার কারণে যে ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে গেল সেতো আসলেই ধ্বংস হওয়ার উপযুক্ত। (এখন বলো) সে কথাটি কি? উরওয়া বললেন, আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত পছন্দ করে আল্লাহর তার সাক্ষাত পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন।" কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন তো কেউ নেই যে মৃত্যুকে অপছন্দ করে না। আয়েশা (রা) বললেন, তুমি যে রকম মনে করেছ আসলে ব্যাপারটি সে রকম নয়। ব্যাপারটি হচ্ছে (মৃত্যুর পূর্বে) যখন চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে, বুকের ভেতর ঘড়ঘড় করতে থাকবে, চামড়া শুষ্ক হয়ে যাবে, আংগুলগুলি জমাট হয়ে যাবে, ঠিক সে মুহূর্তে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত পছন্দ করবে আল্লাহও তার সাক্ষাত পছন্দ করবেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত অপছন্দ করবে আল্লাহও তার সাক্ষাত অপছন্দ করবেন।" (মুসলিম)[৫৪]

"আমরা ইবনে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমরের নিকট বসা ছিলেন। হঠাৎ গৃহকর্তা খাব্বাব (রা) আগমন করলেন এবং বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে উমর! তুমি শোননি আবু হুরাইরা (রা) কি বলেছেন? তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন, "যে ব্যক্তি তার ঘর থেকে জানাযার সাথে বের হলো, জানাযার সালাত আদায় করল তারপর দাফন করা পর্যন্ত সাথে থাকল, সে দু'কিরাত সওয়াব পাবে। প্রত্যেক কিরাত ওহোদ পাহাড়ের সমান হবে। আর যে ব্যক্তি জানাযার সালাত শেষে চলে আসল, সে ওহোদ পাহাড়ের সমান সওয়াব পাবে।" তখন ইবনে উমর (রা) খাব্বাবকে আয়েশা (রা) এর নিকট পাঠালেন। আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তিনি যা বলেন পুনরায় ফিরে এসে তা তাঁকে অবহিত করতে বললেন। এরপর ইবনে উমর (রা) মসজিদ থেকে এক মুঠো কাঁকর হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে তার কাছে দূত ফিরে এসে বললেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, "আবু হুরায়রা সত্য বলেছেন।" ইবনে উমর (রা) তাঁর হাতের কাঁকরগুলো নিক্ষেপ করে বললেন, আমরা অনেক কিরাত নষ্ট করে দিয়েছি। (বুখারী ও মুসলিম, এটি মুসলিম শরীফের বর্ণনা)[৫৫]

www.amarboi.org

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) : কুরাইশ এবং তাদের দীনের অনুসরণকারীরা হজ্জের মওসুমে মুযদালিফায় অবস্থান করতো। তাদেরকে "হুমস" বলা হতো। পক্ষান্তরে আরবের অন্যান্য লোকজন আরাফাতে অবস্থান করতো। ইসলাম বিজয়ী হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ (স)-কে লোকদের সাথে আরাফাতে গিয়ে অবস্থান করতে এবং লোকদের সাথেই আবার সেখান থেকে যাত্রা করতে আদেশ করলেন। মহান আল্লাহ তাআলার এ বাণীতে সে কথাই ব্যক্ত হয়েছে–

ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ .

"তারপর অন্য সব লোক যেখান থেকে যাত্রা করে তোমরাও সেখান থেকে যাত্রা করো।"(বুখারী ও মুসলিম)[৫৬]

"ইউসুফ ইবনে মাহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশার (রা) কাছে ছিলাম, এমন সময় একজন ইরাকী এসে জিজ্ঞেস করলো : কোন ধরনের কাফন শ্রেষ্ঠ? আয়েশা (রা) বললেন : তোমার জন্য আফসোস। এতে তোমার কি? তদুত্তরে সে বলল : হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি আমাকে আপনার কাছে (সংরক্ষিত) কুরআনের কপি দেখান। তিনি বললেন : কেন? সে বলল : এ কপি থেকে লিখে নেয়ার জন্যে। যেহেতু লোকেরা এর সূরাসমূহ সঠিকভাবে পাঠ করে না। আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? তোমরা এর কোন অংশ আগে পাঠ কর? (জেনে রেখ) প্রথমত মুফাসসাল সূরাসমূহ, যার মধ্যে জান্নাত ও জাহান্নামের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি নাযিল হয়েছে। তারপর যখন (দলে দলে) লোক ইসলাম গ্রহণ করলো, তখন সে সমস্ত সূরা নাযিল হলো যেগুলিতে হালাল ও হারামের বিধান রয়েছে। যদি একেবারে প্রথমেই এ আয়াত নাযিল হতো, 'তোমরা মদ পান করো না' তাহলে লোকেরা বলতো আমরা কখনো মদপান ত্যাগ করবো না। যদি (শুরুতেই) নাযিল হতো, 'তোমরা ব্যাভিচার করো না', তাহলে তারা বলতো, আমরা কখনো ব্যাভিচার ত্যাগ করবো না। যখন আমি খেলার বয়সের একটি বালিকা ছিলাম, তখন মক্কায় মুহাম্মদ (স)-এর উপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হল :

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ .

"বরং সেই সময় (হাশর) নির্ধারিত এবং সেই সময় হবে ভয়াবহ ও খুবই তিক্ত।'

সূরা আল–বাকারা এবং সূরা আন নিসা আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে থাকাকালীন সময়ে নাযিল হয়। তারপর আয়েশা (রা) তাঁর কাছে সংরক্ষিত কুরআনের কপি বের করলেন এবং লোকটিকে সঠিক ভাবে সূরাসমূহ লেখার জন্য তেলাওয়াত করলেন, যাতে সে যথাযথভাবে লিখে নেয়।" (বুখারী)[৫৭]

গ–তাঁর গৃহে জ্ঞান চর্চার মজলিস

"যুরারা (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনে হিশাম ইবনে 'আমর (রা) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার উদ্দেশ্যে মদীনায় এলেন এবং সেখানে তাঁর একটি সম্পদ বিক্রি করে তা

www.amarboi.org

যুদ্ধাস্ত্র ও ঘোড়া সংগ্রহে ব্যয় করার এবং মৃত্যু পর্যন্ত রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদে আত্মনিয়োগ করার সংকল্প করলেন। মদীনায় আসার পর মদীনাবাসী কিছু লোকের সাথে সাক্ষাত হলে তাঁরা ঐ কাজ করতে নিষেধ করলেন এবং তাঁকে জানালেন যে, ছয় জনের একটি দল রসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় এরূপ ইচ্ছা করেছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ (স) তাদের নিষেধ করে বলেছিলেন, আমার মধ্যে তোমাদের জন্য কি কোন আদর্শ নেই? মদীনাবাসীরা তাকে এ ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি (সা'দ ইবনে হিশাম) নিজের স্ত্রীকে 'রাজায়াত' করলেন (অর্থাৎ আবার তাকে ফিরিয়ে নিলেন)। কেননা (ইতিপূর্বে জিহাদ করার জন্য) তিনি তাকে তালাক দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর এ 'রাজায়াত'-এর ব্যাপারে সাক্ষীও রাখলেন। এরপর তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে রসূলুল্লাহ (স)-এর বেতেরের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর বেতের সম্পর্কে পৃথিবীর মধ্যে সবার চেয়ে বেশী জানে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কি আমি তোমাকে বলে দেব না? তিনি বললেন, তিনি কে? ইবনে আব্বাস (রা) বললেন : তিনি আয়েশা (রা)। তাঁর কাছে গিয়ে এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করো এবং তারপর আমার কাছে এসে তোমাকে দেওয়া তাঁর জবাব সম্পর্কে অবহিত করো। আমি (সা'দ) তখন তাঁর কাছে যাবার জন্য রওয়ানা হলাম। হাকীম ইবনে আফলাহ (রা)-এর কাছে গিলে আমার সংগে আয়েশা (রা)-এর কাছে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন, আমি তো তাঁর কাছে যাই না। কেননা (বিবদমান) দু'টি দল সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে আমি তাঁকে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি তাতে অংশগ্রহণ না করতে অস্বীকার করেন। সা'দ (রা) বলেন, কিন্তু যখন আমি তাঁকে কসম দিলাম, তখন তিনি যেতে প্রস্তুত হলেন। আমরা আয়েশা (রা)-এর উদ্দেশ্যে চললাম, এবং তাঁর কাছে গিয়ে অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাদের অনুমতি দিলেন। আমরা তাঁর ঘরে প্রবেশ করলে তিনি বললেন, হাকীম নাকি? তিনি তাঁকে চিনে ফেলেছিলেন। উত্তরে হাকীম (রা) বললেন, হ্যাঁ। আয়েশা (রা) বললেন : তোমার সংগে কে? তিনি বললেন, সা'দ ইবনে হিশাম। আয়েশা (রা) বললেন, কোন হিশাম? হাকীম (রা) বললেন, ইবনে 'আরেম। তখন আয়েশা (রা) তাঁর জন্য রহমতের দোয়া করলেন এবং তাঁর সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করলেন।

রাবী কাতাদাহ (রা) বলেন, 'আমের (রা) ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। আমি (সা'দ) বললাম, উম্মুল মুনিনীন! আমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর আখলাক সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, তুমি কি কুরআন পাঠ কর না? আমি বললাম, হ্যাঁ। বললেন, আল কুরআনই তো ছিল রসূলুল্লাহ (স) এর চরিত্র। সা'দ (রা) বলেন, তখন আমার ইচ্ছা হল উঠে যাই এবং মৃত্যু পর্যন্ত আর কাউকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস না করি। পরে আমার মনে হলো (আরো কিছু জিজ্ঞেস করি)। তাই আমি বললাম, রসূলুল্লাহ (স) এর রাতের ইবাদাত সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন, তুমি কি সূরা 'ইয়া আইয়ুহাল মুযযাম্মিল' পড় না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, মহান আল্লাহ এ সূরার প্রথম অংশে রাত্রি জাগরণ (করে ইবাদত করা) ফরয করে

www.amarboi.org

দিয়েছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁর সাহাবীগণ এক বছর পর্যন্ত (তাহাজ্জুদের জন্য) রাত্রি জাগরণ করলেন। আর আল্লাহ তা'আলা এ সূরার শেষ অংশ বারো মাস পর্যন্ত আসমানে ঠেকিয়ে রাখলেন। অবশেষে সূরার শেষ অংশ নাযিল করে সহজ করে দিলেন। ফলে রাত্রি জাগরণ ফরয হওয়ার পরে নফলে পরিণত হল। সা'দ (রা) বলেন, আমি বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর বেতেরের নামায সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, আমরা তাঁর জন্য মেসওয়াক এবং অজুর পানি প্রস্তুত রাখতাম। রাতের যে সময় আল্লাহর ইচ্ছা মতো তাঁকে জাগিয়ে দিতেন। তিনি তখন মিসওয়াক ও অযু করতেন এবং নয় রাকআত সালাত আদায় করতেন। তিনি এর মাঝে অষ্টম রাকআত ছাড়া আর কোনো রাকআতে বসতেন না। তখন তিনি আল্লাহর যিকর করতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন এবং তাঁর কাছে দোয়া করতেন। তারপর সালাম না ফিরিয়েই উঠে পড়তেন এবং দাঁড়িয়ে নবম রাকআত আদায় করে বসতেন। পরে এমন ভাবে সালাম করতেন যা আমরা শুনতে পেতাম। সালাম করার পরে তিনি বসে দুরাকআত সালাত আদায় করতেন। ব্যস! এহলো মোট এগার রাকআত। পরে যখন রসূলুল্লাহ (স) বয়োবৃদ্ধ হলেন এবং তিনি স্থুলদেহী হয়ে গেলেন, তখন সাত রাকআত বেতের পড়তেন। আর শেষ দুরাকআত আগের মতো করেই পড়তেন। ব্যস! এভাবে হলো নয় রাকআত। রসূলুল্লাহ (স) যখন কোন সালাত আদায় করতেন, তখন তার সিলসিলা স্থায়ীভাবে জারী রাখা পছন্দ করতেন। আর কখনও নিদ্রা বা কোন ব্যাধি তাঁর রাত জেগে ইবাদাতের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটালে দিনে দু'বেলা বারো রাকআত নামায পড়ে নিতেন। আর রসূলুল্লাহ (স) একই রাতে পূর্ণ কুরআন পড়েছেন বলে আমার জানা নেই এবং তিনি ভোর পর্যন্ত সারারাত নামায পড়েননি এবং রমজান ছাড়া অন্য কোন মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখেননি। সা'দ (রা) বলেন, পরে আমি ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে গিয়ে আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, ঠিকই বলেছেন। আমি যদি তাঁর নিকটবর্তী হতাম, অথবা বললেন, তাঁর কাছে যেতাম, তাহলে অবশ্যই আমি সরাসরি তাঁর মুখ থেকে এ হাদীস শুনতাম। সা'দ (রা) বলেন, আমি বললাম, আমি যদি জানতাম যে, আপনি তাঁর কাছে যান না, তবে তাঁর হাদীস আপনাকে শোনাতাম না।" (মুসলিম)[৫৮]

"আবদুর রহমান ইবনে শুমাসাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর খেদমতে একটি ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে আসলে তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার বাড়ি কোথায়? আমি বললাম, আমি মিসরের অধিবাসী। তিনি বললেন, তোমাদের যোদ্ধাদের সাথে তোমাদের সংগী (নেতা) কেমন ব্যবহার করছে? লোকটি বললেন, তাঁর ব্যাপারে আমরা কোন অসুবিধা দেখতে পাই না। আমাদের মধ্যে কারো উট মরে গেলে তিনি তাকে একটি উট দিয়ে দেন। আবার যদি কারো ক্রীতদাসের মৃত্যু হয়, তাহলে তিনি তাকে একটি ক্রীতদাস দিয়ে দেন। জীবন ধারণের জন্য যার যা প্রয়োজন হয়, তিনি তাকে তা দেয়ার ব্যবস্থা করেন। হযরত আয়েশা (রা) এ কথা শুনে বললেন, আমার ভ্রাতা মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরের সাথে যে আচরণ করা

www.amarboi.org

হয়েছে এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স) আমার ঘরে বসে যা বলেছেন সে কথা তোমাকে বলতে আমার কোন বাধা নেই। তিনি বলেছেন, "হে আল্লাহ! আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে লোকদেরকে কষ্ট দেয় তুমি তাকে কষ্ট দিয়ো। আর যদি আমার উম্মতের মধ্যে নেতৃত্ব লাভ করে কেউ লোকদের প্রতি দয়া পরবশ হয়, তাহলে তার প্রতি তুমি দয়া করো।" (মুসলিম)[৫৯]

"মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)'র কাছে গিয়ে দেখলাম, হাসসান ইবনে সাবিত তাঁকে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শুনাচ্ছেন। তিনি হযরত আয়েশার প্রশংসা করে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন :

"তিনি সতীত্ব ও দৃঢ় নৈতিক চরিত্রের অধিকারিণী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জ্ঞানবতী। তাঁর প্রতি কোনো প্রকার সন্দেহ পোষণ করাই শোভা পায় না। তিনি অভুক্ত থাকেন, তবুও অনুপস্থিত লোকদের গোশত খাননা (অর্থাৎ কারো গীবত করেন না)।" একথা শুনে আয়েশা (রা) তাঁকে বললেন : কিন্তু আপনি যা বলছেন নিজে তো তেমন নন। মাসরূক বর্ণনা করেন যে, আমি আয়েশাকে বলেছিলাম, আপনি হাসসান ইবনে সাবিতকে আপনার কাছে আসতে অনুমতি দেন কেন? আল্লাহ তাআলা তো তাঁর সম্পর্কেই কুরআন মজীদে বলেছেন :

وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَه عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

"তাদের মধ্যে যে অপবাদ রটনার ব্যাপারে অধিক তৎপর হয়েছে, তার জন্য বড় শাস্তি অপেক্ষা করছে।" আয়েশা বললেন : অন্ধত্ব থেকে বড় শাস্তি আর কি হতে পারে? তিনি আরো বললেন : হাসসান ইবনে সাবিত রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে কাফেরদের মোকাবিলা করেছেন এবং তাঁর পক্ষ হয়ে কাফেরদের নিন্দাগাথা (কবিতার মাধ্যমে) প্রচার করেছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৬০]

"হযরত 'উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট এলাম এবং আরয করলাম, আপনি কি আমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর (ইহধাম ত্যাগকালীন) রোগ সম্পর্কে বর্ণনা করবেন না? তিনি বললেন : হ্যাঁ, (নিশ্চয় বর্ণনা করব)। যখন নবী করীম (স)–এর রোগ কঠিন আকার ধারণ করল, তিনি একবার জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামায পড়িয়েছে? আমরা বললাম : না, ইয়া রসূলুল্লাহ! তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমার জন্য গামলায় পানি ঢাল। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমরা তাই করলাম। তখন রসূলুল্লাহ (স) গোসল করলেন। এরপর যখন তিনি উঠতে চেষ্টা করলেন, বেহুঁশ হয়ে গেলেন। তারপর কিছুক্ষণ পরে তাঁর হুঁশ ফিরে এলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামায পড়েছে? আমরা বললাম, না, তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, আমার জন্য গামলায় পানি আন। আয়েশা (রা) বলেন রসূলুল্লাহ (স) উঠে বসে গোসল করলেন। তারপর

www.amarboi.org

তিনি উঠতে চেষ্টা করলেন কিন্তু এবারও তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। হুঁশ ফিরলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামায পড়েছে? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমার জন্য গামলায় পানি আন। তারপর রসূলুল্লাহ (স) বসে গোসল করে উঠতে চাইলেন, এবারও তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। এরপর যখন সম্বিত ফিরল, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামায পড়েছে? আমরা বললাম, না, তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

লোকেরা তখনও মসজিদে অবস্থান করছিল এবং নবী করীম (স)-এর সাথে শেষ এশার নামায পড়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। তখন রসূল (স) আবু বকর (রা)-এর কাছে লোক পাঠালেন যেন তিনি লোকদের নামায পড়িয়ে দেন। যখন বার্তাবাহক আবু বকর (রা)-এর নিকট এলো এবং বলল যে, আপনাকে রসূলুল্লাহ (স) জনতার নামায পড়িয়ে দিতে আদেশ করছেন, তখন আবু বকর (রা) হযরত উমর (রা)-কে বললেন, হে উমর! আপনিই লোকদের নামায পড়িয়ে দিন। হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন খুব কোমল হৃদয়ের অধিকারী। হযরত উমর তাঁকে বললেন, এ দায়িত্বের জন্য আপনিই অধিকতর যোগ্য। তখন আবু বকর সেই কয়দিনের নামায পড়ালেন। তারপর একদিন রসূলুল্লাহ (স) কিছুটা শারীরিক সুস্থতা বোধ করলেন এবং দু'ব্যক্তির সহায়তায় যোহরের নামাযের জন্য বের হলেন, তাদের একজন হলেন, হযরত আব্বাস (রা)। সে সময় আবু বকর (রা) লোকদের নামায পড়াচ্ছিলেন। আবু বকর (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর আগমনের উপলব্ধি করে পিছনে সরে যেতে চাইলেন। কিন্তু নবী করীম (স) তাঁকে ইঙ্গিত করলেন যেন তিনি পিছনে সরে না আসেন।

রসূলুল্লাহ (স) (সাথীদ্বয়কে) বললেন, আমাকে তার পাশে বসিয়ে দাও। তখন তারা রসূলুল্লাহ (স) কে আবু বকর (রা)-এর পাশে বসিয়ে দিলেন। রসূলুল্লাহ (স) বসে বসেই নামায আদায় করলেন। বর্ণনাকারী 'উবাইদুল্লাহ বলেন, (আয়েশার কাছে এই ঘটনা শোনার পর একদিন) আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নিকট গেলাম। তাঁকে বললাম, আমি কি আপনাকে সেই হাদীস বর্ণনা করব না যা হযরত আয়েশা (রা) আমাকে রসূলুল্লাহ (স) এর অন্তিম রোগ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ বর্ণনা করুন। আমি তাঁর কাছে আয়েশা (রা)-এর বিবৃত হাদীস বর্ণনা করলাম। তা শুনে তিনি এর কোন অংশই অস্বীকার করলেন না। তিনি শুধু এতটুকু জিজ্ঞেস করলেন যে, আয়েশা (রা) কি আপনাকে সেই ব্যক্তির নাম বলেছেন, যিনি হযরত আব্বাস (রা)-এর সাথে ছিলেন? আমি বললাম, না, বলেননি। আবদুল্লাহ বললেন, তিনি ছিলেন হযরত আলী (রা)।" (বুখারী ও মুসলিম)[৬১]

সাহাবাদের ভুল সংশোধন

"উবাইদুল্লাহ ইবনে 'উমাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আয়েশার কাছে এ খবর পৌঁছুল যে, আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর গোসল করার সময় মেয়েদের চুলের ঝুঁটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বললেন, ইবনে 'আমরের ব্যাপারে অবাক হতে হয়,

www.amarboi.org

তিনি গোসল করার সময় মেয়েদের চুলের ঝুঁটি খুলে ফেলার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি কি মেয়েদের মাথা ন্যাড়া করতে বলেন? অথচ আমি ও রসূলুল্লাহ (স) একসাথে গোসল করতাম একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে এবং আমার মাথা আমি তিন বারের বেশী পানি ঢালতামনা।" (মুসলিম)[৬২]

"আমরাহ্ বিনতে আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট এ বলে পত্র লিখেছিলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরবানীর জন্তু (মক্কায়) প্রেরণ করল, তা কোরবানী না করা পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির জন্য সেসব কাজ করা হারাম, যা হাজীদের জন্য হারাম। বর্ণনাকারী 'আমরাহ (রা) বলেন : (পত্র পেয়ে) আয়েশা (রা) বললেন, ইবনে আব্বাস যা বলেছেন প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। আমি নিজ হাতে রসূলুল্লাহ (স)-এর কোরবানীর পশুর কিলাদা (গলায় রশি) পাকাতাম এবং রসূলুল্লাহ (স) নিজ হাতে তা পশুর গলায় লটকিয়ে আমার পিতার সাথে (মক্কায়) প্রেরণ করেছেন। কিন্তু এর পরেও তা কোরবানী না করা পর্যন্ত আল্লাহর হালাল করা কোন জিনিস রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি হারাম হয়নি।" (বুখারী ও মুসলিম)[৬৩]

"মুহাম্মদ ইবনুল মুনতাশির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)–এর কাছে ইবনে উমর (রা)-এর বক্তব্য উল্লেখ করে (এ ব্যাপারে) তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলাম। (ইবনে উমরের বক্তব্যটুকু হল) 'আমি এমন অবস্থায় এহরাম বাঁধতে পছন্দ করি না, যাতে সকালে আমার শরীর থেকে খোশবু বিচ্ছুরিত হয়।' জবাবে আয়েশা (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর শরীরে খোশবু লাগিয়ে দিতাম। তারপর তিনি স্ত্রীদের নিকট যেতেন এবং সকালে এহরাম বাঁধতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৬৪]

"মুজাহিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং 'উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, আবুদুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা) আয়েশা (রা)–এর কামরার পাশে বসে আছেন। আর লোকজন মসজিদের মধ্যে চাশতের নামায আদায় করছে। আমরা তাঁকে এ লোকদের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, বিদ'আত। 'উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, রসূলুল্লাহ (স) কতবার উমরাহ করেছেন? জবাবে তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) বললেন, চার বার। তন্মধ্যে একবার রজব মাসে। আমরা তাঁর একথার প্রতিবাদ করা পছন্দ করলাম না। তিনি (মুজাহিদ) বলেন, আমরা (এ সময়) কামরার মধ্যে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশার দাঁতনের শব্দ শুনতে পেলাম। 'উমরওয়াহ ডাকলেন, হে আম্মাজান, হে উম্মুল মুমিনীন! আবু আবদুর রহমান কি বলেছেন, তাকি আপনি শোনেননি? তিনি বললেন, কি বলছেন? 'উরওয়াহ বললেন তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স) চার বার 'উমরাহ করেছেন, তন্মধ্যে একবার করেছেন রজব মাসে। একথা শুনে আয়েশা বললেন : আবু আবদুর রহমানের প্রতি আল্লাহ রহম করুন, রসূলুল্লাহ (স)-এমন কোন উমরাহ আদায় করেননি

www.amarboi.org

যার সাথে আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর ছিলেন না। তবে তিনি রজব মাসে কখনো উমরাহ করেননি।" (বুখারী ও মুসলিম)[৬৫]

"আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কায় উছমান (রা)-এর এক কন্যার মৃত্যু হলে আমরা সেখানে উপস্থিত হলাম। ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাসও সেখানে হাজির হলেন। আমি তাঁদের উভয়ের মাঝখানে বসেছিলাম। তিনি বলেন, আমি তাঁদের একজনের পাশে গিয়ে বসলে দ্বিতীয় জন এসে আমার পাশে বসলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ ইবনে উমর, 'আমর ইবনে উছমানকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি কাঁদতে নিষেধ করছ না? কেননা, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه মৃতের জন্য তার পরিজনের কান্নায় তাকে নিশ্চয়ই শাস্তি দেওয়া হয়। একথা শুনে ইবনে আব্বাস বললেন, অবশ্য উমরও এমন ধরনের কিছু বলতেন। ইবনে আব্বাস বলেন, উমর (রা)-এর ইন্তিকালের পর আমি এ হাদীসটি আয়েশা (রা)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, আল্লাহ উমর এর প্রতি সদয় হোন। আল্লাহর শপথ, রসূলুল্লাহ (স) একথা বলেননি যে, মৃত মুমিনের পরিজনের কোন কোন কান্না তার আযাবের কারণ হয়। বরং রসূলুল্লাহ (স) একথা বলেছেন : ان الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. "কাফের পরিজনের কোন কোন কান্নায় আল্লাহ তার শাস্তি বৃদ্ধি করেন।" অতপর তিনি প্রমাণ স্বরূপ বললেন, কুরআনই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। কেননা সেখানে বলা হয়েছে, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى "কোন ভারবাহী বহন করবে না অন্যের বোঝা।" একথা বলার পর ইবনে আব্বাস (রা) বলেন "আল্লাহ হাসান এবং কাঁদান।" (বুখারী ও মুসলিম)[৬৬]

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অমুক লোকটির (আবু হুরায়রা) ব্যাপারটা তোমাকে কি অবাক করবে না? লোকটি আসলো। তারপর আমার কক্ষের নিকট বসে রসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে আমাকে শুনাতে লাগল। তখন আমি তাসবীহ পড়ছিলাম। আমার তাসবীহ পড়া শেষ হবার আগেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আমি যদি তাঁকে পেতাম তাহলে অবশ্যই তার প্রতিউত্তর করতাম। রসূলুল্লাহ (স) তোমাদের মতো এভাবে লাগাতার কথা বলতেন না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে,[৬৭] রসূলুল্লাহ (স) এমনভাবে কথা বলতেন কোন গণনাকারী তা গণনা করতে চাইলে অবশ্যই করতে পারতো।" (বুখারী ও মুসিলম)[৬৮]

প্রখ্যাত আলেম বদরুদ্দিন যারাকশী (র) একখানা কিতাব রচনা করেছেন, যাতে একটি বিষয়ই সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং তা হলো: "অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের মোকাবিলায় হযরত আয়েশা (রা) এর ভিন্ন মত সমূহ।" কিতাবের নাম দিয়েছেন–

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة .

–*(আল ইজাবাহ লিঈরাদি মাস্তাদরাকাতহু আয়েশা আলাস সাহাবাহ)*। তিনি এ কিতাবের ভূমিকায় বলেছেন, এ কিতাবটিতে আমি এমন সব কথা সংকলিত করেছি যে

www.amarboi.org

ব্যাপারে হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা) অন্যদের তুলনায় ব্যতিক্রমী মত ব্যক্ত করেছেন বা নিজ মতের ভিত্তিতে বিরোধী মত পোষণ করেছেন অথবা সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট পদ্ধতি তাঁর জানা ছিল কিংবা নিশ্চিত জ্ঞান তিনি লাভ করেছিলেন। অথবা সে বিষয়ে তিনি সমকালীন আলেমগণের মতামত অগ্রাহ্য করেছেন, কিংবা তাঁর মতের দিকে সমসাময়িক আলেমগণের একটা বড় অংশ ফিরে এসেছেন। অথবা ফতোয়া প্রদান করে সে বিষয়টি তিনি মুক্ত করেছেন বা স্বীয় ধারণা অনুযায়ী শক্তিশালী মতের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করেছেন।"[৬৯]

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব, আলী ইবনে আবু তালিব, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এবং এঁদের মত ২৩ জন শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কিরামের সাথে আয়েশা (রা) বিভিন্ন বিষয়ে যে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, ইমাম যারাকশী এ কিতাবে সেগুলি উল্লেখ করেছেন। এসব মতামতের সংখ্যা উনপঞ্চাশ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

"আল ইজাবাহ" কিতাবের ব্যাখ্যাতে বিশিষ্ট আলেম সাঈদ-আল-আফগানী বলেছেন, "আমি কয়েক বছর যাবত হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ্ (রা) এর জীবন সংক্রান্ত গবেষণার কাজে নিয়োজিত ছিলাম। আমি তাঁর মধ্যে এমন অলৌকিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়েছি যা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। বিশেষ করে তাঁর জ্ঞান ছিল সমুদ্রতুল্য। জ্ঞানের দিগন্তে তিনি ছিলেন সমুদ্র বক্ষে উদ্বেলিত ঢেউয়ের মতো। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত তাঁর মধ্যে যে বিষয়ের জ্ঞানেরই সন্ধান করতে চান না কেন, চাই তা ফিকহ হাদীস, তাফসীর, ইসলামী বিধান, সাহিত্য, কবিতা, ঘটনাপঞ্জী, বংশ তালিকা, গৌরব গাথা, চিকিৎসা বা ইতিহাস, যাই হোকনা কেন, আপনি তাঁর মধ্যে সব বিষয়ের সমাবেশ দেখতে পাবেন, এ ব্যাপারটা আপনাকে দস্তুরতম হতবাক করে দেবে। আপনি আরও অবাক হবেন যখন দেখবেন এসব বিষয়ে তাঁর পরিপক্কতা ও পরিপূর্ণতা এমন সময়ে হয়েছিল যখন তাঁর বয়স আঠার বছর অতিক্রম করেনি।"[৭০]

তাঁর বিনয় ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমানতদারী

"শুরাইহ ইবনে হানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মোজার উপরে মাসেহ করা সম্পর্কে আমি আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তুমি আলী (রা) এর কাছে যাও। এ ব্যাপারে তিনি আমার চেয়ে বেশী জানেন। (অন্য বর্ণনায় আছে, কেননা তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সফর করতেন) তখন হযরত আলী (রা) এর কাছে গেলাম, তিনি রসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করে বললেন, মোজার উপরে মাসেহ করার ব্যাপারে মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত্র এবং মুকীমের জন্য একদিন এক রাত্র নির্ধারিত।" (মুসলিম)[৭১]

"কুরাইব হতে বর্ণিত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও আবদুর রহমান ইবনে মাযহার রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাঁকে হযরত আয়েশার (রা) কাছে পাঠিয়ে বললেন, তাঁকে গিয়ে আমাদের সালাম জানিয়ে আসরের পরে দু'রাকাত নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে যে, আপনি নাকি এ দু'রাকাত নামায পড়ে থাকেন? অথচ

www.amarboi.org

রসূলুল্লাহ (স) এ দু'রাকাত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যে সব লোক ঐ দু'রাকাত নামায পড়ত হযরত উমরের সাথে মিলে আমি তাদের প্রহার করতাম। কুরাইব বলেন, আমি হযরত আয়েশার (রা) কাছে গিয়ে তাদের বক্তব্য পেশ করলাম। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে তুমি উম্মে সালামার কাছে জিজ্ঞেস কর। আমি তাঁদের কাছে গিয়ে হযরত আয়েশার এ কথা জানালে, তাঁরা আমাকে উম্মে সালামার নিকট পাঠালেন। তখন উম্মে সালামা (রা) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে উক্ত দু'রাকাত নামায পড়তে নিষেধ করতে শুনেছি। পরে আমি আসরের নামায আদায়ের পরে একদিন তাঁকে তা পড়তেও দেখেছি। তারপর তিনি আমার ঘরে এলেন। তখন আনসারদের বনী হারাম গোত্রের কিছু মহিলা আমার কাছে বসা ছিলেন। তাই আমি তাঁর কাছে একজন দাসী পাঠিয়ে বললাম যে, তুমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলবে, হে আল্লাহর রসূল! উম্মে সালামা জিজ্ঞেস করছেন, আপনি নাকি দু'রাকাত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন, অথচ এখন তিনি আপনাকে তা পড়তে দেখেছেন। যদি তিনি তোমাকে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করেন তাহলে তুমি পিছনে ফিরে আসবে। তারপর দাসীটি তাই করল। তখন তিনি হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলে দাসীটি পিছনে সরে এল। এরপর তিনি অবসর লাভ করে বললেন, হে আবু উমাইয়ার কন্যা! তুমি আমাকে আসরের পরের দু'রাকাত নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলে। এখন শোন, আবদুল কায়েস গোত্রের কিছু লোক আমার কাছে এসেছিল বলে আমি ব্যস্ত ছিলাম। তাই যোহরের পরের দু'রাকাত নামায পড়তে পারিনি–এখন তাই পড়লাম।" (বুখারী ও মুসলিম)[৭২]

"ইবরাহীম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমি আসওয়াদকে বললাম, রসূলুল্লাহ (স) কোন কোন পাত্রে "নাবীয" (খেজুর ভিজানো পানি) তৈরী করা অপছন্দ করতেন, সে সম্পর্কে আপনি কি আয়েশার কাছে কিছু জিজ্ঞেস করেছেন? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ। আমি বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! রসূলুল্লাহ (স) কোন কোন পাত্রে "নাবীয" তৈরী করা অপছন্দ করতেন? জবাবে তিনি বললেন, এ ব্যাপারে কদুর খোল ও আলকাতরা দ্বারা তৈরী পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। আমি বললাম আপনি কি তাঁর কাছে কলসী এবং সবুজ পাত্রের কথা উল্লেখ করেন নি? তিনি বললেন, আমি যা শুনেছি তা বর্ণনা করলাম, যা শুনিনি তা কি করে বলব?" (বুখারী)[৭৩]

তাঁর উচ্চ মর্যাদা লাভের আকাংখা (পর্দার বিধান আসার পূর্বে)

"হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ওহোদের যুদ্ধের দিন লোকজন রসূলুল্লাহ (স) কে ছেড়ে চলে গেলেন।... সেদিন আমি আয়েশা বিনতে আবুবকর ও উম্মে সুলাইমকে তাঁদের কাপড় আঁটসাট করে বাঁধা অবস্থায় দেখেছি। তখন তাদের পায়ের মলগুলিও দেখা যাচ্ছিল। তারা উভয়ই মশক ভয়ে ভরে পিঠে করে পানি বয়ে এনে লোকদেরকে পান করাচ্ছিলেন। তারপর আবার গিয়ে মশক ভরে এনে আবার লোকদের পান করাচ্ছিলেন। ..." (বুখারী ও মুসলিম)[৭৪]

www.amarboi.org

তাঁর উচ্চ মর্যাদা লাভের আকাংখা (পর্দার বিধান আসার পূর্বে)

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হে আল্লাহর রসূল! আমরা মনে করি জিহাদ সর্বোত্তম কাজ। তাই আমরা কি জিহাদে অংশগ্রহণ করব না? জবাবে রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হলো মাকবুল হজ্জ। অন্য বর্ণনায় আছে :[৭৫] আয়েশা বললেন, আমরা কি আপনার সাথে যুদ্ধে ও জিহাদে অংশগ্রহণ করব না? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তবে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হলো মকবুল হজ্জ। তারপর আয়েশা (রা) বললেন, আমি একথা যখন স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স) এর কাছ থেকে শুনলাম তখন হজ্জ করা থেকে বিরত থাকব না।" (বুখারী)[৭৬]

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমরা হজ্জ মৌসুমে হজ্জের নিয়তে মদীনা থেকে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে আমরা সারাফ নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করলাম। তখন রসূলুল্লাহ (স) তাঁর সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে যাদের কাছে কুরবানীর পশু নেই, তারা চাইলে তাদের হজ্জের ইহরামকে উমরাহে বদলে দিতে পার। আর যার কাছে পশু আছে, সে তা করতে পারবেনা। রসূলুল্লাহ (স) এবং সামর্থবান সাহাবীদের কাছে কোরবানীর পশু ছিল, তারা কেবলমাত্র উমরাহর ইহরাম করেননি। এরপর রসূলুল্লাহ (স) আমার কাছে আসলেন, তখন আমি কাঁদছিলাম। তিনি বললেন, তুমি কাঁদছো কেন? বললাম, আপনি সাহাবীদেরকে যা বলেছেন তা শুনেছি। যে কারণে আমি উমরাহ করতে পারলাম না। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সবাই দুটো প্রতিদান নিয়ে ফিরে যাবে, আর আমি একটা প্রতিদান নিয়ে ফিরবো?[৭৭] আরেক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, হে আল্লাহর রসূল! সবাই আল্লাহর দু'টি হক আদায় করে ফিরে যাবে, আর আমি একটিমাত্র হক আদায় করবো?[৭৮] তিনি বললেন কেন, তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, আমি সালাত আদায় করতে পারিনা। তিনি বললেন, এতে তোমার কোন অসুবিধা হবেনা। তুমি অন্যদের মতোই আদম সন্তান। অন্যান্য নারীদের আমল নামাযে যে সওয়াব লেখা হবে, তোমার নামেও তা লেখা হবে। সুতরাং তুমি ইহরাম অবস্থায় থাকো। হয়তো বা আল্লাহ তোমাকে উমরাহ করার তৌফিক দান করবেন। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমি মিনা থেকে রওয়ানা হওয়া পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকলাম। এরপর আমরা মুহাসসাব নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করলাম। তারপর রসূলুল্লাহ (স) আবদুর রহমান (রা)-কে ডেকে বললেন, তুমি তোমার বোনকে নিয়ে হারাম শরীফের সীমানার বাইরে বের হয়ে ইহরাম বেঁধে উমরাহ আদায় কর।" (বুখারী ও মুসলিম)[৭৯]

আয়েশা (রা) কর্তৃক, রসূলুল্লাহ (স) এর পরিবার পরিজনের মর্যাদার উল্লেখ

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত খাদীজা (রা) এর ব্যাপারে আমি যতটা ঈর্ষা পোষণ করতাম রসূলুল্লাহ (স) এর স্ত্রীদের অন্য কারো প্রতি ততটা ঈর্ষা আমার ছিলনা, অবশ্য আমি তাঁকে দেখিনি। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স) প্রায়ই তাঁর কথা

www.amarboi.org

মনে করতেন। কখনো তিনি বকরী জবাই করে গোশত বানিয়ে তা খাদীজার বান্ধবীদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। তাই আমি কখনো কখনো তাঁকে বলতাম, খাদীজা ছাড়া আর কোন নারী যেন এ জগতে নেই। তিনি বলতেন, আরে সেই তো আমার ছিল, সেই-তো ছিল। তার গর্ভেই আমার সকল সন্তান জন্ম নিয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৮০]

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ... তারপর রসূলুল্লাহ (স) এর স্ত্রীগণ যয়নাব বিনতে জাহশকে তাঁর কাছে পাঠালেন। রসূলুল্লাহ (স) এর স্ত্রীদের মধ্যে মর্যাদার দিক দিয়ে একমাত্র তিনিই আমার সমপর্যায়ের ছিলেন। দীনদারীর দিক দিয়ে যয়নাবের চেয়ে ভালো মেয়ে আমি দেখিনি। তিনি ছিলেন সবচেয়ে মুত্তাকী। সত্য কথা বলায় তাঁর জুড়ী ছিলনা। আত্মীয়তার সম্পর্ক তিনি সবচেয়ে বেশী রক্ষা করে চলতেন। তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশী দানশীল মহিলা।...

"তিনি (হযরত যয়নাব) বলেন, তারপর আমি রসূলুল্লাহ (স) এর কাছে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। তখন তিনি আয়েশা (রা) এর সাথে একই চাদরের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। এ অবস্থায় হযরত ফাতিমা (রা) সেখানে উপস্থিত হলেন। রসূলুল্লাহ (স) অনুমতি দিলে যয়নাব বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনার স্ত্রীগণ আমাকে আপনার খেদমতে পাঠিয়েছেন। তারা আবু কুহাফার কন্যার (আয়েশারা) ন্যায় তাদের সাথে সম আচরণ দাবী করেছেন। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে যা-তা বলতে লাগলেন এবং দীর্ঘক্ষণ বলতে থাকলেন। আমি তখন রসূলুল্লাহ (স) এর দিকে তাকাচ্ছিলাম এবং তাঁর চোখের ওপর দৃষ্টি রাখছিলাম যে, তিনি জবাব দেবার অনুমতি দেন কিনা। এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর আমি বুঝতে পারলাম যে, আয়েশার জবাব দিয়ে বিজয়ী হওয়াকে তিনি অপছন্দ করেন না। তাই আমি এমন ভাবে কথা বলা শুরু করলাম, যাতে শেষ পর্যন্ত বিজয় আমার-ই হলো।"(মুসলিম)[৮১]

"হযরত হিশাম তার পিতা উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন : হযরত আয়েশা (রা) এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটানোর ক্ষেত্রে যারা খুব বেশী কথা বলেছেন হাসসান ইবনে ছাবিত (রা) তাদের অন্যতম। এজন্য আমি (উরওয়া) তাকে ভর্ৎসনা করলে আয়েশা (রা) বললেন, ভাগ্নে, তুমি তাকে গালমন্দ করনা, তিনি তো রসূলুল্লাহ (স) এর পক্ষ নিয়ে কবিতার মাধ্যমে ইসলাম বিরোধীদের প্রতিবাদ করতেন।" (বুখারী ও মুসলিম এটি রেওয়ায়েত করেছেন এবং এটি মুসলিমের রেওয়ায়েত)[৮২]

"হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাঁর উপস্থিতিতে কেউ হাসসান (রা) কে গালমন্দ করুক তা অপছন্দ করতেন এবং তিনি বলতেন, হাসসান তো সেই ব্যক্তি যিনি বলেছেন–

فإن أبي ووالده وعرضه لعرض محمد منكم وقاء .

"আমার পিতা, দাদা এবং আমার মান-মর্যাদা, তোমাদের অপবাদ ও আক্রমণের বিপক্ষে মুহাম্মদ (স)-এর মান–মর্যাদা রক্ষায় উৎসর্গীত।" (বুখারী ও মুসলিম)[৮৩]

www.amarboi.org

তাঁর পরেজগারী ও বদান্যতা

"হযরত আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আইমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা) এর গৃহে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি সুতার তৈরী পোশাক পরিহিত ছিলেন। তার মূল্য ছিল পাঁচ দিরহাম। তিনি বললেন, তুমি চোখ তুলে আমার দাসীর দিকে দেখ, সে ঘরের ভিতরে পোশাক পরে কিভাবে অহংকার করছে। রসূলুল্লাহ (স) এর জীবদ্দশায় আমার এমন একটি জামা ছিল। মদীনার মহিলারা তাঁদের মেয়েদের সুন্দর করে সাজাবার উদ্দেশ্যে সেটি ধার নেওয়ার জন্য আমার কাছে লোক পাঠাতো।". (বুখারী)[৮৪]

"নবী সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা) এর বৈপিত্রেয় ভাইয়ের ছেলে আওফ ইবনে তুফাইল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত আয়েশা (রা) এর কাছে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) সম্পর্কে বর্ণিত হলো যে, তিনি কোন ক্রয়-বিক্রয় বা আয়েশার (রা) এর দেয়া কোন দানের ব্যাপারে বলেছেন : আল্লাহর শপথ, তোমরা আয়েশা (রা) কে বারণ করে দিয়ো, অন্যথায় আমি তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবো। (অন্য বর্ণনায় আছে, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) রসূলুল্লাহ (স) ও আবুবকর (রা) পরে আয়েশার (রা) সর্বাধিক প্রিয় ছিলেন এবং তিনিও লোকদের মধ্যে তাঁর সাথে সবচেয়ে বেশী সদ্ব্যবহার করতেন। আর হযরত আয়েশার (রা) কাছে যা কিছুই আসত তা তিনি দান করে দিতেন।" [৮৫] একথা শুনে আয়েশা (রা) বললেন, যুবাইর কি সত্যিই একথা বলেছে? সবাই বলল, জি-হ্যাঁ, তিনি বলেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, ইবনে যুবাইয়ের সাথে কখনো কথা বলবনা। কথা বন্ধ করার সময় দীর্ঘায়িত হয়ে গেলে ইবনে যুবাইর তাঁর কাছে সুপারিশ করে পাঠালেন। তখন তিনি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, তার ব্যাপারে আমি কখনই কারোর সুপারিশ গ্রহণ করব না এবং আমার প্রতিজ্ঞা ভংগ করবনা। ইবনে যুবাইরের কাছে যখন ব্যাপারটি আরো সুদীর্ঘ হয়ে গেল, তখন তিনি বনী যাহরাহ গোত্রের মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও আব্দুর রহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস এর সাথে কথা বললেন যে, আমি আপনাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আপনারা আমাকে হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে নিয়ে চলুন। কেননা আমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদের এ শপথ তার জন্য হালাল নয়। তখন মিসওয়ার ও আবুদর রহমান উভয়ে তাঁকে চাদর জড়িয়ে হযরত আয়েশা (রা) এর কাছে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে সালাম জানালেন। আয়েশা (রা) বললেন, তোমরা ঢুকে পড়। তাঁরা বললেন আমরা সবাই ঢুকব? তিনি বললেন হ্যাঁ, তোমরা সকলে প্রবেশ কর। তিনি জানতেন না যে, তাদের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরও আছেন। তারা যখন ঢুকলেন, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরও তাদের সাথে পর্দার অভ্যন্তরে ঢুকে হযরত আয়েশার (রা) গলা জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। মিসওয়ার এবং আবুদর রহমান এমনভাবে কথা বললেন, যাতে শেষ পর্যন্ত তিনি ইবনে যুবাইরের সাথে কথা বললেন এবং তাকে গ্রহণ করে নিলেন। তারা

www.amarboi.org

বললেন, আপনি অবশ্যই জানেন যে, রসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কচ্ছেদ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করা কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয়। যখন তারা হযরত আয়েশা (রা) কে খুব বেশী–পরিমাণ উপদেশ মূলক কথা বলতে লাগলেন এবং কথার মাধ্যমে তাঁকে কিছুটা বিপাকে ফেলে দিলেন তখন তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আর প্রতিজ্ঞা খুব কঠিন ব্যাপার। কিন্তু তারা তাঁকে বুঝাতে পারলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ইবনে যুবাইরের সাথে কথা বললেন এবং প্রতিজ্ঞা ভংগের কাফফারা হিসেবে ৪০ জন দাস-দাসী মুক্ত করে দিলেন। পরবর্তীতে তিনি প্রতিজ্ঞা ভংগের কথা মনে করে এমনভাবে কাঁদতেন যে, তাঁর গায়ের ওড়না ভিজে যেত।" (বুখারী)[৮৬]

তাঁর তাকওয়া

"আমর ইবনে মাইমূনা আল আওদী সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইবনে খাত্তাব (রা) কে তাঁর ছেলে আবদুল্লাহকে বলতে দেখেছি যে, তুমি আয়েশার কাছে গিয়ে বল : উমর ইবনে খাত্তাব আপনাকে সালাম জানিয়েছে। তারপর আমার দুই সাথীর (রসূলুল্লাহ ও আবুবকর) পাশে আমার সমাধির জন্য আবেদন কর। হযরত আয়েশা (রা) একথার জবাবে বললেন, এ জায়গাটুকু আমি নিজের জন্য রেখেছিলাম, আজ আমি নিজের উপর উমরকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাঁর জন্য এ জায়গাটুকু ছেড়ে দিলাম। যখন তিনি ফিরে এলেন, উমর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি খবর নিয়ে এসেছে? তিনি জবাব দিলেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনার জন্য আয়েশা (রা) অনুমতি দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমার কাছে এ শোয়ার জায়গাটুকুর চেয়ে কোন কিছুই মূল্যবান নয়। আমার যখন ইন্তিকাল হয়ে যাবে, তখন আমাকে বহন করে নিয়ে সালাম দিয়ে বলবে, উমর উবনে খাত্তাব আপনার গৃহে প্রবেশের অনুমতি চায়। যদি তিনি অনুমতি দেন, তাহলে সেখানেই আমাকে সমাহিত করাবে, অন্যথায় মুসলমানদের সাধারণ গোরস্তানে আমাকে দাফন করবে।" (বুখারী)[৮৭]

"ইবনে আবু মুলাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা) যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন তখন ইবনে আব্বাস (রা) তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, আমার আশংকা হচ্ছে যে, সে আমার গুণকীর্তন করবে। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর তাঁর পরপরই এলেন। তাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন : ইবনে আব্বাস (রা) এসে আমার অনেক প্রশংসা করেছে। আমার ইচ্ছা হয় যেন মানুষের স্মৃতিপট হতে আমি একেবারে মুছে যাই।" (বুখারী)[৮৮]

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে বলেছিলেন, আমাকে আমার সঙ্গিণীদের সাথে দাফন করো। রসূলুল্লাহ (স) এর সাথে গৃহে দাফন করোনা। কেননা কেউ আমার অযথা প্রশংসা করুক এটা আমি কামনা করি না।" (বুখারী)[৮৯]

www.amarboi.org

তাঁর মানসিক ভারসাম্য

"হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহোদের যুদ্ধের দিন লোকজন রসূলুল্লাহ (স) কে ছেড়ে চলে গেল।... সেদিন আমি আয়েশা বিনতে আবু বকর ও উম্মে সুলাইমকে আঁটসাঁট ভাবে কাপড় পরা অবস্থায় দেখেছি। তখন তাদের পায়ের মলগুলি দেখা যাচ্ছিল। তারা উভয়ে মশক ভরে ভরে পিঠে করে পানি বয়ে এনে লোকদেরকে পান করাচ্ছিলেন। তারপর আবার গিয়ে ভরে এনে লোকদেরকে পান করাচ্ছিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৮০]

ওহোদের যুদ্ধের দিনে হযরত আয়েশা (রা) এর ভূমিকা ছিল এরূপ। অথচ তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র এগার বছর। এখন আমাদের ভেবে দেখা উচিত, খন্দকের দিন তাঁর ভূমিকা কেমন ছিল, যখন তাঁর বয়স ছিল ১২ বছর। সে সম্পর্কে তিনি বলেন :

"খন্দকের যুদ্ধের দিন আমি লোকদের পিছনে পিছনে চলছিলাম। তাকিয়ে দেখলাম সা'দ ইবনে মু'আয এবং তার ভাইপো হারিস ইবনে আওস ঢাল নিয়ে আসছেন। আমি তখন মাটিতে বসে পড়লাম। সা'দ ইবনে মু'আয লৌহ বর্ম পরিহিত অবস্থায় যাচ্ছিলেন, তাঁর পার্শ্বদেশে তা ঝুলে পড়েছিল, তা দেখে আমি ভয় পাচ্ছিলাম। যেতে যেতে তিনি এ কবিতাংশ আবৃত্তি করছিলেন,

ليت قليلا يدرك الهيجا جمل   ما أحسن الموت إذا حان الأجل .

"উষ্ট্র যদি যুদ্ধ ক্ষেত্রে থাকে কিছুক্ষণ,
কী সুন্দর সে মৃত্যু যদি যায় ফুরিয়ে সময়
কবিতাকে করে আলিঙ্গন।"

"হযরত আয়েশা (রা) বলেন : আমি দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পরে একটি বাগানে প্রবেশ করে দেখি সেখানে একদল মুসলমান অবস্থান করছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন উমর ইবনে খাত্তাব এবং লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় একটি লোক। উমর (রা) বললেন, আপনি এখানে কেন এসেছেন? আল্লাহর শপথ, আপনি খুব দু:সাহসিণী। কোন বিপদে কিম্বা যুদ্ধের কোন আকস্মিক আক্রমণ থেকে কি করে আপনি নিরাপদ থাকবেন? এমনি ভাবে তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। আমার মনে হচ্ছিল, জমিনটা ফেটে গেলে আমি তার ভিতরে ঢুকে পড়তাম। দেখতে পেলাম অপর লোকটি তার চেহারা থেকে শিরস্ত্রাণটি সরিয়ে ফেলছে। আমি তাকে চিনতে পারলাম। তিনি ছিলেন, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ। তালহা বললেন, হে উমর! তুমি আজ খুব বেশী কথা বলে ফেলেছ। কোথায় আকস্মিক আক্রমণ? আল্লাহর কাছে ছাড়া আর পালাবার জায়গা কোথায়? হযরত আয়েশা (রা) বলেন, ইবনুল আরাকা নামে কুরাইশ বংশের এক মুশরিক হযরত সা'দকে লক্ষ্য করে একটি তীর নিক্ষেপ করে বলল, এ নাও, আমি হলাম ইবনুল আরাকা। এ তীর তাঁর বাহু মধ্যস্থিত শিরায় লেগে তা ছিন্ন করে দিল। সা'দ তখন আল্লাহর কাছে এ বলে, দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! বনী কুরাইশের শেষ

www.amarboi.org

পরিণতি না দেখিয়ে আমাকে মৃত্যু দান করোনা। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হযরত সা'দের গোত্র জাহেলী যুগে বনী কুরাইশের সাথে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ ছিল। তিনি বললেন, এ দোয়ার পরে ক্ষতস্থানের রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেল। আল্লাহ মুশরিকদের উপর ঝড়ো হাওয়া পাঠিয়ে মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন। আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও পরাক্রমশালী।" (আহমদ)[৯১]

"হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ... একবার তিনি হযরত হাফসার কাছে গিয়ে বললেন, হে আমার স্নেহময়ী কন্যা। তুমি কি রসূলুল্লাহ (স) এর সাথে কথা কাটাকাটি করেছ, যে কারণে তিনি আজ খুব অসুন্তুষ্ট? হযরত হাফসা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম, আমরাতো রসূলুল্লাহ (স) এর সাথে কথা কাটাকাটি করে যাচ্ছি। উমর বলেন, আমি বললাম : তুমি জেনে রাখ, আমি তোমাকে আল্লাহর শাস্তি ও রসূলুল্লাহ (স) এর অসন্তুষ্টির ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছি। ... হযরত উমর (রা) বলেন, আমি তখন হযরত আয়েশা (রা) এর কাছে গিয়ে বললাম, হে আবুবকরের কন্যা! তোমার অবস্থা কি এমন হয়েছে যে, তুমি রসূলুল্লাহ (স) কে কষ্ট দাও?..." (মুসলিম) [৯২] (মূল কিতাবে হাদিসটি অসম্পূর্ণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।)

"হযরত আবু মারয়াম আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ আল আসাদী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন তালহা, যুবাইর ও আয়েশা (রা) বসরা অভিমুখে রওয়ানা হলেন, আলী (রা) তখন আম্মার ইবনে ইয়াসির এবং হাসান ইবনে আলীকে কুফার দিকে পাঠালেন। তারা উভয়েই মসজিদের মিম্বরে দাঁড়ালেন। হাসান (রা) ছিলেন মিম্বরের উপরের সিঁড়িতে। আমরা তাদের কথায় ঐক্যমত্য পোষণ করলাম। আমি আম্মারকে একথা বলতে শুনেছি, হযরত আয়েশা (রা) বসরা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছে। আল্লাহর শপথ তিনি দুনিয়াতে তোমাদের নবীর স্ত্রী এবং আখিরাতেও, কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে মহাপরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। তোমরা কি আল্লাহর বিধান অনুসরণ করবে, না নবীর স্ত্রীর অনুসরণ করবে?" (বুখারী)[৯৩]

বর্ণনার ক্ষেত্রে সততা যদিও তা নিজের বিরুদ্ধে হয়

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে আমার ও রসূলুল্লাহ (স) মধ্যকার কিছু কথা বলব? আমরা বললাম, অবশ্যই...। তিনি বললেন, আমার প্রাপ্য বারের এক রাতে রসূলুল্লাহ (স) চাদর ও জুতা খুলে নিজের পায়ের কাছে রাখলে এবং পরিহিত লুঙ্গীর একপার্শ্ব বিছিয়ে তাতে শুয়ে পড়লেন। অল্পক্ষণ পরেই উঠে গেলেন। তিনি মনে করেছিলেন, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। তিনি ধীরে ধীরে চাদর ও জুতা পরিধান করলেন। দরজাটা খুলে বেরিয়ে পড়লেন এবং খুব আস্তে আস্তে তা বন্ধ করে দিলেন। আমি জামা কাপড় পরিধান করে রসূলুল্লাহ (স) এর পিছু পিছু চললাম। দেখতে পেলাম, তিনি জান্নাতুল বাকীতে পৌঁছে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং তিনবার হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন। এরপর ফিরে আসলেন। আমিও ফিরলাম। তিনি দ্রুত হাঁটলেন, আমিও দ্রুত হাঁটলাম। তিনি দৌড়াচ্ছিলেন, আমিও তখন

www.amarboi.org

দৌড়াচ্ছিলাম। তিনি খুব জোরে দৌড়াচ্ছিলেন, আমিও খুব জোরে দৌড়ে সামনে চলে গেলাম। আমি সবেমাত্র ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলাম তখনই তিনি ঢুকে বললেন, হে আয়েশা! এত দ্রুত চলার শব্দ এবং ঘন শ্বাস কেন? আয়েশা বলেন, আমি বললাম, ও কিছুনা। তিনি বললেন, তুমি সঠিক ঘটনা বল, নতুবা আল্লাহ তায়ালা আমাকে সব অবহিত করবেন। তিনি বলেন, আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীত হোক এবং এর পরে সব ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, আমার সামনে যে ছায়া মূর্তিটি দেখা যাচ্ছিল সে কি তুমি? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি আমার বুকে সজোরে আঘাত করলেন, আমি তাতে ব্যাথা পেলাম। তারপর বললেন, তুমি ধারণা করেছ যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমার উপর জুলুম করবেন? আয়েশা (রা) বললেন, মানুষ যতই গোপন করুক না কেন আল্লাহ তো সবই জানেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর রসূলুল্লাহ (স) বললেন, জিব্রাঈল আমাকে ডাক দিয়েছেন, আর আমি এমনভাবে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছি যাতে তুমি টের না পাও। তুমি শুয়ে পড়েছ বিধায় তিনি আর ঘরে প্রবেশ করেননি। আমি মনে করেছিলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ। তাই তোমাকে জাগাতে অপছন্দ করলাম এবং তোমার একাকীত্বের আশংকা করলাম। জিব্রাইল (আ) আমাকে বললেন, আপনার রব আপনাকে জান্নাতুল বাকী এসে (মৃত ব্যক্তিদের জন্য) ক্ষমতা প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি তাদের (মৃত ব্যক্তিদের) উদ্দেশ্যে কি বলে দোয়া করব? রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি এভাবে বলবে:

اَلسَّلَامُ عَلَى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ .

"এ কবরস্থানে বসবাসকারী সকল মুমিন মুসলমানদের প্রতি সালাম এবং অগ্রগামী ও পশ্চাতে আগমনকারী সকলের প্রতি আল্লাহ রহম করুন। ইনশা আল্লাহ আমরা অচিরেই তোমাদের সাথে মিলিত হব।" (মুসলিম)[১৪]

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) মধু ও মিষ্টি পছন্দ করতেন। আসরের নামায শেষে তিনি স্ত্রীদের কোন একজনের কাছে যেতেন। একদিন তিনি হযরত হাফসার কাছে গেলেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় তিনি সেখানে কাটালেন। এতে (হাফসা) খুব গৌরব বোধ করলেন। এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে আমাকে বলা হল, তার গোত্রের এক মহিলা তাকে একপাত্র মধু হাদিয়া হিসেবে দিয়েছে। তিনি তা থেকে কিছু মধু রসূলুল্লাহ (স) কে পান করিয়েছেন। আমরা বললাম, রসূলুল্লাহ (স) এর সাথে একটু কৌতুক করব। তখন আমিসাওদা বিনতে যুম'আকে বললাম, আপনার কাছে যখন তিনি আসবেন তখন বলবেন, আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন? তিনি জবাবে বলবেন, না, তা খাইনি। তখন আপনি বলবেন :

www.amarboi.org

তাহলে আপনার কাছ থেকে এটা কিসের গন্ধ পাচ্ছি? তখন হয়তো তিনি বলবেন, হাফসা আমাকে কিছু মধু দিয়েছিল, তাই পান করেছি। তখন আপনি বলবেন, মৌমাছি বোধ হয় তাতে উরফুত (যে গাছে থেকে মাগাফীর তৈরি হয়) মিশ্রিত করেছে। আর আমিও ঠিক একই কথা বলব। হে সাফিয়াহ! আপনিও তাই বলবেন। তিনি বলেন, সাওদা বলেছেন, আল্লাহর শপথ, আমি রসূলুল্লাহ (স) কে দরজার কাছে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে আয়েশার নির্দেশ অনুযায়ী ভয়ে ভয়ে ঐ কথা দিয়েই কথা শুরু করার ইচ্ছা করলাম। যখন তিনি কাছে এলেন, সওদা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি মাগফীর খেয়েছেন? তিনি বললেন, সওদা বললেন, আপনার মুখ থেকে এটা কিসের গন্ধ পাচ্ছি? তিনি বললেন, হাফসা আমাকে কিছু মধু পান করিয়েছে। আমি বললাম, মৌমাছি এ মধুর সাথে উরফুত মিশ্রিত করেছে। হযরত আয়েশা বললেন, যখন আমার কাছে আসলেন তখন আমিও তাঁকে তাই বললাম। সাফিয়ার কাছে গেলে তিনিও একই কথা বললেন। পরে যখন তিনি আবার হাফসার কাছে গেলেন, হাফসা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ঐ মধু কি আরেকটা দেব? তিনি বললেন, দরকার নেই। তিনি (হাফসা) বললেন, সওদা বলছে, আল্লাহর শপথ আমরা তা হারাম করে দিয়েছি। আমি তাকে বললাম, তুমি চুপ কর।" (বুখারী ও মুসলিম)[৯৫]

"উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর মৃত্যু শয্যায় থাকা কালীন সময়ে বললেন, তোমরা আবু আবুবকরকে নামাযের ইমামতি করতে বল। আয়েশা (রা) বললেন, একথা শুনে আমি বললাম, আবু বকর আপনার স্থলাভিষিক্ত হলে তার কান্নার চোটে লোকেরা কিছুই শুনতে পাবেনা, তাই আপনি উমর (রা) কে বলুন, তিনি যেন লোকদেরকে নামায পড়ান। তিনি বললেন, তোমরা আবু বকরকে বল, যেন সে লোকদের নামায পড়ায়। আয়েশা (রা) বললেন, তারপর আমি হাফসাকে (রা) বললাম, তুমি রসূলুল্লাহ (স) কে বল, আবু বকর তো নরম মানুষ, তিনি আপনার পরিবর্তে ইমামতি করলে তাঁর কান্নার চোটে লোকেরা কিছুই শুনতে পাবে না, তাই আপনি উমর (রা) কে বলুন যেন তিনি নামাযের ইমামতি করেন। হাফসা (রা) তাই করলেন। তারপর রসূলুল্লাহ (স) বললেন, কি হলো, তোমরা সবাই দেখছি ইউসুফের ভাইদের মতো এক সুরে কথা বলছ। আবু বকরকে গিয়ে বল, সে যেন লোকদেরকে নামায পড়ায়। তারপর হাফসা (রা) আয়েশা (রা) কে বললেন, তোমার কথা শুনে আমার কোন লাভ হলো না।

অন্য বর্ণনায় আছে : [৯৬] আয়েশা (রা) বলেন, এ ব্যাপারটি নিয়ে আমি রসূলুল্লাহ (স) এর সাথে যথেষ্ট বাদানুবাদ করেছি। কারণ আমি দৃঢ়ভাবে জানতাম যে, রসূলুল্লাহ (স) এর স্থলাভিষিক্ত কেউ হোক, এটা লোকেরা কামনা করবে না। আমি মনে করতাম কোন ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স) এর স্থলাভিষিক্ত হলেই লোকদের মধ্যে বিবাদের ছায়া ছড়িয়ে পড়বে। তাই আমি চাইলাম রসূলুল্লাহ (স) আবু বকরের উপর থেকে এ গুরু দায়িত্ব সরিয়ে নিন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৯৭]

www.amarboi.org

মহা পরীক্ষা ও মিথ্যা অপবাদ

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (স) সফরে যাওয়ার সময় তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করে যার নাম উঠত তাকে সাথে নিয়ে সফরে বের হতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন : এরূপ কোন একটি যুদ্ধে তিনি আমাদের মধ্যে লটারী করলে তাতে আমার নাম উঠলো এবং এ সফরে আমি রসূলুল্লাহ (স) এর সাথে গেলাম। এটা পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পরবর্তী সময়ের ঘটনা। পর্দা রক্ষার জন্য আমাকে হাওদাসহ সওয়ারীর পিঠে উঠানো এবং হাওদাসহ নামানো হতো। এভাবে আমাদের সফর চলতে থাকলো। অবশেষে রসূলুল্লাহ (স) ঐ যুদ্ধ শেষ করে ফিরলেন। এ ফেরার পথে মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি একদিন রাতের বেলা রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। যাত্রার ঘোষণা হওয়ার পর আমি উঠে (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে) পায়ে হেঁটে সেনাছাউনি পার হয়ে গেলাম এবং প্রয়োজন সেরে আমার সওয়ারীর কাছে ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে দেখতে পেলাম যে, আমার গলার হার ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গেছে। আমি ফিরে গিয়ে তা খোঁজ করতে শুরু করলাম এবং আমি এত দেরী করে ফেললাম যার ফলে যে লোকেরা সওয়ারীর পিঠে আমার হাওদা উঠিয়ে দিত তারা এসে আমার উটের পিঠে হাওদা উঠিয়ে দিল। তারা মনে করেছিল আমি হাওদার মধ্যেই আছি। কারণ খাদ্যাভাবে মেয়েরা তখন শুকিয়ে হাল্কা-পাতলা হয়ে গিয়েছিল। তাদের দেহ বেশী মাংসল ছিলনা। তারা খুব স্বল্প পরিমাণ খাদ্য খেতে পেতো। অধিকন্তু আমি তখন অল্প বয়স্কা একজন কিশোরী ছিলাম। তাই তারা খালী হাওদা উটের পিঠে উঠানোর সময় বুঝতেই পারেনি যে, আমি তার মধ্যে নেই। এরপর তারা উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলে গেল।

সেনাদল রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর আমি হার খুঁজে পেলাম এবং ফিরে এসে দেখলাম সেখানে কেউ নেই। আমি মনে করলাম তারা আমাকে দেখতে না পেলে অবশ্যই ফিরে আসবে। কাজেই আমি যে স্থানে ছিলাম সেখানে গিয়ে বসে পড়লাম, এবং বসে বসে ঘুমিয়ে পড়লাম। বনী সালাম গোত্রের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল সেনাদল রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর সেখানে ছিলেন। সকাল বেলা তিনি আমার অবস্থান স্থলের নিকটে পৌঁছে আমাকে নিদ্রাবস্থায় দেখে চিনে ফেললেন এবং ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন পড়লেন। পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন, তাই আমাকে চিনতে পেরে তিনি ইন্নালিল্লাহ... পড়লে তা শুনে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম এবং চাদর টেনে মুখমন্ডল ঢেকে ফেললাম। আল্লাহর শপথ! আমাদের মধ্যে কোন কথাবার্তাই হয়নি আর আমিও তার থেকে ইন্নালিল্লাহ... পাঠ ছাড়া আর কোন কথাই শুনতে পাইনি। তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করলেন এবং সওয়ারীকে বসিয়ে তার পা কষে বাঁধলেন, আমি গিয়ে সওয়ার হলাম। তিনি তখন সওয়ারীকে টেনে নিয়ে আগে আগে চলতে থাকলেন।

www.amarboi.org

অবশেষে আমরা ঠিক দুপুর বেলা প্রচন্ড গরমের সময় সেনাদলের সাথে গিয়ে মিলিত হলাম। সে সময় তারা একটি জায়গায় অবস্থান করছিল।

এরপর যাদের ধ্বংস হওয়ার ছিল তারা (আমার প্রতি অপবাদ আরোপ করে) ধ্বংস হয়ে গেল। এ অপবাদ আরোপের পুরোভাগে যে ছিল সে হলো আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল। রাবী উরওয়া বর্ণনা করেছেন : আমি জানতে পেরেছি যে, তার (আবদুল্লাহ ইবনে উবাই) সামনে অপবাদের কথাগুলো প্রচার ও আলোচনা করা হতো আর সে তা বাস্তব বলে স্বীকার করতো এবং শোনা কথা দ্বারাই তা প্রমাণ করার চেষ্টা করতো। উরওয়া ইবনে যুবাইর আরো বর্ণনা করেছেন যে, অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তিদের মধ্যে হাসসান ইবনে সাবিত, মিসতাহ ইবনে উসাসাহ এবং হামনা বিনতে জাহশ ছাড়া আর কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। তারা গুটি কয়েক লোকের একটি দল ছিল, এতটুকু ছাড়া তাদের সম্পর্কে আমি আর কিছু জানিনা। তাই মহান আল্লাহ কুরআন মজীদে এ দলের কথা উল্লেখ করেছেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলূলকে সবচেয়ে বড় অপবাদ রটনাকারী বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। উরওয়া ইবনে যুবাইর বর্ণনা করেছেন যে, এ ব্যাপারে আয়েশা হাসসান ইবনে সাবিতকে গালমন্দ করা অপছন্দ করতেন। তিনি বলেন, হাসসান ইবনে সাবিত তার একটি কবিতায় বলেছেন : আমার ও আমার বাপদাদার মান–সম্ভ্রব মুহম্মদ (স)-এর মানসম্ভ্রব রক্ষায় নিবেদিত।

আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমরা মদীনায় পৌঁছলাম। মদীনায় পৌঁছার পর আমি একমাস যাবত রোগাক্রান্ত ছিলাম। এদিকে অপবাদের বিষয় নিয়ে লোকজনের মধ্যে কানাঘুষা ও চর্চা হতে লাগলো। কিন্তু তখনও পর্যন্ত এ সবের কিছুই আমি জানতাম না। তবে আমার সন্দেহ হচ্ছিল এবং তা আরো দৃঢ় হচ্ছিল এ কারণে যে, আমার অসুখের সময় পূর্বে আমি রসূলুল্লাহ (স) এর নিকট থেকে যেরূপ স্নেহ-মমতা লাভ করতাম, এবারে তা পাচ্ছিলাম না। তিনি শুধু আমার কাছে এসে "তুমি কেমন আছ"? জিজ্ঞেস করেই চলে যেতেন। এ ব্যাপারটিই আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। তবে আমি কিছুটা সুস্থ হলে একদিন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ঘর থেকে বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ জঘন্য অপবাদ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে আমরা রাতের বেলা বের হতাম। এ রাতে বের হলে আবার পরের রাতে বের হতাম। এ ছিল আমাদের ঘরের পাশে পায়খানা তৈরী করার আগের ঘটনা। আমরা সাধারণ আরববাসীদের প্রাচীন অভ্যাসমত পায়খানার জন্য এলাকার বাইরে মাঠে বা ঝোপ–ঝাড়ে চলে যেতাম। আর বাড়ীর পাশে পায়খানা তৈরী করলে আমরা খুব কষ্ট পেতাম। তাই আমি ও উম্মে মিসতাহ বের হলাম। উম্মে মিসতাহ ছিলেন আবু রোহম ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে আবদে মানাফের কন্যা। আর তার মা ছিলেন আবু বকর সিদ্দীকের খালা সাখার ইবনে আমরের কন্যা। তার পুত্র মিসতাহর পিতা ছিলেন আসাসা ইবনে আব্বাদ ইবনুল মুত্তালিব। আমি ও উম্মে মিসতাহ একসাথে গেলাম। কাজ সেরে ফেরার পথে উম্মে মিসতাহ পায়ে কাপড় চড়িয়ে পরে গিয়ে বলে উঠলেন :

www.amarboi.org

মিসতাহ্ ধ্বংস হোক। আমি তাকে বললাম : আপনি খুব খারাপ কথা বললেন। আপনি এমন এক ব্যক্তিকে গালমন্দ করছেন, যিনি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। উম্মে মিসতাহ বললেন : সে তোমার সম্পর্কে কি বলে বেড়াচ্ছে, তাতো তুমি শোননি। আয়েশা বর্ণনা করেন : আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে আমার সম্পর্কে কি বলছে? তখন তিনি অপবাদ রটনাকারীদের কার্যকলাপ ও প্রচারণা সম্পর্কে আমাকে জানালেন।

আয়েশা বলেন : এর পর আমার অসুখ আরো বেড়ে গেল। আমি ঘরে ফিরে আসলে রসূলুল্লাহ (স) আমার কাছে এলেন এবং সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কেমন আছ? আয়েশা বর্ণনা করেন : আমি তখন আমার বাপ-মায়ের কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক খবর জানতে চাচ্ছিলাম। তাই আমি রসূলুল্লাহ (স) কে বললাম : আপনি কি আমাকে আমার বাপ-মায়ের কাছে যাওয়ার অনুমতি দেবেন? আয়েশা বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ (স) আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি আমার আম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম, আম্মাজান! লোকেরা কি বলাবলি করছে? তিনি বললেন : বেটি এ বিষয়টি নিয়ে বেশী দুশ্চিন্তা করোনা। কারণ সতীন আছে এমন স্বামী সোহাগিনী সুন্দর যুবতী নারীর বিরুদ্ধে দুর্নাম রটানো হয়না এমন খুব কমই হয়ে থাকে। আয়েশা বলেন, আমি বললাম : সুবহানাল্লাহ! লোকেরা এমন (জঘন্য) বিষয় রটাচ্ছে? আয়েশা বললেন : এরপর আমি কাঁদতে থাকলাম, সারা রাত কাঁদলাম। কাঁদতে কাঁদতে সকাল হয়ে গেল। কিন্তু আমার চোখের পানির ধারা বন্ধ হলো না। সারা রাত আমি একটুও ঘুমাতে পারলাম না। সকাল বেলায়ও আমি কাঁদছিলাম।

এ সময় ওহী আসতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে রসূলুল্লাহ (স) তাঁর পত্নী বিচ্ছেদের ব্যাপারে পরামর্শ চেয়ে আলী ইবনে আবু তালিব ও উসামা ইবনে যায়েদকে ডেকে পাঠালেন। আয়েশা বললেন : উসামা রসূলুল্লাহ (স) এর স্ত্রীদের পবিত্রতা ও তাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার কারণে বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আপনার স্ত্রী (আয়েশা) সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া আর কিছু জানি না। তাই আপনি তাঁকে নিজের কাছেই রাখুন। আর আলী বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ্ তো আপনার জন্য সংকীর্ণতা রাখেননি। তিনি ছাড়া তো আরো বহু মেয়ে আছে। তবে আপনি দাসী বারীরাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। সে আপনাকে সত্য কথাই বলবে। আয়েশা বলেন : তখন রসূলুল্লাহ (স) বারীরাকে ডেকে বললেন : বারীরা, তুমি তার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখেছ? বারীরা বলল : সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বিধান সহ পাঠিয়েছেন, আমি তার মধ্যে কোন দোষণীয় ব্যাপার দেখিনি। তবে তিনি অল্প বয়স্ক কিশোরী হওয়ার কারণে শুধু এতটুকু দোষ দেখেছি যে, রুটি তৈরী করার জন্য আটা খামীর করে রেখে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন, আর বকরী এসে তা খেয়ে ফেলে।

আয়েশা বলেন : তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ (স) উঠে গিয়ে মিম্বরে দাঁড়ালেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর ব্যাপারে সাহায্য কমনা করলেন। তিনি বললেন : হে মুসলিমগণ! যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে দুর্নাম ও অপবাদ রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার বিরুদ্ধে

www.amarboi.org

আমাকে কে সাহায্য করতে পারে? আমি তো আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ছাড়া খারাপ কিছু জানি না। আর অপবাদ রটনাকারীরা এমন এক ব্যক্তির (সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল) নাম উল্লেখ করেছে যার সম্পর্কেও আমি ভাল ধারণা ছাড়া মন্দ ধারণা পোষণ করি না। সেওতো আমার সংগে ছাড়া কখনো আমার স্ত্রীর কাছে আসেনি। একথা শুনে বনী আবদুল আশহালের সাথে ভ্রাতৃ-বন্ধনে আবদ্ধ সা'দ ইবনে মু'আয উঠে বললেন : হে আল্লাহর রসূল! এ ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করবো। সে যদি আমার আওস গোত্রের লোক হয় তাহলে আমি তার শিরোচ্ছেদ করবো। আর যদি আমাদের বন্ধু গোত্র খাযরাজের হয় তাহলে আমি তার ব্যাপারে আপনি যা আদেশ করবেন তাই পালন করবো। আয়েশা বলেন, এ সময় হাসসান ইবনে সাবিতের মায়ের চাচাত ভাই খাযরাজ গোত্রের নেতা সাঈদ ইবনে উবাদা দাঁড়িয়ে তার প্রতিবাদ করলেন। এ ঘটনার পূর্বে তিনি একজন সৎ ও নেক্কার লোক ছিলেন, কিন্তু গোত্র প্রীতির কারণে উত্তেজিত হয়ে তিনি সা'দ ইবনে মু'আযকে লক্ষ্য করে বললেন : তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না। এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতাও তোমার নেই। সে তোমার গোত্রের লোক হলে তার নিহত হওয়া তুমি অবশ্যই পছন্দ করতে না। তৎক্ষণাৎ সা'দ ইবনে মু'আযের চাচাত ভাই উসায়েদ ইবনে হুদাইর উঠে সা'দের সমর্থনে বললেন : তুমিই বরং মিথ্যা কথা বললে। আল্লাহর শপথ! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করবো। তুমি মুনাফিক, তাই মুনাফিকদের পক্ষ নিয়ে বলছো। আয়েশা বললেন : এ সময় আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রের লোকেরাই পরস্পর উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং যুদ্ধের সংকল্প করে বসলো। অথচ রসূলুল্লাহ (স) তখনও তাদের সামনে মিম্বরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আয়েশা বলেন : রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে থামিয়ে শান্ত করলেন এবং নিজেও আর কোন কথা বললেন না। আয়েশা বলেন : আমি সেদিন সারাক্ষণ কেঁদে কাটালাম। অবিরত ধারায় আমার অশ্রুপাত হচ্ছিল এবং চোখে ঘুম আসছিল না। সকালে আমার পিতা-মাতা আমার কাছে এলেন। ইতিমধ্যে দু'রাত ও এক দিন আমার শুধু কান্নার মধ্যে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। এ সমগ্র সময়ে আমার অশ্রুপাত বন্ধ হয়নি এবং চোখে ঘুম আসেনি। মনে হচ্ছিল যেন কান্নায় আমার হৃদপিন্ড বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আমার পিতা-মাতা আমার কাছে বসে ছিলেন। এমন সময় একজন আনসারী মহিলা আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সে এসে বসলো এবং আমার সাথে কাঁদতে শুরু করলো। আয়েশা বর্ণনা করেছেন, আমার অবস্থা যখন এমন ঠিক সেই মুহূর্তে রসূলুল্লাহ (স) আমাদের কাছে পৌঁছলেন এবং সালাম দিয়ে বসে পড়লেন। আয়েশা বলেন : অপবাদ রটনার পর থেকে আর তিনি আমার কাছে বসেননি। এদিকে তিনি একমাস অপেক্ষা করার পরেও আমার বিষয়ে কোন অহী তাঁর কাছে আসেনি। আয়েশা বলেন : বসার পর রসূলুল্লাহ (স) কালেমা শাহাদত পড়লেন এবং তারপর বললেন, যাই হোক আয়েশা তোমার সম্পর্কে আমি এরূপ অনেক অনেক কথা শুনতে পেলাম, যদি তুমি এ ব্যাপারে নিষ্পাপ ও পবিত্র হও, তাহলে আল্লাহ

www.amarboi.org

অবশ্যই তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করবেন। আর যদি তোমার দ্বারা কোন গুনাহর কাজ সংঘটিত হয়েই থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তওবা করো। কারণ বান্দা গুনাহ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।

আয়েশা বলেন, রসূলুল্লাহ (স) তাঁর কথা শেষ করলে সহসা আমার অশ্রুপাত বন্ধ হয়ে গেল এমনকি আমার চোখে আর এক বিন্দুও অশ্রু আছে বলে আমি অনুভব করলাম না। তখন আমি আমার পিতাকে বললাম : আমার পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ (স) কথার জবাব দিন। আমার পিতা বললেন : আল্লাহর শপথ, রসূলুল্লাহ (স) এর আমি কি জবাব দেবো তা আমি জানিনা। তখন আমি আমার মাকে বললাম : রসূলুল্লাহ (স) যা বললেন আমার পক্ষ থেকে তাঁকে তার জবাব দিন। মা বললেন : আল্লাহর শপথ! রসূলুল্লাহ (স) কে আমি কি জবাব দেবো তা বুঝতে পারছিনা। আমি তখন ছিলাম অল্প বয়স্কা কিশোরী। কুরআন মজীদও বেশী জানতাম না। কিন্তু এ অবস্থা দেখে আমিই তখন বললাম : আল্লাহর শপথ! আমি জানি আপনারাও এ ধরনের গুজবের কথা শুনেছেন এবং তা বিশ্বাস করেও নিয়েছেন। সুতরাং এখন যদি আমি বলি যে, আমি নিষ্পাপ ও পবিত্র, তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি তা স্বীকার করি – যে সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, আমি নিষ্পাপ– তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। আল্লাহর শপথ! আমি ও আপনারা যে অবস্থার শিকার তার জন্য হযরত ইউসুফের পিতার (হযরত ইয়াকুব) কথার উদাহরণ ছাড়া আর কোন উদাহরণ আমি খুঁজে পাচ্ছিনা। তিনি বলেছিলেন :

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ .

(এখন ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম পন্থা আর তোমরা যা কিছু বলেছ সে ব্যাপারে আল্লাহই একমাত্র সহায়)। একথা বলে আমি মুখ ফিরিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আল্লাহ তো জানেন সেই মুহূর্তেও আমি পবিত্র। আমি এও জানতাম আল্লাহ আমাকে পবিত্র প্রমাণ করবেন। তবে আল্লাহর শপথ! আমি কখনও ধারণা করিনি যে, আল্লাহ আমার বিষয়ে অহী নাযিল করবেন, যা পঠিত হবে। আমার কোন ব্যাপারে আল্লাহ আয়াত নাযিল করবেন নিজেকে আমি এতখানি যোগ্য মনে করিনি। বরং আমি এতটুকু আশা করতাম যে, স্বপ্নের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (স) কে আমার পবিত্রতা সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হবে।

আল্লাহর শপথ! রসূলুল্লাহ (স) তখনও তাঁর জায়গা ছেড়ে ওঠেননি এবং বাড়ির কোন লোকও তখন বাইরে যায়নি। এ সময় তাঁর উপর অহী নাযিল হওয়া শুরু হলো। অহী নাযিল হওয়ার সময় যে বিশেষ কষ্টকর অবস্থা দেখা দিত রসূলুল্লাহ (স) এর উপর ঠিক সেই অবস্থা দেখা দিল। যে বাণী তাঁর প্রতি নাযিল হয় তা গুরুভার হওয়ার কারণে এরূপ হতো। এমনকি প্রচন্ড শীতের দিনেও তাঁর দেহ থেকে মোতির দানার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়তো। আয়েশা বলেন : রসূলুল্লাহ (স) এর কষ্টকর অবস্থার নিরসন হলে তিনি হাসিমুখে প্রথম যে কথাটি বললেন, তা হলো : হে আয়েশা! আল্লাহ তোমাকে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন। আয়েশা বলেন, একথা শুনে আমার মা

www.amarboi.org

আমাকে বললেন : তুমি উঠে রসূলুল্লাহ (স) কে সম্মান প্রদর্শন কর। আমি বললাম : আমি উঠব না এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রশংসা আমি করব না। আয়েশা (রা) বলেন : আল্লাহ আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে যে দশটি আয়াত নাযিল করেছিলেন তা হচ্ছে –

اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لاَتَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ اللاِثْمِ وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَه عَذَابٌ عَظِيْمٌ . لَوْلاَ اِذْ سَمِعْتُمُوْه ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوْا هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ. لَوْلاَ جَاءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَاءِ فَاُولٰئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ . وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُه فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَا اَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ . اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّالَكُمْ بِه عِلْمٌ وَتَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنًا وَّهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ . وَلَوْلاَ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ . يَعِظُكُمُ اللهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِه اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ . وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الايٰتِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ. اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ. وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهُ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا وَّلٰكِنَّ اللهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ . وَلاَ يَاْتَلِ اُوْلُوْا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا اُوْلِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلاَ تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللهُ

www.amarboi.org

دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ. اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ اُولٰئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ .

“যারা অপবাদের ঝড় তুলেছে তারা তোমাদের মধ্যকারই একটি ক্ষুদ্র দল। এঘটনাকে তোমরা নিজেদের জন্য ক্ষতিকর মনে করোনা বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণবহ। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি যতখানি তৎপরতা দেখিয়েছে সে ততখানি গুনাহ অর্জন করেছে। আর যে এব্যাপারে বড় রকমের তৎপরতা দেখিয়েছে তার জন্য বড় রকমের শাস্তি রয়েছে। যে সময় তোমরা এটি শুনলে, তখন তোমরা ঈমানদার নারী–পুরুষ হিসেবে নিজেদের পরস্পরের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করলে না কেন? এবং কেন বললেনা যে, এটা সুস্পষ্ট অপবাদ? তারা নিজেদের আরোপিত অপবাদ প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষী উপস্থিত করলো না কেন? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারেনি তাই আল্লাহর বিধানে তারাই মিথ্যাবাদী। তোমাদের প্রতি দুনিয়া ও আখেরাতে যদি আল্লাহর রহমত ও দয়া না হতো তাহলে ভয়াবহ শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করতো। (এতটুকু চিন্তা করে দেখ) তখন তোমরা মুখে মুখে এ মিথ্যা ছড়াচ্ছিলে এবং একে একটা তুচ্ছ ব্যাপার বলে ভাবছিলে। অথচ আল্লাহর কাছে তা ছিল খুবই মারাত্মক ব্যাপার। একথা শোনামাত্রই তোমরা কেন বললে না যে, এ ধরনের কথা মুখ থেকে বের করাও আমাদের জন্য শোভনীয় নয়। সুবহানাল্লাহ এতো এক মারাত্মক অপবাদ! আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো তাহলে ভবিষ্যতে এরূপ কাজ আর কখনও করোনা। তোমাদের জন্যই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেন, আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। যারা চায় মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক তারা দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে কঠোর শাস্তি লাভের যোগ্য। আল্লাহ সব কিছু জানেন কিন্তু তোমরা জান না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর দয়া ও রহমত যদি না হতো (তাহলে যে বিষয়টি তোমাদের মধ্যে ছড়ানো হয়েছিল তার কারণে তোমরা একটা জঘন্য পরিণামের সম্মুখীন হতে)। কিন্তু আল্লাহ খুবই দয়ালু ও মেহেরবান। হে ঈমানদার লোকেরা! শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা। যে তার অনুসরণ করে, সে তো তাকে নির্লজ্জতা ও পাপ কাজেরই আদেশ করবে। তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত ও দয়া যদি না থাকতো তাহলে তোমাদের কেউই পাক–পবিত্র হতে পারতো না। বরং আল্লাহ যাকে চান পাক ও পবিত্র করেছেন। আর আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও জানেন।

তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তাদের উচিত নয় এমন শপথ গ্রহণ করা যে, তারা আত্মীয়–স্বজন, মিসকিন ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে সাহায্য করবে না। বরং ক্ষমা করে দেয়া ও দোষ–ত্রুটি উপেক্ষা করা তাদের কর্তব্য। শোন! তোমরা কি পছন্দ করোনা যে, আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দেবেন? প্রকৃত পক্ষে

www.amarboi.org

আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও দয়াময়। আর যারা সাধ্বী, সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। সেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিহ্বা, হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে। সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক। দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য, দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য, সচ্চরিত্রা নারী সচ্চিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য; লোকে যা বলে এরা তা থেকে পবিত্র, এদের জন্য রয়েছে, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।" (আন নুর : ১১–২৬)

"তারপর আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে আল্লাহ এ আয়াতগুলো নাযিল করেন। আত্মীয়তার বন্ধন ও দারিদ্র্যের কারণে আবু বকর সিদ্দীক (রা) মিসতাহ ইবনে উসামাকে আর্থিক সাহায্য করতেন। কিন্তু আয়েশা সম্পর্কে তিনি যা বলেছিলেন সে কারণে আবু বকর সিদ্দীক কসম করে বলেছিলেন : আল্লাহর কসম, আমি আর কখনো মিসতাহকে আর্থিক সাহায্য করবোনা। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন : "তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তাদের উচিত নয় ... ক্ষমাশীল ও দয়াময়" (এ আয়াত নাযিলের পর) আবু বকর বলে উঠলেন : হ্যাঁ আল্লাহর কসম, অবশ্যই আমি পছন্দ করি যে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন। তাই মিসতাহ ইবনে উসাসার জন্য তিনি যে অর্থ খরচ করতেন তা আবার দিতে শুরু করলেন এবং বললেন : আল্লাহর শপথ, আমি তাকে এ অর্থ দেয়া কখনো বন্ধ করবোনা। আয়েশা বর্ণনা করছেন, রসূলুল্লাহ (স) (তাঁর স্ত্রী) যয়নাব বিনতে জাহশকে আমার বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি যয়নাবকে বলেছিলেন : তুমি আয়েশা সম্পর্কে কি জান বা দেখেছ? জবাবে তিনি বলেছিলেন : হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার কান ও চোখকে রক্ষা করেছি। আল্লাহর কসম, আমি তার সম্পর্কে ভাল ছাড়া মন্দ জানিনা। আয়েশা বলেন : রসূলুল্লাহ (স) এর স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই আমার সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ ভীতি দ্বারা আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করলেন। অথচ তাঁর বোন হামনা বিনতে জাহশ তাঁর পক্ষ হয়ে এ কুৎসা ছড়াচ্ছিলেন আর এভাবে সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে ধ্বংস হয়ে গেল।

আয়েশা বলেন : আল্লাহর শপথ, যে ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে এ অপবাদ দেয়া হয়েছিল এসব কথা শুনে তিনি বলতেন : সুবহানাল্লাহ! যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, আমি কখনো কোন স্ত্রীলোকের মাথা খুলে তার কেশ পর্যন্ত দেখিনি। আয়েশা বলেন : পরে তিনি আল্লাহর পথে শাহাদাত লাভ করেছিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৯৮]

আল্লাহর পক্ষ থেকে আয়েশাকে সম্মান প্রদর্শন

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বললেন : আমি তোমাকে দু'বার স্বপ্নে রেশমী পোশাকে আবৃত অবস্থায় দেখেছি। অন্য একজন বলছে : ইনি আপনার স্ত্রী। তারপর আমি সে আবরণ উঠিয়ে দেখলাম যে তুমিই।

www.amarboi.org

তখন আমি বলতে থাকলাম : এটা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে এটা স্থায়ী ভাবেই চলবে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৯৯]

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (স) একদিন তাঁকে বললেন : জিব্রাইল তোমাকে সালাম জানিয়েছেন। জবাবে তিনি বললেন : ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।" (বুখারী ও মুসলিম)[১০০]

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : হে উম্মে সালামাহ,... আল্লাহর শপথ, তোমাদের মধ্য থেকে একমাত্র আয়েশা ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীর বিছানায় থাকা অবস্থায় আমার প্রতি অহী নাযিল হয়নি।" (বুখারী)[১০১]

"আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহর শপথ, তিনিই (আয়েশা) দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের নবীর স্ত্রী হিসেবে থাকবেন।" (বুখারী)[১০২]

রসূলুল্লাহ্ (স)-এর পক্ষ থেকে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন

"আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন : সকল খাদ্য দ্রব্যের উপরে "ছারীদের" যে মর্যাদা, সমগ্র রমনী কুলের উপরে আয়েশার মর্যাদা ঠিক তেমনি।" (বুখারী ও মুসলিম)[১০৩]

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তারপর রসূলুল্লাহ্ (স) ফাতিমাকে লক্ষ্য করে) বললেন : স্নেহময়ী কন্যা, আমি যাকে ভালবাসি তুমি কি তাকে ভালবাসনা? ফাতিমা বললেন : জি, আব্বা। তিনি বললেন, তাহলে তুমিও একে (আয়েশাকে) ভালবাস... ।" (বুখারী ও মুসলিম)[১০৪]

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (স) মৃত্যু শয্যায় থাকা অবস্থায় বার বার প্রশ্ন করছিলেন। আগামীকাল আমি কার ঘরে থাকবো? উদ্দেশ্য ছিল হযরত আয়েশা (রা) এর পালার দিনটি জেনে নেয়া। তারপর তাঁর অন্যান্য স্ত্রীগণ তাঁকে যেকোন স্ত্রীর ঘরে থাকার সম্মতি দিলেন। তাই তিনি ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত আয়েশার ঘরেই ছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন : আমার পালা যেদিন ছিল তিনি সেদিনই আমার ঘরে ইন্তিকাল করেছিলেন। আমার বুকের উপর মাথা রাখা অবস্থায় তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১০৫]

সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার তিনি আসমান (রা) কাছ থেকে একটি হার ধার নিয়েছিলেন। তারপর সেটি হারিয়ে গেল। তাই রসূলুল্লাহ্ (স) কতিপয় সাহাবীকে তার খোঁজে পাঠালেন। (খুঁজতে খুঁজতে) নামাযের সময় হয়ে গেলে তারা বিনা অযুতেই নামায আদায় করলেন। এরপর তারা রসূলুল্লাহ্ (স) এর কাছে এসে এ ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। এরপর তায়াম্মুমের বিধান সম্বলিত আয়াত নাযিল হলো। এরপর উসাইদ ইবনে হুদাইর বললেন : আল্লাহ্ এর বিনিময়ে আপনাকে কল্যাণ দান করুন। আল্লাহর কসম, যখনই আপনার কোনো সংকট দেখা দিয়েছে তখনই তা অতিক্রম

www.amarboi.org

করার পথ আল্লাহ আপনার জন্য বের করে দিয়েছেন এবং সমস্ত মুসলমানদের জন্য তার মধ্যে বরকত সৃষ্টি করে দিয়েছেন।" (বুখারী মুসলিম)[১০৬]

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) স্ত্রীগণ দু'টি দলে বিভক্ত ছিলেন। একদলে ছিলেন–আয়েশা, হাফসা, সফিয়া ও সওদা আর অন্য দলে ছিলেন উম্মে সালামা ও অন্যান্য স্ত্রীগণ। আয়েশা (রা) এর প্রতি রসূলুল্লাহ (স) এর ভালোবাসার কথা সকল মুসলমানের জানা ছিল। তাই তাদের কেউ রসূলুল্লাহ (স) কে কোন হাদিয়া দিতে চাইলে তা তখনই দিতেন যখন তিনি আয়েশার গৃহে অবস্থান করতেন। এজন্য প্রয়োজনে তারা হাদিয়া পাঠাতে বিলম্বও করতেন। তারপর হাদিয়া দাতাকে তারা রসূলুল্লাহর কাছে তখনই পাঠিয়ে দিতেন, যখন তিনি আয়েশার গৃহে অবস্থান করতেন।" (বুখারী)[১০৭]

"ইবনে আবু মুলাইকা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হযরত আয়েশা (রা) ইন্তিকালের পূর্বে ইবনে আব্বাস (রা) তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন... তখন বলা হলো, রসূলুল্লাহ (স) এর চাচাত ভাই এবং মুসলমানদের নেতা আপনার কাছে আসার অনুমতি চাচ্ছে। আয়েশা (রা) বললেন : তাকে অনুমতি দাও। তারপর ইবনে আব্বাস (রা) জিজ্ঞেস করলেন : আপনি কেমন আছেন? তিনি বললেন : আমি ভাল আছি যদি আমি আল্লাহকে ভয় করি। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন : ইনশা আল্লাহ আপনি ভাল আছেন, যেহেতু আপনি রসূলুল্লাহ (স) এর সহধর্মিণী এবং আপনাকে ছাড়া আর কোন কুমারীকে তিনি বিবাহ করেননি। এবং আপনার নির্দোষ হওয়ার ব্যাপারটি আকাশ থেকে নাযিল হয়েছিল। (অন্য বর্ণনা আছে : [১০৮] ইবনে আব্বাস বললেন, হে উম্মুল মুমিনীন। আপনি রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বকর (রা) এর কাছে পূর্ববর্তী সম্মানিত লোকদের মধ্যে অগ্রগণ্য।" (বুখারী) [১০৯]

মুমিনদের জননী উম্মে সালামা (রা)

আবিসিনিয়ায় হিজরত

"আয়েশা সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন : উম্মে হাবিবা এবং উম্মে সালামা একটি গীর্জার কথা উল্লেখ করলেন, যা তাঁরা আবিসিনিয়ায় দেখেছিলেন, যার মধ্যে অনেক ছবি রয়েছে। তাঁরা একথা রসূলুল্লাহ (স) এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বললেন : সেগুলো হলো তাদের কোন সৎলোক মারা গেলে তার কবরকে তারা সিজদার স্থান বানিয়ে নেয় এবং তার মধ্যে নানা রকমের ছবি স্থাপন করে। কিয়ামতের দিন এরাই হবে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি।"(বুখারী)[১১০]

তাঁর স্বামী আবু সালামার প্রতি রসূলুল্লাহ (স) সম্মান প্রদর্শন

"উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) একদিন আবু সালামার কাছে গিয়ে দেখলেন, তার চোখ উল্টে গেছে, পলক ফেলতে পারছে না। তিনি তার চোখ ধরে ঠিক করে বন্ধ করে দিয়ে বললেন : যখন জান কবজ করা হয়, চোখ তখন

www.amarboi.org

তার পিছু পিছু চলতে থাকে। আর লোকেরা তখন চিৎকার করতে থাকে। তারপর তিনি বললেন : তোমরা নিজেদের ব্যাপারে কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছুর জন্য দোয়া করোনা। কেননা ফিরিশতারা তোমাদের সমস্ত কথা সংরক্ষণ করে রাখেন। তারপর তিনি আল্লাহর কাছে এ দোয়া করলেন : হে আল্লাহ! তুমি আবু সালামাকে ক্ষমা করে দাও, তাকে হিদায়াত প্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দাও এবং তার সন্তান সন্ততির জন্য তুমি অভিভাবক হয়ে যাও। আমাদেরকে এবং তাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। তার কবরকে প্রশস্ত কর এবং তা আলোকিত করে দাও।" (মুসলিম)[১১১]

রসূলুল্লাহর (স) আদেশ পালন করতে গিয়ে তাঁর ধৈর্য ধারণ

"উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবু সালামা ইন্তিকাল করলে আমি বললাম : বেচারা মক্কার লোক মদীনায় মৃত্যুবরণ করলো। (শোকে দু:খে) আমি এমনভাবে কাঁদবো বলে চিন্তা করলাম–যা নিয়ে লোকেরা আলাপ আলোচনা করবে। সেভাবে আমি কাঁদার প্রস্তুতি নিলাম। এ সময় মদীনার আওয়ালী এলাকা থেকে এক মহিলা এলো। তার ইচ্ছা ছিল আমাকে কাঁদতে সহায়তা করবে। এমন সময় রসূলুল্লাহ (স) সামনে পড়লে তিনি আমাকে বললেন : তুমি কি সেই শয়তানটিকে ঘরে ঢুকাতে চাও যাকে আল্লাহ দু'দুবার বের করে দিয়েছেন? তারপর আমি বিরত হলাম এবং আর কাঁদলাম না।" (মুসলিম)[১১২]

স্বামী আবু সালামার জন্য তার বিশ্বস্ততা

"উম্মে সালামা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহকে (স) একথা বলতে শুনেছি, যদি কোন মুসলমান বিপদগ্রস্ত হয়ে আল্লাহর নির্দেশিত একথা বলে :

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اٰجِرْنِى فِى مُصِيْبَتِى وَاَخْلِفْلِىْ خَيْرًا مِّنْهَا.

(অবশ্যই আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁর কাছেই আমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! আমার বিপদের বিনিময়ে আমাকে সওয়াব দান কর, এবং এর পশ্চাতে এর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দাও।) তাহলে তাকে আল্লাহ অবশ্যই উত্তম প্রতিদান দেবেন। উম্মে সালামাহ বলেন : যখন আবু সালামা ইন্তিকাল করলেন, আমি বললাম : মুসলমানদের মধ্যে আবু সালামার চেয়ে আর কে উত্তম হতে পারে? পরিবার পরিজন সহ তিনিই প্রথম রসূলুল্লাহ (স) কাছে হিজরত করেছেন। তারপর আমি উপরোক্ত দোয়াটি পাঠ করলাম। আল্লাহ আমাকে আবু সালামার পশ্চাতে রসূলুল্লাহ (স)-কে স্বামী হিসেবে দান করলেন।" (মুসলিম)[১১৩]

রসূলুল্লাহর (স) সাথে তাঁর বিবাহ

"উম্মে সালামা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) আমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে হাতেব ইবনে আবু বালতা'আহ-কে পাঠালেন। আমি বললাম : আমার একটি মেয়ে আছে এবং আমি খুবই আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্না মহিলা। তিনি বললেন : আমি তার কন্যার ব্যাপারে এ দোয়া করছি যে, আল্লাহ যেন তাকে তার থেকে মুখাপেক্ষীহীন

www.amarboi.org

করে দেন। সাথে সাথে আমি এ দোয়াও করছি যেন তার আত্মমর্যাদাবোধ দূর করে দেন।" (মুসলিম)[১১৪]

"উম্মে সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বিবাহের পরে তাঁর কাছে তিন দিন অবস্থান করেছিলেন। তারপর বললেন : তোমার পরিবারের প্রতি অবজ্ঞা করে আমি এ তিন দিন কাটাইনি। তুমি চাইলে আমি সাত দিনও কাটাতে পারি। তবে তোমার কাছে সাত দিন কাটালে আমার অন্য স্ত্রীদের কাছেও সাত দিন করে কাটাতে হবে। তুমি ভাল মনে করলে তোমার কাছে তিন দিন অবস্থান করে অন্য স্ত্রীদের কাছেও পালাক্রমে তিন দিন করে কাটাতে পারি। তিনি বললেন : আপনি বরং তিন দিনই অবস্থান করুন।" (মুসলিম)[১১৫]

তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) এর স্ত্রীগণ দু'দলে বিভক্ত ছিলেন। এক দলে ছিলাম আমি আয়েশা, হাফসা, সাফিয়া ও সাওদা এবং অন্য দলে ছিলেন উম্মে সালামা সহ রসূলুল্লাহ (স)-এর অন্য স্ত্রীগণ। উম্মে সালামার দলের স্ত্রীগণ রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে কথা বলতে চাইলেন। তাই তারা তাকে বলল : তুমি রসূলুল্লাহ (স) বল, তিনি যেন লোকদেরকে বলে দেন : যে কেউ রসূলুল্লাহ (স)-কে কোন হাদিয়া দিতে চাইলে সে তা যে কোন স্ত্রীর গৃহে থাকাকালীন সময়ে দিতে পারে। তারপর উম্মে সালামা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে এ মর্মে কথা বললেন... ।" (বুখারী)[১১৬]

সাধারণ কার্যাবলীর প্রতি তাঁর গুরুত্বারোপ এবং মনোযোগ সহকারে মুসলমানদের নেতার বক্তব্য শ্রবণ

"নবী সহধর্মিণী হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি শুনলেও রসূলুল্লাহ (স)-এর মুখে কখনও শুনিনি। একদিনকার ঘটনা। এক মহিলা আমার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল। এমন সময়ে আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে শুনলাম। তিনি বলছিলেন : হে মানব মন্ডলী! আমি তখন দাসীকে বললাম : তুমি এখন সরে যাও। দাসী বলল : রসূলুল্লাহ (স) শুধু পুরুষদেরকে ডেকেছেন, নারীদেরকে নয়। আমি বললাম : আমিও তো মানব জাতির অন্তর্গত। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : আমি হাউজে কাউছারের কাছে তোমাদের আগেই পৌঁছে যাবো। তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক আমার কাছে আসবে। কিন্তু তাদেরকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দেয়া হবে, যেমন ভাবে তাড়িয়ে দেয়া হয় মালিকবিহীন উটকে। আমি তখন বলব, এমনটি কেন করা হচ্ছে? তখন বলা হবে : আপনি জানেন না যে আপনার পরে এরা কত নতুন প্রথার (বিদআত) প্রচলন করেছিল। আমি তখন বলব : তোমরা দূর হয়ে যাও।" (মুসলিম)[১১৭]

"উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত উম্মে সালামা (রা) একদা রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে থাকা অবস্থায় জিব্রাইল (আ) আগমন করলেন। কথাবার্তা শেষে তিনি চলে গেলেন। তখন রসূলুল্লাহ (স) উম্মে সালামা (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন : তুমি

www.amarboi.org

কি জান, ইনি কে ছিলেন? তিনি বললেন : ইনিতো দেহইয়াহ। উম্মে সালামা বলেন : আল্লাহর শপথ আমি তাকেই ধারণা করেছিলাম। পরিশেষে রসূলুল্লাহ (স)-এর ভাষণে জিব্রাইলের (আ) নাম শুনতে পেলাম।" (বুখারী ও মুসলিম)[১১৮]

এমনিভাবে উম্মে সালামা (রা)-এর বর্ণনা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত হয়েছে। হযরত জিব্রাইল (আ) রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে যে কথাবার্তা বলেছিলেন তা সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন হযরত আয়েশা (রা)। তারপর রসূলুল্লাহ (স) তাঁর ভাষণে জিব্রাইলের (আ) নাম উল্লেখ করলেন। আহযাবের যুদ্ধ থেকে ফেরার পর জিব্রাইল (আ) রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বললেন : আপনি কি যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র রেখে দিয়েছেন? আল্লাহর শপথ, আমরা এখনো তা রাখিনি, আপনি তাদের দিকে বের হয়ে পড়ুন। তিনি বললেন : কোন দিকে? জিব্রাইল (আ) বনু কুরাইযার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন : ঐদিকে।[১১৯]

তাঁর মেজাজের ভারসাম্য

"উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন তিনি হাফসা (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করে বললেন : হে মেয়ী-কন্যা। তুমি কি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে কথা কাটাকাটি কর, যার ফলে তিনি আজকে অসুন্তুষ্ট হয়েছেন? জবাবে হাফসা (রা) বললেন : আল্লাহর কসম! আমরা তো এরূপ করে থাকি। আমি বললাম : তুমি জেনে রাখো, আমি তোমাকে আল্লাহর শাস্তি ও রসূলুল্লাহ (স)-এর অসন্তুষ্টি থেকে সাবধান করে দিচ্ছি। উমর (রা) বলেন : এরপর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে উম্মে সালামার কাছে গেলাম এবং তার সাথে কথাবার্তা বললাম : তিনি বললেন : হে উমর, তুমি এক আশ্চর্য প্রকৃতির লোক। তুমি সব ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ কর, এমনকি রসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর স্ত্রীদের মধ্যকার বিষয়েও। তিনি এমনভাবে আমাকে তর্কের মাধ্যমে ঘায়েল করলেন যে, আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম।" (বুখারী ও মুসলিম)[১২০]

আল্লাহর কাছে সওয়াব পাওয়ার আশায় নিজ ইয়াতিম সন্তানদের সুন্দরভাবে প্রতিপালন

"উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বললাম : আবু সালামার সন্তানদের ছেড়ে না দিয়ে আমি যদি তাদের লালন-পালনের ব্যয়ভার বহন করি তাতে কি আমার ছওয়াব হবে? তাছাড়া তারাতো আমারই সন্তান। তিনি বললেন : হ্যাঁ, তুমি তাদের জন্য যা ব্যয় করবে তার প্রতিদান পাবে।" (বুখারী ও মুসলিম)[১২১]

তাঁর জ্ঞানের পরিপক্কতা ও বরকতপূর্ণ পরামর্শ

"মিসওয়ার ইবনে মাখরামা এবং মারওয়ান সূত্রে বর্ণিত। তাঁরা বলেন : রসূলুল্লাহ (স) হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় বের হলেন। তিনি কুরাইশদের সাথে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর সম্পন্ন করে সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ করে বললেন : তোমরা কুরবানী কর এবং মাথা মুন্ডন কর। রাবী বলেন : একথাটি তিনবার বলা সত্ত্বেও কেউ তা পালন করতে উদ্যত হলো না। এমনিভাবে কেউ ডাকে সাড়া না দেওয়ায় তিনি হযরত উম্মে সালামার কাছে গিয়ে

www.amarboi.org

লোকদের অবস্থা জানালেন। তখন হযরত উম্মে সালামা (রা) বললেন : ইয়া রসূলুল্লাহ (স)! আপনি যদি ভাল মনে করেন, তাহলে আমি বলব, আপনি বের হয়ে কারো সাথে কথা না বলে নিজে কুরবানী করুন এবং মাথা মুন্ডন করার ব্যবস্থা করুন। রসূলুল্লাহ (স) এ পরামর্শ অনুযায়ী কুরবানী করলেন এবং নিজের মাথা মুন্ডালেন। রসূলুল্লাহ (স)-এর এ অবস্থা দেখে সাহাবায়ে কেরামও কুরবানী করলেন এবং একে অপরের মাথা মুন্ডালেন।"(বুখারী) [১২২]

তাঁর হাদীস বর্ণনা

"উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর কয়েকজন স্ত্রীর কাছে একমাস যাবত না যাওয়ার শপথ করলেন। যখন উনত্রিশ দিন পার হয়ে গেল, তখন তিনি সকালে কিংবা বিকালে তাদের কাছে গেলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো একমাস তাদের কাছে না যাওয়ার শপথ করেছিলেন। তিনি বললেন : উনত্রিশ দিনেও মাস হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)[১২৩]

"আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। মারওয়ান তাকে একদিন হযরত উম্মে সালামার (রা) কাছে একটি মাসয়ালা জানতে পাঠালেন। মাসয়ালাটি হলো, কোন ব্যক্তি যদি সকাল বেলা অপবিত্র অবস্থায় থাকে, সে কি রোযা রাখতে পারবে? জবাবে তিনি বললেন : রসূলুল্লাহ (স) স্বপ্নদোষের কারণে নয়, স্ত্রী সহবাস করে সকাল বেলা অপবিত্র অবস্থায় থাকতেন, কিন্তু তিনি রোযা ভঙ্গ করেন নি কিংবা কাযাও করেননি।" (মুসলিম)[১২৪]

"উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার এক মহিলা রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার জামাতা মৃত্যুবরণ করেছে এবং আমার মেয়ের চোখে ব্যথা হয়েছে, সেকি সুরমা ব্যবহার করতে পারবে? রসূলুল্লাহ (স) দু'বার অথবা তিনবার বললেন, না। তারপর বললেন, এ অবস্থা চার মাস দশ দিন চলবে। অথচ জাহেলী যুগে পূর্ণ বছর ইদ্দত পালন করা হতো।" (বুখারী ও মুসলিম)[১২৫]

"উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : তোমাদের মধ্যে এমন নেতা আসবে, যাদের কোন কাজ তোমাদের পছন্দ হবে আমার কোন কাজ পছন্দ হবে না। যে ব্যক্তি বুঝে শুনে শক্তি প্রয়োগ করে বা বক্তব্যের মাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে সে গুনাহ থেকে মুক্ত থাকবে। অপরদিকে কেউ যদি শক্তি প্রয়োগে কিংবা বক্তব্যের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে অক্ষম হয়, তাহলে অন্তর দিয়ে তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করলে এবং ঐ অন্যায়ে লিপ্ত না হলে সে গুনাহ থেকে নিরাপদে থাকবে। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তার অনুসরণ করবে, সে মহা অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন : আমরা কি এ জাতীয় নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না? তিনি বললেন : যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নামায কায়েম করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াই করবে না।" (মুসলিম)[১২৬]

www.amarboi.org

"নবী সহধর্মিণী হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : যে ব্যক্তি রৌপ্য নির্মিত পাত্রে পান করে, সে যেন তার উদরে জাহান্নামের আগুন ভর্তি করে।" (বুখারী ও মুসলিম)[১২৭]

"উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রসূলুল্লাহ (স) আমার কাছে মেয়েলী ভাবাপন্ন পুরুষকে দেখতে পেলেন। আমি শুনলাম তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়াকে লক্ষ্য করে বলেছেন : হে আবদুল্লাহ! শুনে রাখ, আগামী দিন আল্লাহ যদি তোমাদের তায়েফের উপর বিজয় দান করেন, তাহলে গায়লানের মেয়েটিকে ছেড়ো না। সে সামনে এলে চারজন দেখায় এবং পেছন ফিরলে দেখায় আটজন। তাই রসূলুল্লাহ (স) নিজ স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন : এরা যেন আর তোমাদের কাছে প্রবেশ করতে না পারে।" (বুখারী ও মুসলিম)[১২৮]

"উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গৃহে একটি মেয়ে দেখেন। তার চেহারায় (নজর লাগার কারণে) দাগ পড়ে ছিল। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : তাকে ঝাড়ফুঁক করো, কারণ তার নজর লেগেছে।" (বুখারী ও মুসলিম)[১২৯]

"উবাইদুল্লাহ ইবনে কিবতীয়াহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি, হারেস ইবনে আবু রাবী'আহ ও আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান হযরত উম্মে সালামার কাছে গেলাম। তারা দুজন তাঁকে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া সেনাবাহিনী সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তখন ছিল ইবনে যুবাইরের শাসনকাল। জবাবে তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : আশ্রয় সন্ধানী গৃহকোণে আশ্রয় নেবে। তার বিরুদ্ধে পাঠানো হবে একটি সেনাদল। যখন তারা থাকবে বিরাণ ভূমিতে সেখানেই তারা বিধ্বস্ত হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রসূল! যারা অনিচ্ছায় তাদের সাথে ছিল, তাদের কি অবস্থা হবে? জবাব দিলেন : তারাও তাদের সাথে ধ্বংস হবে। তবে কিয়ামতের দিন তারা যার যার নিয়তের ভিত্তিতেই উঠবে। রাবী আবু জাফর বলেন : সেটি হবে মদীনার বিরাণ ভূমি।" (মুসলিম) [১৩০]

عن أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار : تقتلك الفئة الباغية .

"উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) হযরত আম্মারকে বলেন : তোমাকে হত্যা করবে বিদ্রোহী দল।" (মুসলিম)[১৩১]

মুমিনদের জননী যয়নাব বিনতে জাহ্‌শ (রা)

আল্লাহর নির্দেশে রসূলুল্লাহ (স)-এর বিবাহ

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ فَلَمَّا قَضٰى

www.amarboi.org

زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا.

"স্মরণ কর, যাকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও তার প্রতি অনুগ্রহ করেছ। তুমি তাকে বলছিলে : তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর। তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন রাখছো আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন। তুমি লোকভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকে ভয় করাই তোমার জন্য অধিক সংগত। তারপর যায়েদ যখন যয়নাবের সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করলো, তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে মুমিনদের পালক পুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে সব রমণীকে বিবাহ করায় মুমিনদের কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। আর আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।" (আহযাব : ৩৭)

ইস্তিখারার নামাযের প্রতি তাঁর আগ্রহ

"আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন হযরত যয়নাবের ইদ্দত পূর্ণ হলো, রসূলুল্লাহ (স) যায়েদকে বললেন : যয়নাবের কাছে গিয়ে আমার কথা বল। রাবী বলেন : যায়েদ তাঁর কাছে গিয়ে দেখলেন, তিনি আটার মন্ড তৈরী করছেন। যায়েদ বলেন : দূর থেকে তাঁকে দেখেই তাঁর দিকে তাকানো এবং রসূলুল্লাহর (স) (বিয়ের) প্রস্তাব তাঁর কাছে পেশ করা আমার কাছে খুব কঠিন মনে হলো। তাই কিছু না বলেই সাথে সাথে আমি ফিরে এলাম। পরে আমি বললাম : যয়নাব! রসূলুল্লাহ (স) আপনার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বললেন : আমার প্রভুর সাথে ইস্তিখারা না করে আমি এ ব্যাপারে কিছুই বলতে পারব না। এ বলে তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। এদিকে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো : وإذ تقول للذى أنعم الله عليه (স্মরণ কর ঐ সময়ের কথা, যখন তুমি আমার পুরস্কার প্রাপ্ত বান্দাকে বলেছিলে) তারপর রসূলুল্লাহ (স) এসে বিনা অনুমতিতে তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন।" (মুসলিম)[১৩২]

তাঁর বিবাহ উপলক্ষে ব্যতিক্রমী আয়োজন

"আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যয়নাব বিনতে জাহশের বিবাহে রসূলুল্লাহ (স) যে ভোজের আয়োজন করেছিলেন, তা অন্য কোন স্ত্রীর বিবাহ উপলক্ষে করেননি।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৩৩]

"আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যয়নাব বিনতে জাহশকে বিবাহ করার পর রসূলুল্লাহ (স)-এর গৃহে প্রচুর পরিমাণে রুটি ও গোশত তৈরি করা হলো এবং আমার উপর পড়লো লোকদেরকে ডেকে খাওয়ানোর দায়িত্ব। সেদিন দলে দলে লোক আসছিল আর খেয়ে বের হয়ে যাচ্ছিল। আমি লোকদের ডেকেই চলছিলাম। কিন্তু শেষে আমি এমন কাউকে পাইনি, যাকে ডেকে খাওয়াবো... ।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৩৪]

www.amarboi.org

"আবাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যয়নাব বিনতে জাহশের বিবাহে রসূলুল্লাহ (স) ভোজের আয়োজন করেছিলেন। সেদিন উম্মে সুলাইম (রা) বলেছিলেন : যদি রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য কিছু উপহার পাঠাতে পারতাম। আমি তাঁকে বললাম : তা পাঠাতে পারেন। তারপর তিনি খেজুর, ঘি ও জমাট দুধ মিশ্রিত করে একটি ডেকচিতে হাইসাহ নামক খাবার তৈরি করলেন এবং সেগুলো আমাকে দিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে পাঠালেন। তা নিয়ে গেলে রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন, রাখো। তারপর কতিপয় লোকের নাম উল্লেখ করে আমাকে আদেশ করলেন, এদেরকে ডেকে আন। আরো বললেন, যার সাথেই তোমার সাক্ষাত হবে তাকেই আমার এখানে ডেকে আনবে। আনাস বলেন : তাঁর আদেশ পালন করে ফিরে এলাম। তখন তাঁর ঘর লোকে লোকারণ্য। তারপর আমি দেখলাম রসূলুল্লাহ (স) সে খাদ্যের উপর হাত রেখেছেন এবং কিছু পড়ছেন। এরপর তিনি প্রতিবারে দশ দশ জন করে খেতে ডাকলেন। তাদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর এবং প্রত্যেকেই যার যার নিকটবর্তী খাবার খাও। (বুখারী ও মুসলিম)[১৩৫]

হাফেয ইবনে হাজার (রা) বলেছেন ... হাইসাহ খাওয়া না হতেই রুটি গোশত পরিবেশন করা হল। উপস্থিত মেহমানবৃন্দ সবাই সব ধরনের খাবার খেলেন।[১৩৬]

তাঁর বাসর রাতের সকালে পর্দার বিধান নাযিল হয়েছিল

"আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হযরত যয়নাব বিনতে জাহশের সাথে বিবাহ উপলক্ষে রসূলুল্লাহ (স) ভোজের আয়োজন করে লোকদেরকে তৃপ্তি সহকারে গোশত রুটি খাওয়ালেন। তারপর তিনি অন্য স্ত্রীদের গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে সালাম দিলেন এবং তাদের জন্য দোয়া করলেন, যেমন ভাবে তিনি বাসর রাতের সকালে করতেন। তারপর তারাও তাঁর সালামের জওয়াব দিলেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করলেন। গৃহে ফিরে গিয়ে তিনি দুব্যক্তিকে কথাবার্তা বলতে দেখলেন, তারপর ফিরে এলেন। লোক দু'টি রসূলুল্লাহ (স)-কে ফিরতে দেখে উভয়ে দ্রুত লাফিয়ে বের হয়ে গেল। আমার মনে পড়ছে না, আমি কি তাদের বের হওয়ার খবর দিয়েছিলাম, না অন্য কারো কাছে তিনি শুনেছিলেন, তিনি ফিরে এসে ঘরে ঢুকে আমার এবং তাঁর মাঝে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। তখনই পর্দার আয়াত নাযিল হলো।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৩৭]

রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে তাঁর মর্যাদা

"আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র তিনি (যয়নাব বিনতে জাহশ) আমার সমকক্ষ ছিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৩৮]

তাঁর মর্যাদার আধিক্য

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি যয়নাব বিনতে জাহশের চেয়ে দীনদার, মুত্তাকী, সত্যবাদী, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষকারী, অত্যধিক দানশীল এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনে অধিক যত্নবান আর কোনো মহিলা দেখিনি।" (মুসলিম)[১৩৯]

www.amarboi.org

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) আমার (বিরুদ্ধে অপবাদ রটনার) ব্যাপারে যয়নাব বিনতে জাহ্‌শকে জিজ্ঞেস করলেন : হে যয়নাব, এ ব্যাপারে তুমি কি জানো বা দ্যাখো? তিনি বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার চোখ এবং কানের হেফাযত করি। আল্লাহর শপথ, আমি এ ব্যাপারে ভালো ছাড়া অন্য কিছু জানিনা। আয়েশা বলেন : আল্লাহ তাকে পরহেযগারীর মাধ্যমে গুনাহ থেকে রক্ষা করলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৪০]

রসূলুল্লাহ (স)-এর অন্য স্ত্রীগণের উপর তাঁর গৌরব

"আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী–সহধর্মিণীদের কেউ কেউ রসূলুল্লাহ (স)-কে বললেন, আমাদের মধ্যে কে আগে আপনার সান্নিধ্য লাভ করবে? তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে যার হাত বেশী লম্বা। তারা ক্ষেতে ব্যবহৃত একটি কাঠি দিয়ে হাত মেপে দেখলেন হযরত সাওদার হাত সবচেয়ে লম্বা। যয়নাবের ইন্তিকালের পর আমরা বুঝতে পারলাম (অর্থাৎ রসূলুল্লাহর কথার অর্থ)। দান-সাদকার ক্ষেত্রে তার হাত লম্বা ছিল। আমাদের মধ্যে তিনিই রসূলুল্লাহ (স) সান্নিধ্যে চলে গেলেন। তিনি দান করা খুবই পছন্দ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১৪২]

উম্মু সুলাইম : আল গুমাইসা বিনতে মিলহান

" রসূলুল্লাহ (স) বলেন : আমি জান্নাতে প্রবেশ করে কারো পদধ্বনি শুনতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম : এ কে? ফেরেশতারা বললেন : এ হচ্ছে গুমাইস বিনতে মিলহান।" (মুসলিম)[১৪৩]

তার অনন্যসাধারণ বিবাহ

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : আমাকে জান্নাত দেখানো হয়েছে। সেখানে আমি আবু তালহার স্ত্রীকে দেখতে পেয়েছি।" (মুসলিম)[১৪৪]

আবু তালহার সাথে তাঁর বিবাহের ঘটনা তাঁর মহানুভবতা ও ঈমানী শক্তির পরিচয় বহন করে।

"হযরত ছাবেত আল বানানী (রা) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত আবু তালহা (রা) উম্মু সুলাইমের কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন, হে আবু তালহা আল্লাহর শপথ, তোমার মত লোকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা যায় না। কিন্তু তুমি একজন কাফের, আর আমি একজন মুসলিম মহিলা। তোমার সাথে আমার বিবাহ অবৈধ। যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে সেটাকে মোহরানা হিসেবে গ্রহণ করে নিতে পারি। তোমার কাছে আমি অন্য কিছু চাইব না।" (অথচ আবু তালহা মদীনার আনসারদের মধ্যে খেজুরের বাগানের দিক দিয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন।)"[১৪৫] তখন আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করলেন। আর তা-ই উম্মু সুলাইমের মোহরানা হিসেবে নির্ধারিত হলো। ছাবেত আল বানানী বলেন, উম্মু সুলাইমের চেয়ে উত্তম মোহরানা লাভকারিণী অন্য কোন মহিলার কথা আমি শুনিনি।" (নাসায়ী)[১৪৬]

www.amarboi.org

উম্মু সুলাইম উত্তম স্বামী নির্বাচন করেছিলেন। এর ফলেই আবু তালহা রসূলুল্লাহ (স)-এর উল্লেখযোগ্য সাহাবী, অনন্য বীরত্বের অধিকারী ও আল্লাহর পথে বদান্যতার ক্ষেত্রে সুপরিচিত হয়েছিলেন।

তাঁর স্বামীর ফযীলত

"আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ওহোদের যুদ্ধের দিন মুসলিম মুজাহিদগণ রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছ থেকে দূরে সরে গেল। তখন আবু তালহা রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে তাঁকে আড়াল করে নিজের ঢাল পেতে দিলেন। (শত্রুদের আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষার জন্য)। আবু তালহা সুদক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। সেদিন তিনি দুটি কিংবা তিনটি ধনুক ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। কোন ব্যক্তি তূণীর নিয়ে সে জায়গা অতিক্রম করলে রসূলুল্লাহ (স) বলতেন, আবু তালহার জন্য এগুলি খুলে দাও। রসূলুল্লাহ (স) মাথা উঁচু করে শত্রু সৈন্যদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। আবু তালহা তখন বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমার পিতা–মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি মাথা উঁচু করে তাকাবেন না। এতে তাদের কোন তীর এসে আপনার গায়ে বিঁধে যেতে পারে। আমার বুক আপনার বুকের সামনে। ... সেদিন আবু তালহার হাত থেকে তরবারি দুবার কিংবা তিনবার পড়ে গিয়েছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৪৭]

"আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মদীনার আনসারদের মধ্যে হযরত আবু তালহা (রা) সর্বাধিক ধনী ছিলেন। তাঁর বাগানে প্রচুর খেজুর হতো। তাঁর সমুদয় সম্পদের মধ্যে "বাইরুহা" নামক স্থানের বাগানটিই ছিল তাঁর সবচেয়ে বেশী প্রিয়। এটা ছিল মসজিদে নববীর সামনে। রসূলুল্লাহ (স) সে বাগানে প্রবেশ করে সেখানকার সুরভিত পানি পান করতেন। আনাস (রা) বলেন : যখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون (তোমার নিজের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে খরচ না করা পর্যন্ত পূর্ণ কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা।) আবু তালহা (রা) বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তো বলেছেন : 'তোমরা নিজের প্রিয় জিনিস খরচ না করা পর্যন্ত পূর্ণ কল্যাণ লাভ করতে পারবে না,'– আর আমার প্রিয় সম্পদ হচ্ছে 'বাইরুহা'র বাগানটি। এটি দান করে আমি আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান ও কল্যাণ পাওয়ার আশা করছি। কাজেই হে আল্লাহর রসূল! আপনি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী যে কোন কাজে এটি ব্যবহার করতে পারেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : বাহ! নিশ্চয়ই তুমি এর প্রতিদান পাবে, অথবা বললেন : এটাতো খুবই লাভজনক সম্পদ–(রাবী আবদুল্লাহ সন্দেহ) রসূলুল্লাহ (স) আরো বললেন : তোমার বক্তব্য তো শুনলাম, এখন আমার মত হচ্ছে তুমি এটি তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বণ্টন করে দাও। তখন আবু তালহা (রা) বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমি তাই করবো। তারপর তালহা তা নিজের আত্মীয়বর্গ ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৪৮]

www.amarboi.org

তাঁর স্বামীর প্রতি যত্ন এবং ধৈর্যশীলতা

"আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উম্মু সুলাইমের গর্ভজাত আবু তালহার এক ছেলে মারা গেলে উম্মু সুলাইম (রা) পরিবারের লোকদেরকে বললেন : আমি না বলা পর্যন্ত তোমরা কেউ আবু তালহার কাছে তার ছেলের মৃত্যুর কথা বলবে না। আনাস (রা) বলেন : এরপর আবু তালহা ঘরে আসলেন। সময়মত রাতের পানাহার করলেন। আনাস বলেন : সেদিন উম্মু সুলাইম আবু তালহার জন্য অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশী করে সাজসজ্জা করলেন। রাতে স্বামী–স্ত্রীর মিলন শেষে আবু তালহা পরিতৃপ্ত হলে উম্মু সুলাইম (রা) বললেন : হে আবু তালহা! তোমার কি মনে হয় যে, কোন গোত্র কোনো পরিবারকে কিছু ঋণ দিল, তারপর তারা সে ঋণ ফেরৎ চাইলো। এখন ঋণ গ্রহীতা পরিবারের জন্য এটা কি সমীচীন হবে যে, তাদেরকে তা ফেরত দিতে বিরত থাকবে? তিনি বললেন : না, তা হতে পারেনা। উম্মু সুলাইম এবার বললেন : আমি এখানে তোমার ছেলের কথা বলতে চাচ্ছি...। একথা শুনে তিনি রেগে গিয়ে বললেন : ছেলের মৃত্যু সংবাদ এখন দিচ্ছো।" এতক্ষণ বলনি–এমনকি আমি সহবাস পর্যন্ত করেছি। এরপর তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাজির হয়ে সবকিছু খুলে বললেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : গত রাত তোমাদের জন্য শুভ হোক। আনাস বলেন : এরপর উম্মু সুলাইম (রা) গর্ভবতী হলেন।

"তিনি আরো বলেন : একবার রসূলুল্লাহ (স) কোন সফরে গেলেন, উম্মু সুলাইমও তাঁর সাথে ছিলেন। রসূলুল্লাহ (স)-এর একটি অভ্যাস এ ছিল যে, তিনি কখনও সফর থেকে রাতে মদীনায় আসতেন না। কাফেলা মদীনার নিকটবর্তী হলে পথিমধ্যে উম্মে সুলাইমের প্রসব বেদনা দেখা দিল। আবু তালহা তাঁকে ধরে রেখেছিলেন। আর রসূলুল্লাহ (স) চলছিলেন। আনাস (রা) বলেন : তখন আবু তালহা আল্লাহর কাছে এ বলে মোনাজাত করছিলেন : হে আল্লাহ ! আপনি তো জানেন, আমি আপনার রসূলের সাথে সফরে যেতে এবং পুনরায় তাঁর সাথেই মদীনায় ফিরে আসতে গর্ববোধ করি। কিন্তু এখন তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আমি কি বিপদের মধ্যে আছি। আনাস (রা) বলেন : এরপর উম্মু সুলাইম বললেন : আবু তালহা! আমার ব্যথা একটু কমেছে এখন চলো। তারপর আমরা চললাম। আনাস (রা) বলেন : তারা উভয়ে মদীনায় এসে পৌছলে তারপর তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। তখন আমার মা আমাকে বললেন : হে আনাস, ভোরে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত এ শিশুকে কেউ দুধ পান করাবো না। সকাল হলে আমি তাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁর মুখোমুখি হয়ে বসলাম। এ সময় তাঁর হাতে 'মাইসাম' নামক একটি অস্ত্র ছিলো। তিনি আমাকে দেখে বললেন : মনে হচ্ছে উম্মু সুলাইম সন্তান প্রসব করেছে। আমি বললাম, জি হ্যাঁ ।এরপর তিনি 'মাইসাম'টি রেখে দিলেন। আনাস বলেন : আমি শিশুটিকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর কোলে তুলে দিলাম। তিনি মদীনার আজওয়া নামক খেজুর চেয়ে নিলেন এবং তা নিজ মুখে চিবিয়ে একেবারে নরম করে ফেললেন এবং শিশুটির মুখে পুরে দিলেন। তারপর শিশুটি তা জিহ্বা দিয়ে নাড়াচাড়া

www.amarboi.org

করতে লাগলেন। আনাস (রা) বলেন : তারপর রসূলুল্লাহ (স) বললেন : খেজুরের প্রতি আনসারদের ভালবাসার নমুনা দেখো। আনাস বলেন : এরপর তিনি শিশুটির মুখ মুছে দিলেন এবং তার নাম রাখলেন "আবদুল্লাহ"। (বুখারী ও মুসলিম)[১৪৯]

তাঁর প্রতি রসূলুল্লাহ (স) সযত্ন দৃষ্টি

"আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) নিজ স্ত্রীগণ ছাড়া, মদীনায় একমাত্র উম্মু সুলাইমের ঘরেই সাধারণত প্রবেশ করতেন। এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : আমি অবশ্যই তার প্রতি কৃপা দৃষ্টি রাখবো। তার ভাই (হারা ইবনে মিলহান) আমার আদেশ পালন করতে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেছে।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৫০]

"আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) উম্মু সুলাইমের গৃহে প্রবেশ করলেন। উম্মু সুলাইম তাঁর খেদমতে খেজুর এবং ঘি পেশ করলেন। তিনি বললেন : তোমাদের ঘি এবং খেজুর পাত্রে রেখে দাও, কেননা আমি রোযাদার। তারপর ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে নফল নামায পড়লেন এবং উম্মু সুলাইম ও তাঁর গৃহে বসবাসকারী সবার জন্য দোয়া করলেন। উম্মু সুলাইম বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আপনার খেদমতে আমার একটি বিশেষ দাবী আছে। তিনি বললেন : সেটি কি? উম্মু সুলাইম বললেন : আপনার খাদেম আনাসের ব্যাপারে। হযরত আনাস (রা) বলেন : দুনিয়া ও আখেরাতের এমন কোন কল্যাণের কথা তিনি বাদ দেননি যে ব্যাপারে আমার জন্য দোয়া করেননি। দোয়ার ভাষা ছিল নিরূপ ..."হে আল্লাহ তুমি তাকে অধিক পরিমাণে সম্পদ ও সন্তান দান কর এবং তাকে বরকত দ্বারা ধন্য কর। হযরত আনাস বলেন : আমি আনসারদের মধ্যে অধিক সম্পদের মালিক হয়েছিলাম। আমার কন্যা উমাইনা আমাকে বলেছে যে, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বসরায় আগমনের বছর পর্যন্ত আমার ঔরসজাত পরিবারের একশত বিশজনের অধিক সন্তানকে সমাহিত করা হয়েছে।" (বুখারী)[১৫২]

"আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) উম্মু সুলাইমের ঘরে ঢুকে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর বিছানায় শুয়ে পড়তেন। রাবী বলেন : একদিন তিনি তাঁর বিছানায় শুয়ে পড়লে উম্মু সুলাইম সেখানে আসলেন। তাঁকে বলা হলো, আপনার ঘরে আপনার বিছানায় রসূলুল্লাহ (স) শুয়ে আছেন। তাঁর শরীর থেকে ঘাম বেরিয়ে বিছানায় রাখা চামড়ার উপরে জমা হয়ে গেল। উম্মু সুলাইম সে ঘামে কাপড় ভিজিয়ে তা নিংড়ে বোতলে রাখতে লাগলেন, তা দেখে রসূলুল্লাহ (স) হতচকিত হয়ে বললেন : হে উম্মু সুলাইম, তুমি এ কি করছ? তিনি বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমাদের সন্তানদের জন্য এর বরকত কামনা করছি। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : তুমি ঠিকই করেছ।" (মুসলিম)[১৫৩]

"আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) স্বভাব ছিল সবচেয়ে মধুর। আমার এক ভাইয়ের নাম ছিল আবু উমাইর। আনাস বলেন : খুব সম্ভব তার দুধ পান শেষ হয়েছিল এমন বয়সে রসূলুল্লাহ (স) এসে বলতেন : হে আবু উমাইর তোমার

www.amarboi.org

নুগাইর পাখিটি কি করছে? নুগাইর এক ধরনের ছোট পাখি– যা নিয়ে সে খেলা করতো। আমাদের এখানে থাকতো কখনো নামাযের সময় হলে তিনি পাটি আনতে বলতেন। তার নীচের জায়গা পরিষ্কার করে পানি ছিটিয়ে নামাযের জন্য দাঁড়াতেন এবং আমরাও তাঁর পিছনে দাঁড়াতাম। তিনি আমাদের নিয়ে নামায পড়তেন।" (বুখারী)[১৫৪]

রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি তাঁর ও তাঁর পরিবারবর্গ তথা ছেলে, স্বামী, মা ও বোনের সযত্ন দৃষ্টি

"আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মুহাজিরগণ যখন মক্কা থেকে কপর্দকহীন অবস্থায় মদীনায় আসলেন, তখন আনসারগণ ছিলেন ভূমির মালিক এবং কৃষিজীবী। তাই তারা মুহাজিরদের সাথে এ মর্মে শপথ করলেন যে, প্রতি বছর তাদেরকে উৎপন্ন ফলের অর্ধেক দান করবেন এবং কাজকর্মে ও ব্যয় নির্বাহে তাদেরকে সঙ্গে নেবেন। সে সময় আনাসের মা (উম্মু সুলাইম) রসূলুল্লাহ (স)-কে কিছু খেজুর গাছ হাদিয়া হিসেবে দান করেছিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৫৫]

"আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার মা তাঁর ওড়নার অর্ধাংশ আমাকে পরিধান করিয়ে এবং বাকী অংশ গায়ে জড়িয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে এসে বললেন : হে আল্লাহর রসূল! এ আমার ছেলে 'উনাইস', আপনার খেদমত করার জন্য একে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। তাই আপনি এর জন্য আল্লাহর কাছে একটু দোয়া করুন। রসূলুল্লাহ (স) এ বলে দোয়া করলেন : اللهم اكثر ماله وولده 'হে আল্লাহ তুমি তাকে ধনেজনে বাড়িয়ে দাও।' আনাস বলেন : আল্লাহর শপথ, আজ আমার অঢেল সম্পদ হয়েছে এবং পুরুষানুক্রমে আমার সন্তানের সংখ্যাও প্রায় একশত ছাড়িয়ে যাবে।" (মুসলিম)[১৫৬]

"আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স)-এর মদীনায় আগমনের বছর আমার বয়স ছিল দশ বছর। আমার মা-বোনেরা রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতের ব্যাপারে আমাকে অনবরত প্রেরণা দিচ্ছিলেন। তাই আমি দীর্ঘ দশ বছর তাঁর খেদমতে কাটাই এবং আমার বিশ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।" (বুখারী)[১৫৭]

"আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) একবার আমার কাছে এলেন। তখন আমি অন্য ছেলেদের সাথে খেলাধুরা করছিলাম। তিনি আমাদের সালাম করলেন। এরপর আমাকে বিশেষ প্রয়োজনীয় এক কাজে পাঠালেন। তাই মায়ের কাছে ফিরতে আমার বিলম্ব হলো। আমি ফিরে এলে মা বললেন, তোমার এতো দেরী কেন? আমি বললাম, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে এক কাজে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বললেন : কি কাজে? আমি বললাম : এটা গোপন বিষয়। তিনি বললেন, হ্যাঁ, রসূলুল্লাহ (স)-এর কোন গোপন বিষয় সম্পর্কে কখনো কাউকে কিছু বলবে না। আনাস বলেন : আল্লাহর

www.amarboi.org

শপথ, হে ছাবিত, সে সম্পর্কে কাউকে কিছু বললে তা প্রথমে তোমাকেই বলতাম।" (মুসলিম)[১৫৮]

"আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) বিবাহ করে নিজ গৃহে প্রবেশ করলেন। আনাস বলেন : আমার মা উম্মু সুলাইম 'হাইসাহ' তৈরি করে একটি পাথরের তৈরী পাত্রে রাখলেন এবং আমাকে বললেন : এটা নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে যাও। তাঁকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, আমার মা আপনার জন্য এ হাদিয়া পাঠিয়েছেন। এ সংগে এও বলবে : হে আল্লাহর রসূল! আমাদের তরফ থেকে আপনার জন্য এ সামান্য হাদিয়াটুকু কবুল করুন। হযরত আনাস বলেন : আমি এ-খাবার নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাজির হয়ে বললাম, আমার মা আপনার খেদমতে সালাম জানিয়েছেন এবং এ সামান্য হাদিয়াটুকু আমাদের তরফ থেকে কবুল করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি এটা রেখে অমুক অমুক ব্যক্তিকে ডাক। আর যার সাথে দেখা হবে তাকেও ডাকবে। ... ।" (বুখারী ও মুসলিম এবং এটি মুসলিমের বর্ণনা)[১৫৯]

"আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) খয়বর যুদ্ধ করলেন। ... যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাতের মাধ্যমে আমরা এ অভিযানে বিজয় লাভ করলাম। তারপর মহিলা বন্দীদেরকে এক জায়গায় সমবেত করা হল। ইতিমধ্যে দেহইয়া এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে একজন দাসী দান করুন। তিনি বললেন, এখান থেকে একজন নিয়ে যাও। তিনি সাফীয়া বিনতে হুইয়াইকে নিয়ে নিলেন। ইতিমধ্যে একজন লোক এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি দেহইয়ার জন্য সাফীয়া বিনতে হুইয়াইকে দিয়েছেন? ইনি তো বনু কুরাইযা ও বনু নযীরের নেত্রী। আপনি ছাড়া অন্য কেউ তার উপযুক্ত নয়। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তাকে সহ দেহইয়াকে ডাক। তিনি তাঁকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। রসূলুল্লাহ (স) তার দিকে তাকিয়ে বললেন, হে দেহইয়া, তুমি অন্য একজন দাসী নিয়ে যাও। রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ (স) তাকে মুক্ত করে দিয়ে বিবাহ করে নিলেন। পথিমধ্যে হযরত উম্মু সুলাইম সাফীয়াকে সাজালেন। (মুসলিমের অন্য বর্ণনায় রয়েছে [১৬০-ক] রসূলুল্লাহ (স) তাকে উম্মু সুলাইমের কাছে সাজানোর জন্য এবং তাকে ইদ্দত পালন শেষে প্রস্তুত করবার জন্য পাঠালেন।) হযরত উম্মু সুলাইম রাতে বাসর ঘরের ব্যবস্থা করলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৬০-খ]

তাঁর গভীর জ্ঞান ও আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা

"আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন আবু তালহা উম্মু সুলাইমকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কণ্ঠস্বরটা খুব ক্ষীণ শুনলাম। আমার মনে হল যেন তিনি ক্ষুধায় কাতর। তোমার কাছে কি কিছু খাবার আছে? উম্মু সুলাইম বললেন, হ্যাঁ। এ বলে তিনি কিছু যবের রুটি বের করলেন। তারপর নিজের ওড়নাটা বের করে তার একাংশ দিয়ে রুটিগুলো বেঁধে আমার হাতে গুঁজে দিলেন।

www.amarboi.org

আর অপরাংশ আমার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। তারপর আমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে পাঠালেন। আনাস বলেন, আমি গিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-কে মসজিদে পেলাম। তাঁর সাথে আরো কিছু লোক ছিল। আমি তাঁদের নিকটে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন, তোমাকে কি আবু তালহা পাঠিয়েছেন, আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন, খাবার নিয়ে (পাঠিয়েছে)? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন রসূলুল্লাহ (স) তাঁর সাথীদের বললেন, ওঠ চল। এ বলে তারা রওয়ানা হলেন। আমিও তাঁদের সামনে সামনে চলতে লাগলাম এবং আবু তালহা (রা) এর কাছে এসে রসূলুল্লাহ (স)-এর আগমনী খবর) জানালাম। আবু তালহা (রা) তার স্ত্রীকে বললেন, হে উম্মু সুলাইম, রসূলুল্লাহ (স) কিছু লোক নিয়ে এসেছেন। অথচ আমাদের নিকট এ পরিমাণ (খাদ্য সামগ্রী) নেই, যা আমরা তাদের সকলকে খেতে দিতে পারি। উম্মু সুলাইম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভাল জানেন। তারপর আবু তালহা (রা) গিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। রসূলুল্লাহ (স) (ঘরের দিকে) এগিয়ে এলেন। হযরত আবু তালহা তাঁর সাথে ছিলেন। তারপর রসূলুল্লাহ (স) বললেন, হে উম্মু সুলাইম! তোমার নিকট যা কিছু আছে নিয়ে এসো। তিনি ঐ রুটিগুলো এনে হাজির করলেন। রসূলুল্লাহ (স) আবু তালহাকে আদেশ করলে তিনি রুটিগুলো ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করলেন এবং উম্মু সুলাইম ঘিয়ের পাত্র থেকে ঘি বের করে তরকারির সাথে মিশালেন। রসূলুল্লাহ (স) কিছু পড়ে তাতে ফুঁক দিলেন। তারপর বললেন : (প্রথমে) দশজনকে আসতে বল। তখন দশজনকে আসতে বলা হল। তারা এসে তৃপ্তি সহকারে খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, (এবার আরো) দশজনকে আসতে বল, তখন (আরো) দশজনকে অনুমতি দেয়া হল। তারা এসে তৃপ্তি সহকরে খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, (আরো) দশজনকে আসতে বল। তখন (আরো) দশজনকে অনুমতি দেয়া হলো। তাঁরাও এসে তৃপ্তি সহকারে খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, (আরো) দশজনকে আসতে বল। এভাবে আগত লোকদের সবাই তৃপ্তি সহকারে খাওয়া–দাওয়া করলেন। আগত লোকদের সংখ্যা ছিল সত্তর কিংবা আশিজন। মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় আছে : [১৬১] অতপর রসূলুল্লাহ (স) আবু তালহা, উম্মু সুলাইম এবং আনাস ইবনে মালেকও তা থেকে খেলেন। এরপরেও কিছু রয়ে গেল। তারপর তা আমরা প্রতিবেশীকে দিয়ে দিলাম" (বুখারী ও মুসলিম)[১৬২]

বাইআতে তাঁর অংশগ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন

"উম্মু আতিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বাইয়াত গ্রহণকালে রসূলুল্লাহ (স) আমাদের থেকে এ মর্মে শপথ করালেন যে, আমরা (কারোর মৃত্যুতে) কাঁদবো না। আমাদের মধ্য থেকে পাঁচজন মহিলা ছাড়া কেউ সে অংগীকার পূর্ণ করতে পারেনি। তারা হলেন : উম্মু সুলাইম, উম্মুল আলা, আবু সাবরার কন্যা মু'আযের স্ত্রী এবং আরো দু'জন মহিলা... " (বুখারী ও মুসলিম)[১৬৩]

www.amarboi.org

তাঁর ইতিবাচক লজ্জা

"উম্মু সালামা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার উম্মু সুলাইম রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তো সত্য কথা বলতে সংকোচ করেন না। (এখন আমি জানতে চাচ্ছি যে,) মেয়েদের স্বপ্নদোষ হলে তাদের কি গোসল করতে হবে? জবাবে রসূলুল্লাহ (স) বললেন : হ্যাঁ, যদি কাপড় ভিজা দেখে।" (বুখারী ও মুসরিম)[১৬৪]

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সত্যই বলেছেন : আনসারী মহিলারা কতই না ভালো, দীনী জ্ঞান অর্জনে লজ্জা তাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। (মুসলিম)[১৬৫]

জিহাদে তাঁর অংশগ্রহণ

"আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ওহোদ যুদ্ধের দিন লোকজন রসূলুল্লাহ (স)-কে ছেড়ে চলে গেলেন... সেদিন আমি আয়েশা বিনতে আবু বকর ও উম্মু সুলাইমকে তাদের কাপড় আঁট-সাঁট করে বাঁধা অবস্থায় দেখেছি, তখন তাদের পায়ের মলগুলিও দেখা যাচ্ছিল। তারা উভয়েই মশক ভরে ভরে পিঠে করে পানি বয়ে এনে লোকদেরকে পান করাচ্ছিলেন। তারপর আবার গিয়ে পুনরায় ভরে এনে আবার লোকদেরকে পান করাচ্ছিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৬৬]

"হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) উম্মু সুলাইমকেসহ কিছু মহিলাকে যুদ্ধে নিয়ে যেতেন। তারা যোদ্ধাদেরকে পানি পান করাতেন এবং আহতদের সেবা করতেন। (যে সব যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন খয়বরের যুদ্ধ তার একটি)"[১৬৭] (মুসলিম)[১৬৮]

"আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হুনাইনের যুদ্ধের দিন উম্মু সুলাইম একটি খঞ্জর নিয়েছিলেন। এটি তার সাথেই ছিল। তা দেখে আবু তালহা (রা) বললেন : হে আল্লাহর রসূল! এ যে উম্মু সুলাইম, তার কাছে একটি খঞ্জর রয়েছে। তা শুনে রসূলুল্লাহ (স) বললেন : এ খঞ্জর কি জন্যে এনেছ? তিনি বললেন : এটি কোন মুশরিক আমার কাছে এলে এ দিয়ে তার ভুঁড়ি চাক করে ফেলবো। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (স) হাসতে লাগলেন। উম্মু সুলাইম বললেন : হে আল্লাহর রসূল! মক্কা বিজয়ের সময় যারা ভয়ে মুসলমান হয়েছে এটা দিয়ে তাদেরকেও হত্যা করবো। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : তাদেরকে শাস্তি দেবার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"(মুসলিম)[১৬৯]

আসমা বিনতে আবু বকর (রা) : যাতুন নিতাকাইন তথা দুই বস্ত্রখন্ডধারিণী

শৈশব থেকে সাধারণ বিষয় সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা

"আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমি যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলকে কা'বা ঘরের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেছি। তখন সে বলছিল : 'হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহর শপথ, তোমাদের মধ্যে আমি ছাড়া আর কেউই ইব্রাহিম (আ)-এর দীনের অনুসারী নয়।' সে জীবিত কবরস্থ

www.amarboi.org

সন্তানকে রক্ষা করতো। কোন ব্যক্তি নিজ কন্যাকে হত্যা করতে চাইলে সে বলতো : তুমি একে হত্যা করো না। আমি তোমাকে এর ভরণ-পোষণের খরচ দেব। তারপর সে কন্যাটিকে তার কাছ থেকে নিয়ে নিত। কন্যাটি বড় হলে সে তার পিতাকে বলতো : এখন তুমি ইচ্ছা করলে একে তোমার কাছে সমর্পণ করতে পারি, আর ইচ্ছা করলে এর ব্যয়ভারও বহন করতে পার।" (বুখারী)[১৭০]

তাঁর সুন্দর প্রতিপালন

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার পিতা-মাতাকে আশৈশব ইসলামে দীক্ষিত অবস্থায়ই পেয়েছি এবং রসূলুল্লাহ (স) প্রতিদিন সকাল বিকাল আমাদের গৃহে আসতেন।" (বুখারী)[১৭১]

হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন : ... আল্লামা তাবারানী (র)-এর মত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বর্ণিত অপর এক হাদীসে আছে যে, "মক্কায় থাকাকালীন রসূলুল্লাহ (স) প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় দু'বার আমাদের বাড়িতে আসতেন।"[১৭২]

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন দুপুরে আমরা আবু বকরের (রা) গৃহে বসেছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আবু বকরকে (রা) বলল : রসূলুল্লাহ (স) মাথা ঢেকে আসছেন। তিনি ইতিপূর্বে কখনও এ সময় আসেননি। তখন আবু বকর (রা) বললেন : তাঁর জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক, আল্লাহর শপথ! এমন সময় তিনি নিশ্চয়ই কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে এসেছেন। আয়েশা (রা) বলেন: রসূলুল্লাহ (স) এসে গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাঁকে অনুমতি দেয়া হলো। তিনি গৃহে প্রবেশ করলেন। এরপর তিনি আবু বকর (রা)-কে বললেন : তোমার কাছে যারা আছে, তাদেরকে একটু বাইরে যেতে বল। তখন আবু বকর (রা) বললেন : আপনার জন্য আমার পিতা উৎসর্গিত হোক, হে আল্লাহর রসূল! এরা তো আপনারই পরিবার-পরিজন। (মূসা ইবনে উকবাহ্-এর মতে ইবনে শিহাব বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় আছে, আয়েশা (রা) বলেন : সে সময় আবু বকরের (রা) কাছে আমি ও আসমা ছাড়া অন্য কেউ ছিল না।)[১৭৩]

তারপর রসূলুল্লাহ (স) বললেন : আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে হিজরত করার আদেশ করা হয়েছে। আবু বকর (রা) বললেন : আপনার জন্য আমার পিতা উৎসর্গিত হোক, হে আল্লাহর রসূল! আপনার সাথে আমাকে যেতে হবে কি? রসূলুল্লাহ (স) বললেন : হ্যাঁ। আবু বকর (রা) বললেন : হে আল্লাহর রসূল! তা'হলে আপনি এ দু'টি বাহনের কোন একটা নিন। রসূল (স) বললেন : মূল্য দিয়ে নেব। আয়েশা (রা) বলেন : আমরা তাড়াতাড়ি করে বাহন দু'টি প্রস্তুত করলাম এবং একটি থলেতে পাথেয় দিলাম। তারপর আসমা বিনতে আবু বকর (রা) তার কোমরে বাঁধার বস্ত্রখন্ড দু'টুকরা করে তা দিয়ে থলের মুখ বেঁধে দিল।" (বুখারী) [১৭৪]

www.amarboi.org

রসূলুল্লাহ (স)-এর একান্ত সহচর যুবাইরের (রা) সাথে তাঁর শুভ বিবাহ

"হযরত আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যুবাইর (রা) আমাকে বিবাহ করেছিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৭৫]

"জাবের (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (স) পরিখার যুদ্ধের সময় বললেন : কে আমাকে শত্রু শিবিরের খবরাখবর এনে দিতে পারে? যুবাইর বললেন : আমি পারব। তিনি আবারও বললেন : আমাকে শত্রু শিবিরের খবর ও তথ্য কে এনে দিতে পারে? যুবাইর আবারও বললেন : আমি পারব। (একথা শুনে) রসূলুল্লাহ (স) বললেন : إن لكل نبى حواريا وحوارى الزبير "প্রত্যেক নবীরই বিশেষ সাহায্যকারী থাকে, আর আমার বিশেষ সাহায্যকারী হলো যুবাইর।" আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় আছে : [১৭৬] যুবাইর (রা) বলেন : ... আমি গিয়েছিলাম। তারপর আমি ফিরে এলে রসূলুল্লাহ (স) তাঁর পিতা-মাতা উভয়কে একত্রে উল্লেখ করে আমার উদ্দেশ্য বললেন : আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য কুরবান হোক।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৭৭]

তাঁর হিজরত ও মুজাহিরদের মধ্যে সর্বপ্রথম সন্তান প্রসব

"আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে গর্ভে নিয়ে হিজরত করেন। তিনি বলেন : আমি পূর্ণ গর্ভাবস্থায় (মক্কা থেকে) বের হলাম। মদীনা আসার পথে কুবা নামক স্থানে অবতরণ করলাম এবং কুবাতেই আবদুল্লাহ ভূমিষ্ট হলো। আমি তাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁর কোলে রাখলাম। তিনি খুরমা আনালেন এবং তা চিবাতে লাগলেন। তারপর আবদুল্লাহর মুখের মধ্যে থুথু দিলেন। ফলে রসূলুল্লাহ (স) থুথুই সর্বপ্রথম তার পেটে গেল। তারপর তিনি চিবানো খুরমা শিশুর (মুখের) তালুতে ঘসে দিলেন। এরপর তার জন্য দোয়া করলেন এবং বরকত কামনা করলেন। আর সে-ই ছিল ইসলামী শাসন আমলের সর্বপ্রথম শিশু। (বুখারী ও মুসলিম)[১৭৮]

তাঁর উত্তম গৃহ পরিচর্যা

"আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যুবাইর (রা) যখন আমাকে বিবাহ করেছিলেন, তখন একটি ঘোড়া ও উট ছাড়া এ পৃথিবীতে তাঁর না ছিল আর কোন সম্পদ, না দাস-দাসী, না অন্য কোন বস্তু। আমি তাঁর ঘোড়াটিকে ঘাস-পানি খেতে দিতাম। চামড়ার বালতি সেলাই করতাম। আটার মন্ড তৈরি করতাম। কিন্তু আমি ভাল রুটি বানাতে পারতাম না। আনসারী মেয়েরা আমার রুটি তৈরি করে দিত। তারা অত্যন্ত সত্যবাদিনী ছিল। রসূলুল্লাহ (স) যুবাইরকে যে একখন্ড জমি দিয়েছিলেন সেখানে থেকে আমি খেজুরের ছড়া মাথায় করে নিয়ে আসতাম। সে ক্ষেতটি ছিল আমার গৃহ থেকে তিন কিলোমিটার দূরে।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৭৯]

www.amarboi.org

স্বামীর নিবিড় সংস্পর্শ

"আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ... একদিন আমি খেজুরের ছড়া মাথায় করে নিয়ে আসছিলাম, পথিমধ্যে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে দেখা হলো। এ সময় তাঁর সাথে একদল আনসার ছিলেন। তিনি আমাকে ডাক দিলেন এবং আমাকে তাঁর বাহনের পিছনে আরোহন করানোর জন্য উট বসাতে লাগলেন। কিন্তু আমি পুরুষদের সাথে আরোহন করতে লজ্জাবোধ করলাম। আমি মনে মনে যুবাইর ও তাঁর আত্মমর্যাদার কথা স্মরণ করলাম। আর তিনি ছিলেন সর্বাধিক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। তখন রসূলুল্লাহ (স) বুঝতে পারলেন যে, আমি (তাঁর বাহনের পিছনে আরোহন করতে) লজ্জাবোধ করছি। তাই তিনি চলে গেলেন। এরপর আমি যুবাইরের কাছে এসে বললাম যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে আমার দেখা হয়েছিল, তখন আমার মাথায় ছিল খেজুরের ছড়া এবং তাঁর সাথে ছিল একদল সাহাবী। তিনি আমাকে আরোহন করানোর জন্য উট বসালেন, কিন্তু আমি তাতে লজ্জাবোধ করলাম এবং তোমার আত্মমর্যাদার কথা ভাবলাম। একথা শুনে যুবাইর (রা) বললেন : আল্লাহর শপথ! তোমার খেজুরের ছড়া বহন করার চেয়ে তাঁর সাথে আরোহন করাটা আমার জন্য অধিক পীড়াদায়ক হতো। আসমা (রা) বলেন : পরিশেষে ঘোড়া দেখাশুনায় আমার সহযোগিতা করার জন্য আবু বকর (রা) একজন খাদেম পাঠালেন। আমার মনে হলো যেন তিনি আমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৮০]

"আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ... তারপর এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলল : হে উম্মে আবদুল্লাহ! আমি একজন গরীব লোক। আমি তোমার বাড়ির ছায়ায় বেচা-কেনা করতে চাই। তিনি বললেন : এতে আমি সম্মতি দিলে হবে কি? যুবাইর তাতে অস্বীকৃতি জানাবে। সুতরাং তুমি এমন সময় এসে আমার কাছে অনুমতি চাইবে, যখন যুবাইর উপস্থিত থাকে। কাজেই পরবর্তী পর্যায়ে সে এসে বলল : হে উম্মে আবদুল্লাহ! আমি একজন গরীব লোক, আমি তোমার বাড়ির ছায়ায় বেচা-কেনা করতে চাই। তখন আসমা বললেন : তোমার কি হয়েছে? আমার বাড়ি ছাড়া মদীনায় কি আর কোন বাড়ি নেই? তখন যুবাইর (রা) আসমাকে বললেন : তুমি একজন গরীব লোককে বেচা-কেনা করতে নিষেধ করছ কেন? পরে সে ব্যক্তি সেখানে বসে বেচা-কেনা করে অর্থোপার্জন করতো।" (মুসলিম)[১৮১]

তাঁর পরহেযগারী ও আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের আকাংখা

"আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যুবাইর আমাকে যা দিয়েছে তাছাড়া আমার কাছে আর কোন অর্থ-সম্পদ নেই, আমি কি তা দান করে দেব? তিনি বললেন : সাদকা কর এবং কৃপণতা করে সম্পদকে বাক্সে আটকে রেখো না। তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে দেয়ার ব্যাপারেও সংকীর্ণতা করা হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৮২]

www.amarboi.org

"আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে আমার মা আমার ইসলাম গ্রহণের পরে এক সময় আমার কাছে এলেন। তখনো তিনি মুশরিক ছিলেন। (তাঁর সাথে কি ধরনের আচরণ করতে হবে তা জানার জন্য) আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে বললাম : আমার মা আমার কাছে এসেছেন। তিনি বললেন : হ্যাঁ, তাঁর সাথে উত্তম আচরণ কর।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৮৩]

আল্লাহর পথে তাঁর অকাতরে অর্থদান

আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ... তারপর আমার কাছে এক লোক এসে বলল : হে উম্মে আবদুল্লাহ! আমি একজন নি:স্ব ব্যক্তি, আপনার বাড়ীর ছায়ায় বসে কিছু বেচা-কেনা করতে চাই। ... সে ব্যক্তি সেখানে বসে বেচা-কেনা করে উপার্জন করতো। আমি তার কাছে একটি দাসী বিক্রি করলাম। এমন সময় যুবাইর আমার কাছে এলেন। বিক্রির অর্থ তখন আমার কাছে ছিল। তিনি বললেন : এ অর্থ আমাকে দান কর। তিনি বললেন : আমি তা সাদকা করে দিলাম। (মুসলিম)[১৮৪]

ইবাদত ও জ্ঞানার্জনের প্রতি তাঁর একান্ত আগ্রহ

"আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে আসলাম। তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। আমি বললাম : লোকদের কি হয়েছে? তিনি সূর্যগ্রহণ প্রত্যক্ষ করার জন্য আসমানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তখন সকলে সালাতে কুসূফ আদায়ে রত ছিলেন। আয়েশা (রা) বললেন : সুবহানাল্লাহ! আমি বললাম : এটা কি কোন বিশেষ নিদর্শন? তিনি মাথা দিয়ে ইঙ্গিত করলেন হ্যাঁ! তারপর আমি (সালাতে) দাঁড়িয়ে গেলাম। এমন কি (সালাত এত লম্বা ছিল যে) আমি বেহুশ হয়ে পড়ার উপক্রম হলাম। (মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় হযরত জাবের বলেন : [১৮৫] রসূলুল্লাহ (স) প্রচন্ড গরমের দিনে সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে সালাতুল কুসূফ আদায় করছিলেন, দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তাঁরা পড়ে যাচ্ছিলেন) তাই আমি আমার মাথায় পানি ঢালতে লাগলাম। (হযরত আসমা (রা) থেকে মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে : [১৮৬] রসূলুল্লাহ (স) সালাতে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন যে, বসে পড়া ছাড়া আমার অন্য কোন উপায় ছিল না। পরে আমি এক দুর্বল মহিলার দিকে তাকিয়ে বললাম : এতো আমার চেয়েও দুর্বল। তাই আমি দাঁড়িয়েই থাকলাম। তারপর রসূলুল্লাহ (স) রুকুতে দীর্ঘ সময় কাটালেন, তারপর মাথা উঠিয়ে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন, এমন কি যদি কোন ব্যক্তি ঐ সময় আসতো, তাহলে তার মনে হতো, তিনি রুকু করেননি।) তারপর (সালাত শেষে) রসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন : যা কিছু আমাকে ইতিপূর্বে দেখানো হয়নি, তা আমি আমার এ স্থানে দাঁড়িয়েই দেখতে পেয়েছি। এমনকি জান্নাত এবং জাহান্নামও দেখেছি। এরপর আল্লাহ আমার কাছে এ মর্মে অহী পাঠালেন যে, তোমাদেরকে কবরের মধ্যে পরীক্ষা করা হবে দাজ্জালের ফিতনার মতো অথবা তার কাছাকাছি ফিতনার দ্বারা। কবরের মধ্যে বলা হবে, "এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি জান?"

www.amarboi.org

তখন মুমিন ব্যক্তি অথবা মুকীন (পূর্ণপ্রত্যয়ী) ব্যক্তি বলবে, "তিনি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স)। তিনি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল ও হিদায়াত নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তা গ্রহণ করেছিলাম। তিনি মুহাম্মদ।" তিনবার একথা বলবে। তখন তাকে বলা হবে, "আরামে ঘুমাও। আমরা জানতে পারলাম, তুমি (দুনিয়ায়) তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ছিলে।" আর মুনাফিক অথবা মুরতাব (সন্দেহ পোষণকারী) বলবে : "আমি কিছুই জানি না। মানুষকে (তাঁর সম্পর্কে) কি যেন বলতে শুনেছি, তাই আমিও তেমনি বলেছি।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৮৭]

তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা

"মুসলিম আল কুররী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হজ্জে তামাত্তু সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি অনুমতি দিলেন। কিন্তু ইবনে যুবাইর (রা) এ ব্যাপারে নিষেধ করতেন। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন : ইবনে যুবাইর (রা)–এর মা (আসমা) রসূলুল্লাহ (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি এর অনুমতি দিয়েছেন। তাই তোমরা তাঁর কাছে গিয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পার। তারপর আমরা তাঁর কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি একজন মোটা অন্ধ মহিলা। তারপর (তাকে জিজ্ঞেস করা হলে) তিনি বললেন : হ্যাঁ, রসূলুল্লাহ (স) এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন।" (মুসলিম)[১৮৮]

"আসমা বিনতে আবু বকর (রা)-এর মুক্ত গোলাম আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন 'আতার পুত্রের মামা। তিনি বলেন : আসমা (রা) আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর কাছে এ বলে পাঠালেন যে, আসমার কাছে এ মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর নাকি তিনটি বস্তু হারাম মনে করেন : (১) কাপড়ে রেশমী সূতা দিয়ে রেখা টানা, (২) বালিশ বা গদিতে ব্যবহৃত লাল টুকটুকে আবরণ (৩) এবং গোটা রজব মাসে রোযা রাখা। (আমি গিয়ে একথা বলার পর) আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) আমাকে বললেন : একজন সব সময় রোযা রাখবে কেমন করে? তবে কাপড়ে রেখা টানার ব্যাপারে বলতে পারি আমি উমর ইবনুল খাত্তাবের (রা) কাছে শুনেছি, তিনি বলেন : তিনি রসূলুল্লাহ (স) বলতে শুনেছি : إنما يلبس الحرير من لا خلاق له " যে ব্যক্তি রেশমী কাপড় পরিধান করে আখেরাতে তার কোন হিসসা নেই।" এ কারণে আমি এ আশংকা করেছি যে, কাপড়ে রেশমী রেখাও এর আওতাভুক্ত হবে। তবে বালিশ বা গদিতে ব্যবহৃত লাল টুকটুকে আবরণ, এটা আবদুল্লাহর আছে এবং এটা লাল টুকটুকেই। আমি ফিরে এসে আসমাকে (রা) সব কথা বললে তিনি বলেছিলেন : এ দেখ এটি হচ্ছে রসূলুল্লাহ (স)-এর জামা। এ কথা বলে তিনি পারস্য সম্রাটের ব্যবহৃত জামার ন্যায় একটি জামা বের করেছিলেন। তার সামনের অংশে রেশমের তৈরী বোতামগুলি মজবুত করে সেলাই করা অবস্থায় ছিল এবং তার উভয় পার্শ্ব রেশম দ্বারা সেলাই করা ছিল। তিনি বললেন : এটা আয়েশার (রা) কাছে তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পরে এটা আমি নিয়ে এসেছি। রসূলুল্লাহ (স)

www.amarboi.org

এ জামাটি পরিধান করতেন। তাই আমরা আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে এ জামাটি ধৌত করে রোগীদের জন্য ব্যবহার করতাম।" (মুসলিম)[১৮৯]

তাঁর তেজস্বিতা ও সাবলীল বর্ণনা

"আবু নাওফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মক্কার প্রবেশদ্বারে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা)-এর মৃতদেহ ঝুলানো দেখলাম। তিনি বলেন : কুরাইশরাসহ সকল লোকজনই সেখান দিয়ে পথ অতিক্রম করে যাচ্ছিল, ইতিমধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) সেখানে এসে (থমকে) দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন : হে আবু খুবাইব! তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, হে আবু খুবাইব! তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, হে আবু খুবাইব! তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহর শপথ! আমি কি তোমাকে এ কাজে বারণ করিনি? আল্লাহর শপথ! আমি জানি, তুমি ছিলে অধিক সালাত আদায়কারী, অধিক সওম পালনকারী ও আত্মীয়-সম্পর্ক রক্ষাকারী।

আল্লাহর শপথ! তুমি এমন এক জাতি সত্তার অধিকারী, যার দুর্বিসহ অবস্থাও কল্যাণকর ও অনুকরণীয়। একথা বলে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) চলে গেলেন। তারপর (আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের ঝুলন্ত লাশের পাশে) আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর এ অভিমত ও তাঁর বিলাপ করার সংবাদ হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কাছে পৌঁছলে তিনি লোক পাঠিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের লাশ শূল থেকে নামিয়ে ইয়াহুদীদের গোরস্তানে ফেলে দেবার নির্দেশ দিলেন। এরপর তাঁর মা আসমা বিনতে আবু বকরকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাঁর কাছে আসতে অস্বীকৃতি জানালেন। তারপর (হাজ্জাজ) দ্বিতীয় বার এ বলে লোক পাঠালেন যে, তুমি যদি আমার কাছে না আস, তবে এমন বাহিনী পাঠাবো যা তোমাকে বন্দী করে নিয়ে আসবে। রাবী বলেন : (একথা শুনে) আসমা (রা) (হাজ্জাজের কাছে আসতে) অস্বীকৃতি জানালেন, এবং বলে পাঠালেন : আল্লাহর শপথ! আমাকে বন্দী করে নিতে লোক না পাঠানো পর্যন্ত আমি তোমার কাছে যাব না। রাবী বলেন : তারপর হাজ্জাজ বললেন, আমার জুতা দাওতো। এ বলে জুতা পায়ে দিয়ে দম্ভভরে দ্রুত আসমা (রা)-এর গৃহে পৌঁছে বললেন, আল্লাহর শত্রুর সাথে আমি যে আচরণ করেছি এ ব্যাপারে তোমার অভিমত কি? তিনি বললেন : আমি মনে করি, তুমি তার পার্থিব জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছ, আর সে তোমার আখেরাতের জীবনকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। (তিনি আরো বললেন) আমার কাছে এ মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তুমি নাকি তাকে বলেছ : হে "দুই বস্ত্রখণ্ডধারিণীর" পুত্র, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমি "দুই বস্ত্রখণ্ডধারিণী", যার একটি দিয়ে রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বকর (রা)-এর খাদ্য সামগ্রী বেঁধেছি আর অপরটি হচ্ছে নারীর, যা তার একান্ত প্রয়োজন। তবে রসূলুল্লাহ (স) আমাদের বলেছেন : "(অদূর ভবিষ্যতে) ছাকীফ গোত্রে একজন চরম মিথ্যাবাদী * ও একজন নর-ঘাতকের উদ্ভব হবে।" মিথ্যাবাদীকে তা (ইতিপূর্বেই)আমরা দেখেছি। আর নর-ঘাতক তুমি ছাড়া অন্য কেউ হবে বলে আমার

* এ চরম মিথ্যাবাদী তথা কাযযাব ছিল মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার মুখতার ইবনে আবু উবাইদ ছাকাফী। আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন।

www.amarboi.org

মনে হয় না। রাবী বলেন : (এ কথা শুনে) বিনা বাক্য ব্যয়ে হাজ্জাজ উঠে চলে গেলেন।" (মুসলিম)[১৯০]

আসমা বিনতে উমাইস (রা)

তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত একের পর এক তিনজন সম্মানিত সাহাবী–

জাফর ইবনে আবু তালিব, আবুবকর সিদ্দীক ও আলী ইবনে আবু তালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুমের স্ত্রী ছিলেন।

সূচনালগ্নে তাঁর ইসলাম গ্রহণ ও হাবশায় হিজরত

"আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ... আর তিনি (আসমা বিনতে উমাইস) হিজরতকারীদের সাথে নাজ্জাশীর দেশে (হাবশার) হিজরত করেছিলেন ... ।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৯১]

তাঁর শিষ্টাচারপূর্ণ বীরত্ব

"আবু বুরদাহ আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আবু মূসা বলেন : আমরা ইয়ামনে থাকতেই আমাদের কাছে নবী (স)–এর (মদীনায়) হিজরতের খবর পৌঁছলো। আমি ও আমার আরো দু'ভাই আবু বুরদা ও আবু রুহুম আমাদের কওমের মোট তিপ্পান্ন অথবা বায়ান্নজন লোকের সাথে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে হিজরতের উদ্দশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আমি ছিলাম তাদের সকলের ছোট। আমরা সমুদ্রোপকূলে গিয়ে একটি জাহাজে আরোহন করলাম। জাহাজ আমাদের নাজ্জাশীর শাসনাধীন হাবশায় নামিয়ে দিল। সেখানে আমরা জা'ফর ইবনে আবু তালিবের সাক্ষাত পেলাম এবং তাঁর সাথে সেখানেই অবস্থান করলাম। অবশেষে নবী (স)–এর খয়বর বিজয়কালে সেখান থেকে ফিরে এসে তাঁর সাথে মিলিত হলাম। এ সময় কিছু সংখ্যক লোক আমাদের (অর্থাৎ জাহাজে আরোহীদেরকে) বলতো যে, হিজরতের ব্যাপারে আমরা তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী। আসমা বিনতে উমাইসও আমাদের সাথে হাবশা থেকে জাহাজে ফিরে এসেছিলেন। তিনি একদিন রসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী হাফসার সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন। তিনিও নাজ্জাশীর দেশে হিজরতকারীদের সাথে সেখানে হিজরত করেছিলেন। আসমার উপস্থিতিতেই উমর (রা) হাফসার কাছে গেলেন এবং আসমাকে দেখে হাফসাকে জিজ্ঞেস করলেন : এ মেয়েটি কে? হাফসা বললেন : এ আসমা বিনতে উমাইস। উমর বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললেন : এ কি সেই হাবশার হিজরতকারিণী আসমা? জাহাজে সমুদ্র ভ্রমণকারিণী আসমা? আসমা বললেন : হ্যাঁ। তখন উমর বললেন : হিজরতের ব্যাপারে আমরা তোমাদের অগ্রবর্তী। তাই তোমাদের তুলনায় আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর বেশী নিকটবর্তী ও হকদার। এ কথা শুনে আসমা রেগে গিয়ে বললেন : কখখনো না। আল্লাহর কসম,! তোমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলে। তিনি তোমাদের ক্ষুধার্তকে খেতে দিতেন, অজ্ঞ ও জ্ঞানহীনকে উপদেশ দিতেন। আর আমরা ছিলাম বহুদূরে অবস্থিত হাবশা দেশে, যা ছিল শত্রুর এলাকা বা

www.amarboi.org

দেশ। সেখানে আমাদের কষ্ট দেয়া হতো এবং ভীতি প্রদর্শন করা হতো। আমরা একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের কারণেই এসব কষ্ট বরদাশত করেছি। আল্লাহর কসম! তুমি যা বলছো রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে তা বর্ণনা না করা পর্যন্ত আমি খাবার গ্রহণ করবো না এবং পানিও পান করবো না। আমি এসব কথা শীঘ্রই রসূলুল্লাহ (স)-কে বলবো এবং জিজ্ঞেস করবো। আল্লাহর শপথ! আমি মিথ্যা বলবো না এবং অপব্যাখ্যাও করবো না কিংবা বাড়িয়েও বলবো না। তারপর নবী (স)-এর আগমনের পর আসমা তাঁকে বললেন : হে আল্লাহর নবী! উমর এসব কথা বলেছে। নবী (স) আসমাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি উমরকে কি বলেছো? আসমা বললেন : আমি তাঁকে এরূপ এরূপ কথা বলেছি। তখন নবী (স) বললেন : তোমাদের তুলনায় উমর আমার বেশী ঘনিষ্ঠ ও হকদার নয়। কারণ উমর ও তার সাথী অন্যরা মাত্র একবার হিজরত করেছে। আর তোমরা জাহাজে ভ্রমণকারীরা দু'বার হিজরত করেছো। আসমা বিনতে উমাইস বলেন : আমি আবু মূসা ও জাহাজে ভ্রমণকারীদেরকে এ হাদীসটি শোনার জন্য আমার কাছে দলে-দলে আসতে দেখেছি। তাদের সম্পর্কে নবী (স) যা বলেছিলেন তাদের কাছে তার চেয়ে দুনিয়ার আর কোন বস্তু বড় ও বেশী আনন্দদায়ক ছিল না। আবু বুরদা বর্ণনা করেন, আসমা বলেছেন : আবু মূসাকে দেখেছি, তিনি আমার নিকট থেকে বারবার এ হাদীসটি শুনতে চাইতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৯২]

গর্ভবতী অবস্থায় শেষ মাসে তাঁর হজ্জ পালন

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আসমা বিনতে উমাইস (রা) যুলহুলাইফার শাজারাহ নামক স্থানে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে প্রসব করে নেফাসগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তারপর রসূলুল্লাহ (স)আবু বকর (রা)-এর মাধ্যমে তাকে গোছল করিয়ে ইহরাম বাঁধা থাকা অবস্থার তালবিয়াহ পাঠ করার আদেশ দিলেন।" (মুসলিম)[১৯৩]

স্বামী ও সন্তানাদির প্রতি তাঁর সযত্ন দৃষ্টি

"হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। ... (একবার) রসূলুল্লাহ (স) আসমা বিনতে উমাইসকে (লক্ষ করে) বললেন : আমার ভাইয়ের সন্তানদেরকে ক্ষুধাক্লিষ্ট দুর্বল অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি কেন? তখন আসমা বিনতে উমাইস বললেন : ব্যাপার তা নয়, বরং লোকদের বদ-নজর তাদেরকে এমন করে দিয়েছে। তিনি বললেন : তুমি তাদেরকে ঝাড়-ফুঁক কর। আসমা বলেন : আমি সন্তানদেরকে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি তাদেরকে দেখে বললেন : তুমি এদেরকে ঝাড়-ফুঁক কর।" (মুসলিম)[১৯৪]

উপরোক্ত বর্ণনাটিতে নিজ সন্তানাদির প্রতি তাঁর সযত্ন দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু নিজ স্বামীর প্রতি তাঁর সুদৃষ্টির বাস্তব উদাহরণ পাওয়া যায় ইমাম তাবরানীর বর্ণনায়, যা তিনি কাইস ইবনে আবু হাযেম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আবু বকর

www.amarboi.org

(রা)–এর অসুখের সময় একবার আমরা তাঁর গৃহে প্রবেশ করে সেখানে একজন সুন্দরী মহিলা দেখতে পেলাম, যিনি তাঁর গায়ে পড়া মাছি তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন আসমা বিনতে উমাইস (রা)। [১৯৫]

তাঁর সপক্ষে রসূলুল্লাহ্ (স) সাক্ষ্য প্রদান

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা বনু হাশেম গোত্রের কিছু লোক আসমা বিনতে উমাইস (রা)–এর কাছে এলো। ইতিমধ্যে আবু বকর সিদ্দীকও (রা) সেখানে এলেন। আসমা (রা) ছিলেন তখন তাঁর স্ত্রী। লোকদেরকে সেখানে দেখে তিনি তা অপছন্দ করলেন। পরবর্তীতে তা রসূলুল্লাহ্ (স) জানিয়ে বললেন : আমি তার মধ্যে কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু দেখিনি। রসূলুল্লাহকে (স) বললেন : অবশ্যই আল্লাহ তাকে (খারাবী থেকে) রক্ষা করেছেন। তারপর তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন :

لا يدخلن رجل بعد يومى هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان

"কোন পুরুষ কোনক্রমেই স্বামীর অবর্তমানে কোন মহিলার কাছে যাবে না, তবে যদি পুরুষ লোকটির সাথে একজন বা দু'জন লোক থাকে, তা'হলে যেতে পারে।" (মুসলিম)[১৯৬]

তাঁর সপক্ষে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাক্ষ্য দান আমাদের আরো একটি সাক্ষ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি বলেছেন : চারজন মুমিন বোন আছে। তারা হচ্ছে : মাইমুনা, উম্মুল ফাদল, সালমা ও আসমা বিনতে উমাইস।" [১৯৭]

উম্মু আতিয়্যাহ্ আনসারী (রা)

বাই'আতে তাঁর অংশগ্রহণ

"হযরত উম্মু আতিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রসূলুল্লাহ্ (স) কাছে বাই'আত গ্রহণ করেছি। তখন তিনি বাই'আতের আয়াতটি তেলাওয়াত করেন এবং আমাদের (কারোর মৃত্যুতে) বিলাপ করে কান্নাকাটি করতে নিষেধ করেন। এ সময় এক মহিলা তার হাত গুটিয়ে নিয়ে বললো : অমুক মহিলা আমাকে বিলাপ করে কান্নাকাটিতে অসহযোগিতা করেছে। আমি তাকে পুরস্কৃত করতে চাই। রসূলুল্লাহ্ (স) তাকে কিছু বললেন না। মহিলা চলে গেল। তারপর ফিরে এসে বাই'আত গ্রহণ করলো।" (বুখারী)[১৯৮]

তাঁর রসূলুল্লাহ্র (স) গৃহ পরিচর্যা

"উম্মু আতিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স) আয়েশার কাছে গিয়ে বললেন : তোমার কাছে খাবার কিছু আছে কি? তিনি বললেন : সাদকার যে বকরী আপনি উম্মু আতিয়্যাহকে পাঠিয়েছিলেন তিনি সেই বকরীর কিছু গোশত পাঠিয়েছেন এবং তাই আছে। এ ছাড়া আর কিছুই নেই। রসূলুল্লাহ্ (স) বললেন : সাদকা তো

www.amarboi.org

যথাস্থানে পৌঁছে গিয়েছে। (তাই এখন উক্ত বকরীর গোশত খাওয়া যেতে পারে)।" (বুখারী ও মুসলিম)[২০০]

"হযরত উম্মু আতিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যাকে আমরা গোসল করাচ্ছিলাম, এমন সময় তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন : তোমরা বরই পাতার পানি দিয়ে তাকে তিন, পাঁচ বা ততোধিকবার গোসল করাও এবং সবশেষে কর্পূর লাগিয়ে দাও। আর তোমাদের গোসল করানো শেষ হলে আমাকে সংবাদ দেবে। (কথা মতো) গোসল করানো হয়ে গেলে আমরা তাঁকে সংবাদ দিলাম। তিনি নিজের ইজার আমাদের হাতে দিয়ে বললেন : এ দিয়ে তার জামা বানিয়ে দাও। অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে : ডান দিক থেকে এবং অযুর অংগগুলি থেকে শুরু করবে।" (বুখারী ও মুসলিম)[২০১]

তাঁর জিহাদে অংশগ্রহণ

সীরীনের কন্যা হাফসা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ... তারপর এক ভদ্রমহিলা আসেন। তিনি বনু খলফের বিশাল বাসগৃহে অবস্থান করেন। আমি তাঁর কাছে এলাম। তিনি বর্ণনা করেন, তাঁর বোন উম্মু আতিয়্যাহর স্বামী নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামের সাথে বারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর তাঁর বোন (অর্থাৎ উম্মু আতিয়্যাহ) স্বামীর সাথে ছয়টি যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তার বোন বর্ণনা করেছেন : আমরা রোগীদের সেবা করতাম এবং আহতদের ক্ষতস্থানে মলম লাগাতাম ও পট্টি বেঁধে দিতাম। ... তারপর যখন উম্মু আতীয়্যাহ এলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম... ।" (বুখারী)[২০২]

হাফসা বিনতে সীরীন উম্মু আতিয়্যাহ আনসারী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাতটি যুদ্ধে শরীক হয়েছি। আমি তাঁদের মালপত্রের দেখাশুনা করতাম। তাঁদের জন্য খাবার তৈরি করতাম। তাদের আহতদের ক্ষতস্থানে মলম লাগাতাম ও পট্টি বেঁধে দিতাম এবং রোগীদের শুশ্রূষা করতাম।" (মুসলিম)[২০৩]

এভাবে উম্মু আতিয়্যাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লামের সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে ছয়টি যুদ্ধে তাঁর স্বামী তাঁর সাথে ছিলেন।[২০৪]

তাঁর সুন্নাতের পাবন্দী

হাফসা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা মেয়েদেরকে ঈদগাহে যেতে নিষেধ করতাম।... তারপর যখন উম্মু আতিয়্যাহ এলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম : আপনি কী নবী সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম থেকে (এ ব্যাপারে) কিছু শুনেছেন? তিনি জবাব দিলেন : আমার পিতা তাঁর প্রতি উৎসর্গীত হোক, হ্যাঁ, আমি তাঁকে এ ব্যাপারে বলতে শুনেছি–

تَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُوْرِ وَالْحُيَّضُ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى .

www.amarboi.org

"যুবতী মেয়েরা পরদানশীনরা ও ঋতুবর্তী মেয়েরা বাইরে বের হবে এবং কল্যাণের অনুষ্ঠানে মুসলমানদের দোয়ায় শরীক হবে। আর ঋতুবর্তী মেয়েরা নামায থেকে দূরে থাকবে।" হাফসা জিজ্ঞেস করেন : ঋতুবতীরাও? * জবাব দিলেন : তারা কি হজ্জের সময় আরাফাতের ময়দানে এবং অমুক অমুক জায়গায় যায় না?" (বুখারী)[২০৫]

عن أم عطية قالت : نهينا عن اتباع الجنائز و لم يعزم علينا .

"উম্মু আতিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জানাযার পিছু পিছু চলতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে, যদিও সে নিষেধাজ্ঞা ততটা জোরদারভাবে করা হয়নি।" (বুখারী ও মুসলিম)[২০৬]

তাঁর চরম সময়েও আল্লাহর বিধানকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা

"ইবনে সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মু আতিয়্যাহ (রা) আগমন করলেন। তিনি রসূলুল্লাহর (স) হাতে বাই'আতে অংশগ্রহণকারী অন্যতম আনসারী মহিলা। তিনি তাঁর ছেলের সাথে দেখা করার জন্য বসরায় এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর দেখা পাননি...

[অন্য এক বর্ণনায় আছে : [২০৭] উম্মু আতিয়্যার এক ছেলে মারা গেল। ছেলের মৃত্যুর তৃতীয় দিনে হলুদ চেয়ে নিয়ে তা ব্যবহার করলেন এবং বললেন : স্বামী ছাড়া অন্য কারোর মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক পালন করতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে।]" (বুখারী) [২০৮]

হাফেয ইবনে হাজার (রা) বলেছেন : ... (উম্মে আতিয়্যার এ ছেলেটির নাম আমি জানতে পারিনি। সম্ভত তিনি কোন যুদ্ধে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বসরায় এসে পৌঁছলে মদীনায় তাঁর মা উম্মু আতিয়্যাহ (রা) তাঁর অসুস্থাবস্থায় আগমন সংবাদ জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনি অসুস্থ ছেলের কাছে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সাক্ষাত হওয়ার আগেই ছেলে মারা গিয়েছিল।" [২০৯]

রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী ভাষায় সম্মান প্রদর্শন

عن حفصة بنت سيرين قالت : ... وكانت (أم عطية) لا تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي ...

"হাফসা বিনতে সীরীন সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন : তিনি (উম্মে আতিয়্যাহ) 'আমার পিতা তাঁর জন্য উৎসর্গিত হোক'-এ কথা না বলে কখনও রসূলুল্লাহ (স)-এর নাম উচ্চারণ করতেন না।"... (বুখারী) [২১০]

---

* অর্থাৎ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ঋতুবতীরা ঈদগাহে গিয়ে কি করবে? তারা তো নামায পড়তে পারবে না। আর ঈদগাহে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তো নামায পড়া।

www.amarboi.org

ফাতিমা বিনতে কাইস (রা)

হাফেয ইবনে হাজার বলেন : তিনি প্রথম পর্যায়ে হিজরতকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং জ্ঞান ও সৌন্দর্যের অধিকারিণী ছিলেন। [২১১]

রসূলুল্লাহ (স)-এর পরামর্শক্রমে তাঁর বিবাহ

"ফাতিমা বিনতে কাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ... আমি বিধবা হওয়ার পর আবদুর রহমান ইবনে আউফ কতিপয় সাহাবীর উপস্থিতিতে আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। অপরদিকে রসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর মুক্ত গোরাম উসামা ইবনে যায়েদের জন্য আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। এর আগেই আমার কাছে রসূলুল্লাহ (স)-এর এ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন : 'যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে উসামাকেও তার ভালবাসা উচিত।" রসূলুল্লাহ (স) যখন এ ব্যাপারে আমার সাথে আলাপ করলেন, তখন আমি বললাম : সেটা আপনার ব্যাপার, আপনি যাকে ইচ্ছা তার সাথেই আমাকে বিবাহ দিতে পারেন। [অন্য বর্ণনায় আছে [২১২] ... তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন : তোমার ইদ্দত পালন শেষ হলে তুমি আমাকে জানাবে। তাই ইদ্দত শেষ হলে আমি তাঁকে জানালাম। তারপর মু'আবিয়া (রা), আবু জাহাম (রা) এবং উসামা ইবনে যায়েদ (রা) এরা সকলেই পর্যায়ক্রমে তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : শোন! মু'আবিয়া হচ্ছে একজন নিঃস্ব মানুষ, তার সম্পদ বলতে কিছুই নেই। আর আবু জাহাম (তার অভ্যাস হচ্ছে) সে স্ত্রী প্রহার করে। কিন্তু (সার্বিক বিবেচনায়) উসামা ইবনে যায়েদ-ই উত্তম। তারপর তিনি (ফাতিমা বিনতে কাইস) আমতা আমতা করে বললেন : উসামা! উসামা! (তিনি ছিলেন কুরাইশ নারী, অন্যদিকে উসামা ছিলেন গোলাম, এ জন্য তাঁকে কিছুটা অপছন্দ হচ্ছিল)। রসূলুল্লাহ (স) তাকে বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করাই তোমার জন্য শ্রেয়। ফাতিমা বিনতে কাইস বলেন : আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করাই তোমার জন্য শ্রেয়। ফাতিমা বিনতে কাইস বলেন : তারপর উসামার সাথেই আমার বিবাহ এবং সুখে-স্বাচ্ছন্দেই আমার দিন কেটে যাচ্ছে।] [অন্য বর্ণনায় আছে : [২১৩] ... তারপর আমাকে উসামার সাথে বিয়ে দেয়া হলো এবং আল্লাহ আমাকে যায়েদের ছেলের মাধ্যমেই সম্মান ও মর্যাদা দান করলেন।]

[আরেক বর্ণনায় আছে [২১৪-ক] (ফাতিমা বলেছেন :) তারপর আমি তাকে বিয়ে করলাম। আর এতেই আল্লাহ যথেষ্ট কল্যাণ ও স্বাচ্ছন্দ দান করলেন।]"(মুসলিম)[২১৪-খ]

কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান এবং পুরুষদের সাথে তাঁর ভিন্ন মত পোষণ

"উবায়দুল্লাহ ইবনে 'উতবা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার আবু আমর ইবনে হাফস ইবনে মুগীরা (রা) হযরত আলী ইবনে আবু তালিক (রা)-এর সাথে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এ সময় তিনি তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিনতে কাইসের অবশিষ্ট

www.amarboi.org

তালাকটি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সাথে সাথে হারে ইবনে হিশাম এবং 'আইয়াশ ইবনে রাবী'আহকে তাঁর (প্রয়োজনীয়) খোরপোশ দিয়ে দিতে আদেশ করলেন। তারপর তারা উভয়ে ফাতিমার কাছে গিয়ে বললেন : আল্লাহর কসম! তুমি গর্ভবতী না হওয়া পর্যন্ত খোরপোশ পাবে না। (এ কথা শুনে) তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে এসে তাদের বক্তব্য পেশ করলে তিনি বললেন : হ্যাঁ! তুমি (আপাতত) খোরপোশ পাবে না। তারপর ফাতিমা তাঁর কাছে অন্যত্র স্থানান্তরের অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি কোথায় যাব? তিনি বললেন : তুমি উম্মু মাকতুমের ছেলের কাছে যাও। তিনি (উম্মু মাকতুমের ছেলে) এমনই দৃষ্টিশক্তিহীন ছিলেন যে, ফাতিমা তাঁর কাছে কাপড় রাখলেও তিনি তা দেখতে পেতেন না। তারপর যখন তাঁর ইদ্দত পূর্ণ হলো, রসূলুল্লাহ (স) তাকে উসামা ইবনে যায়েদের সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন। এরপর (একদিন) মারওয়ান ফাতিমার কাছে কাবীসা ইবনে যুওয়াইবকে এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পাঠালে তিনি এ হাদীস বর্ণনা করলেন। তখন মারওয়ান বললেন : একজন মহিলা ছাড়া আর কারো কাছে এ হাদীস শুনিনি। আমরা ব্যাপারটিকে এভাবেই গ্রহণ করবো, লোকেরা যা কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরেছে এবং সে অনুযায়ী আমল করেছে। আর তা হলো তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে তার গৃহ ছেড়ে অন্যত্র যেতে বাধা দেয়া। পরবর্তীতে মারওয়ানের এ বক্তব্য শুনতে পেয়ে তিনি বলেছিলেন : আমার ও তোমাদের মাঝে সৃষ্ট এ সংকট কুরআনই নিরসন করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

لاَ تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه – لاَ تَدْرِىْ لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا.

"তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয়– যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। এ সবই আল্লাহর বিধান। যে আল্লাহর বিধান লংঘন করে সে নিজের উপরই অত্যাচার করে। তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ পাক এরপর কোন বিকল্প ব্যবস্থা করে দেবেন।" (আত-তালাক, আয়াত–১) ফাতিমা বললেন : আল্লাহর এ আদেশ হচ্ছে সে ব্যক্তির জন্য–স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার সুযোগ যার রয়েছে। তিন তালাকের পর তিনি আর কি উপায় বের করবেন? তোমরা বলো তার জন্য খোরপোশ নেই যখন সে গর্ভবতী নয়, তখন কেমন করে তোমরা তাকে অবরুদ্ধ করে রাখবে? (মুসলিম)[২১৫]

হাফেয ইবনে হাজার (রা) বলেন : ... ফাতিমা বিনতে কাইস (রা) এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, আল্লাহর বানী, (يحدث بعد ذلك أمرا) ...

www.amarboi.org

"এরপর কোন বিকল্প ব্যবস্থা করে দেবেন," এর মর্মার্থ হচ্ছে, স্ত্রীর তাঁর পূর্বতন স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়া। কাতাদাহ (র), হাসান (রা), ইমা সুদ্দী (র) ও দাহহাক (র) প্রমুখ ... ফাতিমা (রা)-এর মতের অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আহমদ, ইসহাক, আবু সাওর, দাউদ এবং তাদের অনুসরীগণও একই মত পোষণ করেছেন।[২১৬]

তাঁর আতিথেয়তা

"শা'বী বর্ণনা করেছেন। একবার আমরা ফাতিমা বিনতে কাইসের বাড়ীতে গেলাম। তিনি আমাদের খেজুর ও সুমিষ্ট পানীয় দ্বারা আপ্যায়ন করালেন। এরপর আমরা তাঁকে তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত পালনের স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : ... আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। তারপর রসূলুল্লাহ (স) আমাকে নিজ গৃহে ইদ্দত পালনের অনুমতি দিয়েছিলেন।" (মুসলিম)[২১৭]

মুসলমানদের সার্বিক ব্যাপারে তাঁর গুরুত্বারোপ

"আমের ইবনে শারাহিল আশ-শা'বী বর্ণনা করেছেন : ... একবার তিনি দাহহাক ইবনে কাইসের বোন ফাতিমা বিনতে কাইসকে কোন ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি (ফাতিমা) প্রথম পর্যায়ে হিজরতকারীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি (রাবী) তাকে বলেছিলেন ; আপনি আমার কাছে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করুন যা আপনি সরাসরি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছ থেকে শুনেছেন। তারপর ফাতিমা (রা) বললেন : তুমি চাইলে আমি তা বর্ণনা করতে পারি। তিনি বললেন : জি, হ্যাঁ! আপনি বর্ণনা করুন। ফাতিমা বললেন : ... । তারপর আমার ইদ্দত পূর্ণ হলে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিযুক্ত মুয়াজ্জিনকে বলতে শুনলাম "আসসালাতু জামেআহ," তখন আমি (তড়িঘড়ি করে) মসজিদে গিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর ইমামতিতে পুরুষদের পিছনে নারীদের সারিতে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলাম। পরিশেষে রসূলুল্লাহ (স) সালাত সমাপ্ত করে সহাস্য বদনে মিম্বরে আরোহন করে বললেন : প্রত্যেকে নিজ নিজ নামাযের স্থানে বসে থাকবে। তারপর বললেন : আমি আজ তোমাদের কেন সমবেত হতে বলেছি তা কি তোমরা জান? সকলে বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রসূলই এব্যাপারে ভালো জানেন। তারপর তিনি বললেন : আল্লাহর শপথ! আজ আমি তোমাদের কোন ভীতি বা উদ্দীপনা দেয়ার জন্য সমবেত হতে বলিনি। শুধুমাত্র (একথা জানার জন্য) তোমাদের এ জন্য সমবেত করেছি যে, তামীম আদ-দারী একজন খৃষ্টান ছিল। সে আমার কাছে এসে বাই'আত গ্রহণ করেছে এবং ইসলাম কবুল করেছে। (তাছাড়া) সে আমাকে এমনই একটি কথা বলেছে, যা আমি 'মসীহ দাজ্জাল' সম্পর্কে ইতিপূর্বেই তোমাদের যে কথা বলেছি তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।" (মুসলিম)[২১৮]

www.amarboi.org

দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী

১. হযরত সারা আলাইহিস সালামের সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসংগে রসূলুল্লাহর (স) উক্তি : ইউসুফ এবং তাঁর মা সারাকে সৌন্দর্যের অর্ধেক দান করা হয়েছে। দেখুন, সহী জামে আস সগীর ১০৭৪ নং হাদীস।

২,৩. সহী বুখারী : ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায় : হারবীর নিকট থেকে তার মালিকানাভুক্ত জিনিসপত্র ক্রয়, তার দান এবং মুক্তকরণ ... অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড ৩১৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : ফযীলত অধ্যায়: হযরত ইব্রাহীম এর গুণাগুণ অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা।

৪. সহী বুখারী : নবীগণের বর্ণনা অধ্যায়, আল্লাহর বাণী : واتخذ الله إبراهيم خليلا ৭ খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা।

৫-ক, ৫-খ. সহী বুখারী : নবীগণের বর্ণনা অধ্যায়, আল্লাহর বাণী : واتخذ الله إبرهيم خليلا ৭ খন্ড, ২০৮, ২১২ পৃষ্ঠা।

৬. সহী বুখারী : নবীগণের বর্ণনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ (যখন ফিরিশতারা বলল : وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفك ৭ খন্ড, ২৮১১ ২৮২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায় : উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজার (রা) বর্ণনা অনুচ্ছেদ ৭ খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা।

৭,৮. সহী বুখারী : অহীর প্রারম্ভ অধ্যায় অনুচ্ছেদ : আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া বিন বুকাইর (রা), ১ খন্ড, ৯৭পৃষ্ঠা।

৯. সহী বুখারী : অহীর প্রারম্ভ অধ্যায় : অনুচ্ছেদ : ইমাম বুখারী বলেন, হাদিসটি তাঁর নিকট ইয়াহইয়া ইবনে বকর বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিম : ঈমান অধ্যায় : অনুচ্ছেদ : রসূলুল্লাহর (স) নিকট অহী নাযিল শুরু হলো।

১০. ফতহুল বারী : ৮ খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা।

১১. সহী বুখারী : আনসারদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা অধ্যায় : নবী করিম (স)-এর হযরত খাদিজাকে বিবাহ করা এবং এর ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা।

১২. ফতহুল বারী : ৮ খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা।

১৩. সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায় : উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজার ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা।

১৪. সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায় : উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজার (রা) ফযীলত অনুচ্ছেদ : ৭ খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা।

১৫. সহী বুখারী : আনসারদের চারিত্রিক গুণাবলী অধ্যায় : নবী (স)-এর হযরত খাদিজাকে বিবাহ করা এবং এর ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজার (রা) ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা।

১৬. সহী বুখারী : আনসারদের চারিত্রিক গুণাবলী অধ্যায় : রসূলুল্লাহ (স)-এর হযরত খাদিজাকে বিবাহ করা এবং এর ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজার (রা) ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা।

১৭. ফতহুল বারী : ৮ খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা।

১৮. সহী বুখারী : আনসারদের চারিত্রিক গুণাবলী অধ্যায় : রসূলুল্লাহ (স)-এর হযরত খাদিজাকে বিবাহ করা এবং এর ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজার (রা) ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

১৯. সহী বুখারী : সালাত অধ্যায়: নারী নামাযের মুসাল্লা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস উঠিয়ে ফেলে দেবে অনুচ্ছেদ : ২ খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : জিহাদ ও ভ্রমণ অধ্যায় : মুশরিক ও মুনাফিকদের পক্ষ হতে মুহাম্মদ (স) যে নির্যাতনের মোকাবিলা করেছেন অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা।

২০. সহী বুখারী: জিহাদ অধ্যায়, সাদা পোশাক পরিধান অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ৪৩৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : জিহাদ অধ্যায়, ওহোদ যুদ্ধ অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা।

২১. সহী বুখারী : গনীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে দেয়া ফরয অধ্যায়, (১ অনুচ্ছেদ) ৭ খন্ড, ৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : পানীয় অধ্যায়, মদ হারাম অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা।

২২. সহী বুখারী : ব্যয় এবং পরিবারের জন্য ব্যয়ের ফযীলত অধ্যায় : স্বামীর গৃহে স্ত্রীর কর্তব্য অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : যিকর, দোয়া, তওবা এবং ক্ষমা প্রার্থনা অধ্যায় : দিনের প্রারম্ভে এবং ঘুমের পূর্বে তাসবীহ্ পাঠ অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা।

২৩. ফতহুল বারী : ১৩ খন্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা।

২৪. সহী বুখারী : গনীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে দেয়া ফরয অধ্যায়; রসূলুল্লাহ (স)-এর ঢাল, লাঠি ও তরবারী সম্পর্কিত আলোচনা অনুচ্ছেদ ৭ খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা।

২৫. সহী বুখারী : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়; রসূলুল্লাহ (স)-এ জামাতাগণের মধ্য হতে আবুল আস ইবনে রাবী'-এর আলোচনা অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায় : রসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা হযরত ফাতিমার (রা) ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা।

২৬. সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, রসূলুল্লাহ (স) পরিবারের ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা।

২৭-ক. সহী বুখারী : কিতাবুল মানাবিক; ইসলামে নবুয়তের আলামত সমূহ অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড; ৪৪০ পৃষ্ঠা।

২৭-খ. সহী বুখারী : অনুমতি প্রার্থনা অধ্যায় : মানুষের সামনে মুক্তি প্রার্থনাকারী এবং যে ব্যক্তি তার সঙ্গীর গোপন খবর রাখেনা অনুচ্ছেদ, ১৩ খন্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়; হযরত রসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা হযরত ফাতিমার (রা) ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ম খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা।

২৮. ফতহুল বারী : ৯ খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠা।

২৯. সহী বুখারী : ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়; বাজার সংক্রান্ত আলোচনা অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়; হযরত হাসান ও হুসাইনের (রা) ফযীলত বর্ণনা অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা।

৩০. সহী বুখারী : শিষ্টাচার অধ্যায়, সন্তানের প্রতি স্নেহে, চুম্বন ও আলিঙ্গন অনুচ্ছেদ; ১৩ খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠা।

৩১. সহী বুখারী : চারিত্রিক গুণাবলী অধ্যায়, নবুয়্যতের আলামত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়; নবী কন্যা হযরত ফাতিমার (রা) ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা।

৩২. সহী বুখারী : কিতাবুল মানাকিব; হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মর্যাদা, ৮ খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা।

৩৩. ...

৩৪. সহী বুখারী : কিতাবুল মানাকিব; নবুওয়াতের আলামত অনুচ্ছেদ; ৭ খন্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৩৫. সহী বুখারী : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়; রসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী : "আমি যদি বন্ধু গ্রহণ করতাম" অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়; হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা।

৩৬. ফতহুল বারী : ৮ খন্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা।

৩৭. সহী বুখারী : রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, মদীনায় নবী (স) এবং তাঁর সাহাবীদের হিযরত অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ২৩১, ২৩৬ পৃষ্ঠা।

৩৮. ফতহুল বারী : ৮ খন্ড, ১০৬, ১০৭ পৃষ্ঠা।

৩৯. সহী বুখারী : আনসারদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অধ্যায়; হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে রসূলুল্লাহ (স)-এর বিবাহ অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা।

৪০. সহী বুখারী : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, হযরত আয়েশা (রা)-এর ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা।

৪১. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায়, বিবাহের পূর্বে মহিলাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়; হযরত আয়েশা (রা)-এর ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, '১৩৪ পৃষ্ঠা।

৪২. সহী বুখারী : চারিত্রিক গুণাগুণ বর্ণনা অধ্যায় : হযরত নবী (স)-এর হযরত আয়েশাকে বিবাহ এবং হযরত আয়েশার মদীনায় আগমন এবং সংসার রচনা অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ২২৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : বিবাহ অধ্যায় ; অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যা-সন্তানকে পিতার বিবাহ দান অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা।

৪৩. সহী বুখারী : ইলম অধ্যায়, যে কোন কিছু শ্রবণ করল তারপর প্রত্যাবর্তন করল এবং এমনকি তার পরিচয় লাভ করলো অনুচ্ছেদ, ১ খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা।

৪৪. সহী বুখারী : সৃষ্টির প্রারম্ভ অধ্যায়; ফিরিশতাদের আলোচনা অনুচ্ছেদ ৭ খন্ড, ১২৩ পষ্ঠা। সহী মুসলিম : জিহাদ অধ্যায়; মুনাফিক ও মুশরিকদের পক্ষ হতে হযরত নবী (স) যে নির্যাতনের মোকাবেলা করেছেন অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১৮১ পৃষ্ঠা।

৪৫. সহী বুখারী : হজ্জ অধ্যায়, মক্কার ফযীলত ও তার ভিত্তি অনুচ্ছেদ, ৪। খন্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : হজ্জ অধ্যায় কাবাগৃহের ভাংগন ও সংস্কার অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা।

৪৬. সহী বুখারী : তাফসীর অধ্যায়; সূরা আন নজম অনুচ্ছেদ, ১০ খন্ড; ২২৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : ঈমান অধ্যায়; আল্লাহ তাআলার বাণী ولقد راه نزلة أخرى এর অর্থ অনুচ্ছেদ, ১ খন্ড, ১১০ পৃষ্ঠা।

৪৭. সহী বুখারী : আল্লাহর সাথে সম্পর্কে অধ্যায়; যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করে আল্লাহও তার সাক্ষাত কামনা করেন অনুচ্ছেদ, ১৪ খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : যিকর, দোয়া, তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা অধ্যায়; যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করে আল্লাহও তার সাক্ষাত কামনা করে অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা।

৪৮. সহী বুখারী : আল্লাহর সাথে সম্পর্ক অধ্যায় ; হাশর কিভাবে সংঘটিত হবে অনুচ্ছেদ, ১৪ খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : জান্নাত, তার নিয়ামত ও তার অধিবাসীদের বর্ণনা অধ্যায়, দুনিয়ার ধ্বংস ও কিয়ামতের দিনে হাশরের বর্ণনা অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা।

৪৯. সহী মুসলিম : কিয়ামত, বেহেশত ও দোযখের বর্ণনা অধ্যায়; পুনরুত্থান, সমবেত হওয়া এবং কিয়ামতের ময়দানের বর্ণনা অনুচ্ছেদ; ৮ খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৫০. সহী বুখারী : কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করা অধ্যায়; রায় প্রদানকারীর অপবাদের আলোচনা অনুচ্ছেদ, ১৭ খন্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : ইলম অধ্যায়, ইলম উঠিয়ে নেয়া এবং তা বিনাশ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৬০ পৃষ্ঠা।

৫১. সহী বুখারী : ফারায়েয অধ্যায়; রসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- "আমাদের কোন উত্তরাধিকারী নেই, আমরা যা রেখে যাচ্ছি এসব সাদকাহ" অনুচ্ছেদ, ১৫ খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : জিহাদ অধ্যায়, ঐ অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা।

৫২. সহী বুখারী : নবীগণের বর্ণনা অধ্যায়; আল্লাহর বাণী : لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা।

৫৩. সহী বুখারী : হজ্জ অধ্যায়, সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করার আবশ্যকতা এবং তাকে আল্লাহর নিদর্শন বানানো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ; ৪ খন্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : হজ্জ অধ্যায়; সাফা ও মারওয়ার আবশ্যকতা এবং তাকে আল্লাহর নিদর্শন বানানো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা।

৫৪. সহী মুসলিম : যিকর, দোয়া, তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা অধ্যায়, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সান্নিধ্যে প্রার্থনা করে আল্লাহও তাকে সান্নিধ্য দান করেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সান্নিধ্য অপছন্দ করে আল্লাহও তাকে সান্নিধ্য দান অপছন্দ করেন" অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা।

৫৫. সহী বুখারী জানাযা অধ্যায় জানাযায় অংশগ্রহণের ফযীলত অনুচ্ছেদ; ৩ খন্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম: জানাযা অধ্যায়, জানাযার নামায ও তাতে অংশগ্রহণের ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা।

৫৬. সহী বুখারী : তাফসীর অধ্যায়; ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس অনুচ্ছেদ, ৯ খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : হজ্জ অধ্যায়; আল্লাহ বলেন,ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা।

৫৭. সহী বুখারী : কুরআনের ফযীলত অধ্যায়, কুরআন সংকলন অনুচ্ছেদ, ১০ খন্ড, ৪১৪ পৃষ্ঠা।

৫৮. সহী মুসলিম : মুসাফিরের নামায অধ্যায়, রাত্রে নামায আদায়কারী এবং যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়লো এবং যে রোগগ্রস্ত হলো তার নামায সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ১৬৮ পৃষ্ঠা।

৫৯. সহী মুসলিম : নেতৃত্ব দান অধ্যায়; ন্যায়বিচারক ইমাম এবং অত্যাচারীর শাস্তি অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ৭ পৃষ্ঠা।

৬০. সহী বুখারী : যুদ্ধ অধ্যায়; অপবাদ অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৪৪৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়; হযরত হাসসান বিন সাবিত (রা)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলী অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা।

৬১. সহী বুখারী : নামায অধ্যায়; নামাযের পূর্ণতার জন্য ইমাম নিয়োগ অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ৩১৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : নামায অধ্যায়; ইমামের অপরাগতায় নামায হতে বিরত থাকা অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা।

৬২. সহী মুসলিম : হায়েয অধ্যায়; গোসলকারিণীর চুলের খোঁপার হুকুম সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ১ খন্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা।

৬৩. সহী বুখারী : হজ্জা অধ্যায়; যে ব্যক্তি স্বহস্তে কুরবানীর পশুর গলায় কুলাদা বাঁধে, ৪ খন্ড, ২৯৩-২৯৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : হজ্জ অধ্যায়, যে নিজে যেতে ইচ্ছুক নয় হরমে তার হাদী প্রেরণ মুস্তাহাব অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৬৪. সহী বুখারী : গোসল অধ্যায়, “যে সুগন্ধি লাগায়, তারপর গোসল করে এবং সুগন্ধির প্রতিক্রিয়া অবশিষ্ট থাকে অনুচ্ছেদ, ১ খন্ড, ৩৯৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : হজ্জ অধ্যায়, ইহরাম অবস্থায় মুহরিমের সুগন্ধি ব্যবহার অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা।

৬৫. সহী বুখারী : উমরাহ অধ্যায়, রসূলুল্লাহ (স) ক'টি উমরাহ করেছেন অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৩৪৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : হজ্জ অধ্যায়, রসূলুল্লাহ (স)-এর উমরাহর সংখ্যা ও তার সময়কাল অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৬১ পৃষ্ঠা।

৬৬. সহী বুখারী : জানায়েয অধ্যায়, নবীর (স) উক্তি : মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারের কারো ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেয়া হয় অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৪০১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : জানায়েয অধ্যায়, মৃত ব্যক্তি তার পরিবারের কারো ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেয়া হয় অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা।

৬৭. সহী বুখারী : চারিত্রিক গুণাবলী বর্ণনা অধ্যায়, নবীর (স) গুণাবলী অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ৩৮৯ পৃষ্ঠা।

৬৮. সহী বুখারী : চারিত্রিক গুণাবলী বর্ণনা অধ্যায়, নবীর (স) গুণাবলী অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ৩৮৯ পৃষ্ঠা। সাহাবাদের ফযীলত বর্ণনা অধ্যায়, আবু হুরাইরার ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা।

৬৯. “সাহাবাদের উত্থাপিত প্রশ্নের হযরত আয়েশার (রা) জবাব” গ্রন্থের, ৩১, ৩২ পৃষ্ঠা।

৭০. “সাহাবাদের উত্থাপিত প্রশ্নের হযরত আয়েশার (রা) জবাব” গ্রন্থের, ৩ পৃষ্ঠা।

৭১. সহী মুসলিম : তাহারাত অধ্যায়; মোজার উপর মাসেহ অনুচ্ছেদ, ১ খন্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা।

৭২. সহী বুখারী : নামাযের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কাজ অধ্যায়, মুসুল্লী যখন কথা বলে তার হাত দ্বারা ইঙ্গিত করে তারপর শ্রবণ করে অনুচ্ছেদ, ৩৩ খন্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : মুসাফিরদের নামায এবং কসর অধ্যায়, আসরের পর মহানবীর দুই রাকাত নামাযের পরিচয় অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ২১০ পৃষ্ঠা।

৭৩. সহী বুখারী : পানীয় অধ্যায়, নিষেধের পর পুনরায় পাত্র ব্যবহার করার ব্যাপারে নবীর (রা) রুখসাত দান অনুচ্ছেদ, ১২ খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা।

৭৪. সহী বুখারী : জিহাদ অধ্যায়, পুরুষদের সাথে মিলে মহিলাদের যুদ্ধ অনুচ্ছেদ ৬ খন্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : জিহাদ অধ্যায়, পুরুষদের সাথে মিলে মহিলাদের যুদ্ধ অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

৭৫. সহী বুখারী : হজ্জ অধ্যায়, মহিলাদের হজ্জ অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৪৪৫ পৃষ্ঠা।

৭৬. সহী বুখারী : জিহাদ অধ্যায়, জিহাদ এবং ভ্রমণের ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা।

৭৭. সহী মুসলিম : হজ্জ অধায়, ইহরামের বিভিন্ন দিক বর্ণনা অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা।

৭৮. সহী বুখারী : হজ্জ অধ্যায়, অংশ অনুযায়ী উমরাহর প্রতিদান অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৩৬০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : হজ্জ অধ্যায়, ইহরামের বিভিন্ন দিক বর্ণনা অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠা।

৭৯. সহী বুখারী : হজ্জ অধ্যায়, উমরাহকারী যখন উমরাহর তওয়াফ করে অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৩৬১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : হজ্জ অধ্যায়, ইহরামের বিভিন্ন দিক বর্ণনা অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৩১ পৃষ্ঠা।

৮০. সহী বুখারী : নবীর (স) সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজার (রা) সাথে নবীর বিবাহ ও তাঁর ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়; উম্মুল মুমিনীন খাদীজার ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা।

৮১. সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, হযরত আয়েশার (রা) ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৮২. সহী বুখারী : নবীদের বর্ণনা অধ্যায়, যে ব্যক্তি নিজের বংশকে গালমন্দ না করতে ভালবাসে, ৭ খন্ড, ৩৬৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, হাসসান বিন সাবিতের ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা।

৮৩. সহী বুখারী : যুদ্ধ অধ্যায়, হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ বর্ণনা অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৪৩৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : তওবা অধ্যায়, ইফকের আলোচনা এবং মিথ্যা অপবাদকারীর তওবা কবুল হওয়া সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা।

৮৪. সহী বুখারী : দান, তার ফযীলত ও দানে উদ্বুদ্ধকরণ অধ্যায় বাসরে দুলহিনকে ঋণ প্রদান অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা।

৮৫. সহী বুখারী : নবীদের বর্ণনা অধ্যায়, কুরাইশদের চারিত্রিক গুণাবলী অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা।

৮৬. সহী বুখারী : শিষ্টাচার অধ্যায়, হিজরত এবং নবীর (স) উক্তি : কোন ব্যক্তির জন্য স্বীয় ভ্রাতাকে তিন দিনের বেশী পরিত্যাগ করা বৈধ হবে না, ১৩ খন্ড ১০৪ পৃষ্ঠা।

৮৭. সহী বুখারী : জানায়েয অধ্যায়, নবী (স), আবু বকর ও উমরের (রা) কবর সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৫০১ পৃষ্ঠা।

৮৮. সহী বুখারী : তাফসীর অধ্যায়, ولولا إذ سمعتموه قلتم مايكون لنا أن نتكلم بهذا অনুচ্ছেদ, ১০ খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা।

৮৯. সহী বুখারী : কিতাব ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করা অধ্যায়, আহলে ইলমদের ঐকমত্যে উদ্বুদ্ধ করায় নবীর (স) আলোচনা অনুচ্ছেদ, ১৭ খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা।

৯০. সহী বুখারী : জিহাদ অধ্যায়, পুরুষদের সাথে মিলে মহিলাদের যুদ্ধ অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিমঃ জিহাদ অধ্যায়, পুরুষদের সাথে মিলে মহিলাদের যুদ্ধ অনুচ্ছেদ, ৫ খণ্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

৯১. 'সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ' গ্রন্থের ৬৭ নং হাদীস।

৯২. সহী মুসলিম : তালাক অধ্যায়, ঈলা এবং মহিলাদের আযল অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা।

৯৩. সহীহ বুখারী : ফিতনা অধ্যায়, আমার কাছে উছমান বিন হাইছুম হাদীস বর্ণনা করেছেন অনুচ্ছেদ, ১৬ খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা।

৯৪. সহী মুসলিম : জানায়েয অধ্যায়, কবরে প্রবেশ এবং কবরের অধিবাসীকে দোয়া করা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা।

৯৫. সহী বুখারী : তালাক অধ্যায়, "কেন তুমি হারাম কর যা আল্লাহ তোমার জন্য হালাল করেছেন" অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : তালাক অধ্যায়, যে ব্যক্তি স্ত্রীকে হারাম করে নেয় অথচ তালাকের নিয়ত করে না সেক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব হওয়া সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা।

৯৬. সহী বুখারী : যুদ্ধ অধ্যায়, নবীর (স) রোগ অনুচ্ছেদ, ৯ খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : নামায অধ্যায়, ইমামের অক্ষমতা দেখা দিলে পিছনে সরে যাওয়া অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা।

৯৭. সহী বুখারী : আযান অধ্যায়, নামাযরত অবস্থায় যখন ইমাম ক্রন্দন করে অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : নামায অধ্যায়, ইমামের ওজর দেখা দিলে পিছনে সরে যাওয়া অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা।

৯৮. সহী বুখারী : যুদ্ধ অধ্যায়, অপবাদ আলোচনা অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : তওবা অধ্যায়, অপবাদ আলোচনা এবং মিথ্যা অপবাদ দানকারীর তওবা কবুল হওয়া অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১১২ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৯৯. সহী বুখারী : মর্যাদা অধ্যায়, হযরত আয়েশাকে (রা) নবীর (স) বিবাহ এবং তার মদীনায় আগমন ও সংসার জীবন যাপন অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, হযরত আয়েশার (রা) ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা।

১০০. সহী বুখারী : সৃষ্টির প্রারম্ভ অধ্যায়, ফেরেশতাদের আলোচনা অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, হযরত আয়েশার (রা) ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা।

১০১. সহী বুখারী : মর্যাদা অধ্যায়, হযরত আয়েশার (রা) ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড ১১০পৃষ্ঠা।

১০২. সহী বুখারী : ফিতনা অধ্যায়, হাদ্দাসানা উছমান বিন হাইছুম অনুচ্ছেদ, ১৬ খন্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা।

১০৩. সহী বুখারী : মানাকের অধ্যায়, আয়েশার (রা) ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, আয়েশার (রা) ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা।

১০৪. সহী বুখারী : দান, তার ফযীলত ও দানে উদ্বুদ্ধকরণ অধ্যায়, যে তার সাথীকে উপহার দিল এবং তার কতক স্ত্রীকে বাদ দিয়ে কতকের প্রতি আকৃষ্ট হলো অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসরিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায় : আয়েশার (রা) ফযীলত অনুচ্ছেদ, ১ খন্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা।

১০৫. সহী বুখারী : যুদ্ধ অধ্যায়, নবীর (স) অসুখ এবং ওফাত অনুচ্ছেদ ৯ খন্ড, ২১০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, আয়েশার (রা) ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা।

১০৬. সহী বুখারী : নবীর (স) সাহাবাদের (রা) ফযীলত অধ্যায়, আয়েশার (রা) ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : হায়েয অধ্যায়, তায়াম্মুম অনুচ্ছেদ, ১ খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা।

১০৭. সহী বুখারী : দান, তার ফযীলত এবং দানে উদ্বুদ্ধকরণ অুনচ্ছেদ, যে নিজের সাথীকে উপহার দিল এবং কতক স্ত্রীকে বাদ দিয়ে কতকের প্রতি আকৃষ্ট হলো অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা।

১০৮. সহী বুখারী : নবীর (স) সাথীদের ফযীলত অধ্যায়, আয়েশার (রা) ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা।

১০৯. সহী বুখারী : তাফসীর অধ্যায়. ولو لا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا অনুচ্ছেদ, ১০ খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা।

১১০. সহী বুখারী : মানাকের অধ্যায়, হাবশায় হিজরত অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা।

১১১. সহী মুসলিম : জানায়েয অধ্যায়, মৃত ব্যক্তির নিকট হাজির হলে তার জন্য প্রার্থনা অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা।

১১২. সহী মুসলিম : জানায়েয অধ্যায়, মৃত ব্যক্তির জন্য কান্না অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা।

১১৩. সহী মুসলিম : জানায়েয অধ্যায়, মুসিবতের সময় যা বলা হয় অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা।

১১৪. সহী মুসলিম : জানায়েয অধ্যায়, মুসিবতের সময় যা বলা হয় অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা।

১১৫. সহী মুসলিম : দুধ পান অধ্যায়, মুসিবতের সময় যা বলা হয় অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা।

১১৬. সহী বুখারী : দান, তার ফযীলত এবং দানে উদ্বুদ্ধকরণ অধ্যায়, যে নিজের সাথীকে উপহার দিল এবং কতক স্ত্রীকে বাদ দিয়ে কতকের প্রতি আকৃষ্ট হলো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ,৬ খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা।

১১৭. সহী মুসলিম : ফযীলত অধ্যায়, আমাদের নবীর (স) হাউয ও তার গুণাগুণ অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা।

১১৮. সহী বুখারী : চারিত্রিক গুণাবলী বর্ণনা অধ্যায়, ইসলামে নবুয়তের আলামত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ৪৪২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামার (রা) ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা।

১১৯. সহী বুখারী : যুদ্ধ অধ্যায়, যুদ্ধ থেকে নবীর (স) প্রত্যাবর্তন অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৪১১ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

১২০. সহী বুখারী : তাফসীর অধ্যায়, (সূরা তাহরীম) تبتغي مرضاة أزواجك অনুচ্ছেদ, ১০ খন্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : তালাক অধ্যায়, ঈলা ও স্ত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা।

১২১. সহী বুখারী : ব্যয় অধ্যায় وعلى الوارث مثل ذلك অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ৪৪৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : যাকাত অধ্যায়, নিকটতম ব্যক্তি স্ত্রী, সন্তানদের উপর দান সদকার ফযীলত, যদিও তারা মুশরিক হয় সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা।

১২২. সহী বুখারী : শর্তসমূহ অধ্যায়, যুদ্ধে এবং যোদ্ধাদের সাথে মীমাংসার শর্তসমূহ ও শর্ত রক্ষা অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ২৭৪ পৃষ্ঠা।

১২৩. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায়, ঘরবাড়ি ত্যাগ করে নবী (স) এর তাঁর স্ত্রীদের (রা) নিয়ে হিজরত অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ২১৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : রোযা অধ্যায়, মাস ২৯ দিনে হয়ে থাকে অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা।

১২৪. সহী মুসলিম : রোযা অধ্যায়, ফজরের উদয় হয়েছে এ অবস্থায় অপবিত্র ব্যক্তির রোযা বিশুদ্ধ হওয়া অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা।

১২৫. সহী বুখারী : তালাক অধ্যায়, স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর ইদ্দত সীমা হচ্ছে ৪ মাস ১০ দিন অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিমঃ তালাক অধ্যায়, ওফাতের ইদ্দতের সীমা রক্ষা করা ওয়াজিব, এছাড়া তাকে হারাম মনে করা, তবে তিন দিন ব্যতীত অনুচ্ছেদ, ৪খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা।

১২৬. সহী মুসলিম : নেতৃত্ব দান অধ্যায়, শরীয়ত বিরোধী নেতৃত্ব অস্বীকার এবং তাদের নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিত্যাগ করা আবশ্যক অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ২৩ পৃষ্ঠা।

১২৭. সহী বুখারী : পানীয় অধ্যায়, রূপার পাত্র অনুচ্ছেদ, ১২ খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা সহী মুসলিম : (লেবাস) পোশাক-পরিচ্ছদ ও সৌন্দর্য অধ্যায়, স্বর্ণ এবং রূপার পাত্রে পান হারাম অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা।

১২৮. সহী বুখারী : যুদ্ধ অধ্যায়, ৮ হিজরীর শাওয়ালে তায়েফের যুদ্ধ, অনুচ্ছেদ ৯ খন্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সালাম অধ্যায়, অপরিচিত মহিলাদের কাছে গমনাগমনের বিরুদ্ধে চরম নিষেধাজ্ঞা অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১১০ পৃষ্ঠা।

১২৯. সহী বুখারী : চিকিৎসা অধ্যায়, চক্ষু আরোগ্য অনুচ্ছেদ, ১২ খন্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সালাম অধ্যায়; চক্ষুরোগ, বিছা কামড়ানো এবং নজর লাগায় ঝাড়ফুঁক করার বৈধতা অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা।

১৩০. সহী মুসলিম : ফিতনা ও কিয়ামতের আলামত অধ্যায়, কাবাঘর আক্রমণকারী সেনাদল অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা।

১৩১. সহী মুসলিম : ফিতনা ও কিয়ামতের আলামত অধ্যায়, কিয়ামত প্রতিষ্ঠা হবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির কবরের পার্শ্ব দিয়ে গমন করবে, তারপর কামনা করবে মৃত ব্যক্তির স্থান যেন মুসিবতের কারণ হয়, ৮ খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা।

১৩২. সহী মুসলিম : বিবাহ অধ্যায়, যয়নাব বিনতে জাহশের (রা) বিবাহ, পর্দার আয়াত নাযিল এবং বিবাহে দুলহার অলিমা সাব্যস্ত হওয়া অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা।

১৩৩. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায়, অলিমাহ খাওয়ানো যদিও একটি বকরী দ্বারা হয় অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : বিবাহ অধ্যায়, যয়নাব বিনতে জাহশের (রা) বিবাহ এবং পর্দার আয়াত নাযিল অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

১৩৪. সহী বুখারী : তাফসীর অধ্যায়, আল্লাহর বাণী : لاتدخلوا بيوت النبى الا ان يؤذن لكم অনুচ্ছেদ, ১০ খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : বিবাহ অধ্যায়, যয়নাব বিনতে জাহশের (রা) বিবাহ অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা।

১৩৫. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায়, নব দম্পতিকে দান অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : বিবাহ অধ্যায়, যয়নাব বিনতে জাহশের (রা) বিবাহ অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা।

১৩৬. ফতহুল বারী: ১১ খণ্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা।

১৩৭. সহী বুখারী : সূরা আহযাবের তাফসীর অধ্যায়; আল্লাহর বাণী لاتدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام অনুচ্ছেদ, ১০ খন্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : বিবাহ অধ্যায় : যয়নাব বিনতে জাহশ-এর বিবাহ অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা।

১৩৮. সহী বুখারী : যুদ্ধ অধ্যায়; অপবাদের বর্ণনা অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : তওবা অধ্যায়; অপবাদের বর্ণনা ও মিথ্যা অপবাদকারীর তওবা কবুল হওয়া প্রসঙ্গে অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১১২ পৃষ্ঠা।

১৩৯. সহী মুসলিম সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়; হযরত আয়েশা (রা)-এর ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা।

১৪০. সহী বুখারী : যুদ্ধ অধ্যায়, অপবাদের বর্ণনা অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা।

১৪১. সহী বুখারী: তাওহীদ অধ্যায়, "আল্লাহর আরশ পানির উপরে" অনুচ্ছেদ, ১৭ খন্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা।

১৪২. সহী বুখারী : যাকাত অধ্যায়, "কোন সাদকা সর্বোত্তম" অনুচ্ছেদ, ১৭ খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়; উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নাব (রা)-এর ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা।

১৪৩,১৪৪. সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীরত অধ্যায়, আনাস ইবনে মালিকের মা উম্মে সুলাইম এবং বিলাল (রা) অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

১৪৫. ১৪৮ নম্বরে বর্ণিত হাদীস হতে দুই ধনুকের মধ্যবর্তী স্থান সম্পর্কিত আলোচ্য বর্ণনা গৃহীত হয়েছে।

১৪৬. দেখুন : সহী সুনানে নাসায়ী : বিবাহ অধ্যায়; ইসলামে বিবাহ দান অনুচ্ছেদ, হাদীস নং ৩১৩৩; ২ খন্ড, ৭০৩ পৃষ্ঠা।

১৪৭. সহী বুখারী : আনসারদের চারিত্রিক গুণাবলী অধ্যায়; হযরত আবু তালহা (রা)-এর চারিত্রিক গুণাবলী অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : জিহাদ অধ্যায়; পুরুষের সাথে মহিলাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

১৪৮. সহী বুখারী : পানীয় অধ্যায় : বালতি জাতীয় পাত্র ব্যবহার অনুচ্ছেদ, ১২ খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : যাকাত অধ্যায়; নিকট আত্মীয় ও স্ত্রীকে দান ও সাদকা প্রদানের ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা।

১৪৯. সহী বুখারী : জানাযা অধ্যায়; "বিপদের মুহূর্তে যে তার দুঃখ প্রকাশ করে না" অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৪১২ পৃষ্ঠা এবং আকীকা অধ্যায়; "ভূমিষ্ট সন্তানের তাড়াতাড়ি নাম রাখা" অনুচ্ছেদ, ১২ খন্ড, ৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়; হযরত আবু তালহা আনসারীর (রা) ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

১৫০. সহী বুখারী : যুদ্ধ এবং যুদ্ধে আহত হওয়া অধ্যায়, "যে ব্যক্তি সৈন্যকে সুসজ্জিত করল অথবা তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের কল্যাণ সাধন করল অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড; ৩৯০ পৃষ্ঠা। সহী

www.amarboi.org

মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়; হযরত আনাস ইবনে মালিকের মা উম্মে সুলাইমের (রা) ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

১৫১. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায়; নতুন বরকে উপঢৌকন প্রদান অনুচ্ছেদ, ১৩ খন্ডঃ ১৩৪ পৃষ্ঠা।

১৫২. সহী বুখারী : রোযা অধ্যায়: " যে ব্যক্তি কোন দলের সাথে থেকেও তাদের সাথে ইফতার করেনি" অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা।

১৫৩. সহী মুসলিম : ফযীলত অধ্যায় ; "নবী করিমের (স) ঘামের সুগন্ধি এবং এর দ্বারা বরকত লাভ" অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ৮১ পৃষ্ঠা।

১৫৪. সহী বুখারী : শিষ্টাচার অধ্যায়; "শিশুর উপনাম এবং জন্মের পূর্বে কারোর নাম রাখা অনুচ্ছেদ, ১৩ খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা।

১৫৫. সহী বুখারী : দান (হেবা) অধ্যায়;দানের ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : জিহাদ অধ্যায়; আনসারদেরকে মুহাজিরদের সর্বস্ব দান অুনচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা।

১৫৬. সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়; হযরত আনাস বিন মালিক (রা)–এর ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা।

১৫৭. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায় ; অলীমা অনুষ্ঠান কর্তব্য ... অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা।

১৫৮. সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়; হযরত আনাস বিন মালেক (রা)–এর ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা।

১৫৯. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায়; নতুন বরকে উপঢৌকন দান অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : বিবাহ অধ্যায়, হযরত যয়নাব বিনতে জাহশের বিবাহ অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড ১৫০ পৃষ্ঠা। (বর্ণনা দুটির মধ্যে মুসলিম শরীফের বর্ণনাটাই শক্তিশালী)

১৬০-ক. সহী মুসলিম : বিবাহ অধ্যায়; দাসীকে আযাদ করে দেয়া ও পরবর্তীতে বিবাহ করার ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা।

১৬০-খ. সহী বুখারী : নামায অধ্যায় ; উরু সম্পর্কিত আলোচনা অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ২৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : বিবাহ অধ্যায়; দাসীকে আযাদ করে দিয়ে পরবর্তীতে বিবাহ করা ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

১৬১. সহী মুসলিম : পানীয় অধ্যায়; 'সন্তুষ্টি কামনাকারী ব্যক্তির বাড়ীতে তৃপ্তি সহকারে পানীয় পান বৈধ অনুচ্ছেদ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা।

১৬২. সহী মুসলিম : ঐ ১১৮ পৃষ্ঠা। সহী বুখারী : মর্যাদা অধ্যায়, ইসলামে নবুওয়াতের আলামত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ৩৯৯ পৃষ্ঠা।

১৬৩. সহী বুখারী : জানাযা অধ্যায়; কান্নার উপর কঠোরভাব নিষেধাজ্ঞা অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : জানাযা অধ্যায়; চিৎকার করে কান্নার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা।

১৬৪. সহী বুখারী : ইলম অধ্যায়; বিদ্যার্জনে লজ্জাবোধ অনুচ্ছেদ, ১ খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : হায়েয অধ্যায়; মেয়েদের উপর গোসল ফরয অনুচ্ছেদ, ১ খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা।

১৬৫. মুসলিম শরীফের বর্ণনা : হায়েয অধ্যায়; গোসলে সুগন্ধিযুক্ত দ্রব্য ব্যবহার করা মোস্তাহাব অনুচ্ছেদ, ১ খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা।

১৬৬. সহী বুখারী : আনসারদের চারিত্রিক গুণাবলী অধ্যায়; হযরত আবু তালহা (রা) এর গুণাবলী অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : জিহাদ অধ্যায়; পুরুষের সাথে মেয়েদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

১৬৭. খয়বর যুদ্ধে উম্মে সুলাইমের অংশগ্রহণ এবং ফেরার পথে তাঁর নবী পত্নী হযরত সাফিয়ার বাসর সাজানোর প্রসংগে আগেই উল্লিখিত হয়েছে। ১৬০ নম্বরে উল্লিখিত হাদীস দেখুন।

১৬৮. সহী মুসলিম : জিহাদ এবং আহত হওয়া অধ্যায়; পুরুষের সাথে মহিলাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

১৬৯. সহী মুসলিম : জিহাদ এবং আহত হওয়া অধ্যায়, পুরুষের সাথে মহিলাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

১৭০. সহী বুখারী : চারিত্রিক গুণাবলী অধ্যায়, হযরত আমর বিন নোফায়েল-এর বর্ণনা অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

১৭১. সহী বুখারী : চারিত্রিক গুণাবলী অধ্যায়; নবী (স) ও সাহাবাগণের মদীনায় হিজরত অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা।

১৭২. ফতহুল বারী, ৮ খণ্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা।

১৭৩. ফতহুল বারীর বর্ণনা : ৮ খন্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা।

১৭৪. সহী বুখারী : মর্যাদা অধ্যায়; নবী (স) ও তাঁর সাথীদের মদীনায় হিজরত অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা।

১৭৫. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায়; আত্মমর্যাদা অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সালাম অধ্যায়; রাস্তায় অপরিচিত মহিলাদের সাথে কথোপকথন জায়েয অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১ পৃষ্ঠা।

১৭৬. সহী বুখারী : চারিত্রিক গুণাবলী অধ্যায়; যোবায়ের বিন আওয়ামের গুণাবলী অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবীদের ফযীলত অধ্যায়; তালহা এবং যোবায়ের (রা)-এর ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা।

১৭৭. সহী বুখারী : জিহাদ ও ভ্রমণ অধ্যায়; অগ্রগামী সেনাদলের ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়; তালহা এবং যোবায়ের-এর ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা।

১৭৮. সহী বুখারী : মর্যাদা অধ্যায়, নবী (স) এবং তাঁর সাথীদের মদীনায় হিজরত অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : শিষ্টাচার অধ্যায়; শিশুর জন্মের পর খেজুর চিবিয়ে নরম করে তার মুখে দেয়া এবং তাকে সৎ ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাওয়া সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা।

১৭৯,১৮০. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায়, আত্মমর্যাদা অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সালাম অধ্যায়; রাস্তায় অপরিচিতা মহিলার সাথে কথোপকথন বৈধ অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১১ পৃষ্ঠা।

১৮১. সহী মুসলিম : সালাম অধ্যায়; রাস্তায় অপরিচিতা মহিলার সাথে কথোপকথন বৈধ অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা।

১৮২. সহী বুখারী : দান ও তার ফযীলত অধ্যায়; স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে স্ত্রীর দান অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : যাকাত অধ্যায় ; ব্যয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং গণনা করা অপছন্দ অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৯২ পৃষ্ঠা।

১৮৩. সহী বুখারী : দান ও তার ফযীলত এবং দানে উদ্বুদ্ধ করা অধ্যায়; মুশরিকদের হাদিয়া দান অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : যাকাত অধ্যায়; নিকটাত্মীয়দের উপর দান ও সাদকার ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৮১ পৃষ্ঠা।

১৮৪. সহী মুসলিম : সালাম অধ্যায়; রাস্তায় অপরিচিতা মহিলার সাথে কথোপকথন বৈধ অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

১৮৫. সহী মুসলিম : সালাতুল কুসূফ অধ্যায়; সালাতুল কুসূফে মহানবী (স)-এর কাছে জান্নাত ও জাহান্নামের বিষয়াবলী উপস্থাপন অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা।

১৮৬. সহী মুসলিম : সূর্যগ্রহণ অধ্যায় ; সালাতুল কুসূফে নবী (স)-এর কাছে জান্নাত ও জাহান্নামের বিষয়াবলী উপস্থাপন অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠা।

১৮৭. সহী বুখারী : ইলম অধ্যায়; হাত এবং মাথার ইশারা দ্বারা যে ব্যক্তি কোন যুবককে উত্তর দেয় অনুচ্ছেদ, ১ খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সালাতুল কুসূফ অধ্যায়, সালাতুল কুসূফে নবী (স)-এর সামনে জান্নাত ও জাহান্নামের বিষয়াবলী উপস্থাপন অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠা।

১৮৮. সহী মুসলিম: হজ্জ অধ্যায়; হজ্জের উপকারিতা অনুচ্ছেদ ৪ খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা।

১৮৯. সহী মুসলিম : পোশাক পরিচ্ছেদ এবং সৌন্দর্য অধ্যায়; পুরুষ ও নারীদের স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার হারাম এবং পুরুষদের স্বর্ণের আংটি ও রেশমী পোশাক হারাম এবং মহিলাদের জন্য তা বৈধ অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ১৩৯-৩৪০ পৃষ্ঠা।

১৯০. সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়; মিথ্যাবাদী সাকীক গোত্র ও তার মিত্রদের আলোচনা অনুচ্ছেদ, ৭ খণ্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা।

১৯১. সহী বুখারী : যুদ্ধ অধ্যায়; খয়বর যুদ্ধ অনুচ্ছেদ, ৯ খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়; জাফর বিন আবু তালিব এবং আসমা বিনতে উমাইস ও তাঁর নৌকার আরোহীদের ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা।

১৯২. সহী বুখারী : যুদ্ধ অধ্যায়; খয়বরের যুদ্ধ অনুচ্ছেদ; ৯ খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, জার বিন আবু তালিবের ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা।

১৯৩. সহী মুসলিম : হজ্জ অধ্যায়; নিফাস ও হায়েয সম্পন্না মহিলাদের ইহরাম এবং ইহরামের উদ্দেশ্যে গোসল করা মুস্তাহাব অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা।

১৯৪. সহী মুসলিম : সালাম অধ্যায়; চক্ষুরোগে, বিছার কামড়ে ও নজর লাগায় ঝাড়ফুঁক করা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা।

১৯৫. মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ গ্রন্থের বর্ণনা : ৫ খন্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা। হাফেয হাইছামী বলেন, "হাদীসটি বিশুদ্ধ রাবী কর্তৃক বর্ণিত।"

১৯৬. সহী মুসলিম : সালাম অধ্যায়, অপরিচিতা গায়ের মাহরাম মহিলার সাথে নির্জন সাক্ষাত এবং তার নিকট গমনাগমন হারাম অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

১৯৭. দেখুন : সহী জামে আস সগীর, হাদীস নং ২৭৬০।

১৯৮. সহী বুখারী : তাফসীর অধ্যায়; আল্লাহ বলেন, اذا جاءك المؤمنات يبايعنك অনুচ্ছেদ, ১০ খন্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা।

১৯৯. ফতহুল বারী : ১০ খন্ড, ২১০ পৃষ্ঠা।

২০০. সহী বুখারী : দান, তার ফযীলত এবং দানে উদ্বুদ্ধকরণ অধ্যায়; হাদীয়া কবুল করা অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : যাকাত অধ্যায়; নবীর (স) জন্য হাদীয়া বৈধ অনুচ্ছেদ ৩ খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা।

২০১. সহী বুখারী : জানাযা অধ্যায়; বেজোড় গোসল করানো বৈধ অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৩৭২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : জানাযা অধ্যায়; মৃত ব্যক্তির গোসল অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৪৭ পৃষ্ঠা।

২০২. সহী বুখারী : দুই ঈদ অধ্যায়; ঈদের সময় যার ওড়না থাকে না অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ১২২ পৃষ্ঠা।

২০৩. সহী মুসলিম : জিহাদ ও ভ্রমণ অধ্যায়; মহিলা যোদ্ধারা যুদ্ধে সাহায্যকারী হবে কিন্তু লড়াইয়ে অংশ নেবে না অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

২০৪. বুখারীর হাদীস থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বনি খালফের প্রাসাদে যে মহিলার বোন আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন তিনি রসূলুল্লাহ (স) কে ওড়না বিহীন মেয়েদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মুসলিমের ৩ খণ্ডের ২১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে– তিনি ছিলেন উম্মে আতীয়্যাহ।

২০৫. সহী বুখারী : হায়েয অধ্যায়, ঋতুবতী মেয়েদের দুই ঈদের নামাযে হাজির হওয়া ও মুসলমানদের দোয়ায় শামিল হওয়া সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ১ খণ্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা।

২০৬. সহী বুখারী : জানাযা অধ্যায়; জানাযার সাথে মহিলাদের যাওয়া অনুচ্ছেদ, ৩ খণ্ড, ৩৮৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : জানাযা অধ্যায়; জানাযার সাথে মহিলাদের যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা অনুচ্ছেদ, ৩ খণ্ড, ৪৭ পৃষ্ঠা।

২০৭. সহী বুখারী : জানাযা অধ্যায়; স্বামী ছাড়া অন্য কারো মৃত্যুতে মেয়েদের শোক প্রকাশ প্রসংগ অনুচ্ছেদ, ৩ খণ্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা।

২০৮. সহী বুখারী : জানাযা অধ্যায়; মৃত ব্যক্তির চুলের অবস্থা অনুচ্ছেদ, ৩ খণ্ড, ২৭৫ পৃষ্ঠা।

২০৯. ফতহুল বারী : ৩ খণ্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা।

২১০. সহী বুখারী : হায়েয অধ্যায়; ঋতুবতী মেয়েদের ঈদের নামাযে হাজির হওয়া ও মুসলমানদের দোয়ায় শামিল হওয়া, ১ খণ্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা।

২১১. ফতহুল বারী: ১১ খণ্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা।

২১২, ২১৩, ২১৪-ক. সহী মুসলিম : তালাক অধ্যায়, তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলাকে কোন ব্যয়ভার না দেয়া অনুচ্ছেদ, ৪ খণ্ড, ১৯১-১৯৫ পৃষ্ঠা।

২১৪-খ. সহী মুসলিম : অপবাদ এবং কিয়ামতের শর্ত সমূহ অধ্যায়; দাজ্জালের আগমন অনুচ্ছেদ, ৮ খণ্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা।

২১৫. সহী মুসলিম : তালাক অধ্যায়; তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলাকে ব্যয়ভার না দেয়া অনুচ্ছেদ, ৪ খণ্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা।

২১৬. ফতহুল বারী : ১১ খণ্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা।

২১৭. সহী মুসলিম : তালাক অধ্যায়; তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলাকে ব্যয়ভার না দেয়া অনুচ্ছেদ, ৪ খণ্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা।

২১৮. সহী মুসরিম : ফিতনা ও কিয়ামতের আলামত সমূহ অধ্যায়; দাজ্জালের আগমন, পৃথিবীতে তার বিস্তার, হযরত ঈসার আগমন এবং দাজ্জালকে হত্যা অনুচ্ছেদ, ৮ খণ্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

নারী ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কয়েকটি সহী হাদীস যার মর্মোপলব্ধি ও প্রয়োগে কেউ কেউ ভুল করেছেন

প্রথম হাদীস :

عن عبد الله بن عباس قال : انخسفت الشمس – فصلى رسول الله فقام قياما طويلا – ثم انصرف صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر أيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا فى مقامك ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم : إنى رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أصبته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا. ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظم ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا : بم يا رسول الله ؟ قال : بكفرهن قيل يكفرن بالله ؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط .

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ শুরু হলে রসূলুল্লাহ (স) দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে সালত আদায় করলেন। তারপর সূর্য আকাশে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়ার পরে ফিরলেন এবং বললেন, চন্দ্র-সূর্য আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে দু'টি নিদর্শন। কারও জীবন-মৃত্যুর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হয় না। যখন তোমরা এমনটি দেখতে পাবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (স)! আমরা আপনাকে এ দাঁড়ানো অবস্থায় কিছু ধরতে দেখলাম, তারপর আপনাকে পিছু হটতে দেখলাম। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমি জান্নাত দেখতে পেয়েছিলাম। সেখান থেকে এক কাঁদি ফল ছেঁড়ার চেষ্টা করছিলাম। যদি ধরতে পারতাম, তাহলে তা তোমরা কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত খেতে পারতে। আমি জাহান্নাম দেখেছি, আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য আর কখনো দেখিনি এবং জাহান্নামবাসীদের অধিকাংশ মহিলা দেখতে পেয়েছি। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (স)! এর কারণ কি? রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তাদের কুফরের কারণে। জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কি

www.amarboi.org

আল্লাহর সাথে কুফরী করে? হুযুর (স) বললেন, তারা স্বামীর কুফরী করে (অবাধ্য হয়) এবং তারা অন্যের উপকারের জবাবে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যদি তুমি তাদের কারোর সারা জীবন উপকার কর তারপর সে যদি তোমার সামান্য কিছুও বিপরীত আচরণ দেখতে পায়, তাহলে বলে, আমি কোনো কালেও তোমার থেকে কোনো ভালো কিছু পেলাম না।" (বুখারী ও মুসলিম)[১]

এ হাদীসটির প্রেক্ষিতে আমাদের দু'টি বিষয় চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে:

প্রথমত, হাদীসটির মর্ম কি? জাহান্নামবাসীদের অধিকাংশই মহিলা। এটা কি এ কারণে যে, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের স্বভাব ও প্রকৃতিতে অধিক অকল্যাণ রয়েছে? যদি ব্যাপারটি এমনই হয়, তাহলে অধিক অকল্যাণমূলক কাজ করার কারণে তাদের জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে না। অথচ হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণ হয় যে, তাদেরকে যাবতীয় কাজে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং অকৃতজ্ঞতা ও স্বামীর অবাধ্যতার কারণে তাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবে। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী সত্যই বলেছেন, হযরত জাবের বর্ণিত একটি হাদীস থেকে একথা প্রমাণ হয় যে, জাহান্নামে যেসব মহিলাকে দেখা গিয়েছিল তারা উপরোল্লিখিত অসৎ চরিত্রের অধিকারিণী ছিল। হাদীসটির ভাষা নিম্নরূপ :

وأكثر من رأيت فيها من النساء اللاتى إن أؤتمن أفشين، وإن سئلن بخلن، وإن سألن ألحفن، وإن أعطين لم يشكرن .

"জাহান্নামের মধ্যে যে সমস্ত মহিলাকে দেখেছি তাদের অধিকাংশই আমানতের খেয়ানত করে। কিছু চাইলে কৃপণতা করে। কারও কাছে কিছু চাইলে জিদ ধরে বসে। তাদেরকে কিছু দান করলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।"[২]

উপরোক্ত কথা রসূলুল্লাহ (স)-এর আর একটি বাণীকে স্মরণ করিয়ে দেয় :

اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء.

"আমি অধিকাংশ জান্নাতের অধিবাসী হিসেবে অসহায় ও নিঃস্ব ব্যক্তিদেরকে দেখেছি।"[৩]

তাহলে জান্নাতে ধনীদের সংখ্যা কম হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? নিসন্দেহে এটা তাদের কর্মফল, অসৎ উপায়ে সম্পদ উপার্জন, অসৎ পথে তা ব্যয় করা এবং কল্যাণ ও ন্যায়ের পথে ব্যয় করার ব্যাপারে কার্পণ্যই এর মূল কারণ।

দ্বিতীয়ত, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আমরা সমস্ত মুসলমান এ হাদীস থেকে একটি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। আর তা হচ্ছে, জাহান্নাম থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো নেক আমল করা। জাহান্নাম ও তার ভয়াবহতার আলোচনা শুধুমাত্র তা থেকে বাঁচার পথ অনুসন্ধান করার দায়িত্বানুভূতির তাগিদেই করা হয়েছে।

www.amarboi.org

নারী সমাজ জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে কিভাবে মুক্তি পাবে? স্বামীর অবাধ্য না হয়ে তাদের পক্ষে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। আর তারা স্বামীর অবাধ্য হওয়া থেকে কিভাবে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারে? প্রথমত তারা এমন সব শিক্ষা-দীক্ষা ও পথ নির্দেশনার দ্বারা স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে, যা তাদের অন্তরে খোদাভীতি ও তাঁর প্রতি আনুগত্য আরও বৃদ্ধি করে দেবে। তারপর শয়তান যখন তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেবে, তখন তারা রসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী স্মরণ করবে। যখন তারা অন্যায় কাজে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়বে, তখন তাদের উচিত হবে রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবে ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা ও দান-সাদকা করা। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال : يا معشر النساء تصدقن (وفى رواية مسلم : وأكثرن الاستغفار) فإنى أريتكن أكثر أهل النار فقلن وبم يارسول الله؟ قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير.

"রসূলুল্লাহ (স) কোন এক ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহের দিকে বের হলেন। তিনি মেয়েদের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন এবং বললেন, হে নারী জাতি! তোমরা সাদকা প্রদান কর। (মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে, তোমরা বেশী বেশী ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা কর।) কেননা আমাকে দেখানো হয়েছে যে, তোমাদের অধিকাংশই জাহান্নামের অধিবাসী। তারা বলল: হে আল্লাহর রসূল! এর কারণ কি? তিনি বললেন : তোমরা অধিক মাত্রায় অভিসম্পাত করে থাক এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে থাক।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪]

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, উল্লিখিত হাদীসে উপদেশের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যা তাদের নৈতিক দোষ-ত্রুটি দূর করে দেবে। এ হাদীস থেকে এটাও বুঝা যায় যে, দান-সাদকা খোদায়ী আযাব প্রতিহত করে এবং সৃষ্টিকুলের পাপরাশিও মোচন করে।[৫-ক]

পুরুষরাই বা কিভাবে জাহান্নাম থেকে নাজাত পেতে পারে? তারা হারাম কাজগুলো পরিত্যাগ এবং ওয়াজিবসমূহ আদায়ের মাধ্যমে জাহান্নামের শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। আর মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, কন্যা এদেরকে উত্তমরূপে লালন-পালন ও তত্ত্বাবধান করা একটি ওয়াজিব কাজ। প্রভাবশালী পথ-নির্দেশনা, অলংকারপূর্ণ উপদেশ ও সামষ্টিক ইবাদত করার ব্যাপক সুযোগ লাভ করাও এমনি ধরনের ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত। যেমন জুমআ, দুই ঈদ ও রমযানের তারাবীর সালাতে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ঈমান ও তাকওয়ার ভাবধারায় তাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আর

www.amarboi.org

এসব কাজ আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরুষদের জন্যে নির্ধারিত কর্তৃত্বেরই একটি সুন্দর দিক। আল্লাহ্ পাক বলেন :

الرجال قوامون على النساء "পুরুষগণ নারীদের কর্তা"।

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন-

يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।" উত্তম তত্ত্বাবধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৫-খ]

দ্বিতীয় হাদীস

عن أبي سعيد الخدرى قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال : يا معشر النساء .... ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من احداكن، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن : بلى، قال : فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلى ولم تصم؟ قلن بلى، قال فذلك من نقصان دينها.

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ঈদুল আযহা কিংবা ঈদুল ফিতরের সময়ে রসূলুল্লাহ (স) ঈদগাহে মহিলাদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে নারী সমাজ! বুদ্ধি ও দীনের দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিমান পুরুষের জ্ঞান বিলোপ করার ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে কাউকেই সিদ্ধহস্ত দেখতে পাইনি। মহিলারা আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল (স)! দীন ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের ত্রুটি কি? উত্তরে তিনি বললেন, মহিলাদের সাক্ষ্য পুরুষের তুলনায় অর্ধেক নয় কি? তারা বললেন, জি হ্যাঁ। তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন, এটাই তাদের বুদ্ধি জ্ঞানের ত্রুটি। তাদের কেউ যদি ঋতুবতী হয়, তাহলে সালাত ও সিয়াম থেকে সে কি বিরত থাকে না? তারা বললেন, জি হ্যাঁ। রসূল (স) বললেন, এটাই তাদের দীনের ক্ষেত্রে কমতি।" (বুখারী ও মুসলিম)[৬-ক]

আলোচ্য হাদীসটি আমরা তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করবো :

প্রথম দৃষ্টিকোণ

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من احداكن.

www.amarboi.org

"বুদ্ধি-জ্ঞান ও দীনের দিক থেকে ক্রটিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিমান পুরুষের জ্ঞান বিলোপ করার ক্ষেত্রে তোমাদের চেয়ে কাউকে বেশী সিদ্ধহস্ত দেখিনি।

হাদীসের আলোচ্য অংশের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ ও এ সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রথমত, যে প্রেক্ষাপটে এ কথাটি বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, যেসব মহীয়সী মহিলাকে লক্ষ্য করে এ ভাষণ প্রদান করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, ভাষণের বাচনভঙ্গির দিকটি। এভাবে নারী ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

হাদীসের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, ঈদের দিনে মহিলাদেরকে লক্ষ্য করে উপদেশ দিতে গিয়ে আলোচ্য কথাটি বলা হয়েছে। আমরা কি মহৎ চরিত্রের অধিকারী মহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে ঈদের আনন্দঘন পরিবেশে নারীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন কিংবা তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা বা তাদের ব্যক্তিত্বের খাটো করার উদ্দেশ্যে কোনো ভাষণ দেয়ার কথা কল্পনা করতে পারি? অপরদিকে যাদেরকে লক্ষ্য করে এ কথাটি বলা হয়েছে, তাদের অধিকাংশই ছিলেন মদীনার আনসারী মহিলা, যাদের ব্যাপারে হযরত উমর (রা) বলেছেন, "আমরা যখন আনসার ভাইদের কাছে এলাম, তখন তাদের মহিলারা পুরুষদের উপর প্রভাবশালিণী ছিল। আমাদের মহিলারা ধীরে ধীরে আনসারী মহিলাদের আদব-কায়দা গ্রহণ করল।"[৬-খ]

এ কথাটি সুস্পষ্ট করে দেয় যে, মহানবী (স) কেন বলেছিলেন- "বুদ্ধিমান পুরুষের জ্ঞান বিলোপ করার ক্ষেত্রে তোমাদের চেয়ে সিদ্ধহস্ত এমন কাউকে আমি দিখিনি।" বাকি বাচনভঙ্গি নিয়ে চিন্তা করলে দেখতে পাই, এটা কোন সাধারণ নিয়ম কিংবা ব্যাপক নীতি নির্ধারণী কথা নয়, বরং এখানে এটাই সঠিক বলে মনে হয় যে, মহিলাদের মধ্যে একদিকে প্রকাশ্য দুর্বলতা এবং অন্যদিকে বুদ্ধিমান পুরুষদের উপরে প্রভাব বিস্তারের মতো বিপরীত গুণের সমাবেশে তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য কী বিস্ময়কর! দুর্বল জ্ঞানের ক্ষেত্রে রেখে দিয়েছেন বিরাট শক্তি। আবার শক্তির কেন্দ্রস্থল থেকে বের করেছেন দুর্বলতা। এজন্যই আমাদের প্রশ্ন, এখানে পয়গম্বরী উপদেশের মধ্য দিয়ে নারীদের প্রতি সাধারণভাবে সহমর্মিতার প্রকাশ কি ভাষণের ভাবধারার মধ্যে প্রস্ফুটিত নয়? এবং উপদেশের বিভিন্ন দিকের মধ্য থেকে একটি দিককে সুস্পষ্ট করে তোলার উদ্দেশ্যে কি এখানে একটি সুন্দর ভূমিকার অবতারণা করা হয়নি? এক্ষেত্রে যেন বলা হচ্ছে, হে নারী সমাজ! যখন আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তোমাদের বহুবিধ দুর্বলতা সত্ত্বেও সুবিজ্ঞ পুরুষের জ্ঞান বিলুপ্ত করার ক্ষমতা দান করেছেন, তখন তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর তোমাদের জ্ঞান ও শক্তিকে একমাত্র কল্যাণ এবং ন্যায় অর্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর।

www.amarboi.org

এমনিভাবে "জ্ঞান ও দীনের দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ" কথাটি মাত্র একবারই বলা হয়েছে। নারী সমাজের প্রতি বিশেষ উপদেশের ক্ষেত্রেই সুন্দর ভূমিকা ও কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই একথাটি বলা হয়েছে। কখনো একথাটি আলাদা সিদ্ধান্ত হিসাবে পেশ করা হয়নি। নারী কিংবা পুরুষ কারোর সামনেই এ কথাটি আর কখনো বলা হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ

হাদীসের অংশ ناقصات عقل (স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন)-এর বিশেষ তাৎপর্য :

النقص العقلى বা জ্ঞানের স্বল্পতার বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। যেমন,

(ক) স্বভাবগত সাধারণ ত্রুটি। অর্থাৎ মেধার দিক দিয়ে মাঝারি পর্যায়ের।

(খ) বিশেষ ধরনের স্বভাবগত ত্রুটি। অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান শক্তির কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন হিসেব-নিকেশের মাধ্যমে প্রমাণ উপস্থাপন, কল্পনা ও অনুভূতি।

(গ) স্বল্প সময়ে বিশেষ অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত দুর্বলতা। সাময়িক অবস্থার ফলশ্রুতিতে নারী স্বভাবের উপরে এ দুর্বলতা প্রভাব বিস্তার করে। যেমন হায়েয, নেফাস ও গর্ভধারণকালীন সময়।

(ঘ) দীর্ঘ মেয়াদী জাতিগত দুর্বলতা। আর তা বিশেষ ধরনের জীবন যাপনের ফলশ্রুতিতে স্বভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন– গর্ভধারণ করা, সন্তান জন্ম দেওয়া, দুধ পান করানো ও লালন-পালন করা। তদুপরি ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকা, বহির্জগতের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এগুলো জীবনের কর্মক্ষেত্রে জ্ঞানবুদ্ধির স্বল্পতা এবং ধন-সম্পদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সঠিক অনুভূতির দুর্বলতা সৃষ্টি করে।

মহানবী (স) নারী সমাজের জ্ঞানের স্বল্পতার ক্ষেত্রে যে উদাহরণ পেশ করেছেন তার মাধ্যমে বিশেষ ধরনের স্বল্পতা বা ত্রুটি বুঝানো হয়েছে। সেটা স্বভাবগত কিংবা পরিবেশগত কারণেও হতে পারে। ত্রুটির ক্ষেত্র যেটাই হোক না কেন, তা নারীর জ্ঞান, শক্তি এবং যাবতীয় মৌলিক দায়িত্বভার গ্রহণের ক্ষমতার মধ্যে কোন বিঘ্ন ঘটায় না। তার উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহের মধ্য থেকে একটি হলো, সন্তান লালন-পালন করা। আর আল্লাহ এমন দায়িত্ব কোন জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ছাড়া অন্য কারও উপর চাপিয়ে দেননি। আমরা পুরুষেরা আমাদের ছেলেমেয়েদের যাবতীয় দায়িত্ব এমন এক মানুষের উপর অর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না, যে জ্ঞান ও দীনের ক্ষেত্রে অক্ষম ও ত্রুটিযুক্ত।

যেসব ক্ষেত্রে নারী পুরুষের পাশাপাশি দায়িত্ব পালন করবে তা নিম্নরূপ :

(ক) মানবিক দায়িত্ব। অর্থাৎ মানুষ হিসেবে যেসব কাজের দায়িত্ব তার উপরে বর্তায় যথাযথভাবে তা পালন করা এবং আখেরাতে সে ব্যাপারে জবাবদিহি করা। কুরআনে একথার উল্লেখ রয়েছে।

www.amarboi.org

(খ) অপরাধ সংক্রান্ত দায়িত্ব। দুনিয়াতে যাবতীয় অপরাধের শাস্তি, যা চারিত্রিক অবক্ষয়ের কারণে বর্তায় তা বহন করা। কুরআন এ দায়িত্বের কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে।

(গ) সামাজিক দায়িত্ব। সম্পদ ব্যবহারের অধিকার, ধন-সম্পদ আয়-ব্যয়ের অধিকার, চুক্তি সম্পন্ন করা, ঘর-বাড়ী ইত্যাদির উপর আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। অধিকাংশ ফকীহ এ ব্যাপারটিকে কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন।

(ঘ) ধন-সম্পদে বিচারকের দায়িত্ব পালন। ইমাম আবু হানীফা (র) এ মত পোষণ করেছেন।

(ঙ) কুরআনের ব্যাখ্যামূলক হাদীস বর্ণনার দায়িত্ব। এ ব্যাপারে সমগ্র আলেম সমাজ একমত পোষণ করেছেন।

যদি হাদীসে বিশেষ ধরনের গোষ্ঠীগত ত্রুটি ধরা হয় আর এ মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে শেষে উল্লিখিত বাকী তিনটি সম্ভাব্য কথাও গ্রহণ করা যেতে পারে। আর এগুলোর মধ্যে কোন পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নেই। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা প্রতিক্রিয়ায় পরিবর্তন এনে দেয়।

সৃষ্টিগত দুর্বলতা, যা কোন কোন বিশেষ বস্তু অনুধাবনের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। যেমন, টাকা-পয়সা,ধন-সম্পদের পরিপূর্ণ হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে দেখা যায়। কুরআনে এ দুর্বলতার কথা এভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى .

"একজন মহিলা ভুলে গেলে আরেকজন তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেবে।"

এ দুর্বলতা যদিও জন্মগত নয় এবং তা নর-নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না। যেমন, শরীরের কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য। এটা জন্মগত কিংবা তার কাছাকাছি পরিবর্তন যা বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পর বিবাহোত্তর এবং মাতৃত্ব অর্জনের পর্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সূচীত পরিবর্তনের কারণে পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিপূর্ণতার সময়কাল পার হওয়ার সাথে সাথে এবং গর্ভধারণ, প্রসব ও দুধপান করানোর কারণে যে পরিবর্তন দেখা দেয়। অপরদিকে নারীর বিশেষ সামাজিক জীবনের পরিপূর্ণতার সাথেও এ পার্থক্যের সম্পর্ক রয়েছে। একদিকে জৈবিক ও সামাজিক এবং অপরদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন যাত্রার মাঝে স্বাভাবিকভাবে যে প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, তা আমাদের উপরোক্ত অভিমতের দিকে ধাবিত করে। এ প্রতিক্রিয়ার বাস্তব প্রমাণ স্বরূপ নারীর সাক্ষ্য দানের ব্যাপারটি উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, নারী চরিত্রে আবেগ প্রবণতার দিকটি প্রবল, অন্যদিকে সে কিছু বিপদকালীন অবস্থার সম্মুখীন হয়। যেমন, ঋতুকালীন দুর্বলতা। এ ছাড়া সে বিভিন্ন বিপদকালীন সময়ের সম্মুখীন হয়। যেমন, ঋতু,

www.amarboi.org

গর্ভধারণ, দুধ পান করানো, সন্তান লালন-পালনকালীন সময়। তাছাড়া গৃহ পরিচর্যার দিকটিতো আছেই। অবশ্য হাদীসটি নারী জীবনে বিদ্যমান দুর্বলতার প্রতিই ইঙ্গিত করেছে। কিন্তু তা কোন পর্যায় নির্ধারণ সূক্ষ্ম গবেষণার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তবে এখানে তিনটি বিষয়ের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

এক, শ্রেণীগত ত্রুটি, যা বিশেষ ধরনের কর্মক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত। এর বিপরীতে তার অন্য কতগুলি ক্ষমতা রয়েছে, যা এগুলোর ক্ষতিপূরণ করে।

দুই, উল্লিখিত দুর্বলতা নারী সমাজের সাথে সাধারণভাবে সম্পৃক্ত। আর এ দুর্বলতার ফলে কিছু কিছু মহিলাকে আল্লাহ যে উচ্চতর কর্মক্ষমতা দান করেছেন তা বাধাগ্রস্ত হয় না। বরং একই বিষয়ে যেখানে সাধারণ মহিলাদের দুর্বলতা দেখা যায় সেখানে কোন কোন মহিলা যথেষ্ট পারদর্শিতা প্রদর্শন করে থাকে। এ কারণে অনেক পুরুষের তুলনায় তাদের শ্রেষ্ঠত্বে কোন বাধা নেই। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন,"জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বকে অপরিহার্য করে না।" অনেক নিগ্রো আল্লাহর কাছে কোন কোন কুরাইশ থেকেও উত্তম। তিনি অন্যত্র বলেন, এ নিয়মটি একথাই বলে যে, পল্লী সমাজের তুলনায় শহুরে সমাজ শ্রেষ্ঠ, যদিও পল্লীর কোন কোন বিশেষ ব্যক্তি শহরের লোকদের চেয়ে উত্তম।[৭]

তিন, যখন স্বভাবিক কিংবা পারিপার্শ্বিক দুর্বলতা কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মতৎপরতার পরিণতি হয়ে দাঁড়ায়। সকল নারীর ক্ষেত্রে আল্লাহ এটি ধার্য করে দিয়েছেন। এটি একটি প্রয়োজনীয় বিষয় এ বিষয়টি নর-নারী প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব পালনে সাহায্য করে। চার দেয়ালের অন্তরালে সম্পর্কবিহীন জীবন যাপনের ফলে নারীর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে তা সর্বত্র বিপজ্জনক প্রভাব বিস্তার করে। এটা এমন এক সমস্যা, যা নারীকে প্রায় জ্ঞানশূন্য করে দেয়। এমনকি তাকে এমন গৃহপালিত জন্তুর পর্যায়ে পৌছিয়ে দিতে পারে যে নিজের ব্যক্তিসত্তার উপর কোন অধিকার রাখে না এবং তার চারপাশে সংঘটিত ঘটনাবলীর কোন কিছুই উপলব্ধি করতে পারে না। এ কারণে সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ক্ষীণ হয়ে যায়। একই কারণে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতি ও প্রগতির ক্ষেত্রে তার ভূমিকা শেষ হয়ে যায়।

উল্লিখিত হাদীসে সাক্ষ্য দানের দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করে যে কথাটি বলা হয়েছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে নারীর সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে ফকীহগণের মতামত উল্লেখ করা যেতে পারে। সহীহ্ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফত্হুল বারীতে উল্লেখ করা হয়েছে : ইবনুল মুনযির বলেছেন, উলামায়ে কেরাম নিম্নোক্ত আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দিকে লক্ষ্য করে এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, পুরুষ ও মহিলাদের মিলিত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء.

www.amarboi.org

"তোমরা পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী গ্রহণ কর। যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তাহলে সাক্ষী হিসেবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলাকে তোমাদের পছন্দানুযায়ী গ্রহণ কর।" (আল বাকারা : ২৮২)

অপর দিকে অধিকাংশ উলামা পুরুষ ও মহিলাদের মিলিত সাক্ষ্য বৈধ হওয়ার জন্য কতগুলি ক্ষেত্রকে বিশেষভাবে নির্ধারণ করেছেন। আর সেগুলো হলো ঋণ ও ধন-সম্পদ সংক্রান্ত বিষয়। তারা আরো বলেছেন, শরিয়ী শাস্তি ও কিসাসের ক্ষেত্রে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় এবং যে সকল বিষয়ে মহিলাদের সাক্ষ্য গহণের বৈধতা নিয়ে ফকীহদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে, তা হলো বিবাহ, তালাক, বংশ নির্ধারণ ও ক্রীতদাস সংক্রান্ত বিষয়। উল্লিখিত বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে বিরাজমান মতানৈক্যের ফলাফল হলো : এ সব ক্ষেত্রে অধিকাংশের মতে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও কুফাবাসী ফকীহ্গণ এটাকে বৈধ বলেছেন। আর যে সকল বিষয়ে পুরুষগণ অনবহিত, সেসব ক্ষেত্রে মহিলাদের একক সাক্ষ্য গহণ করার ব্যাপারে ফকীহগণ ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। যেমন-হায়েয, সন্তান প্রসব, সন্তান সাব্যস্ত করণ এবং অপরাপর নারীসুলভ উপসর্গসমূহ। আরেকটি বিষয়েও ফকীহগণ মতবিরোধ করেছেন। সেটি হলো, সন্তানদের দুধপান করানোর ব্যাপারে।[৮]

ইবনে রুশ্দ রচিত 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' নামক কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে : অধিকাংশ ফকীহর সর্ববাদীসম্মত মত হলো, শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। জাহেরী মতাবলম্বিগণ বলেন, উপরোক্ত আয়াতের সরাসরি ইঙ্গিতের ভিত্তিতে দুইটি শর্তসাপেক্ষে মহিলাদের সাক্ষ্য গৃহীত হতে পারে। আর তা হলো :

(ক) যখন মহিলাদের সাথে পুরুষ সাক্ষীও থাকবে।

(খ) মহিলার সংখ্যা যখন একাধিক হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, "শরিয়ী শাস্তি বিধান সম্পর্কিত বিষয় ব্যতীত ধন-সম্পদের ব্যাপারে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। আরো যে সকল ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য তা হলো, দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়। যেমন-তালাক, তালাক প্রাপ্তা মহিলাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা, বিবাহ, দাসমুক্ত করা ইত্যাদি।"

ইমাম মালিক (র)-এর মতে দেহ সম্পর্কিত কোন ক্ষেত্রেই মহিলাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। আর নারীদেহের যে সকল বিষয়ে সাধারণত পুরুষগণ অবহিত থাকে না সে সকল ক্ষেত্রে পুরুষ সাক্ষী ব্যতীত এককভাবে শুধু মহিলাদের সাক্ষী গ্রহণ করার পক্ষে অধিকাংশ ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন। যেমন, সন্তান প্রসব ও সাব্যস্তকরণ এবং অপরাপর নারীসুলভ উপসর্গসমূহ। এ বিষয়ে যেটা নিয়ে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে তা হলো, একমাত্র দুধ পান করানোর বিষয়টি।[৯]

ইবনে হাযম লিখিত 'আল মুহাল্লা' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যভিচার প্রমাণের ক্ষেত্রে চারজন ন্যায়পরায়ণ মুসলমান সাক্ষী না হলে তা গৃহীত হবে না, অথবা প্রতিজন

www.amarboi.org

পুরুষের পরিবর্তে দুইজন মুসলিম ন্যায়পরায়ণ মহিলা হতে হবে। যেমন 'তিন' জন পুরুষ ও 'দুই' জন মহিলা বা 'দুই' জন পুরুষ ও 'চার' জন মহিলা অথবা 'এক' জন পুরুষ ও 'ছয়' জন মহিলা বা শুধুমাত্র 'আট' জন মহিলা।

শরিয়ী শাস্তি বিধান, হত্যা, কিসাস অনুরূপভাবে বিবাহ, তালাক, তালাক প্রাপ্তা মহিলাকে ফিরিয়ে আনা, ধন-সম্পদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে দুইজন ন্যায়পরায়ণ মুসলমান পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা বা এককভাবে চারজন মহিলার সাক্ষ্য ছাড়া অন্য কিছুই গৃহীত হবে না। অপরাধ দণ্ডবিধি ছাড়া অপরাপর সকল ক্ষেত্রেই একজন ন্যায়বান পুরুষ বা দুইজন মহিলার সাক্ষ্য শপথ সহকারে গ্রহণযোগ্য হবে এবং শুধুমাত্র দুধ পানের সাক্ষী হিসেবে একজন ন্যায়নিষ্ঠ পুরুষ বা মহিলার সাক্ষ্য গৃহীত হবে।[১০]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর সূত্রে বর্ণিত, মুসলিম শরীফে উল্লিখিত হাদীসে পাওয়া যায় যে, রসূল (স) ইরশাদ করেছেন- فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل "দুজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান।"

সহীহ্ বুখারীতে আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত হাদীসে রসূল (স) বলেছেন, মহিলাদের সাক্ষ্য কি পুরুষদের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? (আবু সাঈদ বলেন) তখন আমরা জবাবে বললাম হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! এ কথার উপরই রসূল (স) স্থির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। তাই স্বভাবত প্রমাণিত হলো যে, যেক্ষেত্রে একজন পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে, সে ক্ষেত্রে দু'জন মহিলা না হলে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। এভাবে পুরুষের সংখ্যা হিসেবে মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।[১১]

ইবনে কাইয়েম লিখিত 'আত তুরুকুল হুকমীয়াহ' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে : ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) বলেছেন, আল্লাহর বাণী-

فان لم يكونا رجلين فرجل وإمرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى.

অর্থাৎ "পুরুষ সাক্ষী যদি দুজন না হয়, তাহলে সাক্ষী হিসেবে তোমাদের পছন্দানুযায়ী একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলাকে গ্রহণ কর। যাতে একজন মহিলা ভুলে গেলে অপরজন তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।" (আল বাকারাঃ ২৮২)

আলোচ্য আয়াতে একজন পুরুষের সাক্ষ্য দু'জন মহিলার সাক্ষ্যের সমান, এ মতের প্রমাণ মিলে। আর এর কারণ হলো, একজন মহিলা ভুলে গেলে অপরজনের তা স্মরণ করিয়ে দেয়া। সুতরাং এ বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন স্বভাবগতভাবে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান থাকবে। আর তা হচ্ছে ভুলে যাওয়া ও মনে রাখতে না পারা। নবী করীম (স) একথার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন :

وأما نقصان عقلهن : فشهادة امرأتين بشهادة رجل

www.amarboi.org

এ হাদীসে তিনি মহিলাদের সাক্ষ্যকে পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক বলেছেন, এর কারণ হলো, জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের দুর্বলতা, দীনী ব্যাপারে নয়। এ হাদীসের মাধ্যমে জানা গেল যে, ন্যায়পরায়ণতার দিক থেকে পুরুষ-মহিলা সম পর্যায়ভুক্ত, যদিও নারীর বুদ্ধিমত্তা পুরুষের চেয়ে কম হয়ে থাকে। সুতরাং যে সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে স্বভাবগতভাবে ভুলে যাওয়ার কোন আশংকা থাকবে না, সে ক্ষেত্রে মহিলাদের সাক্ষ্য পুরুষদের সাক্ষ্যের অর্ধেক হিসেবে বিবেচ্য হবে না।

আর যে সকল ক্ষেত্রে এককভাবে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে, তা হলো এমন কতিপয় বিষয়, যা সে স্বচক্ষে অবলোকন করে বা স্বহস্তে স্পর্শ করে বা নিজ কানে শ্রবণ করে। যেমন-সন্তান প্রসব ও সাব্যস্তকরণ, দুধ পান করানো, ঋতু এবং গুপ্ত ত্রুটিসমূহ। এ জাতীয় বিষয়গুলি স্বভাবতই কখনো ভুল হয় না এবং এগুলো জানার জন্য জ্ঞান-বুদ্ধিরও কোন প্রয়োজন হয় না। যেমন প্রয়োজন হয় ঋণ সংক্রান্ত স্বীকারোক্তি শ্রবণ করে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষেত্রে এবং এ জাতীয় অপরাপর বিষয়গুলি। কেননা এগুলি জ্ঞান-বুদ্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়, যা সাধারণত ব্যাপকভাবে প্রচলিত।[১১-ক]

একথা যখন প্রমাণিত হলো যে, যে সকল ক্ষেত্রে শপথসহ একজন পুরুষের সাক্ষ্য গৃহীত হয়, সে সকল ক্ষেত্রে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। আতা এবং হাম্মদ ইবনে আবু সুলাইমান বলেছেন, শরিয়ী শাস্তি বিধান ও কিসাসের ক্ষেত্রে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্যের মাধ্যমে বিবাহ ও দাস মুক্তির ক্ষেত্রে মীমাংসা করা বৈধ। যদিও এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। যেগুলি বর্ণনা করেছেন জাবের ইবনে যায়েদ, ইয়াস ইবনে মু'আবিয়া, শা'বী, সাওরী। অনুরূপ অপর এক মতের ভিত্তিতে এমন সব ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষেত্রেও এ জাতীয় সাক্ষ্য অনুযায়ী মীমাংসা করা যাবে যাতে ক্ষতিপূরণ হিসেবে অর্থ-সম্পদ দিতে হয়, যদিও এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে।[১১-খ]

ইবনে কাইয়েম বলেছেন, ন্যায়পরায়ণ মহিলা সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও ধার্মিকতার দিক দিয়ে পুরুষের মতই গণ্য। তবে হ্যাঁ, যদি তার ব্যাপারে কোন ভুল ভ্রান্তির আশংকা থাকে, তাহলে তার সমান আরেকজন মহিলা দিয়ে তার সাক্ষ্যকে শক্তিশালী করা হয়। দু'জন মহিলাযোগে সাক্ষ্যকে শক্তিশালীকরণের প্রক্রিয়াটি প্রদত্ত সাক্ষ্যকে কখনও কখনও এক বা একাধিক দেয়া সাক্ষ্যের চেয়ে শক্তিশালী করে দেয়। একথা সন্দেহাতীত যে, মহীয়সী মহিলা উম্মে দারদা ও উম্মে আতিয়ার মত দুজনের সাক্ষ্য থেকে গৃহীত ধারণা যে কোন একজন পুরুষের প্রদত্ত সাক্ষ্য থেকে অধিকতর শক্তিশালী। বর্তমান যুগের কোন কোন আলেম মহিলাদের সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ইমাম ইবনে হাযমের মতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[১২]

www.amarboi.org

পরিশেষে বলা যায়, উক্ত মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। পঞ্চদশ হিজরী শতাব্দীর (বংশ শতাব্দীর) এ যুগে আমাদের এমন জ্ঞান-গবেষণায় স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করতে হবে,যা মহিলাদের কর্মক্ষমতা নির্ধারণে প্রযোজ্য হতে পারে। এভাবে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে মহিলাদের দুর্বলতার দিকগুলি এবং তার পরিমাণ, প্রকাশকাল ও নারী জীবনে তার হার জেনে নিতে এবং এ সংগে তার অতিরিক্ত ক্ষেত্রগুলি এবং তার পরিমাণ ও প্রকাশকালও জেনে নিতে পারবো। ফলে যুগ জিজ্ঞাসার চাহিদা পূরণ হবে। এ ধরনের খেদমত করেছেন আমাদের উত্তরসূরী উলামায়ে কেরাম। তাঁরা হাদীস শাস্ত্রের এমনসব পারিভাষিক বিষয়াবলী উদ্ভাবন করেছেন যার সাহায্যে সহীহ ও দুর্বল হাদীস চেনা যায়। আর সেটা হতে পারে বাস্তব জ্ঞান-গবেষণার বিভিন্ন দিক উন্মোচনের মাধ্যমে। কতিপয় আয়াত ও হাদীসের সঠিক ইঙ্গিত নির্ণয়ে তা সহায়তা করবে। এ ক্ষেত্রে আয়াত ও হাদীসের নির্দেশনার সম্ভাব্য দিকগুলি বিবেচনা করে সেখান থেকে সঙ্কীর্ণ ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে কোন একটিকে শুধুমত হিসেবে প্রাধান্য দিয়েই আমরা ক্ষান্ত হব না বরং এমন একটি নির্দেশনাও আমরা পেশ করবো, যার প্রতি বাস্তব জ্ঞান-গবেষণায় অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। এ জাতীয় দিক নির্দেশনা সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিগত গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের হৃদয়পটে অংকিত হয় না। এর পাশাপাশি নর-নারী উভয়ের জন্মগত ও মানসিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক সূক্ষ্ম গবেষণা করাও মুসলিম মনীষীদের দায়িত্ব। আমি এখানে মনোবিজ্ঞানের এ সম্পর্কিত কিছু কথার উধৃতি দিতে চাই।[১৩] এগুলি মূল বিষয়ের প্রতি কিছুটা আলোকপাত করতে সাহায্য করবে :

উভয় শ্রেণীর মধ্যকার পার্থক্যসমূহ শুধুমাত্র এমন সমাজেই প্রযোজ্য হতে পারে, সেখানে উপরোক্ত জ্ঞান-গবেষণা বিশেষ কতগুলি অবস্থার অধীনে চলছে। একথার ভিত্তিতে বলা যায়, সাধারণত জ্ঞান-গবেষণা প্রযোগের এটা সঠিক পদ্ধতি নয়। এতদসত্ত্বেও প্রয়োগের ব্যাপারে অতীতের লব্ধ গবেষণাগুলিকে একবারেই নাকচ করে দেয়া হচ্ছে না।

আসলে নর-নারীর মধ্যকার যে কোন ধরনের পার্থক্যই হোকনা কেন, তা সূচীত হতে পারে কেবলমাত্র সামগ্রিক পর্যায়ে এবং সম্ভাব্য অস্পষ্টতামুক্ত মেধা পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে। মেয়েরা কর্মক্ষমতার কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্রগামী এবং পুরুষরাও অন্যবিধ ক্ষেত্রে অগ্রগামী। এরই ভিত্তিতে বলা যায়, উভয়ের মেধা পরীক্ষা বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে করা যেতে পারে। কেননা আমরা নিশ্চিত ভাবেই জানি, নারী-পুরুষের প্রত্যেকের কতিপয় বিষয়ে প্রাধান্য থাকলেও অপরদিকে দুর্বলতা রয়েছে। তাই এভাবে আমরা কোন ফলাফলে উপনীত হতে পারছি না। আর শুধুমাত্র উল্লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি যে মর্যাদা অর্জন করে তার ভিত্তিতে মেধা বাছাই উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণের উপযোগী নয়।

www.amarboi.org

উপরোক্ত পর্যালোচনার ফল যা দাঁড়াল তা হলো, সাধারণ মেধার বিবেচনায় নারী-পুরুষের পার্থক্য সুস্পষ্ট নয়। তবে বিশেষ কর্মক্ষমতার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

কতিপয় বিশেষ কর্মক্ষমতার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের শ্রেণীগত পার্থক্য অনুসন্ধান করাই আমাদের জন্য সমীচীন হবে। ছোটখাট বিষয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলের সমাধান সম্বলিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব। মেধা পরীক্ষার এটিই একটি বড় উপাদান। আর প্রথম পদ্ধতি অনুসরণ করে অর্থাৎ বিশেষ কর্মক্ষমতার ক্ষেত্রে উভয় শ্রেণীর তুলনা করে যান্ত্রিক সংখ্যাগত, বাহ্যিক ও অন্যান্য কর্মক্ষমতা তুলনা করার এমন মাপকাঠি পাওয়া যায়, যা ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন গবেষণামূলক বেশ কিছু তাত্ত্বিক বিষয় উদঘাটিত হয়। এ ব্যাপারে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ সব দিকে উভয় শ্রেণীর পার্থক্য প্রকাশ পেতে অন্যান্য কর্মক্ষমতার তুলনায় বিলম্বিত হয়।

পুরুষগণ প্রমাণ উপস্থাপনে সাহায্য করে এমন সংখ্যাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগামী হয়। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর অতিক্রম না করা পর্যন্ত উভয় শ্রেণীর মধ্যে এ পার্থক্য সুস্পষ্ট হয় না। ষ্টেনফোর্ড বিনী'র পরীক্ষা যখন প্রয়োগ করা হলো, তাতে দেখা গেল, ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় বেশী অগ্রগামী হয়েছে। আর এ ব্যাপারটি সংখ্যাগত প্রমাণ পেশের বিষয়াবলীতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

বহুবিধ গবেষণায় সঠিক ব্যক্তিত্ব নির্ধারণের ন্যায়দণ্ড ব্যবহার করা হয়েছে এবং বহু সংখ্যক বয়স্ক নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগও করা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, নারী-পুরুষের মধ্যে ভাব প্রবণতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। অপর এক গবেষণায় দেখা গেছে, পুরুষগণ নিশ্চিতভাবেই নারীদের চাইতে অধিকতর স্থিরতার অধিকারী এবং তাদের মধ্যে ভাব প্রবণতার দিকটি তুলনামূলকভাবে কম। লক্ষণীয় বিষয় হলো, যোগ্যতা ও ঝোঁক-প্রবণতা নির্ণয়ের লক্ষ্যে যতগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রে পরিচালিত হয়েছে, তাতে এটাই প্রতীয়মান হয়েছে যে, ছেলে বা মেয়ে যেই হোক না কেন, চৌদ্দ বছরের কম বয়স্কদের মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নিরূপণ করা যায় না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, বয়ো প্রাপ্তির পরে সূচীত পার্থক্যগুলো একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত বিলম্বিত হয়। তা কতিপয় জ্ঞানগত যেমন হিসাব সংক্রান্ত ইত্যাদি কর্মক্ষমতায় বা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত যেমন ভাব-প্রবণতা ইত্যাদি কতিপয় দিকে হতে পারে।

উপরোক্ত গবেষণা থেকে আরো জানা যায়, মেয়েরা সামাজিক, সৌন্দর্যগত ও ধর্মীয় দিক দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে তখনি উপনীত হয়, যখন পুরুষদের মধ্যে অর্থনৈতিক, তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। স্বভাবতই পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি এবং নারী-পুরুষ উভয়ের কাছ থেকে সমাজ যা আশা করে, তারই ভিত্তিতে উপরোক্ত ফলাফলগুলোর বিশ্লেষণ সম্ভব।

www.amarboi.org

নারী-পুরুষে ব্যক্তিত্বের পার্থক্য ও সমস্যা নিয়ে যতগুলি গবেষণা করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো টারমান ও মায়েলস-এর গবেষণা। তারা উভয়ের ঝোঁক প্রবণতা ও মানসিকতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি নির্ধারিত পরিমাপে উপনীত হয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে কতগুলি প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে। প্রতিটি নর-নারীর মধ্যকার সাধারণ ধ্যান-ধারণার যথাসম্ভব পার্থক্য নির্ণয় করার জন্যই এগুলি করা হয়েছে। সে কারণেই উপরোক্ত প্রশ্নগুলি পুরুষত্ব ও নারীত্ব নির্ধারণের পরিমাপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ব্যাপক অধ্যয়ন ও সুদূর প্রসারী উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই উল্লিখিত পরিমাপ নির্ণয়ের জন্য এমন সব প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে, যা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, মার্কিন সমাজে বসবাসরত নর-নারীর মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। এভাবে বহুবিধ সমীক্ষায় প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের ছেলে-মেয়ে, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী ও অপরাপর শত শত লোকের উপর এ সমীক্ষা চালানো হয়েছে। যাদের উপর এ সমীক্ষা চালানো হয়েছিল, তাদের মধ্যে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বয়স্ক এবং বিভিন্ন পেশাজীবী লোকও ছিল। উপরোক্ত সকল শ্রেণীর লোক থেকে প্রাপ্ত তথ্য এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, এ পরিমাপটি মার্কিন সমাজে বসবাসরত পুরুষ ও মহিলাদের প্রদত্ত জবাবে পার্থক্য নির্ণয়ে পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। আরো অন্তর্ভুক্ত ছিল কতিপয় বাছাইকৃত বিভ্রান্ত যুবক, যৌন বিকৃতির শিকার বয়স্ক লোক এবং ক্রীড়াবিদ। একই সময় জানা গেছে যে, গৃহে বা কর্মক্ষেত্রগুলি পরস্পর যুক্ত। এও জানা গেছে যে, উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা, যাদের জ্ঞানের পরিধি ব্যাপক, তারা মধ্যম শ্রেণীর মহিলাদের তুলনায় উচ্চতর মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হয়। মনে হয় যেন এর দ্বারা তারা পুরুষদের কাছাকাছি পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এর অর্থ হচ্ছে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা, প্রত্যেক ব্যক্তি এর মুখোমুখি হয়, এ গুলো নারী-পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি নিকটবর্তী করে দেয় এবং উভয় শ্রেণীর মধ্যকার প্রকৃতিগত পার্থক্য কমিয়ে আনে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা জানা যায় যে, (নারী-পুরুষের পার্থক্যের ক্ষেত্রে) পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সামাজিক কারণগুলোর সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া রয়েছে এবং তা শারীরিক প্রতিক্রিয়ার তুলনায় ব্যাপক ও প্রবল।

এটা সুস্পষ্ট যে, শারীরিক বৈশিষ্ট্যের প্রশ্নে অধিকংশ ক্ষেত্রে উভয় শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। যেমন, শারীরিক গঠন-প্রকৃতি, হাড় সংযোজন ও সাধারণভাবে ছোট-বড় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন-প্রণালী। অনুরূপ কোন কোন দিক দিয়ে উভয় শ্রেণীর মধ্যে শারীরবৃত্তিক কাজে রাসায়নিক গঠনেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত এ শারীরবৃত্তিক পার্থক্যের কারণেই মানসিক দিক দিয়েও পার্থক্য সূচীত হয়।

বহুতর কায়িক পরিশ্রমের স্থায়িত্বের ক্ষেত্রেও উভয় শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে পুরুষদের শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবেশগত

www.amarboi.org

ভারসাম্যে পরিলক্ষিত পরিবর্তন নারীদের তুলনায় কম। অর্থাৎ পুরুষরা অধিকতর অটল ও অবিচল। এমনিভাবে কিছু পার্থক্য সৃষ্টিকারী গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পুরুষদের রয়েছে। যেমন, তাপমাত্রার তুলনামূলক স্থায়িত্ব, ভাঙাগড়ার ভারসাম্য, রক্তের মধ্যে এসিড ও ক্ষারধর্মী (আলকালিন) উপাদানের স্থিরতার হার, অনুরূপভাবে রক্তে শর্করার পরিমাণ। বিশেষ লক্ষণীয় দিক হলো, নারীর দৈহিক কোন কোন কাজে পুরুষের তুলনায় ব্যাপক সঞ্চালন ও নড়াচড়া কিছু পার্থক্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, প্রভাব বিস্তার করে ভাবপ্রবণতা, আচার-আচরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে।

সন্দেহ নেই, জৈবিক ও সমাজিক সভ্যতার কার্যকারণের ভিত্তিতেই নারী-পুরুষের মধ্যকার বহুবিধ পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর মধ্যে বিশেষ একটি দিক হলো, শুধুমাত্র জৈবিক কারণ মানসিক গুণাবলীর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে সক্ষম, এমনকি যদিও পরিবেশগত শর্তগুলি একও হয়। একই সাথে এ দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, পারিপার্শ্বিক কারণগুলো কখনও কখনও জৈবিক কারণগুলোর বিপরীত প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নর-নারীর মধ্যে দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগত পার্থক্যগুলো ব্যাপক এবং এগুলো মানসিক অবস্থার উপর এতই প্রভাব বিস্তার করে, যতটা না বিপরীত প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থা।

এ বিষয়ে আমরা মনোবিজ্ঞানের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির কতিপয় উধৃতি পেশ করলাম। এবারে রসূল (স)-এর বাণীর আলোচনায় ফিরে আসবো।

তৃতীয় দৃষ্টিকোণ

রসূল (স)-এর বাণী- ناقصات دين দীনদারীর দিক দিয়ে মেয়েদের মধ্যে কমতি রয়েছে, একথার আলোচনা প্রসংগে বলা যায়:

রসূল (স)-কে যখন দীনী ব্যাপারে মেয়েদের স্বল্পতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন তিনি একটি মাত্র সীমিত দিকই উল্লেখ করলেন। আর তা হলো মেয়েদের হায়েয-নেফাস চলাকালীন অবস্থায় তাদের সালাত ও সিয়ামের কমতি। আর এটাতো একদিক দিয়ে ইবাদতে আংশিক কমতি মাত্র। কেননা হায়েয নেফাসগ্রস্ত মেয়েরা বাইতুল্লাহর তওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্যান্য সকল বিধানই পালন করতে পারে। এমনকি আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতেও তাদের কোন বাধা নেই। আর সুদৃঢ় দীন হলো ঈমান। আর আল্লাহভীতি তো ঈমানেরই অনুসারী। এর পরে আসে আনুষ্ঠানিক ইবাদতসমূহ। তারপর চরিত্রগত দিকগুলো এবং এরপরে পারস্পরিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ। অপরদিকে এ স্বল্পতা নারী জীবনে একটি অস্থায়ী ও সাময়িক বিষয় এবং তা খুব স্বল্প সময়ের জন্যই হয়ে থাকে। আর মেয়েরা গর্ভধারণের পর থেকে একাধারে দীর্ঘ নয় মাসের জন্য হায়েয বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া তদের বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে ঋতুও নিশেষ হয়ে যেতে থাকে।

www.amarboi.org

অন্যদিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায়, এটা মহিলাদের কোন অর্জিত ও ইচ্ছাধীন বিষয়তো নয়ই বরং তারা নামায-রোযা থেকে কতকটা বঞ্চিত হওয়ায় চিন্তিত ও ব্যথিত হয়ে থাকে। তবুও তারা সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহর নির্দেশের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে। আর এভাবে আল্লাহ তাদের ধৈর্য ও সন্তুষ্টির উপর সওয়াব দান করেন। নামায ছুটে যাওয়াতে ইবাদাতের ক্ষেত্রে যে ক্ষতি সাধিত হয়, তা পূরণার্থে মুসলিম মহিলারা দু'টি উপায় অবলম্বন করে থাকে।

প্রথমত, অপরাপর ইবাদাতসমূহ, যেমন, কুরআন তেলাওয়াত,[১৪] বিনীত দোয়া, ভয় সহকারে আল্লাহর স্মরণ, ক্ষমা প্রার্থনা, তাসবীহ পাঠ, আল্লাহর প্রশংসা ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষতি পূরণ করতে সচেষ্ট হয়। ক্ষতি পূরণের এ প্রক্রিয়াটি আমাদের হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার পদ্ধতিই স্মরণ করিয়ে দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণীদের উপর হিজাবের বিধান অবতীর্ণ হবার পর তাদের জন্য জিহাদে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়। জিহাদের ফরয পালন করতে না পারায় দীনী ক্ষেত্রে যে কমতি সাধিত হয়েছিল, তা পূরণার্থে হযরত আয়েশা(রা) হজ্জ আদায়ের প্রতি প্রবল আগ্রহী হয়ে ওঠেন। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, একদা তিনি রসূল (স)-কে প্রশ্ন করেন :

يا رسول الله ! ألا نغزو ونجاهد معكم؟ (وفى رواية نرى الجهاد أفضل العمل)

فقال : لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور.

"হে আল্লাহর রসূল ! আমরা মহিলারা কি আপনাদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করবো না? (অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা (রা) বলেন : আমরা জিহাদকে সর্বোত্তম দীনী কাজ বলে মনে করি।)[১৫] জবাবে রসূল (স) বলেন, তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হলো হজ্জে মাবরুর অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হজ্জ। তারপর আয়েশা (রা) বলেন: একথা যখনই আমি আল্লাহর রসূল (স)-এর কাছ থেকে শুনলাম, তখন পরবর্তী কোন বছরের হজ্জই বাদ দেব না।"[১৬]

দ্বিতীয়ত, ঋতু থেকে পবিত্র হওয়ার পর অধিক পরিমাণে নফল নামায আদায়ের মাধ্যমে বিলম্বে হলেও ক্ষতি পূরণের চেষ্টা করে। ক্ষতি পূরণের এ বিলম্বিত বিষয়টি আয়েশা (রা)-এর আকাংখার কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়। ঋতুবতী হওয়ার কারণে সেবার তিনি উমরাহ হজ্জ পালন করতে পারেননি। তিনি বলেন, একদিন তিনি কাঁদছিলেন, এমন সময়ে রসূল (স) তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তিনি বললেন, তিনি উমরাহ পালনে বাধাগ্রস্ত হয়েছেন। (অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা (রা) রসূল (স)-কে বললেন, সকলে দুটি প্রতিদান পাবে আর আমি কি একটি নিয়েই ফিরে যাব?)[১৭] রসূল (স) বললেন, কেন তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন, নামায আদায় করতে পারছি না। জবাব দিলেন,

www.amarboi.org

এতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না, অন্যান্য মহিলাদের মত তুমিও একজন মহিলা। তাই তাদের জন্য যে প্রতিদান লিখিত হবে, তোমার জন্যও তাই হবে। সুতরাং তুমি হজ্জ করে যাও। হয়তো বা আল্লাহ্ তোমাকে তার প্রতিদান দেবেন। আয়েশা (রা) বলেন : মিনায় অবস্থানের তৃতীয় দিন পর্যন্ত আমি সেভাবেই থাকলাম। এরপর "মুহাস্‌সাব" নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলে রসূল (স) আব্দুর রহমানকে ডেকে বললেন, "তোমার এ বোনকে নিয়ে হারাম শরীফ থেকে বেরিয়ে পড়, যাতে সে উমরাহ্র তালবীয়াহ্ পাঠ করতে পারে।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৮]

ফতহুল বারী নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে : "ঋতুবতী মহিলাগণ নামায ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার কারণে তারা কি উক্ত নামাযের সওয়াব পাবে যেমন পেয়ে থাকে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা, এমন নফল নামাযের সওয়াব যা তারা সুস্থাবস্থায় পড়তো কিন্তু রোগের কারণে পড়তে পারছে না? নাকি উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য রয়েছে? যেহেতু রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সব সময় পড়তে থাকবে এ নিয়তে উক্ত নামায পড়তো এবং সে তার উপযুক্তও ছিল। অন্যদিকে ঋতুবতী মহিলার অবস্থা তেমন নয়। ইবনে হাজার বলেন : আমার মতে; এ পার্থক্য থাকার কারণে সওয়াব দেয়া হবে না। এ ব্যাপারে চিন্তার বিষয় রয়েছে।[১৯] অর্থাৎ ইবনে হাজারের মতে সওয়াব সম্ভাব্য বিষয়। সুতরাং ভেবে দেখুন, কিভাবে ঋতুবতী মহিলাগণ নামায পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও সওয়াব পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে।

এতদসত্ত্বেও দীনের ক্ষেত্রে মহিলাদের স্বল্পতার কয়েকটি দিক রয়েছে :

(ক) কখনও কখনও সালাত থেকে অব্যাহতি দেয়ার কারণে তাদের ঈমানে দুর্বলতা আসতে পারে। কেননা এতে এক গুরুত্বপূর্ণ ফরয তাদের উপর থেকে লাঘব করা হয়েছে, যা তাদেরকে সওয়াব থেকে বঞ্চিত করে।

(খ) নামায পরিত্যাগের কারণে যে কমতির সৃষ্টি হয়, শুধু তাই সওয়াবের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়ঃ তাছাড়া আল্লাহ্র সামনে হাজিরা দিতে না পারা তাদের প্রতি মুমিনদের শ্রদ্ধা কমে যাওয়ার একটি কারণ। বিশেষ করে ক্ষতি পূরণের কোন ব্যবস্থা যখন তাদের নেই। এ দিকে আমরা পূর্বেই ইঙ্গিত করেছি।

(গ) অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার সামর্থ কমে যাওয়ার আরেকটি দিক রয়েছে। তা হলো, যেহেতু নামায খারাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। তাই অন্য কোন ইবাদতের মাধ্যমে যখন তার ক্ষতিপূরণ করা হলো না, তখন কমতি তো অবধারিত।

"জ্ঞান ও দীনের ক্ষেত্রে কমতি" এ আলোচনার সারকথা হলো, জ্ঞানের ক্ষেত্রে কমতি কথাটির অর্থ নিম্নোক্ত যে কোন একটি হতে পারে :

প্রথমত, সৃষ্টিগত ভাবেই জ্ঞান কম।

দ্বিতীয়ত, বোধশক্তির কার্যক্রমের স্বল্পতা, যা সাধিত হয়ে থাকে বোধশক্তির উপর প্রভাবশালী কোন কারণে, তা জৈবিক, সামাজিক বা মনস্তাত্ত্বিক যাই হোক না কেন।

www.amarboi.org

আর এ ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক কারণটিই স্থায়ী। তা হলো নারী জীবনে মায়া-মমতার প্রাধান্য এবং এটা সকল নারীর স্বভাবজাত ও বদ্ধমূল বিষয়। হাদীসটি এ ক্ষেত্রে এমন একটি বিষয়ের কমতির কথা বলছে, যা বোধশক্তির কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর তা হলো : ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى "মেয়েদের মধ্য থেকে একজন ভুলে গেলে অপরজন তা স্মরণ করিয়ে দেবে।"

জ্ঞানগত কার্যক্রমের কমতির পশ্চাতে রয়েছে জ্ঞানের দিক দিয়ে সৃষ্টিগত অপর্যাপ্ততা। হাদীসে এর আলোচনা করা হয়নি, সূক্ষ্ম গবেষণাই হলো এর মূল সূত্র। ইতিপূর্বে এ আলোচনা আমরা করেছি।

"দীনের ক্ষেত্রে কমতি" কথাটির অর্থ নিম্নোক্ত দু'টির যে কোন একটি হতে পারে :

প্রথমত, ধর্মপরায়ণতা। যেমন, খোদাভীতি ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে কমতি।

দ্বিতীয়ত, ইবাদতের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমে কমতি। যেমন, আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত ফরযসমূহ কোন ব্যক্তিগত ত্রুটির কারণে আদায় না হওয়া। এ ত্রুটি আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্ধারিত। নির্দিষ্ট কিছুদিন সালাম, সাওম থেকে বিরত থাকার যে বিধান আল্লাহ মেয়েদের জন্য আবশ্যকীয় করেছেন,আলোচ্য হাদীসটি সেই কমতির দিকেই ইঙ্গিত করেছে। আর এ ধরনের কমতিও তাকওয়ার ক্ষেত্রে কমতি এনে দিতে পারে, তবে তা সাধারণভাবে প্রযোজ্য নয়। কোন কোন মেয়ের ক্ষেত্রে এটা সত্য হতে পারে।

রসূলুল্লাহ (স) কমতির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার সীমা লংঘন করা আমাদের উচিত হবে না। পক্ষান্তরে আমরা যদি এ সীমা লংঘন করি, তাহলে সন্দেহের বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ব। এমনও হতে পারে যে, কতগুলি কাল্পনিক বিষয়ের গভীরে আমরা প্রবেশ করব, যা মূলত নিষিদ্ধ। কেননা এ ধরনের তৎপরতা'মুতাশাবিহ' তথা রূপকের অনুসরণের নামান্তর। আর 'মুতাশাবিহ' শুধু কুরআনুল কারীমেই নয়, হাদীসেও থাকতে পারে। কুরআনুল কারীমে 'মুতাশাবিহ'র অনুসরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে :

فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله — وما يعلم تأويله إلا الله . (آل عمران : الآية ٧)

"কিন্তু যাদের অন্তরে বক্রতা তথা সত্য-লংঘন প্রবণতা রয়েছে তারাই 'মুতাশাবিহ' তথা রূপকের অনুসন্ধান করে, বিভ্রাট সৃষ্টি ও ভুল অর্থ নির্গত করার জন্য। অথচ আল্লাহ ছাড়া এর প্রকৃত অর্থ কেউই জানে না।" (আলে ইমরান, আয়াত-৭)

ইমাম শওকানী বলেন, "উপরোক্ত আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে যে, যাদের অন্তরে সত্য লংঘন প্রবণতা রয়েছে তারা মুতাশাবিহ আয়াতের অর্থ অনুসন্ধান করাতে সচেষ্ট হয়... আর মুতাশাবিহ বলা হয় এমন আয়াতকে, যার অর্থ অস্পষ্ট রাখা হয়েছে এবং তার মর্ম বর্ণিত হয়নি। তা প্রকৃত মুতাশাবিহ হতে পারে,যেমন"মুজমাল" বা অস্পষ্ট অর্থবোধক শব্দসমূহ এবং যা তুলনা দ্বারা সাব্যস্ত হয়। অথবা সম্পূরক

www.amarboi.org

(Supplemen:ary) মুতাশাবিহ, স্বাভাবিক দৃষ্টিতে যার অর্থ স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত অর্থ নিরূপণে অন্য কোনো প্রমাণের প্রয়োজন হয়।[২০]

কিছু দুর্বল ও বানোয়াট হাদীস থেকে মেয়েদের জ্ঞান ও দীনদারীর কমতির আভাস পাওয়া যায় এবং সেগুলোই মানুষের মুখে মুখে আলোচিত হয়। মূলত সেগুলো নিরেট কল্পনারই ফলশ্রুতি। এ জাতীয় জাহেলী ধ্যান-ধারণার শেষ বিন্দু থেকেও মুসলমানদের মুক্ত হওয়া ইচত। দু:খের বিষয় হলেও সত্য যে, এগুলো "জ্ঞান ও দীনের ক্ষেত্রে মেয়েদের কমতি" সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স) প্রদত্ত বক্তব্যের মধ্যে সুস্পষ্ট বাড়াবাড়ি এবং নারী ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সৃষ্ট ভ্রান্ত ধারণাগুলো এ থেকেই উৎসারিত। নিচে এ জাতীয় কতিপয় বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করা হলো :

১. "মেয়েদেরকে লেখা শিখাবে না এবং তাদেরকে সুন্দর কক্ষে থাকতেও দেবে না।"[২১]
২. "মেয়েদের অনুসরণ করা লজ্জাজনক ব্যাপার।"[২২]
৩. "মেয়েরা না থাকলেই আল্লাহর ইবাদত যথার্থভাবে করা যেত।"[২৩]
৪. "মহিলাদের সাথে পরামর্শ কর, কিন্তু তাদের মতামতের বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর।"[২৪]

এ সম্পর্কিত দুর্বল হাদীসগুলোর কতিপয় হলো :

১. "মহিলাদের অনুসরণই পুরুষের ধ্বংসের কারণ।"[২৫]
২. "তোমার সব চাইতে বড় শত্রু হলো তোমার স্ত্রী।"[২৬]
৩. হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত বক্তব্য হলো, "তোমরা তাদের মতের বিপরীত কাজ কর, কেননা তাদের বিরোধিতার মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।"[২৭]

তৃতীয় হাদীস

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيئ فى الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء.

"হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (স)এরশাদ করেছেন : তোমরা মেয়েদেরকে উপদেশ দিতে থাক, কেননা মেয়েরা পাঁজরের হাড় থেকে সৃজিত হয়েছে। আর পাঁজরের উপরের হাড়টিই হলো সর্বাধিক বাঁকা। তুমি যদি তাকে সোজা করতে চেষ্টা কর, তবে তা ভেঙে যাবে, আর যদি ওভাবে রেখে দাও, তবে তা বাঁকা অবস্থায়ই থাকবে। সুতরাং তোমরা মেয়েদেরকে উপদেশ দিতে থাক।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৮]

www.amarboi.org

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقه فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج إن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها.

"আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : মেয়েরা পাঁজর থেকে সৃজিত হয়েছে এবং তারা কখনো সরল পথ অবলম্বন করে না। বক্র অবস্থায়ই তাদের থেকে কাজ হাসিল করে নাও। তুমি যদি তাকে সোজা করতে যাও, তবে ভেঙে যাবে। আর ভাঙার অর্থ হলো বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক।: (মুসলিম)[২৯]

হাদীসটিতে কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে :

ক. সর্বাবস্থায় মেয়েদেরকে উপদেশ দেওয়া। যেমন, রসূল (স) বলেছেন : استوصوا بالنساء "এর অর্থ হলো "তাদেরকে উপদেশ দিতে থাক"। এখানে ب "অক্ষরটি متعدى অর্থাৎ সকর্মক ক্রিয়ার অর্থে এবং استفعال ওযনটি افعالঅর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- استجاب শব্দটি إجابة অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৩০]

খ. উপদেশ প্রদানের কারণটি এমন একটি বিষয়, যা মেয়েদের সৃষ্টিগত অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : "কেননা মেয়েদেরকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে আর পাঁজরের উপরের হাড়টিই হলো সর্বাধিক বাঁকা।" প্রথমত মেয়েরা এমনিতেই সৃষ্টিগতভাবে পুরুষদের থেকে পৃথক, তদুপরি তাতে কিছুটা বক্রতা রয়েছে। রসূলুল্লাহ (স) এ বক্রতার সীমা-পরিসীমা কিছুই বর্ণনা করেননি। তিনি মেয়েদের কতিপয় আচরণের ক্ষেত্রে সৃষ্টিত বক্রতার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন মাত্র, যেটা পুরুষদের মধ্যে নেই। এতটুকু কথার ভিত্তিতে বক্রতার ব্যাখ্যায় মেয়েদেরকে অতিশয় আবেগপ্রবণ, সংবেদনশীল ও মানসিক বাতিকসম্পন্ন আখ্যা দেয়া যায় কি? বক্রতা কথাটি মূলত সরলতা কথার বিপরীত অর্থ বহন করে। ভাবপ্রবণতার ক্ষেত্রে ভারসাম্য আনা এবং তা সংরক্ষণ করাই হচ্ছে সরলতা। আর অতিশয় আবেগ প্রবণতাই হচ্ছে বক্রতা। বিশেষ করে মেয়েরা দয়া প্রবণতায় এতই আপ্লুত হয়ে পড়ে যে, কখনও কখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, কিংবা তাদের কোন অশোভন কথা বা আচরণ প্রকাশ পায়। কখনও বা এ ভাবপ্রবণতা নারীর মানসিক বিকৃতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই রসূলুল্লাহ (স) যথার্থই বলেছেন :

لن تستقيم لك على طريقة .

"নারী কোনভাবেই তোমার সাথে সরলতা অবলম্বন করবে না।" নারী চরিত্রের এ পরিবর্তন প্রবণতাই পুরুষদের মনের মালিন্য ও ক্রোধ বাড়িয়ে দেয়। রসূলুল্লাহ (স)-এর এক বক্তব্যে এ বিশ্লেষণের সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে তিনি মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন :

تكثرن اللعن وتكفرن العشير .

www.amarboi.org

"তোমরা অধিক অভিসম্পাত কর ও স্বামীর অবাধ্য হও"। এটি এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা ক্রোধকালীন সময়ে আবেগপ্রবণতার কারণে সৃষ্টি হয়। কিন্তু যদি কেউ বক্রতা বলতে প্রকৃতিগত ভাবেই মেয়েদেরকে প্রবঞ্চক ও প্রতারক বুঝাতে চায়।[৩০-ক] তাহলে আমরা বলবো সাধারণভাবে সকল মহিলার ব্যাপারে এ জাতীয় উক্তি করা অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি বৈ আর কিছুই হতে পারে না। এ ধরনের মন্তব্য বহুসংখ্যক মহিলা সাহাবীদের রেখে যাওয়া দৃষ্টান্তের বিপরীত, যারা ধোকা, প্রবঞ্চনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে এটা আমাদের অসংখ্য মা, বোন ও স্ত্রীদের আচরণের সাথেও সাংঘর্ষিক।

তাছাড়া এজাতীয় প্রবঞ্চক স্বভাবের মানবীদের কাছে আমাদের সন্তান-সন্ততির লালন-পালনের দায়িত্ব দেয়া কতটা সমীচীন হবে?

গ. আলোচ্য হাদীসে পুরুষদের এমন সব ব্যাপারে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়া হয়েছে যা বক্রতার কারণে মেয়েদের থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে। যেমন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন :

وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها .

"যদি তুমি তাকে সোজা করতে চেষ্টা কর তবে ভেঙে ফেলবে, আর তাকে ভাঙার অর্থ বিবাহ বিচ্ছেদ"। অপরদিকে পুরুষদেরও এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এ বক্রতাটি মেয়েদের ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়, বরং এটা হলো মেয়েদের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ স্বভাবের ফলশ্রুতি, যা আবেগপ্রবণতার মুহূর্তে প্রকাশিত হয়। সুতরাং এ ব্যাপারে পুরুষদের ধৈর্য ধারণ এবং ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন করাই সমীচীন। মূলত নারী চরিত্রের এ বৈশিষ্টগুলো তাদের প্রতি অর্পিত মৌলিক দায়িত্ব পালনে সহায়ক হয়ে থাকে, যেমন গর্ভধারণ, দুধ পান করানো, সন্তান লালন-পালন। এসব দায়িত্ব পালনে অতিশয় স্নেহমমতা ও সংবেদনশীলতার প্রয়োজন হয়। পুরুষদের আরেকটি বিষয় জানা উচিত যে, তারা যদি ভাবপ্রবণতার কারণে প্রকাশিত স্ত্রীদের ক্রটি-বিচ্যুতির প্রতি দোষারোপ করতে থাকে, তাহলে তা দাম্পত্য জীবনকে সম্পর্কহীনতা ও বিচ্ছিন্নতার দিকে ধাবিত করবে।

পরিশেষে আরেকটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তা হচ্ছে, উল্লিখিত ক্রটি-বিচ্যুতির বিপরীতে স্ত্রীদের জীবনে এমন কতিপয় প্রশংসনীয় গুনাবলী ও সৌন্দর্য রয়েছে, যা তাদের ক্রটি-বিচ্যুতির প্রতিকার করে। রসূলুল্লাহ (স) সত্যই বলেছেন :

لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضى منها آخر.

"মুমিন পুরুষ মুমিন নারীর সাথে আনাড়ীর মত ব্যবহার করবে না, কারণ তার চারিত্রিক অপছন্দনীয় কোন দিক অপরের নিকট পছন্দনীয় হতে পারে।"(মুসলিম)[৩১]

www.amarboi.org

ঘ. স্ত্রীদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করার প্রতি জোর দিয়ে হাদীসের শেষভাগে রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন :

فاستوصوا بالنساء "তোমরা স্ত্রীদেরকে উপদেশ দিতে থাক।"

একথাটির ব্যাখ্যায় ইমাম তাইয়িবী বলেছেন : হাদীসে উল্লিখিত استوصوا শব্দের س হরফটি طلب বা অন্বেষণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে নিজেদের কাছে এবং প্রয়োজনে অপরের কাছেও উপদেশ সন্ধান কর। কারো মতে এর অর্থ হচ্ছে, নারীদের ব্যাপারে আমার প্রদত্ত উপদেশ গ্রহণ ও তার রূপায়ণ কর এবং তাদের সাথে সংগত ও মার্জিতভাবে বসবাস কর। হাফেয ইবনে হাজার বলেন : "শেষোক্ত মতটিই আমার কাছে উত্তম বলে মনে হয় এবং এটি ইমাম তাইয়িবীর বক্তব্যের বিপরীত কথাও নয়।"[৩২]

পরিশেষে বলা যায়, মহিলাদের জ্ঞান ও দীনদারীর ত্রুটির দিকগুলি বিবেচনার জন্য আমরা এতক্ষণ বিজ্ঞান ভিত্তিক ও বাস্তবসম্মত পর্যালোচনা তুলে ধরেছি। এবারে আমরা তাদের বক্রতার ক্ষেত্রগুলো ও তার পরিমাপ নির্ধারণে বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো।

পঞ্চম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী

(যে সকল জায়গায় সহীহ বুখারীর উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, তা মূলত মোস্তফা হালাবী প্রেস, কায়রো থেকে মুদ্রিত সহী বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফতহুল বারী' থেকে চয়ন করা হয়েছে। আর যে সকল ক্ষেত্রে সহী মুসলিমের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, তা ইস্তামুলে মুদ্রিত "আর জামে'উসসহীহ লিল ইমাম মুসলিম" থেকে চয়ন করা হয়েছে।)

১. আল বুখারী : কুসূফ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ- 'জামাতের সাথে সালাতুল কুসূফ পড়া" খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৯৪। মুসলিম : সালাতুল ইস্তিসকা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ- সালাতুল কুসূফের মধ্যে নবীর কাছে যা পেশ করা হয়েছিল, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা ৩৩।

২. ফতহুল বারী : খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা ৯৬।

৩. আল বুখারী : রিকাক অধ্যায়, "অনুচ্ছেদ, দরিদ্রের মাহাত্ম্য, খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা ৫৭। মুসলিম: রিকাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, অধিকাংশ জান্নাতবাসী গরীবদের অন্তর্ভুক্ত, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা ৮৮।

৪. আল বুখারী : হায়েয অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, ঋতুবতির রোযা না রাখা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪২১। মুসলিম : ঈমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, ঈমানের ক্ষতি হওয়া ..., খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ৬১।

৫-ক. ফতহুল বারী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪২২।

৫-খ. আল বুখারী : আহকাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, আল্লাহর বাণী : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা ২২৯। মুসলিম : ইমারত অধ্যায়: অনুচ্ছেদ : ন্যায়পরায়ণ ইমামের শ্রেষ্ঠত্ব, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৮।

www.amarboi.org

৬-ক. আল বুখারী : হায়েয অধ্যায় : অনুচ্ছেদ, ঋতুবতির রোযা না রাখা, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৪২১। মুসলিম : ঈমান অধ্যায়: অনুচ্ছেদ, ঈমানের ক্ষতি...) খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৬১।

৬-খ. আল বুখারী : বিবাহ অধ্যায়: অনুচ্ছেদ, কন্যার প্রতি পিতার উপদেশ, খন্ড ১১, পৃষ্ঠা ১৯০।

৭. ইকতিদউস সিরাতিল মুসতাকীম "মুখালাফাতু আসহাবিল জাহীম", পৃষ্ঠা ১৪৭,১৬৪,১৬৫।

৮. ফাতহুল বারী, খন্ড ৬,পৃষ্ঠা ১৯৪।

৯. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খন্ড ২, পৃষ্ঠা৩৪৮।

১০. আল মুহাল্লা, খন্ড ৯,পৃষ্ঠা ৩৯৫, ৩৯৬।

১১. আল মুহাল্লা, খন্ড ৯, পৃ ৪০৬। এ ছাড়াও দেখুন, আল বুখারী, হায়েয অধ্যায়; অনুচ্ছেদ, ঋতুবতীর রোযা না রাখার বর্ণনা, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৪২১।

১১-ক. "কিতাবুত তুরুকিল হিকমিয়াহ," পৃষ্ঠা ১৬১ (সম্পাদনায়-ডঃ মুহাম্মদ জামীল গাজী, দারুল মাদানী প্রেস, জেদ্দা ,সউদী আরব)।

১১-খ. এ, পৃষ্ঠা ১৬২।

১১-গ. ঐ, পৃষ্ঠা ১৭১।

১২. মুহাম্মদ আল গাজ্জালী, "মিআতু সুয়াল আনিল ইসলাম" খন্ড ২, পৃষ্ঠা ২৬১,২৬২,২৬৩। ডঃ ইউসুফ আল কারদাবী, ফাতাওয়া মুআসিরাহ"।

১৩. জে বি জাইলফোর্ড, মায়াদীনু ইলমিন্নাফসি, ২য় খন্ড অনুবাদ ও সম্পাদনায়-ইউসুফ মুরাদ, কায়রো,১৯৭৭, ৬০২-৬১০ পৃষ্ঠা।

১৪. ইমাম ইবনে কাইয়্যেম বলেন : ইমাম মালিক (র) এর মাযহাব অনুযায়ী ঋতুবতী মহিলার কুরআন তেলাওয়াত বৈধ, ইমাম আহমদ ও শাফেয়ী (র) এর পক্ষ থেকে এক বর্ণনায় এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় আর রসূলুল্লাহ (স) ঋতুবতী মহিলাকে কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করেননি। নিষেধ সংক্রান্ত যে হাদীস যেমন- لا تقرأ الحائض والجنب شيأ من القران "ঋতুবতী ও অপবিত্র ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে না," এটি সহীহ নয়। হাদীস বিশারদগণের সর্বসম্মত রায় হচ্ছে এটি معلول তথা মারাত্মক ত্রুটিযুক্ত হাদীস। দেখুন "ইলামুল মুআককিয়ীন" ৩,২৩ পৃষ্ঠা।

১৫. আল বুখারী: হজ্জ অধ্যায়; অনুচ্ছেদ, মাবরুর হজ্জের ফযিলত, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ১২৫।

১৬. আল বুখারী : হজ্জ অধ্যায়; অনুচ্ছেদ, মেয়েদের হজ্জ, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪৪৫।

১৭. মুসলিম : হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, উমরাহকারী যখন উমরাহর জন্য তাওয়াফ করে, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৪।

১৮. আল বুখারী : হজ্জ অধ্যায়; অনুচ্ছেদ, উমরাহকারী যখন উমরাহর জন্য তাওয়াফ করে, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩১।

১৯. "ফাতহুল বারী ", খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৪২২।

২০. আল্লামা শাত্বী, "কিতাবুল ই'তিসাম" খন্ড ২, পৃষ্ঠা ২৩৩।

২১. দেখুন "সিলসিলাতুল আহাদীস্-সহীহাহ কিতাবের ১৮৭ নং হাদীসের টীকা।

www.amarboi.org

২২. আল্লাম সিলসিলাতুল আহাদীস আদ-দাঈফাহ" হাদীস নং ৪৩৫ ।

২৩. ঐ, হাদীস নং ৫৬ ।

২৪. ঐ, হাদীস নং ৪৩০ ।

২৫. ঐ, হাদীস নং ৩৬ ।

২৬. "দায়ীফুল জামে' আস্‌সগীর" হাদীস নং ১০৩ ।

২৭. "সিলসিলাতুল আহাদীস আদ-দাঈফাহ" হাদীস নং ৩০ ।

২৮. আল বুখারীঃ আহাদীসুল আম্বিয়া অধ্যায়; আদম ও তার পরিবারবর্গের সৃষ্টি, খন্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৭৭ । মুসলিম : দুধপান অধ্যায় অনুচ্ছেদ : "আল অছিয়্যাতু বিন্‌নিসা", খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৭৮ ।

২৯. মুসলিম : দুধপান অধ্যায় : অনুচ্ছেদ, মেয়েদের জন্য অসিয়াত, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৭৮ ।

৩০. ফতহুল বারী, খন্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৭৭ ।

৩০-ক. দেখুন, 'কিতাবু খাসাইসিল উনূছাহ, লেখক মুহাম্মদ সালামাহ জাব্‌র, পৃষ্ঠা ৫৩, প্রকাশক : ১দারুর বুহুসিল ইলমিয়্যাহ', কুয়েত-১৯৮০ সন ।

৩১. মুসলিম : দুধপান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, মেয়েদের জন্য অসিয়াত, ৪ খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা ।

৩২. ফতহুল বারী, আত-তাইয়্যেবী ও ইবনে হাজাবের বক্তব্য দেখুন, ৭ খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা

www.amarboi.org

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

মুসলিম নারীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত দৃষ্টান্তের পরিশিষ্ট

নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা

ইসলামে নারীকে পূর্ণ মানবিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। তার ব্যক্তিত্ব ও ইচ্ছার স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। অনুরূপভাবে নিজ মালিকানার যথেচ্ছ ব্যবহারের স্বাধীনতাও তাকে দিয়েছে। নবী করীম (স)- এর যুগের বহুবিধ দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। যেখানে নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিধি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সকল দৃষ্টান্তের কোনোটিতে স্বামী বা অভিভাবকের বন্ধন থেকে নারীর মুক্তির কথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। আবার কোনোটিতে বা তাদের কারো সাথে যে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে তা হলো অতীতে মুসলিম নারীরা ব্যক্তি স্বাধীনতার আকাংখা নিয়ে নিজ নিজ অংগনে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। নিজ অধিকারের প্রশ্নে তারা সোচ্চার হয়েছে। প্রিয়জনকে উপহার দিয়েছে। নিজ সম্পদ দান করেছে। নিজের জমিতে কাজ করতে বের হয়েছে। স্বামী বা অভিভাবকের পক্ষ থেকে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই তারা এসব কাজ করেছে।

আমরা এখানে এ সম্পর্কিত কতিপয় দৃষ্টান্তের পুনরুল্লেখ করছি।

উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমুনাহ (র) রসূলুল্লাহ্ (স)-এর অজ্ঞাতে নিজ দাসীকে মুক্তি দিয়েছেন

عن كريب مولى ابن عباس : أن ميمونة بنت الحارث رضى الله عنها أخبرته أنها أعتقت وليدة و لم تستأذن النبى صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذى يدور عليها فيه قالت : أشعرت يا رسول الله أنى أعتقت وليدتى ؟ قال : أو فعلت ؟ قالت : نعم، قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك.

"ইবনে আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম কুরাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মাইমুনাহ বিনতে হারিস তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি একটি দাসী কন্যাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর অনুমতি না নিয়েই মুক্তি দিয়েছেন। এরপর যখন তাঁর পালা এলো তখন তিনি বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি কি জানতে পেরেছেন যে, আমি আমার দাসীকে মুক্ত করে দিয়েছি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর রসূল (স) বললেন : তুমি যদি তাকে তোমার মামাদেরকে দান করে দিতে, তাহলে তুমি অধিক প্রতিদানের অধিকারিণী হতে।" (বুখারী)[1]

www.amarboi.org

উম্মু সুলাইম বিনতে মিলহান (রা) তাঁর বিয়ের দিনে স্বনামে রসূল (স)-কে উপহার দিয়েছেন, স্বামীর নামে নয়

قالت أم سليم : يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله .

অর্থাৎ উম্মু সুলাইম বলেন: "হে আনাস! এগুলো রসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে নিয়ে যাও এবং তাঁকে বল আমার মা এগুলো আপনার কাছে পাঠিয়েছেন এবং আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তুমি আরো বলবে, হে আল্লাহর রসূল! এটা আমাদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য নগণ্য উপহার।" (মুসলিম)[২]

আসমা বিনতে উমাইস উমর (রা)-এর সাথে বিতর্ক আলোচনার পরে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে কথা বলেছেন। তারপর এ কথাবার্তা বলার ঘটনা তাঁর হিজরত সঙ্গীদের কাছে বর্ণনা করেছেন। আর এ সকলই ছিল তাঁর স্বামীর অনুপস্থিতিতে। সম্ভবত তাঁর স্বামী আলোচনার শেষ পর্যায়ে উপস্থিত ছিলেন।

قال عمر لأسماء : سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت وقالت : كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار البعداء البغضاء بالحبشة وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وايم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : .... ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان . قالت : فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث .

"উমর (রা) আসমা (রা)-কে বললেন: আমরা তোমাদের আগে হিজরত করেছি। সুতরাং আমরা রসূল (স)-এর নিকট তোমাদের চেয়ে অধিক অগ্রগণ্য। এ কথা শুনে আসমা রেগে গিয়ে বললেন, কখনই না। আল্লাহর শপথ, তোমরা ছিলে রসূলুল্লাহর সাথে। তিনি তোমাদের ক্ষুধার্তকে অন্নদান করেছিলেন। অজ্ঞদের উপদেশ দিচ্ছিলেন। আর আমরা? আমরা হতভাগারা ছিলাম সুদূর আবিসিনিয়ায়। আর এটা ছিল আল্লাহ ও রসূলের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। আল্লাহর শপথ, আপনার বক্তব্য রসূল (স)-এর কাছে না বলা পর্যন্ত আমি পানাহার করব না। তারপর রসূল (স) তাঁকে বললেন : ... আমার কাছে তোমাদের চেয়ে বেশী নিকটবর্তী আর কেউ নয়। উমর ও তার সঙ্গীদের হয়েছে

www.amarboi.org

এক হিজরত। আর তোমরা, তোমাদের হয়েছে দুই হিজরত। আসমা বলেন, এরপর আমি আবু মুসা ও অন্যান্য জাহাজ আরোহীদেরকে আমার কাছে দলে দলে আসতে এবং আমার কাছে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে দেখেছি।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩]

আসমা বিনতে আবু বকর (রা) তাঁর স্বামীর অজ্ঞাতসারে নিজের দাসীর বিক্রয়মূল্য দান করে দেন

قالت أسماء ...... فبعت الجارية فدخل على الزبير وثمنها فى حجرى. فقال : هبيها لى . قلت : إنى قد تصدقت بها.

"আসমা (রা) বলেন, আমি দাসীটি বিক্রয় করে ফেললাম। এমতাবস্থায় বিক্রয়মূল্য আমার কাছে থাকতেই যোবায়ের এসে বললেন, এগুলো আমাকে দান করে দাও। আমি তাকে বললাম, আমি তোমাকে এগুলো দান করে দিলাম।" (মুসলিম)[৪]

আতেকা বিনতে যায়েদ (রা) তাঁর স্বামীর অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে সালাত আদায়ের অধিকার অক্ষুন্ন রাখেন

قال لها ابن عمر : لم تخرجين (لصلاة الصبح والعشاء) وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت : وما يمنعه أن ينهانى ؟ قال : يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله .

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তাঁকে বললেন : তুমি কেন ফজর ও এশার নামায পড়ার জন্য মসজিদে যাও? অথচ তুমি জান যে, উমর (রা) এটা অপছন্দ করেন এবং এটা তাঁর আত্মমর্যাদায় বাধে। তিনি বললেন : উমর (রা) নিজে আমাকে নিষেধ করছে না কেন? ইবনে উমর (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর এ বাণীর কারণেই তিনি কিছু বলছেন না যে, "তোমরা আল্লাহরদাসীদের মসজিদে যেতে বাধা দিয়ো না।" (বুখারী)[৫]

"প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবদুর রায্যাকের সূত্রে বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, আতেকা উমর (রা)-কে বলেছিলেন, আপনি নিজে আমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি এ থেকে বিরত হবো না। ইমাম যুহ্রী বলেছেন, হযরত উমর (রা) যখন আততায়ীর আক্রমণে আহত হয়েছিলেন, সে সময় আতেকা মসজিদেই ছিলেন।"[৬]

হিন্দা বিনতে উৎবাহ তাঁর স্বামীর মাধ্যম ছাড়াই একটি সুন্দর ভাষণে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তাঁর সম্পর্কের ঘোষণা দেন

قالت هند : يا رسول الله : ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلى أن يذلوا من أهل خبائك ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلىّ أن يعزوا من أهل خبائك ....

www.amarboi.org

"হিন্দা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার অনুসারীরা পর্যদুস্ত ও অপমাণিত হোক, পৃথিবীর বুকে বসবাসরত লোকদের মধ্যে এটাই আমার নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় ছিল। তারপর আমার মনের অবস্থা এখন এ হয়েছে যে, পৃথিবীর বুকে বসবাসরত লোকদের মধ্যে আপনার অনুসারীরা সবচেয়ে বেশি সম্মানিত ও মর্যাদাশালী হোক, এটাই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। (বুখারী ও মুসলিম)[৭]

ইসলামী শরীয়ত পরামর্শের ক্ষেত্রে অভিভাবক ও স্ত্রীদের অধিকার নির্ধারণ করেছে এবং ন্যায় কাজে অভিভাবকের আনুগত্য করা নারীদের জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছে। সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করা এবং পরিবারের সংহতি ও ঐক্য বজায় রাখাই এর একমাত্র কারণ। সুতরাং পরামর্শ করা ও সঙ্গত কাজে আনুগত্য করার অর্থ এ নয় যে, নারী জাতি অসম্পূর্ণ এবং এ কারণেই তাদের অভিভাবক ও স্বামীর উপদেশ গ্রহণ করতে হবে। অবশ্যই পারস্পরিক পরামর্শ একটি কাংখিত ও প্রশংসিত বিষয়। সকল নারী-পুরুষেরই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া উচিত। যেমন, মহান আল্লাহ বলেছেন : وأمرهم شورى بينهم অর্থাৎ "তাদের বিষয়গুলো পারস্পরিক পরামর্শ ভিত্তিক।" সার কথা হলো : এ আয়াতে মুসলিম শাসনকর্তাকে গোটা উম্মতের সাথে পরামর্শ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন : وشاورهم فى الأمر "হে নবী! তুমি এ ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ কর।" অনুরূপভাবে সকল নর-নারীর পক্ষ থেকে আনুগত্য একটি কাংখিত ও প্রশংসিত বিষয়। এমন কি সকল কর্তা ব্যক্তিই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে এ আদেশের আওতাভুক্ত। বরং গোটা উম্মতই দায়িত্বশীলের আনুগত্যের ব্যাপারে আদিষ্ট। আল্লাহ বলেছেন : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم "তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রসূল (স)-এর আনুগত্য কর এবং আরো আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের।"

ন্যায়সংগত কাজে এ আনুগত্য বর্তমান থাকলেই শাসক ও জনগণের ক্ষমতা এবং অধিকারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য স্থাপিত হবে। আর তখনই সংসারতরী সঠিকভাবে চলবে। প্রতিটি সমাজ সংস্থাই সাফল্য অর্জন করবে। মুসলিম জাতি উন্নতির শিখরে আরোহণ করবে। তাদের দেশও সঠিক পথে পরিচালিত হবে।

কিন্তু যখনই অভিভাবক এবং স্বামীরা কোন অসংগত কাজ মেয়েদের উপর চাপিয়ে দেবে, তখনই অশুভ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। এজন্যই আমাদের সকলকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশের দিকে ফিরে যেতে হবে। অভিভাবকগণ আল্লাহর আদেশের দিকে ফিরে এসেছেন এ মর্মে কতিপয় দৃষ্টান্ত নিচে উদ্ধৃত হলো :

عن الحسن : أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها، ثم خلى عنه حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمى معقل من ذلك أنفا فقال : خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها! فحال بينه وبينها (وفى رواية : كان الرجل لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه)

www.amarboi.org

"হযরত হাসান (রা) হতে বর্ণিত আছে। মা'কাল ইবনে ইয়াসারের বোনকে তার বোনের স্বামী তালাক প্রদান করে ইদ্দত পর্যন্ত তার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে বিরত থাকে। এরপর পুনরায় তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। এতো মাকাল খুবই রাগান্বিত হয়ে বলেন : এ কেমন লোক! সহাবস্থানে সক্ষম হয়েও তাকে তালাক প্রদান করে, এখন আবার বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে? এরপর উভয়ের মধ্যে বেশ কথা কাটাকাটি হয়। (অন্য বর্ণনায়[৮] বলা হয়: এক ব্যক্তি নিরাপরাধ ছিল বলে তার স্ত্রী তার কাছে ফিরে যেতে চাইলো। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করলেন :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَّنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ذلِكَ يُوْعَظُ بِه مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ .

"আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারপর তারাও নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ণ করতে থাকে, তখন তাদেরকে পূর্ব স্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিবাহ করতে বাধা দিয়ো না। এ উপদেশ তাকেই দেয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস করেছে।" (আল-বাকারা-২৩২)

তারপর রসূল (স) তাকে ডেকে এ আয়াত পড়ে শোনান। তখন তিনি ক্রোধ সংবরণ করেন এবং আল্লাহর আদেশ মেনে নেন।" (বুখারী)[৯]

عن خنساء بنت خدام الأنصارية، أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه .

"হযরত খানসা বিনতে খাদ্দাম আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। পূর্বের বিবাহ ছিন্ন হওয়ার পরে তার পিতা তাকে অন্যত্র বিবাহ দেন এবং তিনি ছিলেন প্রাপ্ত বয়স্কা। কিন্তু তিনি তা অপছন্দ করে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন। ফলে রসূল (স) এ বিবাহ বাতিল করে দেন।" (বুখারী)[১০]

عن جابر بن عبد الله قال : طلقت خالتى، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجدى نخلك فإنك عسى أن تصدقى أو تفعلى معروفا .

"হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার খালাকে তালাক দেয়া হলো। তারপর তিনি নিজ গাছের খেজুর আহরণ করতে চাইলে জনৈক ব্যক্তি তাকে ঘর থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে ধমক দিল। তিনি রসূল (স)-এর কাছে এসে এ সম্পর্কে অভিযোগ করলে তিনি বললেন : "ঠিক আছে, তুমি তোমার খেজুর আহরণ করতে পার। কেননা, হয়ত বা তুমি তা দান করবে অথবা অন্য কোন ভাল কাজ করবে।" (মুসলিম)[১১]

www.amarboi.org

عن حفصة بنت سيرين قالت : كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن فى العيد ... فلما قدمت أم عطية سألتها . أسمعت النبى صلى الله عليه وسلم؟ قالت : نعم سمعته يقول : تخرج العوائق وذوات الخدور. وفى رواية كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها .

"হযরত হাফসা বিনতে সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা যুবতীদেরকে ঈদের দিনে বের হতে নিষেধ করতাম...। এরপর উম্মু আতিয়া (রা) আগমন করলে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, এ ব্যাপারে আপনি কি রসূল (স)-কে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি– "যুবতীরা এবং পর্দানশীন মেয়েরা ঈদের দিনে বাড়ি থেকে বের হতে পারবে।" অপর এক বর্ণনায় আছে : [১২] ঈদের দিনে আমাদের বাড়ির বাইরে যেতে আদেশ করা হতো, এমন কি আমরা যুবতীদেরকে পর্দার আড়াল থেকে বের করে দিতাম।" (বুখারী)[১৩]

এখানে দেখা যাচ্ছে, কোন কোন তাবেয়ী মহিলাদের উপর অযথা কিছু চাপিয়ে দিতে চাইলে মহীয়সী সাহাবী তার প্রতিবাদ করেছেন এবং তাদেরকে রসূল (স)-এর আদেশ জানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহর আদেশের দিকে স্বামীদের ফিরে আসার কিছু দৃষ্টান্ত :

عن عائشة ان هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال : خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف.

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। হিন্দা বিনতে উৎবাহ বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার স্বামী আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমার এবং সন্তা-সন্ততির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ সে আমাকে দেয় না বলে আমি তার অগোচরে যা প্রয়োজন তা নিয়ে নেই। তারপর রসূল (স) বলেন, তোমার ও সন্তানদের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নিতে পার।" (বুখারী)[১৪]

عن عمر قال : .... فبينا أنا فى أمر أتامره ، إذ قالت امرأتى : لو صنعت كذا وكذا. فقلت لها : مالك ولما هاهنا؟ فيما تكلفك فى أمر أريده؟ فقالت : عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ (وفى رواية : قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ليراجعنه.)

www.amarboi.org

"হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা কোন একটা ব্যাপারে আমি চিন্তা করেছিলাম। এমন সময় আমার স্ত্রী এসে বলল, আপনি কাজটি এভাবে করলে ভাল হতো। আমি তাকে বললাম, তুমি এখানে কি চাও? যে বিষয়টি নিয়ে আমি চিন্তা-ভাবনা করছি, তাতে তোমার নাক গলাবার দরকার কি? সে বলল, হে ইবনে খাত্তাব! তোমার আচরণে আমি বিস্মিত হলাম। তুমি চাও না তোমার সাথে কেউ বাদানুবাদ করুক। অথচ তোমার মেয়ে স্বয়ং রসূল (স)-এর সাথে তর্ক-বিতর্ক করে।" অন্য এক বর্ণনায় এসেছে :[১৫] তিনি বললেন, আমি তোমার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করব, এতে তোমার অপছন্দের কি আছে? আল্লাহর শপথ, রসূল (স)-এর স্ত্রীরাও তাঁর সাথে তর্ক-বিতর্ক করে।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৬]

এখানে দেখা যাচ্ছে, রসূল (স) তাঁর স্ত্রীদের সাথে যে আচরণ-বিধি অবলম্বন করতেন, তার ভিত্তিতে উমর (রা) ন্যায়ের দিকে প্রত্যাবর্তিত হলেন :

عن المسور قال : إن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ..... هذا على ناكح بنت أبي جهل! فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها. (وفي رواية : إني أتخوف أن تفتن في دينها . والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك على الخطبة.

"হযরত মিসওয়ার (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত আলী (রা) আবু জেহেলের মেয়ের সাথে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। এ কথা হযরত ফাতিমা (রা) জানতে পেরে রসূল (স) এর কছে এসে বললেন : আলী আবু জেহেলের মেয়েকে বিবাহ করতে চায়। রসূলুল্লাহ (স) হযরত আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, এ মেয়েটিকে আবুল আস ইবনে রবী'র কাছে বিবাহ দেয়া হয়েছিল, সে আমার কাছে তার ব্যাপারে কিছু আপত্তিকর কথা বলেছে এবং সে তা সত্যই বলেছে। ফাতিমা আমার কলিজার টুকরা। তাকে কেউ কষ্ট দিক, আমি তা পছন্দ করি না। অন্য বর্ণনায় আছে : আমি আশংকা করছি যে, তার দীনের ব্যাপারে তাকে ফিতনায় নিপতিত করা হবে।[১৭] আল্লাহর শপথ, আল্লাহর রসূলের কন্যা ও আল্লাহর দুশমনের কন্যা এক ব্যক্তির অধীনে থাকতে পারে না। হযরত আলী (রা) তখন তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৮]

عن ابن عمر قال : ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله .

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে আসতে বাধা দিয়োনা।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৯]

www.amarboi.org

এ হাদীস থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, কোন কোন পুরুষের পক্ষ থেকে তাদের স্ত্রীদেরকে মসজিদে আসার ব্যাপারে বাধা দেয়ার ঘটনা ঘটেছিল। আর রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে বাধা দিতে নিষেধ করেছিলেন এবং পুরুষদেরকে সত্যের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال بن عبد الله : والله لنمنعهن، (وفي رواية: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا قال : فأقبل عليه فسبه سبا سيئا ما سمعته به مثله قط وقال : أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول والله لنمنعهن.

"হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর(রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মেয়েরা যখন তোমাদের কাছে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায়, তখন তোমরা তাদের বাধা দিয়ো না। একথা শুনে বিল্লাল ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে বাধা দিব। (অন্য বর্ণনায় রয়েছে : আমি তাদেরকে বের হতে দেব না। কারণ, এর দ্বারা তারা তাদের স্বামীদেরকে ধোকা দেয়ার সুযোগ পাবে।)সালেম বলেন, তখন আমার পিতা আবদুল্লাহ বিলালকে এত গালমন্দ করলেন যে ,আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস বর্ণনা করছি আর তুমি বলছ কিনা আল্লাহর শপথ! আমি তাদেরকে বাধা দেব।" (মুসলিম)[২০]

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে একথা বুঝা যায় যে, কোন কোন তাবেয়ীর পক্ষ থেকে মহিলাদের মসজিদে আসার ব্যাপারে নতুন ভাবে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর রসূলুল্লাহ (স)-এর বিশিষ্ট সাহাবীর পক্ষ থেকে তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। এ ঘটনা লোকদেরকে সত্যের দিকে ফিরে আসতে সাহায্য করেছে।

নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ নারী-পুরুষ সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা তাদের একজনকে অপরজন থেকে পৃথক করে রাখে। তাই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের দায়িত্ব সকল নারী ও পুরুষের। প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব রয়েছে। পুরুষের নারীর বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা বা নারীর পুরুষের বৈশিষ্ট্য গহণ করা দোষণীয়। আমাদের বক্তব্য যেহেতু নারীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত তাই আমরা এই পার্থক্য বজায় রাখার উপর গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি। আল্লাহ্ নারী জাতিকে যে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন তা সংরক্ষণ করার বিষয়টিই এ আলোচনায় গুরুত্ব পাবে। কোন নারীর পুরুষের বৈশিষ্ট্য গহণ করা একদিকে যেমন আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধনের প্রচেষ্টা, তেমনি অন্যদিকে তা স্বচ্ছ অনুভূতির অভাবেরই নামান্তর। নারীর বৈশিষ্ট্যের এ পার্থক্যটি বজায় রেখে নারী তার উপর অর্পিত মৌলিক দায়িত্ব

www.amarboi.org

সমূহ পালনের ক্ষেত্রে সক্ষমতা অর্জন করে। তার এ দায়িত্বটি হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থায় তার স্বামী ও সন্তান-সন্ততির দেখাশুনা করা।

নিচে এমন কতিপয় প্রমাণ তুলে ধরা হলো যা এ পার্থক্য বজায় রাখতে উৎসাহ প্রদান করে :

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال .

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যেসব পুরুষ নারীর সাদৃশ্য গ্রহণ করে এবং যেসব নারী পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে, তাদের প্রতি রসূলুল্লাহ (স) অভিশাপ বর্ষণ করেছেন।" (বুখারী)[২১]

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لعن النبى صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء.

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নারীর সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে এমন পুরুষ এবং পুরুষের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে এমন নারীর উপর রসূল (স) অভিসম্পাত করেছেন।" (বুখারী)[২২]

عن رجل من هذيل قال : رأيت عبد الله بن عمرو بن العاص ومنزله فى الحل ومسجده فى الحرام قال : فبينا أنا عنده رأى أم سعيد ابنة أبي جهل مقلدة قوسا وهى تمشى مشية الرجال فقال عبد الله : من هذه؟ فقلت : هذه أم سعيد بنت أبي جهل. فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال.

"হুযাইল গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা)-কে আমি দেখেছি। তাঁর গৃহ ছিল"হিল" এর মধ্যে। অর্থাৎ হারাম শরীফের সীমানার বাইরে। আর তাঁর মসজিদ ছিল হারাম শরীফের সীমানার মধ্যে। তিনি বলেছেন, একদা আমি তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলাম। ইতিমধ্যে তিনি আবু জেহেলের কন্যা উম্মে সা'ঈদকে ধনুক গলায় ঝুলিয়ে পুরুষের মত হাঁটতে দেখলেন। তখন আবদুল্লাহ বললেন, এ মেয়েটি কে? আমি বললাম, এ হচ্ছে আবু জেহেলের কন্যা উম্মে সা'ঈদ। তিনি বললেন : আমি রসূল (স) কে বলতে শুনেছি- "যে নারী পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে এবং যে পুরুষ নারীর সাদৃশ্য গ্রহণ করে, তারা আমার দলভুক্ত নয়।" (আহমদ ও তাবারানী)[২৩]

عن أبي هريرة قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل .

www.amarboi.org

"হযরত আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন : "রসূল (স) এমন পুরুষ ও নারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন, যে পুরুষ নারীর পোশাক পরিধান করে এবং যে নারী পুরুষের পোশাক পরিধান করে।" (আবু দাউদ)[২৪]

নারী-পুরুষ প্রত্যেকের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যগুলি তার দৈনন্দিন কর্মকান্ড এবং অনুশীলনের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। এ অনুশীলন যদি পূর্ণভাবে না করা হয় এবং একজন অপরজনের দায়িত্ব পালন করে বা কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে, তাহলে নারী-পুরুষের একজন আরেক জনের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয় এবং সাথে সাথে নিজের কিছু বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। এ সময় নারী ও পুরুষের ব্যক্তি জীবনই সঠিক ধারায় গতিশীল থাকে না। এ অবস্থায় নারী কখনো পুরুষ হয়ে যায় না বরং সে বিকৃত মানসিকতার অধিকারী হয়ে যায়। একদিকে তার সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্বের মধ্যে এক বিরাট দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় এমনিভাবে নারীর যে কোমল ও সূক্ষ্ম দায়িত্ব রয়েছে তার অনুপস্থিতির কারণে অথবা সন্তান গর্ভে ধারণ, দুগ্ধপান ও লালন-পালনের যে কঠিন দায়িত্ব তার উপর রয়েছে তার অবর্তমানে সামাজিক জীবনও সঠিক ধারায় চলমান থাকে না। অথচ আল্লাহ তাকে পুরুষের জন্য প্রশান্তি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

তদুপরি নারী পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করলে যেমনভাবে আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াত ও রসূল (স)-এর আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটে, ঠিক তেমনি তার ফলে নারী-পুরুষের মধ্যকার পার্থক্য এবং "নারী-পুরুষের সহোদর" এ সম্পর্কিত রসূল (স)-এর বাণীকে[২৫] বিকৃত করা হয়।

এমনকি তাতে নারীর সাধারণ মানবিক গুণাবলী পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়, যা তাকে পুরুষের সাথে মিলিয়ে দেয় এবং সে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় স্তরের মানুষে পরিণত হয়। তার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট হয়। কাজেই এতে না তার ইচ্ছা ও আশা-আকাংখার কোন স্বাধীনতা থাকে এবং না তার কোন সমাজ কল্যাণমূলক কাজে বা রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকে। সে পরিণত হয় এক অক্ষম নির্জীব সৃষ্টিতে, পরিপূর্ণ কোন মানুষে নয়।

অথচ ইসলাম তার ব্যক্তিত্বের জন্য সুদৃঢ় ফলক ও অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছে। আমার মনে হয় ইতিপূর্বে উল্লিখিত অনুচ্ছেদগুলোতে এর সঠিক বিবরণ বিধৃত হয়েছে।

নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক উপকরণসমূহ

প্রথম উপকরণ

আল কুরআন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে নারীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে মুসলিম সমাজে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার পরিশুদ্ধি

এ পরিশুদ্ধির প্রথম পর্যায়ে রয়েছে নিজ ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে নারীর চিন্তাধারার পরিবর্তন। এ কাজটি সম্পাদিত হলেই নারী অনেকটা শৃংখলমুক্ত হতে পারবে এবং সর্বোত্তম পন্থায় বিশ্ব গঠনের কাজে মনোনিবেশ করতে পারবে। তাছাড়া নারীর চিন্ত

www.amarboi.org

াধারা থেকে উৎসারিত সঠিক কর্মপন্থা তার চারপাশের লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিশুদ্ধি করার ক্ষেত্রেও অধিকতর সহায়ক হবে।

নারী যোগ্য সম্মানে ভূষিত মানুষ

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন : ولقد كرمنا بنى آدم "আমি বনী আদমকে সম্মানিত করছি।" (বনী ইসরাইল : ৭০)

আর আদম সন্তান বলতে নারী-পুরুষ উভয়কেই বুঝায়। রসূল (স)-এর বাণী : ناقصات عقل ودين "জ্ঞান ও দীনের ক্ষেত্রে নারী অপূর্ণাঙ্গ।" خلقت من ضلع وأعوج ما فى الضلع أعلاه. "নারীকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পাঁজরের উপরের হাড়ই সর্বাধিক বাঁকা।" এ বক্তব্যের মর্ম অনুধাবন করার ব্যাপারে অধিকাংশ লোকই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে, যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।[২৬] এটা হচ্ছে একটা রূপক পর্যায়ের বক্তব্য। এর মধ্যে এমন কোন বিষয় নেই যা অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত নারীর মর্যাদার ঘাটতি করতে পারে।

নারী তার পার্থিব সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অপরাধমূলক যাবতীয় কাজে পুরুষের মতোই দায়িত্বশীল

নারী আখেরাতে তার সমস্ত কাজের প্রতিফলন পাবে। পিতা, ভাই বা স্বামী কেউ সেদিন তার কাজে আসবে না। মহান আল্লাহ বলেন :

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييه حياة طيبة .

"ঈমানের সাথে যে নারী বা পুরুষ নেক আমল করবে আমি তাকে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন দান করব।" (আন নাহল : ৯৭)

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন :

الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .

"নারী বা পুরুষ ব্যভিচার করলে তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করবে।" (আন নূর :২)

আল্লাহ বলেছেন : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما .

"চোর পুরুষ ও মহিলা উভয়ের হাত কেটে দাও।" (আল মায়িদা : ৩৮) রসূল (স) বলেছেন :

يا عباس بن عبد المطلب لا أغن عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاً، ويا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شيئا.

"হে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব! তোমাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমি কিছুই করতে পারব না। হে আল্লাহর রসূলের ফুফু সাফিয়াহ! আপনাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমি কিছুই করতে পারব না। হে ফাতেমা

www.amarboi.org

বিনতে মুহাম্মদ! আমি তোমাকে আল্লার শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারব না।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৭]

নারী স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ : ইচ্ছার স্বাধীনতাসহ তার রয়েছে জীবনসঙ্গী বাছাই করার অধিকার

রসূল (স) বলেছেন :

لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستاذن .

"বিনা অনুমতিতে বিধবাকে বিবাহ দেয়া যাবে না এবং সম্মতি ব্যতিরেকে কুমারীকেও বিবাহ দেয়া যাবে না।"(বুখারী ও মুসলিম)[২৮]

তাছাড়া স্বামী অপছন্দ হলে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারও নারীর রয়েছে। যদি স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর প্রতি কোন অসদাচরণ না করা হয়, তাহলে স্বামীর স্বীকৃতির মাধ্যমে তা হতে পারে অথবা বিচারকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে দেয়া যাবতীয় সম্পদ ফেরত দেয়া সাপেক্ষেও হতে পারে।

جاءت امرأة ثابت بن قيس فقالت : يا رسول الله : ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ فقالت : نعم فردت عليه، وأمره ففارقها.

"হযরত ছাবেত ইবনে কায়েস (রা)-এর স্ত্রী রসূল (স)-এর কাছে এসে বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমার স্বামী ছাবেতের চরিত্র বা দীনদারী সম্পর্কে আমার কোন অভিযোগ নেই। তবে আমি তার সাথে থাকলে অবাধ্যতার আশংকা করছি। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (স)বললেন : সে তোমাকে যে বাগানটি দিয়েছিল তা কি তুমি ফেরত দেবে? সে বলল : জি হ্যাঁ। এরপর সে বাগানটি ফেরত দিল। তখন রসূলুল্লাহ (স) ছাবেতকে (রা) আদেশ করলেন এবং তার স্ত্রী-বিচ্ছেদ করিয়ে দিলেন।" (বুখারী)[২৯]

নারী পূর্ণাঙ্গ মানুষ

নারীর সাহায্যে পুরুষ কেবল যৌন পরিতৃপ্তিই লাভ করে না, পারিবারিক জীবনেও সে পুরুষের সঙ্গী কেননা নারী যেমন পুরুষের আচ্ছাদন স্বরূপ অনুরূপভাবে পুরুষও নারীর আচ্ছাদন স্বরূপ। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن .

"তারা তোমাদের আবরণ এবং তোমরাও তাদের আবরণ।"(বাকারা: ১৮৭)

তাছাড়া পারিবারিক দায়িত্বসমূহ নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে সমভাবে বন্টিত। কাজেই আল্লাহ পুরুষ জাতিকে জীবিকা উপার্জন ও কর্তৃত্ব করার উপযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন এবং বলেছেন :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم .

www.amarboi.org

"পুরুষরা নারীদের কর্তা এজন্য যে, আল্লাহ তাদের একজনকে অপর জনের উপর প্রাধ্যান্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, পুরুষরা নিজেদের অর্থ ব্যয় করে থাকে।" (আন নিসা : ৩৪) তিনি অবশ্যই নারীদেরকে গৃহপরিচর্যা ও সন্তান-সন্ততি লালন পালনের উপযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন :

والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهى مسئولة عنهم .

"নারী নিজের স্বামীর গৃহ ও সন্তানাদির জন্য দায়িত্বশীল, তাই সে এসম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" (বুখারী ও মুসরিম)[৩০]

একথা থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, নারী শুধুমাত্র পুরুষের আজ্ঞাবাহী নয় এবং তার ইচ্ছা, সংকল্প ও মননের স্বাধীনতাও কেড়ে নেয়া হয়নি। বরং তাদের উভয়ের সম্পর্ক হলো ভালোবাসা ও হৃদ্যতার সম্পর্ক। আর যখনই এ ভালোবাসা ও হৃদ্যতার অভাব পরিলক্ষিত হয়, তখনই শরীয়তসম্মত উপায়ে বৈবাহিক বন্ধন সূত্র বিচ্ছিন্ন করা যায়।

নারী দিক-নির্দেশনামূলক কল্যাণকর সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজে স্বতন্ত্র ভূমিকা রাখতে পারে

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন :

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .

"মুমিন নর-নারীগণ একে অপরের বন্ধু। তারা ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ প্রদান করে এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করে।"(আত তওবাহ :৭১)

নারী এমন কোন গোপনীয় জিনিস নয় যে, লোকচক্ষু থেকে তার ব্যক্তিত্ব, চেহারা, কণ্ঠস্বর এমনকি তার নাম পর্যন্ত লুকিয়ে রাখতে হবে। লোকচক্ষুর আড়ালে রাখার মত গুপ্ত বিষয় নারীর যেমন রয়েছে তেমনি পুরুষেরও রয়েছে।

আসলে নারী তেমন কোন সৃষ্টি নয় যেমনটি কারো কারো ধারণা। সেটা সরলতার দিক দিয়েও হতে পারে যে, তাকে একটি মিষ্টি কথা দিয়েই ভুলান যায়। অথবা অসৎ ষড়যন্ত্রকারীও নয় যে, সে ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। এ সকল ক্ষেত্রে কখনও যেমন নারীর দুর্বলতা অথবা তার খারাপ মানসিকতা প্রকাশ পায়, তেমনি অবস্থা পুরুষেরও হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় উপকরণ

শরীয়ত অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালন করা

এখানে দায়িত্ব বলতে বিভিন্নমুখী দায়িত্ব পালনের কথা বলা হয়েছে। তা দায়িত্বের প্রকৃতির বিচারে এবং তার পরিধির পার্থক্য সহকারে জ্ঞানগত, নীতিগত বা শারীরিক যে কোন প্রকারের হতে পারে। সার্বিক ক্ষেত্রে নারীর এ পদচারণা তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে এবং তার মধ্যে পুরুষের সমান ব্যক্তিত্ব ও সুউচ্চ কর্তব্যবোধ

www.amarboi.org

সৃষ্টি হয়। এ সংগে গোটা জীবন সম্পর্কে তার প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। আর একারণেই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের পশ্চাৎপদতা মুসলিম নারীর জন্য মারাত্মক বিপর্যয় ও মূল্যবান সময়ের অপচয় বলে বিবেচিত হয়, যা তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করতে পারতো। এ ক্ষেত্রে ফলপ্রদ দায়িত্বগুলো হচ্ছে : আল্লাহর অর্পিত ইবাদাতসমূহ এবং পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্বসমূহ। সম্ভাব্য সকল উপায়ে এ দায়িত্বগুলো পালনে যত্নবান হলে নারীর ব্যক্তিত্ব উত্তরোত্তর বিকশিত হবে।

তৃতীয় উপকরণ

শরীয়ত নির্ধারিত অধিকারসমূহ ব্যবহার করা

অধিকার ব্যবহার করা কর্তব্য পালনের মতই গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়টি জ্ঞানগত, নীতিগত ও দৈহিক কতিপয় দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। অধিকার ব্যবহার এবং কর্তব্য পালন একে অপরের পরিপূরক। এগুলি যথার্থই ফলপ্রসূ। এ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। এতে নারীর অর্জিত কতৃব্যবোধ ও অভিজ্ঞতা বহুগুণে বেড়ে যায়। যে সকল অধিকার ব্যবহার করলে নারীর ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় তার মধ্যে রয়েছে বক্তৃতা ও ওয়াযের মাহফিলে নারীর উপস্থিতির অধিকার, বিবাহ ও সন্তান গ্রহণের অধিকার, গৃহের প্রয়োজন শেষে অবসর সময়ে বৃত্তিমূলক কাজ করার অধিকার, কল্যাণকর সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের অধিকার। সামাজিক ও পারিবারিক প্রয়োজন অথবা নারীর কোনো ব্যক্তিগত মৌলিক প্রয়োজন দেখা দিলে উপরোক্ত অধিকারসমূহ কখনো বা অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

মুসলিম নারীর সাথে মুসলিম পুরুষের আচরণগত কতিপয় দিক

নারীর সাথে মুসলিম পুরুষের আচরণ কেমন হবে সে সম্পর্কে ইসলাম কতিপয় বিধান প্রবর্তন করেছে। এ বিধানগুলো আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। কেননা ইসলামী শরীয়ত নারীর জন্য যে মানবিক মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছে তা অনুধাবন করা কার্যত এর উপরই নির্ভরশীল। অনুরূপভাবে শরীয়ত নারীদের ব্যাপারে যে কোমলতা ও নম্রতা অবলম্বন করতে বলেছে তাও আমাদের মানসপটে গেঁথে নিতে হবে। পাশ্চত্যবাসীরা নারীদের সাথে যে সৌজন্যমূলক আচরণ করে তা কখনো বা স্বভাবত আবার কখনো বা লৌকিকভাবে হয়ে থাকে। কিন্তু মুসলমান হিসেবে সৌজন্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আমাদের রয়েছে উত্তম ও মার্জিত শিষ্টাচার। আর এটাই সর্বোৎকৃষ্ট। কেননা তা সর্বতোভাবেই আন্তরিক এবং তা আমাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত। রসূলুল্লাহ (স) নিজের স্ত্রী, কন্যা এবং মুসলমানদের স্ত্রী অথবা অমুসলমানদের স্ত্রীদের সাথে যে আচরণবিধি অবলম্বন করতেন তা নিসন্দেহে নারীদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিশুদ্ধ করবে।

www.amarboi.org

নিজ স্ত্রীগণের সাথে রসূলুল্লাহ (স)- এর আচরণঃ তিনি গার্হস্থ্য দায়িত্ব পালন করতেন

سئلت عائشة : ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يصنع فى بيته ؟ قالت : كان يكون فى مهنة أهله .

"হযরত আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞেস করা হলো, রসূলুল্লাহ (স) ঘরে কি করতেন? তিনি বললেন, তিনি গার্হস্থ্য দায়িত্ব পালন করতেন।" (বুখারী)[৩১]

সফরে তিনি স্ত্রীদের সঙ্গে নিতেন

عن عائشة قالت : ... كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه .

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূল (স) যখন কোন সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন স্ত্রীদের মাঝে লটারী করতেন। লটারীতে যার নাম উঠতো তিনি তাকেই সঙ্গে নিতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩২]

ই'তিকাফের সময়ও তিনি স্ত্রীদের অভ্যর্থনা জানাতেন

عن صفية زوج النبى صلى الله عليه وسلم : ... أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم تزوره فى اعتكافه فى العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبى معها يقلبها . (وفى رواية : كان النبى صلى الله عليه وسلم فى المسجد وعنده أزواجه فرحن، فقال لصفية بنت حيى : لا تعجلى حتى أنصرف معك).

"নবী (স)-এর সহধর্মিনী সফিয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। একবার তিনি রমযানের শেষ দশকের কোন একদিন রসূল (স)-এর ইতকাফ অবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন। তাঁর সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে উঠে দাঁড়ালেন এবং চলে যেতে উদ্যত হলেন। তারপর রসূল (স) ও তাঁকে বিদায় দিতে উঠে দাঁড়ালেন।[৩৩] (অন্য বর্ণনায় আছে) একবার রসূল (স) মসজিদে অবস্থান করছিলেন। এসময় তাঁর স্ত্রীগণও সাথে ছিলেন। এরপর তাঁরা চলে গেলেন। তারপর তিনি (স) সফিয়াহ বিনতে হুয়াইকে বললেন, ব্যস্ত হয়ো না। আমি তোমার সাথেই আসছি।"(বুখারী ও মুসলিম)[৩৪]

তিনি স্ত্রীকে সঙ্গে না নিয়ে দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান

عن أنس أن جار الرسول الله فارسيا كان طيب المرق فصنع الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهذه؟ لعائشة، فقال : لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، فعاد يدعوه فقال

www.amarboi.org

رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه ؟ قال : لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا، ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهذه؟ قال : نعم فى الثالثة فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله.

"হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রসূল (স)-এর এক পারসিক প্রতিবেশী, যে ভাল গোশত রান্না করতে পারতো, তাঁর জন্য খাদ্যপ্রস্তুত করে তাঁকে দাওয়াত দিতে এলো। রসূল (স) আয়েশা (রা)-কে দেখিয়ে বললেন, এ আমার সাথে যাবে না? সে বলল, জী না। রসূল (স) বললেন, তাহলে আমার যাওয়া হবে না। এরপর লোকটি ফিরে গিয়ে পুনরায় তাকে ডাকতে এলে রসূল (স) বললেন, আয়েশা কি যাবে? এবার তৃতীয় বারে সে লোকটির গৃহে গিয়ে পৌঁছলেন।" (মুসলিম)[৩৫]

তিনি স্ত্রীর আরোহণের জন্য কোমল আসন রেখেছেন এবং নিজের হাঁটু স্থাপন করে তার উপর স্ত্রীকে আরোহণ করিয়েছেন

عن أنس قال : ... ثم خرجنا إلى المدينة (قادمين من خيبر) فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم يحوى لها (أى لصفية) وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب.

"হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : ... তারপর আমরা খয়বর থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে রসূল (স)-কে তাঁর স্ত্রী সফিয়ার (রা) জন্য বাহনের পিছন দিকে পর্দা টানাতে দেখলাম। এরপর তিনি উটের কাছে বসে নিজ হাঁটুদ্বয় স্থাপন করলে সফিয়াহ (রা) তাঁর হাটুর উপর পা রেখে বাহনে আরোহণ করলেন।" (বুখারী)[৩৬]

তিনি হাবশীদের খেলাধুলা দেখতে নিজ স্ত্রীকে আহ্বান জানান এবং তাঁর চলে যাওয়া পর্যন্ত অবস্থান করেন

عن عائشة قالت : ... وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرع والحراب فإما سألت النبى صلى الله عليه وسلم وإما قال : تشتهين تنظرين ؟ قلت: نعم، فأقامنى وراءه، خدى وهو يقول : دونكم يابنى أرفدة حتى إذا مللت قال : حسبك قلت : نعم، قال فاذهبى .

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ... সেদিন ছিল ঈদের দিন। কতিপয় হাবশী চামড়ার ঢাল ও যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে খেলা করছিল। সে সম্পর্কে হয়তো বা আমি রসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করেছি অথবা তিনি নিজেই বলেছেন, তুমি কি খেলা দেখতে চাও? আমি বললাম হ্যাঁ, এরপর তিনি আমাকে তাঁর পিছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তখন আমার গাল তাঁর গালের সাথে মিলানো ছিল। এ সময় তিনি বলে চলছিলেন : হে বনী আরফেদা! খেলা চালিয়ে যাও। এরপর আমি যখন ক্লান্ত হয়ে

www.amarboi.org

পড়লাম, তিনি বললেন, তোমার দেখা হয়েছে? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন তাহলে এখন যাও।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৭]

কন্যার সাথে রসূল (স)-এর আচরণ

তিনি তাঁর কন্যাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে চুম্বন করলেন এবং ডান পাশে বসালেন

عن عائشة رضى الله عنها قالت : أقبلت فاطمة تمشى كأن مشيتها مشى النبى صلى الله عليه وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتى ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله .

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ফাতিমা (রা) পায়ে হেঁটে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আসলেন। তাঁর হাঁটা ছিল রসূল (স)-এর হাঁটার মতো। তারপর রসূলুল্লাহ (স) বললেন : আমার কন্যার আগমন শুভ হোক। এরপর তিনি তাঁকে ডান বা বাম পাশে বসালেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৮]

আবু দাউদ ,তিরমিযী ও নাসায়ী শরীফের বর্ণনায় বলা হয়েছে : ফাতেমা (রা) যখনই রসূলুল্লাহ (স)- এর কাছে আসতেন, তখনই তিনি তাঁর দিকে এগিয়ে যেতেন, তাঁকে চুম্বন করতেন এবং নিজ আসনে বসতেন।[৩৯]

মুমিনদের স্ত্রীদের সাথে রসূলুল্লাহ (স)-এর আচরণ

মসজিদে শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে তার মায়ের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তিনি সালাত সংক্ষিপ্ত করেছেন

عن أنس بن مالك : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبى فأتجوز فى صلاتى مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه .

"হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : আমি সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যাই। আমি চাই সালাতকে দীর্ঘায়িত করি। কিন্তু আমি শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে তার মায়ের ভাবনার কথা মনে করে সালাম সংক্ষিপ্ত করে ফেলি।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪০]

সালাত শেষে তিনি অন্যান্য পুরুষগণসহ কিছুক্ষণ মসজিদে অবস্থান করতেন, যাতে মহিলারা আগে বের হয়ে যেতে পারে

عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضى تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب، فأرى والله أعلم أن مكثه لكى ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم .

www.amarboi.org

"হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) সালাম ফিরিয়ে কিছুক্ষণ বসতেন। তাঁর উঠে আসার পূর্বেই মহিলারা বেরিয়ে যেত। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে শিহাব (রা) বলেন : আল্লাহই ভাল জানেন, তবে আমার মনে হয়, পুরুষদের বেরিয়ে আসার পূর্বেই যাতে মহিলারা বের হতে পারে সে জন্যই তিনি এমনটি করতেন। (বুখারী)[৪১]

ঈদের সমাবেশে অংশগ্রহণের জন্য যুবতী ও ঋতুবতী মহিলাদেরকে তিনি ঘর থেকে বের করে দিতে বলতেন

عن أم عطية : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : تخرج العواتق وذوات الخدور ... والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى .

"হযরত উম্মু আতিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছি, যুবতী ও পর্দানশীল এবং ঋতুবতী মহিলাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেবে, যাতে তারা কল্যাণকর কাজে ও মুমিনদের সমাবেশে উপস্থিত হতে পারে। কিন্তু ঋতুবতী মহিলারা সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকবে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪২]

ঈদের দিনে মহিলারা তাঁর ভাষণ শুনতে পায়নি বলে মনে হলে তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে উপদেশ দিতেন

عن جابر بن عبد الله قال : قام النبى صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل . (وفى رواية: فظن أنه لم يسمع النساء) فأتى النساء فذكرهن.

"হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন এক ঈদুল ফিতরের দিনে রসূলুল্লাহ (স) প্রথমে সালাত আদায় করেন তারপর ভাষণ দান করেন এবং ভাষণ শেষে মিম্বার থেকে নামেন। (অপর এক বর্ণনায় আছে : তারপর ধারণা করেন যে, তাঁর ভাষণ মহিলারা শুনতে পায়নি) তখন মহিলাদের কাছে এসে তাদেরকে উপদেশ দেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৩]

কতক আনসারী মহিলার আগমনের অপেক্ষায় তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন এবং তাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার ঘোষণা দেন

عن أنس رضى الله عنه قال : رأى النبى صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين من عرس فقام النبى صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال : اللهم أنتم من أحب الناس إلىّ قالها ثلاث مرار .

www.amarboi.org

"হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার রসূলুল্লাহ (স) বিবাহ অনুষ্ঠান থেকে কতিপয় মহিলা ও শিশুকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর তাদেরকে বললেন: আল্লাহর শপথ, তোমরা আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়, একথাটি তিনি তিনবার বললেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৫]

উট চালনার গান শুনে মহিলাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তিনি গায়ককে ধীরে উট চালাতে বললেন

عن أنس رضى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى سفر وكان غلام يحدو بهن (أى بعض نساء النبى صلى الله عليه وسلم وأم سليم) يقال له أنجشه. (وفى رواية عند أحمد : فاشتد بهن فى السياق) فقال النبى صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجشه سوقك بالقوارير .

"হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) কোন এক সফরে ছিলেন, তখন আনজাশা নামক এক গোলাম উট চালক রসূলুল্লাহ (স) এর কয়েকজন স্ত্রী ও উম্মে সুলাইমকে হুদীগান গাইতে গাইতে নিয়ে চলছিল (ইমাম আহমদের বর্ণনায় আছে[৪৬] সে ব্যক্তি মহিলাদের নিয়ে খুব দ্রুত উট চালাচ্ছিল।) তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন : ও হে আনজাশা! কাঁচের টুকরোগুলোকে নিয়ে একটু ধীরে চল।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৭]

ভারবাহী এক মহিলার প্রতি অনুগ্রহ করে তিনি বাহন থামিয়ে তাকে বাহনে উঠাতে চাইলেন

عن أسماء بنت أبى بكر قالت : ... وكنت أنقل النوى من أرض الزبير ... وهى منى على ثلثى فرسخ فجئت يوما والنوى على رأسى فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار فدعانى ثم قال : إخ إخ ليحملنى خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال ... فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى استحييت فمضى .

"হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যোবায়েরের ক্ষেত থেকে আমি বোঝা বয়ে নিয়ে আসছিলাম। ... ক্ষেতটি ছিল আমার গৃহ থেকে দুই মাইল দূরে। একদিন আমি বোঝাটি মাথায় করে নিয়ে আসছিলাম, পথিমধ্যে রসূলুল্লাহ (স) এর সাথে সাক্ষাত হলো। তখন তাঁর সাথে ছিল একদল আনসারী সাহাবী। তিনি আমাকে তাঁর বাহনের পিছনে আরোহণ করানোর জন্য ডাক দিলেন। তখন আমি পুরুষদের সাথে ভ্রমণ করব বলে লজ্জা অনুভব করছিলাম। রসূলুল্লাহ (স) আমার এ লজ্জা বুঝতে পেরে চলে গেলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৮]

www.amarboi.org

উসমান (রা) কে বদর যুদ্ধে যোগদান থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন তাঁর রুগ্ন স্ত্রীর শুশ্রূষা করার জন্য

عن ابن عمر : ... وأما تغيبه (أى عثمان) عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مرضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه .

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বদর যুদ্ধে উসমান (রা) এর অনুপস্থিতির কারণ হচ্ছে তার স্ত্রী রসূল (স) এর কন্যা রোগাগ্রস্ত ছিলেন। তাই রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বললেন : বদরে অংশগ্রহণকারী অথবা শহীদ ব্যক্তির যে প্রতিদান তোমারও সেই প্রতিদান।" (বুখারী)[৪৯]

স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জের সঙ্গী হওয়ার জন্য এক ব্যক্তিকে জিহাদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ... فقال رجل يا رسول الله إنى أريد أن أخرج فى جيش كذا وكذا . (وفى رواية مسلم : إنى اكتتبت فى غزوة كذا وكذا) وامرأتى تريد الحج فقال : اخرج معها.

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল (স)! আমি অমুক অমুক সৈন্য দলের সাথে বের হতে চাই। (মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে যে, সে বললো, আমি অমুক যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি।) আর আমার স্ত্রী হজ্জ করতে চায়। তারপর রসূলুল্লাহ (স) তাকে বললেন, তুমি বরং তার সাথে যাও।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫০]

তাঁর অজ্ঞাতসারে এক মহিলা সমাধিস্থ হলে তিনি আক্ষেপ করলেন এবং কতিপয় সাহাবীসহ গিয়ে তার জানাযা পড়লেন

عن أبى هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقُمُّ المسجد . (وفى رواية : ولا أراه إلا امرأة) فمات فسأل النبى صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا : مات، قال : أفلا كنتم أذنتمنى به؟ دلونى على قبره – أ وقال – قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها .

"হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ বা কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা মসজিদে নববীতে ঝাড়ু দিত। (অন্য এক বর্ণনায় আছে,[৫১] রাবী বলেন: আমার নিশ্চিত ধারণা তিনি মহিলাই হবেন।) তিনি মারা গেলে রসূলুল্লাহ (স) তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবীগণ বললেন, সে মারা গেছে। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমরা আমাকে তা জানালে না কেন? আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। এরপর তিনি তার কবরের কাছে এসে তার জানাযা পড়লেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫২]

www.amarboi.org

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা বহির্ভূত একটি ঘটনার উল্লেখ করে আমরা মুসলমানদের স্ত্রীদের সাথে রসূলুল্লাহ (স) এর আচরণ সম্পর্কিত আলোচনার ইতি টানছি। এ ঘটনায় রসূলুল্লাহ (স) তাঁর সামনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এক মহিলাকে দফ বাজানোর সম্মতি দিয়েছিলেন।

فعن بريدة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية فقالت : يا رسول الله إنى كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كنت نذرت فاضربى ، وإلا فلا. فجعلت تضرب ... (رواه الترمذى)

"হযরত বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার রসূলুল্লাহ (স) কোন এক যুদ্ধে গেলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে এক মহিলা এসে বললো : হে আল্লাহর রসূল! আমি মানত করেছিলাম যে, আল্লাহ্ যদি আপনাকে যুদ্ধ থেকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনেন, তাহলে আমি আপনার সামনে দফ বাজাব এবং গান গাইব। রসূলুল্লাহ (স) তাকে বললেন, মানত যদি করে থাক, তাহলে বাজাতে পার, অন্যথায় দরকার নেই। এরপর সে মহিলা বাজাতে শুরু করলো।" (তিরমিযী) [৫৩ক]

অমুসলিম মেয়েদের সাথে রসূলুল্লাহর (স) আচরণ : এক মহিলার বিদ্রূপ থেকে তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন

عن جندب بن سفيان رضى الله عنه قال : اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أوثلاثا فجاءت امرأة فقالت : يا محمد، إنى لارجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا فأنزل الله عز وجل :

"হযরত জুন্দুব ইবনে সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার রসূলুল্লাহ (স) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এমনকি দুই-তিন দিন পর্যন্ত তিনি বিছানা থেকে উঠতে পারলেন না। এ সময় এক মহিলা এসে বললো, হে মুহাম্মদ! আমি নিশ্চিতভাবেই আশা করছি এবার তোমার সাথের শয়তানটি তোমার সঙ্গ ছেড়েছে, তাই আমি দুই-তিন দিন পর্যন্ত তাকে তোমার কাছে দেখছি না। এ সময় আল্লাহ নাযিল করলেন :

وَالضُّحى وَاللَّيْلِ إِذَا سجى ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى .

"দুপুরের শপথ আর রাত্রির শপথ, যখন তা আচ্ছাদিত করে ফেলে, তোমার প্রভু তোমাকে ছেড়ে যাননি বা তোমার উপর রাগ করেননি।" (আদ দুহা-১-৩) (বুখারী ও মুসলিম) [৫৩খ]

তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত দুই মহিলার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেছেন

عن أبى ذر قال ...فبينا أهل مكة فى ليلة قمراء إضحيان إذ ضرب على أسمختهم فما يطوف بالبيت أحد وامرأتان منهم تدعوان إسافا ونائلة ...

www.amarboi.org

فانلطقتا تولولان وتقولان : لوكان هاهنا أحد من أنفارنا قال : فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان قال : ما لكما ؟ قالتا : الصابئ بين الكعبة وأستارها . قال : ما قال لكما . قالتا : إنه قال لنا كلمة تملأ الفم.

"হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উজ্জ্বল এক চাঁদনী রাতে আমরা মক্কাবাসীরা বসে ছিলাম। তখন অন্য সবাই নিদ্রিত ছিল। সে সময় কেউ কাবা ঘরের তওয়াফ করছিল না। শুধু দুই আরব রমণী, ইসাফ ও নায়েলা নামক মূর্তি দুটির কাছে দোয়া করছিল যে, হায়, যদি আমাদের স্বগোত্রীয় কোন লোক এখানে থাকত! বর্ণনাকারী বলেন, তখন রসূলুল্লাহ (স) এবং আবু বকর (রা) নীচের দিকে নামার সময় তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং বললেন, তোমাদের কি হয়েছে? তারা বললো, কাবা শরীফ এবং তার গিলাফের অভ্যন্তরে এক ধর্ম ত্যাগী ব্যক্তি লুকিয়ে রয়েছে। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : সে তোমাদের কি বললো? তারা বললো, সে আমাদের যা বলেছে তা আর বলার মত নয়।" (মুসলিম)[৫৪]

মুসলমানদের সুবিধার্থে এক মহিলাকে অনুগত করে তিনি তাকে প্রতিদান দিয়েছেন

عن عمران قال : كنا فى سفر مع النبى صلى الله عليه وسلم .... فاشتكى إليه الناس العطش فنزل فدعا فلانا ... ودعا عليا فقال : أذهبا فابتغيا الماء. فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين من ماء على بعير لها . فقالا لها : أين الماء؟ قالت : عهدى بالماء أمس هذه الساعة ، ونفرنا خلوفا. قال لها انطلقى إذا، قالت : إلى أين ؟ قالا : إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الذى يقال له الصابىء. قالا : هو الذى تعنين. فانطلقى . فجاءا بها إلى النبى صلى الله عليه وسلم ... ودعا النبى صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين .... ونودى فى الناس : استقوا واستقوا .... وهى قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها. وايم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : اجمعوا لها، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه فى ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها . قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعلمين ما رزئنا من مائك

www.amarboi.org

شيئا، ولكن الله هو الذى أسقانا . (وفى رواية مسلم : أخبرته أنها موتمة لها صبيان أيتام ... فقال لها . اذهبى فأطعمى هذا عيالك.)

"হযরত ইমরান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে কোন সফরে ছিলাম। সফর সঙ্গীরা তাঁর কাছে পানি পিপাসার কথা বললে তিনি যাত্রা বিরতি করে এক ব্যক্তিকে ডাকলেন এবং সাথে আলীকেও ডেকে বললেন, তোমরা দুজনে গিয়ে পানির খোঁজ নিয়ে এসো। এরপর তারা চলতে চলতে এক মহিলার সাক্ষাত পেলেন। মহিলাটির উটের পিঠে পানির দুটি বড় পাত্র ছিল। তারা দুজনে তাকে বললেন, তুমি কি বলতে পার আমরা পানি কোথায় পাব? সে বললো, গতকাল এ সময় থেকে আমাদের কাছে পানি নেই। আর আমাদের কাফেলার পুরুষেরা পানির খোঁজে পিছনে রয়ে গেছে। তারপর তারা তাকে বললেন, তাহলে তুমি একটু চলো। সে বললো, কোথায় যাব? তাঁরা বললেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে। সে বললো, যে ব্যক্তিকে ধর্মত্যাগী বলা হয় তার কাছে? তাঁরা বললেন, সে যাই হোক, তুমি চলো। তারপর তারা সে মহিলাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এলেন। ... রসূলুল্লাহ (স) একটি পাত্র নিয়ে আসতে বললেন। তারপর মহিলার বড় পাত্র দুটি থেকে তাতে পানি ঢেলে লোকদের বলা হলো, তোমরা পান কর এবং পশুগুলোকে পান করাও। তখন মহিলাটি তাকিয়ে দেখছিল তার পানি নিয়ে কি করা হচ্ছে। রাবী বলেন, আল্লাহর কসম, রসূলুল্লাহ (স) তার থেকে বিরত রয়েছেন। আমাদের ধারণা হলো যে, পানি ব্যবহার করায় সে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। রসূলুল্লাহ (স) সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা মহিলার জন্য কিছু সামগ্রী সংগ্রহ কর। তখন তাঁরা খেজুর, আটা ও ছাতু সংগ্রহ করলেন। এভাবে বেশ পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ করে কাপড়ে বেঁধে উটের পিঠে তার সামনে দিয়ে দিলেন। রসূলুল্লাহ (স) তখন তাকে বললেন, তোমার পানি আমরা মোটেও কমাইনি। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই আমাদের পানি পান করিয়েছেন। (মুসলিম শরীফের বর্ণনায় বলা হয়েছে, মহিলা আরয করলো যে, সে বিধবা এবং এতিম ছেলেমেয়েদের দায়িত্বভার তার উপরেই। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, এ খাদ্যগুলো তোমার পরিবারের জন্য নিয়ে যাও।)" (বুখারী ও মুসলিম) [৫৫]

এক মহিলার উপঢৌকন তিনি গ্রহণ করলেন, তাতে বিষ মিশানো সত্ত্বেও তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন

عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن يهودية أتت النبى صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجئ بها فقيل : ألا نقتلها ؟ قال : لا. وفى رواية مسلم : فجئ بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت : أردت لأقتلك. قال : ما كان الله ليسلطك على ذلك .

www.amarboi.org

"হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার এক ইহুদী মহিলা বিষ মিশানো একটি বকরী রান্না করে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে নিয়ে এলে তিনি তা থেকে একটু খেলেন। এরপর সে মহিলাকে ধরে এনে রসূলুল্লাহ (স)কে জিজ্ঞেস করা হলো, আমরা তাকে হত্যা করব কি? তিনি বললেন, না। মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে : তারপর সে মহিলাকে রসূল (স)-এর কাছে ধরে আনা হলে তিনি তাকে খাদ্যে বিষ মিশানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে সে মহিলা বললো, আমি আপনাকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : আল্লাহ তোমাকে সে ক্ষমতা যেন না দেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫৬]

যুদ্ধে তিনি মেয়েদের হত্যা করতে নিষেধ করতেন

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : وجدت امرأة مقتولة فى بعض مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) উপস্থিত ছিলেন, এমন কোন যুদ্ধে নিহত এক মহিলার লাশ পাওয়া গেল। তা দেখে রসূলুল্লাহ (স) নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করলেন।" (বুখারী ও মুসলিম) [৫৭]

এক মহিলা তাঁকে গালি দেয়া সত্ত্বেও তিনি তার জন্য হেদায়াতের দোয়া করলেন

عن أبى هريرة قال : كنت أدعو أمى إلى الإسلام وهى مشركة فدعوتها يوما فأسمعتنى فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكى قلت : يا رسول الله : إنى كنت أدعو أمى إلى الإسلام فتأبى على فدعوتها اليوم فأسمعتنى فيك ما أكره فادع الله أن يهدى أم أبى هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم اهد أم أبى هريرة فخرجت مستبشرا بدعوة نبى الله صلى الله عليه وسلم فلما جئت (البيت) ... ففتحت (أمى) الباب ثم قالت : يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ...

"হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার মাতা মুশরিক ছিলেন বলে আমি তাঁকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাতাম। এমনিভাবে একদিন আমি তাঁকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলে সে আমার সামনে রসূল (স) কে এমনভাবে গালি-গালাজ করল যা আমার কছে খুবই খারাপ লাগল। এরপর আমি ক্রন্দনরত অবস্থায় রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার মাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেই, আর সে তা প্রত্যাখ্যান করে। আজ আমি তাকে দাওয়াত দিলে সে এমনভাবে আপনাকে গালমন্দ করল, যা আমার কাছে খুবই খারাপ লেগেছে। তাই

www.amarboi.org

আপনি তার জন্য একটু দোয়া করবেন যেন আল্লাহ তাকে হেদায়াত দান করেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন হে আল্লাহ! আবু হুরাইরার মাকে তুমি হেদায়াত দান কর। মায়ের জন্য রসূলুল্লাহ (স)-এর এ দোয়া শুনে আমি খুশী মনে বাড়িতে ফিরে এলাম। ... তারপর মা ঘরের দরজা খুলে বলে উঠলেন : হে আবু হুরাইরা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রসূল।" (মুসলিম)[৫৮]

পূর্ণতা অর্জনে নারী

عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كمل من الرجال كثير و لم يكمل من النساء إلا أسية امرأة فرعون. ومريم بنت عمران.

"হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : বহু পুরুষই পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে। কিন্তু ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া এবং ইমরানের কন্যা মারয়াম ছাড়া অন্য কোন মহিলা পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫৯]

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রা) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীতে যে কথা বলা হয়েছে যে, ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া এবং ইমরানের কন্যা মারয়াম ছাড়া আর কোন মহিলা পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। অর্থাৎ শুধুমাত্র দুইজন মহিলাই পরিপূর্ণতা অর্জন করেছেন, একথা থেকে বুঝা যায় যে, তারা উভয়েই নবী ছিলেন। কারণ মানবকুলে একমাত্র নবীগণই পরিপূর্ণতার অধিকারী, তারপর পর্যায়ক্রমে আউলিয়ায়ে কেরাম, সিদ্দিকীন এবং শহীদান। আর এক্ষেত্রে এ দুজনকে যদি নবী মনে না করা হয়, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে, মহিলাদের মধ্যে কোন ওলী, সিদ্দিক বা শহীদ নেই। অথচ বাস্তবে আমরা দেখতে পাই অনেক মহিলাই এ গুণাবলীর অধিকারিণী। তাই উল্লিখিত হাদীসের অর্থ দাঁড়ায় যে, মহিলাদের মধ্যে অমুক অমুক ছাড়া আর কেউ নবুয়ত লাভ করেনি। আর কথাটি যদি এ অর্থে ধরা হয় যে, ওলী হওয়া, সিদ্দীক হওয়া বা শহীদ হওয়ার গুণ এ দুজন ছাড়া আর করো মধ্যে নেই, তাহলে একথাটি সঠিক হয় না। কেননা এ জাতীয় গুণ অন্যদের মধ্যেও দেখা যায়। হ্যাঁ, তবে হাদীসের অর্থ যদি এ ধরা হয় যে, নবী ছাড়া অন্যদেরও পরিপূর্ণতা অর্জিত হয়, তাহলে উপরোক্ত কারণে দলিলটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন। তবে এখানে এ অর্থটি ধরা যেতে পারে যে, হাদীসে রসূলুল্লাহ (স)-এর পূর্ব যুগের লোকদের কথা বলা হয়েছে। তাঁর সমসাময়িক বা পরবর্তী লোকদের ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি। ইমাম কুরতুবী (র) বলেছেন, মারয়াম (আ) নবী ছিলেন এটাই সঠিক। কেননা আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁর কাছে অহী পাঠিয়েছেন। আল্লামা কাযী ইয়াজ বলেছেন : সাধারণভাবে উলামায়ে কেরাম এর বিপরীত মত পোষণ করেন।[৬০] হ্যাঁ, হযরত আসিয়ার নবী হওয়ার ব্যাপারে অন্য কোন দলিল পাওয়া যায় না। ইমাম কিরমানী (র) বলেছেন : কামাল তথা পূর্ণতা শব্দ দ্বারা মারয়াম (আ)-এর নবী হওয়া

www.amarboi.org

অপরিহার্য বুঝায় না। কেননা এ শব্দটি দ্বারা কোন বস্তুর পরিপূর্ণ হওয়া বা স্বক্ষেত্রে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া উভয়টি বুঝায়। সুতরাং এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, মারয়াম (আ) সম্ভাব্য নারী সুলভ সকল বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন। তিনি আরো বলেন, মহিলাদের নবী হওয়ার বিপক্ষে আলেমগণ একমত। তবে এ ব্যাপারে ইমাম আশআরী (রা)-এর মত হলো, এমন মহিলাও রয়েছে যাদেরকে নবুয়ত দান করা হয়েছিল। আর তাদের সংখ্যা হলো ছয় : হাওয়া, সারা, মূসা (আ)-এর মাতা, হাজেরা, আসিয়া এবং মারয়াম। মহিলাদেরকে নবী সাব্যস্ত করতে যে নিয়ম তিনি অনুসরণ করেছেন তা হলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে মহিলাদের নিকট কোন হুকুম তথা আদেশ-নিষেধ বা ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে কোন ফেরেশতার আগমন। এভাবে যার কাছেই ফেরেশতা এসেছে তিনিই নবী। আর উপরোক্ত মহিলাগণের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ফেরেশতা এসেছেন তাতো সুপ্রমাণিত। তাঁদের কারো কারো কাছে অহী আসার কথাতো আল কুরআনেই স্পষ্টত উল্লেখ রয়েছে। আল্লামা ইবনে হাযাম (রা) "আল মিলাল ওয়ান নিহাল" নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, এ মাসয়ালাটি নিয়ে কেবলমাত্র তার সমসাময়িক কালে "কর্ডোভা" শহরে বিতর্ক দেখা দেয়। তিনি এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের তিনটি মতামত উল্লেখ করেছেন। এর তৃতীয়টি হলো কোন সিদ্ধান্ত না নেয়া। এ ক্ষেত্রে বিরোধীদের দলীল হলো আল্লাহর বাণী :

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا .

"হে নবী, আপনার পূর্বে আমি পুরুষ ছাড়া অন্য কাউকে রসূল নিযুক্ত করিনি।" তিনি বলেন, এ আয়াতটি এখানে দলীল হতে পারে না। কেননা কোন আলেমই নারীর রসূল হওয়ার দাবী তোলেননি। কথা হয়েছে শুধুমাত্র নবুয়ত নিয়ে। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে অধিকতর স্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে কুরআনে বর্ণিত মারয়াম ও মূসা (আ)-এর মায়ের ঘটনা, যা তার জন্য নবুয়তের সম্ভাব্যতা সাব্যস্ত করে। যেমন, তিনি কেবলমাত্র অহীর ভিত্তিতেই নিজ সন্তানকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিলেন। ইবনে হাযাম (রা) আরো বলেন, আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মারয়াম (আ)-এর উল্লেখ করেন তারপর অন্যান্য নবীগণের নাম উল্লেখ করেছেন এবং এরপর বলেছেন :

أُولَئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ .

(আর নবীদের মধ্য থেকে এ সকল বান্দাকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন।) এভাবে মারয়াম (আ)ও তাঁদের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন। এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন। আর আসিয়া (আ)-এর মহত্ব হচ্ছে, তিনি রাজ্যের পরিবর্তে মৃত্যুকে এবং পার্থিব ভোগ-বিলাসের পরিবর্তে শাস্তিকে বেছে নিয়েছিলেন। মুসা (আ) সম্পর্কে তাঁর দূরদর্শিতা সঠিক ছিল। তাই তিনি বলেছিলেন, قرة عين لى (মুসা আমার চক্ষু শীতলকারী।)[৬১]

www.amarboi.org

এতো গেল রসূল (স)-এর হাদীস। এ ছাড়া এখানে এমন সব উলামায়ে কেরামের বক্তব্য উল্লেখ করা হলো, যাঁরা আমাদের এ তথাকথিত নারী স্বাধীনতার নাগাল পাননি, যেমনটি কেউ কেউ ধারণা করে থাকেন। এ ইমামগণ রসূল (স)-এর শিক্ষা গ্রহণ করে সমকালীন জাহেলিয়াতের উপরে বিজয় অর্জন করেছেন। নারীর অবমূল্যায়ন ও অধিকার হরণের যে প্লাবন বয়ে চলছিল তা তাঁদেরকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, পূর্ণতার সকল স্তরেই নারী পৌছতে পারে। নারীর নবুয়তপ্রাপ্তির বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও ওলী, সিদ্দীক এবং শহীদ হওয়ার ব্যাপারে সকলে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। উল্লিখিত হাদীসটি কয়েকটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রথমত, নর-নারী উভয়েরই প্রকৃতিগত পূর্ণতা অর্জনের যোগ্যতা আছে অর্থাৎ পূর্ণতা অর্জনের ব্যাপারটি না নারীর জন্য বাধাগ্রস্ত না পুরুষের জন্য নির্ধারিত। আর পূর্ণতা অর্জন যখন সম্ভব, তখন পূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে ক্রমোন্নতি লাভ করাতো আরো স্বাভাবিক ব্যাপার।

দ্বিতীয়ত, পূর্ণতা অর্জন করা যখন প্রকৃতিগতভাবেই সম্ভব, তখন পরিশ্রম ও সাধনা দ্বারা নারীর অবস্থার উন্নতি হওয়া সম্ভব, যেমনটি পুরুষের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এ কথার ভিত্তিতে বলা যায়, পূর্ণতাকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা যেমন নারীর কর্তব্য, তেমনিভাবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের যাবতীয় ক্ষেত্রেও তার পদচারণা অপরিহার্য, যা তার নারীসুলভ ক্ষমতাকে উন্নত করবে এবং প্রকৃতিগত যোগ্যতাকে পরিশীলিত ও পরিশুদ্ধ করবে।

তৃতীয়ত, পরিপূর্ণতা অর্জনের স্বাভাবিক যোগ্যতা যখন নারীর মধ্যে পূর্ণভাবে বর্তমান, তখন এ ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যা কম হওয়ার কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। যেমন, প্রকৃতিগত যোগ্যতার দুষ্প্রাপ্যতা এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি। আর শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অবহেলা ও ক্রটি এবং মহিলাদের কর্মক্ষেত্র সীমিত করা অর্থাৎ তাদের শক্তি ও যোগ্যতাকে শুধুমাত্র গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও দুধ পান করানো এবং সন্তান লালন-পালন সহ গৃহের অভ্যন্তরীণ যাবতীয় কাজকর্মে নিয়োজিত রাখতে হয় বলে জ্ঞানানুশীলন, ইবাদত-বন্দেগী ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও শক্তি কোনটাই তাদের আর অবশিষ্ট থাকে না। তাই সর্বাবস্থায় কর্তব্য হলো- সময়, স্থান ও পদ্ধতিগত যাবতীয় ব্যাপারে নারীর অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা বিধান করা। কারণ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা পুরুষের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের কর্মসূচী প্রণয়ন করে কিন্তু নারীর অবস্থার প্রতি কোনই ভ্রূক্ষেপ করে না।

চতুর্থত, আমাদের মনে এ প্রশ্নটি বারবার জাগে যে, হাদীসে কি পরিচিত, প্রকাশিত ও প্রসিদ্ধি অর্জনকারী পূর্ণতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? অর্থাৎ পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে বহু

www.amarboi.org

পুরুষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, পক্ষান্তরে মহিলাদের মধ্যে উল্লিখিত দুজন ছাড়া আর কেউই প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেনি। আল কুরআনে ইমরানের কন্যা মারয়াম ও ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়ার আলোচনাকে কি একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি? এ আলোচনা আমাদের এ প্রশ্নের প্রতি আরো উৎসাহিত করেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী হলো :

وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة نجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين .

"আল্লাহ্ মুমিনদের জন্য ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছেন, সে প্রার্থনা করেছিল : হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করো এবং আমাকে ফেরাউন ও তার দুস্কৃতি থেকে উদ্ধার করো এবং উদ্ধার করো জালিম সম্প্রদায় হতে। আল্লাহ আরো দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরানের কন্যা মারয়ামের, যে তার সতীত্ব সংরক্ষণ করেছিল। তাই আমি তার মধ্যে রুহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার প্রতিপালকের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। সে ছিল অনুগতদের একজন।" (আত তাহরীম : ১১-১২)

পঞ্চমত, সাধারণত মহিলাদের পূর্ণতা তুলনামূলকভাবে কম। অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সাথে অংশগ্রহণ করে, যেমন, ইবাদত, শিক্ষা, দাওয়াত ও জিহাদ। আর এ কারণে পুরুষরা নারীদের তুলনায় প্রসিদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে অধিক পূর্ণতা লাভ করেছে। পক্ষান্তরে, এ সব ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা কম থাকায় তাদের সংখ্যাও কম। তাই নারীসূলভ কর্মকান্ডে নারীর পরিপূর্ণতা অনেক বেশী, যেমন, সন্তানকে দুধ পান করানো, সন্তান লালন-পালন করা, স্বামীর খেদমত করা ইত্যাদি। এক্ষেত্রগুলো লোক চক্ষুর অন্ত রালে মানুষের সাধারণ আলোচনার বাইরে গোপনে সুসম্পন্ন হয় এবং তা অজ্ঞাত থাকে। এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, নারী এক্ষেত্রে একজন অজ্ঞাত সৈনিকের ভূমিকা পালন করে। অজ্ঞাত সৈনিকের যেমন মধ্যম, উত্তম ও সর্বোত্তম পর্যায়ের বিভিন্ন স্তর রয়েছে, তেমনিভাবে পরিবারে নারীর মর্যাদা বিভিন্ন হয়ে থাকে। এমনকি তাদের কেউ কেউ পরিপূর্ণতার স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। কোন জাতি যখন উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে, তখন প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত সেনাপতির তুলনায় একজন অখ্যাত সৈনিককে বেশী মর্যাদা দিয়ে থাকে। কারো সম্মান প্রদর্শনের অপেক্ষা না করেই অখ্যাত সৈনিকদের মর্যাদা অবধারিত হয়। যেহেতু সে গোপনে নিষ্ঠার সাথে জাতির জন্য কাজ করে। মূলত অজ্ঞাত সৈনিক জাতির জন্য ত্যাগ, শক্তি ও স্বতন্ত্র মর্যাদা রক্ষায় বিরাট অবদান রাখে। এভাবে মুসলিম সমাজে নারী অধিকাংশ ক্ষেত্রে অজ্ঞাত সৈনিকের ভূমিকা পালন করে।

www.amarboi.org

খুব কমই সে প্রসিদ্ধ সৈনিকের ভূমিকায় থাকে। জাতির ক্রান্তিলগ্নে সে এক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নেত্রীর আসনে সমাসীন হয়।

ষষ্ঠত, হাদীসটি নারীকে পূর্ণতা অন্বেষণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করছে, যাতে অধিক সংখ্যক নারী পূর্ণতা অর্জনে সচেষ্ট হয়। অনুরূপ পুর্বোল্লিখিত ناقصات عقل ودين তথা "জ্ঞান ও দীনের ক্ষেত্রে নারী অপূর্ণাঙ্গ" হাদীসটি গৃহের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে বাইরের জগতের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পূর্ণ শক্তি-সামর্থ ব্যয় করে নারীকে তার ঘাটতি পূরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করছে। আল্লাহ মানুষকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে থাকেন। নারীকে পরীক্ষা করেছেন হায়েয ও নিফাস দিয়ে। এক্ষেত্রে তার ধৈর্য ধারণ এবং সে দুটির কারণে ইবাদতে তার যে ঘাটতি হয়, তা পূরণের চেষ্টা করার মাধ্যমে সে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এমনিভাবে গর্ভ ধারণ, সন্তান প্রসব, দুধপান ও লালন-পালন মাধ্যমেও তাকে পরীক্ষা করেছেন। আর এগুলো তার ঘরের বাইরে কাজ-কর্মের সুযোগকে সংকীর্ণ করে দেয়। কাজেই তার দায়িত্ব হচ্ছে গৃহ-বহির্ভূত কাজকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে সে নিজের ত্রুটি নিরসনের চেষ্টা করবে। এতে তার চেতনা ও পরিপক্কতা বৃদ্ধি পায়। এভাবে আল্লাহ তাকে অধিক ভালোবাসা এবং ভাব প্রবণতা দিয়েও পরীক্ষা করেছেন। তাই নারীর কর্তব্য হলো অতি সুন্দরভাবে স্বামীর সাহচর্য গ্রহণ করা এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। তাহলেই জাহান্নাম থেকে তার নিস্কৃতির ব্যবস্থা হতে পারে। আল্লাহ বলেছেন : ولايكلف الله نفسا إلا وسعها

"আল্লাহ কারো উপরই তার ক্ষমতা-বহির্ভূত কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না।"

সপ্তমত এবং সব শেষে আমরা বলতে চাই, পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে যখন কম সংখ্যক মহিলা পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পেরেছে, তখন নর-নারী নির্বিশেষে সকলেরই কি এ দায়িত্ব নয় যে, এ উম্মতের মধ্যে অধিক সংখ্যক মহিলা পূর্ণতা অর্জনের চেষ্টা করবে? কিয়ামতের দিন রসূলুল্লাহ (স)-এরই উম্মত বেশী হবে। আর তিনি আমাদের নিয়ে অন্যান্য নবীগণের উপর গর্ব করবেন। তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। পরিপূর্ণ রিসালাত সহকারে তাঁকেই পাঠানো হয়েছে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী

১. সহী বুখারী : দান, তার ফযীলত এবং দানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা অধ্যায়, স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে স্ত্রীর দান অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা।

২. সহী মুসিলম : বিবাহ অধ্যায়, যয়নাব বিনতে জাহশের বিবাহ, পর্দা নাযিল হওয়া এবং নতুন অলীমা সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা।

৩. সহী বুখারী : যুদ্ধ অধ্যায়, খয়বরের যুদ্ধ অনুচ্ছেদ, ৯ খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, জাফর বিন আবি তালিবের ফযীলত এবং আসমা বিনতে উমাইস ও তাদের পরিবার অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৪. সহী মুসিলম : সালাম অধ্যায়, অপরিচিতা মহিলাদের সালাম দান জায়েয অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা।

৫. সহী বুখারী : জুমআ অধ্যায়, মহিলা, শিশু ও অন্যদের কারণে জুমআয় গোসল প্রয়োজন কিনা অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা।

৬. ফতহুল বারী : ৩ খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা।

৭. সহী বুখারী : চারিত্রিক গুণাবলী বর্ণনা অধ্যায়ঃ হিন্দা বিনতে ওতবার আলোচনা অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : বিচার অধ্যয়, হিন্দার মামলা, ৫ খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা।

৮. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায়ঃ অভিভাবক ছাড়া বিবাহ না হওয়া অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ৯২ পৃষ্ঠা।

৯. সহী বুখারী : তালাক অধ্যায়, আল্লাহর বাণী وبعولتهن أحق بردهن ইদ্দতের ক্ষেত্রে এবং কিভাবে মহিলা তার পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে যখন তাকে এক অথবা দুই তালাক দেয়া হবে এবং আল্লাহর বাণী فلا تعضلوهن অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ৪০৮ পৃষ্ঠা।

১০. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায়, কন্যার অসম্মতিতে কোন পুরুষের সাথে তাকে বিবাহ দিলে তা বাতিল সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা।

১১. সহী মুসলিম : তালাক অধ্যায়, তালাকে বায়েনার ইদ্দত প্রাপ্ত মহিলার বহির্গমন জায়েয অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠা।

১২. সহী বুখারী : দুই ঈদ অধ্যায়ঃ মিনার দিনে তাকবীর অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : দুই ঈদ অধ্যায়, মুসল্লিদের সাথে দুই ঈদে মহিলাদের বহির্গমন অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ২১ পৃষ্ঠা।

১৩. সহী বুখারী : হায়েয অধ্যায়, দুই ঈদে ঋতুবতী মেয়েদের উপস্থিত হওয়া, এবং মুসলমানদের সমাবেশে শামিল হওয়া এবং মুসল্লী হতে পৃথক অবস্থান করা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ১ খন্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা।

১৪. সহী বুখারী : ব্যয় অধ্যায়, যখন কোন পুরুষ স্ত্রীর প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করবে না তখন স্ত্রী স্বামীর অজ্ঞাতে প্রয়োজনীয় জিনিস গ্রহণ করতে পারবে এবং তার সন্তানদের প্রতি ভাল আচরণ করবে অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ৪৩৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : ফয়সালা অধ্যায়, হিন্দের ফায়সালা অনুচ্ছেদ, ৫ খণ্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা।

১৫. সহী বুখারী : বিবাহ অধ্যায়, পিতার স্বীয় কন্যাকে তার স্বামীর বর্তমানে উপদেশ দান অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : তালাক অধ্যায়, স্ত্রীর সাথে ইলা ও বিচ্ছিন্ন থাকা অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১৯৪ পৃষ্ঠা।

১৬. সহী বুখারী : তাফসীর অধ্যায়, তুমি "তোমার স্ত্রীর, সন্তুষ্টি কামনা করবে" অনুচ্ছেদ, ১০ খন্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : তালাক অধ্যায়, ইলা এবং মহিলাদের সাথে আযল এবং তাদেরকে স্বাধীন করে দেয়া অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা।

১৭. সহী বুখারী : গণীমতের এক পঞ্চমাংশ ওয়াজেব হওয়া অধ্যায়, নবী (সা)-এর ঢালের আলোচনা অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায় : নবী (স) কন্যা ফাতিমার ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা।

১৮. সহী বুখারী : মানাকিব অধ্যায়, নবীর (স) জামাতাগণের আলোচনা অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, নবী কন্যা ফাতিমার ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

১৯. সহী বুখারী : জুময়া অধ্যায়, যে জুময়ার নামায পাবেনা তার জন্য গোসল আবশ্যক হবে কি অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সালাত অধ্যায়, ফিতনার আশংকা না থাকলে মহিলাদের মসজিদে গমন অনুচ্ছেদ, ২য় খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠা।

২০. সহী মুসলিম : নামায অধ্যায়, ফিতনার আশংক না থাকলে মহিলাদের মসজিদে গমন অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠা।

২১. সহী বুখারী : পোশাক-পরিচ্ছদ অধ্যায়, পুরুষদের পোশাকের সাথে মহিলাদের পোশাকের সামঞ্জস্য অনুচ্ছেদ, ১২ খন্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা।

২২. সহী বুখারী : কাফের ও মুরতাদদের সঙ্গে যুদ্ধ করা অধ্যায়, পাপী ও নিকৃষ্টের প্রতি নিষেধাজ্ঞা অনুচ্ছেদ, ১৫ খন্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা।

২৩. আল্লামা হাইছামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮ খন্ডের ১০২ পৃষ্ঠায় একথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আহমদ ও হুযালী এটি বর্ণনা করেছেন। তবে হুযালী সম্পর্কে আমার জানা নেই। বাকি অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। তাবারানী সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। হুযালীর বর্ণনা অস্পষ্ট। এ দিক দিয়ে তাবারানীর সকল বর্ণনাকারী শক্তিশালী।

২৪. সুনানে আবু দাউদ : পোশাক অধ্যায়, মহিলাদের পোশাক অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠা। আল্লামা শাওকানী নাইলুল আওতারে বর্ণনা করেছেন : এর সনদের সকল বর্ণনাকারী বিশুদ্ধ দ্রষ্টব্য-সহীহ সুনানে আবু দাউদ ৩৪৫৪ নং হাদীস।

২৫. আবু দাউদের বর্ণনা, দ্রষ্টব্য সহীহ জামে আস সগীর ২৩২৯ নং হাদীস।

২৬. দেখুন এ অধ্যায়ের পঞ্চম অনুচ্ছেদ।

২৭. সহী বুখারী : তাফসীর অধ্যায়, সূরা আশ শুআরা وانذر عشيرتك الأقربين অনুচ্ছেদ, ১০ খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : কিতাবুল ঈমান অধ্যায়, আল্লাহর বাণী, "তুমি তোমার নিকটতম গোত্র সমূহকে ভীতি প্রদর্শন কর" অনুচ্ছেদ, ১ খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা।

২৮. সহী বুখারী : কিতাবুন নিকাহ, পিতা তাঁর প্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী কন্যাকে তার সম্মতি ব্যতিরেকে বিবাহ দেবে না অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : বিবাহ অধ্যায়, বিবাহের ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কার অনুমতি নেয়া এবং চুপ থাকা অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা।

২৯. সহী বুখারী : তালাক অধ্যায়, খুলা অনুচ্ছেদ, ১১ খন্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা।

৩০. সহী বুখারী : বিধানাবলী অধ্যায়, আল্লাহর বাণী : وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم অনুচ্ছেদ, ১৬ খন্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা সহীহ মুসলিম : নেতৃত্বে দান অধ্যায়, ন্যায় বিচারক ইমামের ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

৩১. সহী বুখারী : আযান অধ্যায়, যে স্বীয় পরিবারের প্রয়োজনে ব্যস্ত থাকবে, তারপর নামায প্রতিষ্ঠা করবে, তারপর বের হবে অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠা।

৩২. সহী বুখারী : যুদ্ধ অধ্যায়, হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদের আলোচনা অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : তওবা অধ্যায়, হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে অপবাদের আলোচনা অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১১২ পৃষ্ঠা।

৩৩. সহী বুখারী : ইতিকাফ অধ্যায়, ইতিকাফ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে স্বামীর সাক্ষাত অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা।

৩৪. সহী বুখারী : ইতিকাফ অধ্যায়, ইতিকাফকারী কি স্বীয় প্রয়োজনে মসজিদের গেটে যেতে পারবে অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সালাম অধ্যায়, যে ব্যক্তি একাকী নিজের স্ত্রী বা

www.amarboi.org

মাহরাম মহিলার সাথে চলে তার জন্য অন্য কাউকে ইনি হচ্ছেন উমুক একথা বলে মহিলার পরিচয় দেওয়া ভালো, ৭ খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

৩৫. সহী মুসলিম : পানীয় অধ্যায়, মেজবান যে ব্যক্তিকে দাওয়াত দেয়নি সে যখন মেহমানের অনুসরণ করবে তখন মেহমান কি করবে সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা।

৩৬. সহী বুখারী : যুদ্ধ অধ্যায়, খয়বরের যুদ্ধ অনুচ্ছেদ, ৯ খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা।

৩৭. সহী বুখারী : দুই ঈদ অধ্যায়, ঈদের দিন খেলা ও তরবারি খেলা অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : দুই ঈদের নামায অধ্যায় : ঈদের দিন যে খেলায় কোন গুনাহ্ নেই তাতে রুখসাত অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা।

৩৮. সহী বুখারী : মর্যাদা অধ্যায়, ইসলামে নবুওয়াতের চিহ্ন অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায় , নবীর (স) কন্যা ফাতেমার (রা) ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা।

৩৯. ফতহুল বারী : ৯ খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠা।

৪০. সহী বুখারী : আযান অধ্যায়, শিশুর কান্নার সময় যে নামায হালকা করে অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : নামায অধ্যায়, সকলকে নামায সংক্ষিপ্ত করতে ইমামের আদেশ অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা।

৪১. সহী বুখারী : নামাযের গুণাগুণ অধ্যায়, সালাম দান অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ৪৬৭ পৃষ্ঠা।

৪২. সহী বুখারী : হায়েয অধ্যায়, দুই ঈদের নামাযে ঋতুবতী মহিলার উপস্থিত হওয়া অনুচ্ছেদ, ১ খন্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : দুই ঈদের নামায অধ্যায়, মুসল্লীর সাথে দুই ঈদে স্ত্রীর বহির্গমন বৈধ হওয়ার আলোচনা অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা।

৪৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা অনুযায়ী তা ছিল দুই ধনুকের মাঝখানে, সহী বুখারী : ইলম অধ্যায়, মহিলাদেরকে ইমামের উপদেশ ও শিক্ষাদান অনুচ্ছেদ, ১ খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : দুই ঈদের নামায অধ্যায়, ৩ খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা।

৪৪. সহী বুখারী : দুই ঈদ অধ্যায়: ঈদের দিন মহিলাদেরকে ইমামের উপদেশ দান অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : দুই ঈদের নামায অধ্যায়, ৩ খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা।

৪৫. সহী বুখারী : মর্যাদা অধ্যায়, আনসারদের উদ্দেশ্যে মহানবীর (স) উক্তি, সকল মানুষের মধ্যে তোমরাই আমার নিকট বেশী প্রিয় অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায় : আনসারদের ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা।

৪৬. ফতহুল বারী, ১৩ খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা।

৪৭. সহী বুখারী : শিষ্টাচার অধ্যায়, সংবেদনশীল ও দ্ব্যার্থবোধক কথা বলা অনুচ্ছেদ, ১৩ খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : ফযিলত অধ্যায়, স্ত্রীদের জন্য মহানবীর (স) দয়া অনুচ্ছেদ, ৭খন্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা।

৪৮.

৪৯. সহী বুখারী : মর্যাদা অধ্যায়, উছমান বিন আফফানের (রা) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী অনুচ্ছেদ, ৮ খন্ড, ৬০ পৃষ্ঠা।

৫০. সহী বুখারী : হজ্জ অধ্যায়, মহিলাদের হজ্জ অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ৪৪৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : হজ্জ অধ্যায়, হজ্জ অথবা অন্য কোন কাজে মহিলাদের সফরে মাহরিম সংগী সাথে থাকা অনুচ্ছেদ, ৪ খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৫১. সহী বুখারী : সালাত অধ্যায়, মসজিদের খেদমত অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা।

৫২. সহী বুখারী : সালাত অধ্যায়,, মসজিদে ঝাড়ু দেয়া এবং কাপড়ের টুকরো বাইরে ফেলে দেয়া অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : জানাযা অধ্যায়, কবরের পাশে নামায পড়া অনুচ্ছেদ, ৩ খন্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা।

৫৩-ক. ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন : হাদীসটি হযরত বুরাইদা (রা) থেকে 'হাসান' 'সহীহ' ও 'গরীব' সূত্রে বর্ণিত। মর্যাদা অধ্যায়, "হে উমর! নিশ্চয়ই শয়তান তোমাকে ভয় করে" অনুচ্ছেদ, ৩৬৯১ নং হাদীস, দেখুন সহী সুনানে তিরমিযী ২৯১৩ নং হাদীস।

৫৩-খ. সহী বুখারী : তাফসীর অধ্যায়, সূরা আদ দোহা ماودعك ربك وما قلى অনুচ্ছেদ, ১০ খন্ড, ৩৩৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, জিহাদ অধ্যায়: মুশরিক ও মুনাফিকদের পক্ষ থেকে মহানবী (স) যে সকল নির্যাতন মোকাবিলা করেছেন অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা।

৫৪. সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, আবুযর (রা)-এর ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা।

৫৫. সহী বুখারী : তায়াম্মুম অধ্যায়, মুসলিমের অযুর পরিবর্তে পবিত্র মাটিই পানির অভাব পুরণ করার জন্য যথেষ্ট অনুচ্ছেদ-১ খন্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : নামায অধ্যায়, অপঠিত নামায কাযা করা অনুচ্ছেদ, ২ খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা।

৫৬. সহী বুখারী : দান অধ্যায়, মুশরিকদের থেকে হাদিয়া গ্রহণ অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সালাম অধ্যায়, বিষ অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৪ পৃষ্ঠা।

৫৭. সহী বুখারী : জিহাদ অধ্যায়, যুদ্ধে মহিলাদের হত্যা অনুচ্ছেদ, ৬ খন্ড, ৪৮৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : যুদ্ধ ও ক্ষত অধ্যায়, যুদ্ধে শিশু ও মহিলাদের হত্যা হারাম অনুচ্ছেদ, ৫ খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা।

৫৮. সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, হযরত আবু হুরায়রা আদ দাউসীন (রা) ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৬৫ পৃষ্ঠা।

৫৯. সহী বুখারী : নবীদের আলোচনা অধ্যায়, "আল্লাহর বাণী" وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম : সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায় : উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজার (রা) ফযীলত অনুচ্ছেদ, ৭ খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা।

৬০. দুই ধনুকের মধ্যবর্তী বর্ণনা, ফতহুল বারী, ৭ম খন্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা।

৬১. ফতহুল বারী, ৭ খন্ড, ২৫৮, ২৫৯ পৃষ্ঠা।

সমাপ্ত

www.amarboi.org

BIIT AT A GLANCE

Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT) was founded in 1989 as a non-government research organization to conduct research and in-depth studies, among others, to identify the islamic perspective of different disciplines specially in higher education and to popularize the 'islamization of knowledge' program among students, teachers and researchers in Bangladesh In order to achieve its objectives, the organization undertakes the following activities:

- **Research**: In order to identify the Islamic approach in different disciplines of higher education, BIIT sponsors research programs under the supervision of senior faculties of public and private universities.
- **Translation**: In order to publicize the ideas and thoughts of major scholars of the world, BIIT takes initiative to translate the major books of prominent scholars written in Arabic and English into Bangla.
- **Publication**: BIIT publishes the original writings, research works, translation work and seminar proceedings which are used as reference for teachers, students, researchers and thinkers.
- **Library Service**: BIIT maintains a library which has a good number of rare books and journals including the publications of IIIT, USA. These books and journals are issued to professionals, university teachers, students and researchers on request.
- **Supply of Materials**: One of the major programs of BIIT is to collect and supply study materials on national, international and ummatic issues.
- **Series of Seminars & Lectures**: BIIT organizes seminars, symposiums, workshops, study circles, discussion meetings on contemporary issues related to thoughts on education, culture and religion.
- **Exchange Program**: To exchange information, ideas and views, BIIT organizes partnership programs with related organizations and individuals at home and abroad.
- **Distribution of Publications**: In order to disseminate knowledge, BIIT distributes the publications of IIIT and BIIT to concerned organizations and individuals.
- **Training Program**: BIIT conducts different types of training programs on various topics such as research methodology, English and Arabic language courses etc to improve the skills and efficiency of human resources.
- **Dialogue & Roundtable Discussion**: Dialogues on national and international issues particularly inter-faith issue, socio-economic issue are arranged by BIIT.

www.amarboi.org

- ইসলামি পুনর্গঠন মানেই আল্লাহর দেয়া পথ নির্দেশনার সন্ধানে কুরআন ও সুন্নাহের দিকে ফিরে আসা। তারপর এ পথনির্দেশনাকে সমসাময়িক বাস্তবতার উপর প্রয়োগ করে আল্লাহর হুকুমের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আল্লাহর রসূল (স.) যথার্থই বলেছেন : আল্লাহ অবশ্যই প্রতি শতবর্ষের মাথায় দীনের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে এ উম্মতের জন্য মুজাদ্দিদ পাঠাবেন।

- এখানে পুনর্গঠন বলতে দুই জাহিলিয়াতের সয়লাব থেকে মুসলিম নারীর মুক্তি বুঝানো হয়েছে : একদিকে পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুকরণ এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসৃতি।

- পুরুষের মুক্তি ছাড়া নারীর মুক্তি সম্পূর্ণ হয়না। অর্থাৎ জীবনের এ ক্ষেত্রে তাদের দু'জনের জন্য মহানবীর (স.) হেদায়েত একই সাথে এসেছে।

- "হিজাব" ও "গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান" এ দু'টি ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের বিশেষত্ব। মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা সাহাবীগণ এ দু'টি বিষয়ে উম্মুলমুমিনীনদের অনুসরণ করেননি। সাধারণ মুসলিম মেয়েরা "সতর" বা পর্দার বিধান অনুযায়ী শরীরের অপরিহার্য অংশ খোলা রেখে প্রয়োজন মতো মসজিদে নামায পড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন সামাজিক ও বাইরের কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।

- ফিতনা প্রতিরোধকল্পে মুসলিম নারীকে গৃহাভ্যন্তরে রাখার বিধানটি ছিল যথার্থ। কিন্তু এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। এর ফলে আল্লাহর হালাল করা অনেক বিষয় তাদের জন্য হারাম করা হয়েছে এবং সামাজিক কর্মে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।